ইতিহাস ও ঐতিহাসিক

অমলেশ ত্রিপাঠী

ইতিহাসের অধ্যাপক, এশিয়াটিক সোসাইটি,

প্রাক্তন আশুতোষ অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

প্রকাশকাল—ডিসেম্বর ১৯৬০

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যানসন (নবম তল)
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০০১৩

মুদ্রক :
রূপলেখা
২২, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : প্রদীপ সাহা

আচার্য নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

স্মরণে

মুখবন্ধ

কবি নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বীর কথা ভেবে অপেক্ষা করতে পারেন কিন্তু ঐতিহাসিক নৈব নৈব চ। দেশ, কাল, মানুষের কাহিনী (ব্লখের ভাষায় 'science of men in time') বলতে গিয়ে তিনি অনেক সময় ভুলে যান যে তিনিও কালের পুতুল। কোনো বিশেষ দেশে তাঁর জন্ম, কোনো নির্দিষ্ট কালে তাঁর শিক্ষা, গবেষণা ও রচনা সীমাবদ্ধ। ব্যতিক্রম ঘটে—যেমন ঘটেছিল ইতিহাসের জনক হেরোডোটাসের ক্ষেত্রে, বিংশ শতাব্দীতে নেমিয়ারের ক্ষেত্রে। কিন্তু ব্যতিক্রম বিধানকেই প্রমাণ করে। পরদেশী হলেও দেশের শেকড় সহজে ছেঁড়া যায় না, জাতির সংস্কার ভোলা যায় না। শ্রেণীস্বার্থের ওপর ওঠা আরও কঠিন, যুগধর্মের ওপর ওঠা কঠিনতম। অথচ সচেতনতার অভাবে বা অহঙ্কারবশে ঐতিহাসিকরা ভাবেন তটস্থ বলেই কালপ্রবাহের সেরা সাক্ষী তাঁরা; দূর থেকে দেখছেন বলেই তাঁদের দর্শন নিরাসক্ত। এদিকে, অনেক ক্ষেত্রে অজ্ঞাতে, পক্ষপাত তাঁদের পথভ্রষ্ট করে, অবদমিত বাসনা ব্যাখ্যায় আনে বিকৃতি। খণ্ড সত্য আপন যুগের মুকুরে ঝাপসা ভাবে দেখেই তাঁরা ভাবেন চিরন্তন ও অখণ্ড সত্য দেখছি।

ঐতিহাসিকের বোঝার সময় এসেছে তিনি চিরন্তন বা অখণ্ড সত্যের কারবারী নন। সামগ্রিক দৃষ্টি একমাত্র ঈশ্বরে সম্ভব, হয়তো মরমীয়া সাধকের পক্ষেও। ঐতিহাসিকের নেই কবির মতো কল্পনার স্বাধীনতা, দার্শনিকের মতো বিশ্বজনীন তত্ত্ব নির্মাণের অধিকার, শিল্পীর মতো অরূপকে মূর্ত বা বিমূর্ত রূপ দেবার আকুতি, বৈজ্ঞানিকের মত প্রাকৃতিক বিধান আবিষ্কার ও প্রয়োগের অভীপ্সা। তবে ঐতিহাসিকের সঙ্গে সবারই লেনদেন আছে। ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে কবি-কল্পনা মিশিয়ে টলস্টয় নেপোলিয়ানের যে চিত্র এঁকেছেন, তার তুলনা নেই। রবার্ট গ্রেভস্-এর *I Claudius* ও *Claudius the God* সুয়েটোনিয়াসের *The Twelve Caesars* এর চেয়ে শতগুণে জীবন্ত। স্বয়ং এলিয়ট Tradition and the Individual Talent প্রবন্ধে কবির পক্ষে ইতিহাস-চেতনার প্রয়োজন স্বীকার করেছেন। ইতিহাস-চেতনা না থাকলে দান্তে লিখতে পারতেন না ডিভিনা কমেডিয়া বা সেক্সপীয়ার থেকে ব্রেখট্ তাঁদের ঐতিহাসিক নাট্যাবলী। অন্যদিকে

গিবন, মেকলে, মমসেন, ট্রেভেলিয়ান, ব্লখ, ব্রোদেল, লাদুরি, কেউই ছিলেন না কার্লাইলের dry as dust.

তবু বলতে হবে ইতিহাস স্বতন্ত্র। সামাজিক মানুষের বিপুল কর্মশালার একটা দিকের যবনিকা সরিয়ে একটুখানি কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করেন ঐতিহাসিক। এ যুগে টয়নবি ছাড়া world history লেখার সাহস কারও হ'ল না। প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান অপ্রতুল, আধুনিক ইতিহাসে অপর্যাপ্ত। ইতিহাস-শিল্পের (craft বলবেন ব্লখ) প্রকৃতির মধ্যে অনেক বাধা রয়েছে, ঐতিহাসিকের স্বভাবে অনেক বিসঙ্গতি। Total history বা শেষ কথা লেখার দাবী তাঁর সাজে না। "শেষ নাহি যে শেষ কথা বলবে?"

'ঘটে যা তা সব সত্য নহে' কবির পক্ষে প্রযোজ্য হলেও ঐতিহাসিকদের পক্ষে নয়। অথচ ঐতিহাসিকের মনোভূমিও উপেক্ষণীয় নয়। আবার 'ঘটে যা তা সব সত্য' এধরনের সরলীকরণ চলবে না। অহরহ কত লক্ষ ঘটনা ঘটছে। তারা সবাই ইতিহাসের বিষয় হয় না। ঘটনাকে 'ঐতিহাসিক' fact হতে হবে আর "historical facts are, in essence, psychological facts." বুঝতে হবে কোন জৈব-রাসায়ণিক প্রক্রিয়ায় বাইরের ঘটনাবলী বিচ্ছিন্ন হলেও ঐতিহাসিকের মনে পারম্পর্য ও তাৎপর্য পায়। তিনি গ্রহণের চেয়েও বর্জন করেন বেশী। কিন্তু কি তার গ্রহণ-বর্জন-নির্বাচনের পদ্ধতি? সে পদ্ধতি কি দেশে দেশে যুগে যুগে বদলায়? না কি সে নিউটনের মাধ্যাকর্ষনের মত অপরিবর্তনীয়, সর্বজন-গ্রাহ্য? নির্বাচনের পেছনে কি প্রবণতা কাজ করে? নিছক বৈজ্ঞানিক নির্মোহ, না যুগধর্ম, ইডিওলজি, শ্রেণীস্বার্থ?

অতীত নিয়ে ইতিহাসের কারবার, কিন্তু ঐতিহাসিকের 'বর্তমান' তাঁর 'অতীতে'র ব্যাখ্যা প্রভাবিত করে। তা না করলে ফরাসী বিপ্লবের বা নেপোলিয়নের এত রকমের ব্যাখ্যা হ'ত না। অ্যাক্টন আশা করেছিলেন, কেমব্রিজ মডার্ণ হিষ্টরির ওয়াটালু বর্ণনা ডাচ, ইংরেজ, জার্মান ও ফরাসীদের কাছে সমান গ্রহণযোগ্য হবে। তা ত' হয়নি। এক নেপোলিয়ন সম্বন্ধে কত বিচিত্র ও বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা হয়েছে, Geylএর *Napoleon For and Against* তার প্রমাণ। তাছাড়া, 'অতীতের জন্য অতীত' কি 'শিল্পের জন্য শিল্পের' মত ইতিহাসকে কাণা-গলিতে নিয়ে যাবে না? মনে পড়ে ব্লখের প্রতি পিরেনের বিখ্যাত উক্তি, "যদি আমি পুরাতাত্ত্বিক হতাম তবে পুরোনো ভগ্ন স্তূপ ছাড়া কিছুই দেখতাম না। কিন্তু আমি যে ঐতিহাসিক, জীবনকে ভালোবাসি।" বর্তমানকে না বুঝলে অতীতকেও

বোঝা যায় না, কারণ জ্ঞানের যাত্রা বহুজ্ঞাত থেকে স্বল্পজ্ঞাতের দিকে। বর্তমান ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলের আকাশ-সমীক্ষা ব্লখকে মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের সঠিক দিশা দিয়েছিল। ব্রোদেল ও ভূমধ্যসাগর সম্বন্ধে এই কথা বলেছেন।

ইতিহাস কি বিউরি-ঘোষিত বিজ্ঞান—"nothing more and nothing less"? কিন্তু প্রশ্ন উঠবে, কি রকম বিজ্ঞান? পদার্থ বা রসায়ন বিদ্যার মত তার কি ধ্রুবত্বধর্ম আছে? পদার্থবিদ্ তাঁর বীক্ষণাগারে বারবার একই পরীক্ষা ঘটাতে পারেন। কিন্তু ঐতিহাসিক কি পারেন আর একবার ফরাসী বিপ্লব ঘটাতে? পদার্থতাত্ত্বিক সত্যের প্রকাশ ও মানবিক সত্যের প্রকাশের মধ্যে পার্থক্য আছে। ব্লখ বলেছেন, সে পার্থক্য "as between the task of a drill operator and that of a lute maker."*

বিজ্ঞানীদের একটা সুবিধে—ভাষা নিয়ে মতভেদ হয় না, আর অধিকাংশ আলোচনা ত' গাণিতিক প্রতীকের মাধ্যমে। অম্লজানের অর্থ সীজারের আমলেও যা ছিল রেগানের আমলেও তাই। কিন্তু লাতিন 'servus' শব্দ থেকে মধ্যযুগে 'serf' শব্দ উদ্ভূত হলেও উভয়ের অর্থ আলাদা। 'ফিউডাল' ও 'ফিউডালিজম্' প্রথমে ছিল আইনের পরিভাষা। এখন তাদের দিয়ে একটা বিশেষ কালের সামাজিক কাঠামো বোঝানো হচ্ছে। তারও বেশী—একটা mentalité কে বোঝানো হচ্ছে। আধুনিক যুগের শুরুতে 'capitalist' বলা হ'ত ফাটকাবাজদের। ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে 'প্রলেতারিয়েত' শব্দ প্রথম চালু হয়। মার্কস্ তাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিলেন।

ইতিহাসে কার্যকারণের সম্পর্ক রহস্যময়। এদের সম্বন্ধ কি পৌর্বাপর্যের সম্বন্ধ? তাতে কি সংখ্যাতাত্ত্বিক সম্ভাব্যতার অবকাশ নেই? উভয়ে কি অবশ্যম্ভাবী কোন্যে পরিণামে আমাদের নিয়ে যায়? আপতিকের, আকস্মিকের (chance) স্থান কতটুকু? কোঁৎ একদা ঐতিহাসিক বিধান প্রতিষ্ঠা করতে ভয় পাননি। প্ল্যাঙ্ক, আইনষ্টাইন, হাইজেনবার্গের পর, কোয়ান্টা ও আলোককণার কাণ্ড দেখে, আধুনিক বিজ্ঞানীরা যেখানে বিজ্ঞানের ধ্রুবত্ব দাবী করতে দ্বিধা করেন সেখানে আমরা, ঐতিহাসিকরা, নিশ্চিত সিদ্ধান্তের দাবী করব কোন সাহসে? আমরা কিংসলি এম্‌সের 'লাকি জিম' উপন্যাসের অধ্যাপক জিম হতে চাই না।

ঐতিহাসিক কি বিচারকের ভূমিকা নেবেন? র‍্যাঙ্কে বলছেন, 'না'; আক্‌টন

বলছেন, 'অবশ্যই',। কিন্তু নীতির মানদণ্ড যুগে যুগে বদলায়। একই মানদণ্ডে কি বিচার হবে চতুর্দশ লুইএর উগোনো বিতাড়ন ও হিটলারের বন্দী শিবির? অ্যাথেন্সের সাম্রাজ্য ও ইংরেজদের সাম্রাজ্য? ব্লখ বলছেন, ইতিহাসের কাজ বিচার করা নয়, বোঝা। ঐতিহাসিক নন 'মেকি দেবদূত'। বিচারকের যদি গোপন পক্ষপাত থাকে তবে সাক্ষ্যপ্রমাণকে ঠিক সেইমত সাজাবেন। কিন্তু বোঝা-ই কি এত সহজ? রেনেশাঁস আমলের প্রাতোর বণিককে বুঝতে গেলে শুধু তার হিসাব পত্রের খাতা পড়লেই চলবে? বা লরেঞ্জো মেদেচিকে বুঝতে গেলে তাঁর বিভিন্ন ব্যাঙ্কের উত্থান পতনের কাহিনী? সিনিউর সম্বন্ধে মধ্যযুগের ভ্যাসালদের দৃষ্টিভঙ্গী সঠিক বুঝতে গেলে দেখতে হবে ঈশ্বর সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল। ঐতিহাসিককে এখন পড়তে হবে লৌকিক সাহিত্য, বুঝতে হবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রতীক মূল্য, করতে হবে নরনারীর সম্পর্কের ধারণা। হ্যাঁ, সংকীর্ণ স্পেশালাই-জেশন চলবে না। অর্থনৈতিক ইতিহাসও সম্পূর্ণ হয় না রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন। ধনতন্ত্র ছাড়া সপ্তদশ শতকের ধর্মকে ও ধর্ম ছাড়া সপ্তদশ শতকের ধনতন্ত্রকে যে বোঝা যায় না বেবার থেকে ক্রিষ্টোফার হিলের বিতর্ক তার প্রমাণ।

কাকে বলব ঐতিহসিক ব্যাখ্যা? ইতিহাসের মন্ময় (subjective) ব্যাখ্যার কথা শুনলে র‍্যাঙ্কে কানে আঙুল দিতেন। আজ ই. এইচ. কার বলছেন, "ঐতিহাসিককে তন্ময় (objective) ও মন্ময় ব্যাখ্যার শিলা (Scylla) ও চ্যারি-বডিসের মধ্য দিয়ে জাহাজ চালাতে হবে।" কার্ল পপার ও আইজায়া বের্লিন এ কথা মানবেন না। নেমিয়ার বলবেন, ইতিহাসের মধ্যে কোন অর্থ খুঁজতে যাওয়াই মূর্খতা। তাঁর ভাষায়, "Historians imagine the past and remember the future". অর্থাৎ যে ধরনের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক নিজে চান (প্রগতি, সাম্যবাদ, স্বর্গরাজ্য), ঠিক সেই রকম ব্যাখ্যা মিলবে। কার *What is History?* তে প্রগতির পক্ষে দান ফেলেছেন, তাই প্রগতি হয়ে উঠেছে ইতিহাসের চাবিকাঠি। মার্কস্‌বাদীরা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে সে মর্যাদা দেন। কিন্তু মার্কসের প্রথমদিকের রচনা, গ্রামস্‌চি প্রভৃতির structure ও super-structure সম্বন্ধে নয়া ভাবনা, linguistics, structuralism প্রভৃতি নতুন দর্শনের অভিঘাত মার্কস্‌বাদী শিবিরের সংহতি নষ্ট করেছে। আলথুসারের সঙ্গে ই. পি. টমসনের বিতর্ক তার প্রমাণ। ব্যারাক্লো বলেছেন, "আপন নাভির ধ্যান না করে ঐতিহাসিককে ইতিহাসের মূল্য খুঁজতে হবে বাইরের

কোন মহত্তর লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে।” কিন্তু মহত্তর লক্ষ্য নিয়েই তো মতভেদ। আলবেয়ার কামুর *The Rebel* পড়লে বোঝা যাবে মর্ত্যে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করতে গিয়ে মানুষ কি ভাবে আপন কারাগারই রচনা করেছে।

কিন্তু থেমে থাকার উপায় নেই। জীবনের সর্ত—চরৈবেতি। নেমিয়ার, ওকসট, পপার, ট্রেভর-রোপাররা যাই বলুন, পরিবর্তন হবেই, আর ইতিহাসকে তার সাক্ষী হতে হবে। এঁদের প্রতিক্রিয়াও কি রুশবিপ্লব ও নাৎসী বর্বরতার বিরুদ্ধে নয়?

আসলে মানুষ একই সঙ্গে মুক্ত ও বন্দী। বন্দী, কারণ, ইচ্ছাশক্তিকে নিরঙ্কুশভাবে সে প্রয়োগ করতে পারে না। মুক্ত, কারণ তাকে এগোতেই হবে—পথে হোক বা বিপথে হোক। অতীতের শেকল এক হাতে সে খুলছে, পর মুহূর্তে জড়িয়ে পড়ছে আর এক শেকলে। ইতিহাস যেমন তাকে তৈরী করছে, সেও তেমনি তৈরী করছে ইতিহাস। কৃৎ কৌশলের পরিবর্তন, জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্যের বিপ্লব, প্রকৃতির ভারসাম্যের বিনাশ বারবার জট বাড়াবে জীবনের। কখনও ডাইনে কখনো বামে ছন্দ বাজবে কালের মন্দিরায়। তারই সঙ্গে তাল মেলাবার চেষ্টাই ইতিহাস। তালভঙ্গ হয়নি, তাও নয়। তবু তা শাশ্বত নয়। বারে বারে মানুষকে বিশ্বের অধিকার ফিরে পেতে হয়। বীজগণিতের অনিবার্যতা মানুষের ক্ষেত্রে খুঁজলে চলবে না। কত রকম determinism এর সন্ধান মেলে ইতিহাসে। কারণ, নৈর্ব্যক্তিক, নীতি-নিরপেক্ষ, মেশিয়ানিক কোনো সর্বব্যাপী সত্তা (চার্চ, রাষ্ট্র, সুপারম্যান, ডায়ালেকটিক) র হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে মানুষ আপনার বিচার, বিবেক, ব্যক্তিগত দায়িত্বের দায় এড়াতে চায়। ইতিহাস-দর্শন যদি মূল্যবোধে মানুষের আস্থা সঞ্চার করতে না পারে, সব ধরনের ইতিহাসের মধ্যে ঐক্য ও অতীত-বর্তমানের জীবন্ত সম্পর্ক বোঝাতে না পারে, তবে নঙর্থক আপেক্ষিকতাবাদ প্রচারেই তার মহতী বিনষ্টি।

(২)

বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেন একই ঘটনা প্রবাহের। এটা কিন্তু ইতিহাসের একটা বড় আকর্ষণ। অ্যাগাথা ক্রিষ্টি তাঁর *The Moving Finger* নামক রহস্যোপন্যাসে দেখিয়েছেন—এক ছোট্ট মেয়ে স্কুলের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলছে, “এতরকমের বাজে জিনিসও শেখানো হয়। ধর—ইতিহাস। প্রত্যেক বইতে

আলাদা বর্ণনা।" উত্তরে প্রবীণ অভিভাবক বলেছিলেন, "that is its real interest." ছাত্রাবস্থায় ঐ বালিকাটির চেয়ে আমার বুদ্ধি বেশী পরিণত ছিল না। অধ্যাপক গুচের রচনায় কোন সদুত্তর পাইনি। তবু সদ্য-প্রকাশিত 'ইতিহাস' পত্রিকায় লিখলাম 'ঐতিহাসিক মেকলে।' কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে বুঝলাম বিদেশে historiography বা ইতিহাসদর্শন পাঠ্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। মার্কিন ঐতিহাসিক চার্লস বিয়ার্ডের আপেক্ষিকতাবাদ তখন তুঙ্গে। রিচার্ড হফস্ট্যাডার আমার গবেষণার বিষয় স্থির করলেন, "১৮৭০ থেকে ১৯১০এর মধ্যে মার্কিন ইতিহাস দর্শন।" অতএব পড়াশুনো করতে হ'ল এবং র‍্যাঙ্কে, স্টাব্‌স, ফ্রীম্যান, অ্যাক্টন প্রভৃতির লেখার পেছনে কি সব ভাবনা, সংস্কার, bias কাজ করছে তা খুঁটিয়ে দেখতে হ'ল। এর পর দেশে ফিরে দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে 'ইতিহাস' পত্রিকার জন্য ইতিহাসদর্শনের ওপর প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করলাম। বর্তমান সংকলনের তিনটি ছাড়া সবগুলি পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে 'ইতিহাস'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। 'রুশ বিপ্লবের মহাভাষ্যকার' ছাপা হয়েছিল রবিবাসরীয় আনন্দবাজার-এ।

যে দুটি নতুন রচনা যোগ করেছি তা হ'ল 'ঐতিহাসিক র‍্যাঙ্কে' ও 'ঐতিহাসিক অ্যাক্টন'। পুরোনো লেখাগুলি অতি আধুনিক আলোচনার আলোকে পুনর্বিচার, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেছি। তার পরিচয় প্রাক্তন পাঠকরা পাবেন। যখন এসব লিখছি, একের পর এক বিখ্যাত ঐতিহাসিকের ইতিহাসদর্শনের ওপর বই বেরুচ্ছে। মার্ক ব্লখের *The Historian's Craft* অনূদিত হল ১৯৫৪ সালে। ১৯৫৫ সালে পিয়েতর হাইলের *Debates with Historians.* ই. এইচ. কারের *What is History?* প্রকাশিত হ'ল ১৯৬১ সালে। ফ্রান্সের 'আনাল', ইংলণ্ডের 'পাষ্ট অ্যাণ্ড প্রেজেণ্ট', 'টাইমস্‌ লিটরারী সাপ্লিমেণ্টে'র বিশেষ ইতিহাস সংখ্যা নানাভাবে ইতিহাসদর্শন নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করল। 'আমেরিকান হিষ্টরিক্যাল রিভ্যু', 'জার্ণাল অব দ্য হিষ্টরি অব আইডিয়াজ' ও 'রেভ্যু ইস্তরিক' ত ছিলই। *E'crits sur l'Histoire* গ্রন্থে (১৯৬৯) ফেরনন্দ ব্রোদেল ব্লখ ও লুসিয়েঁ ফেভ্‌রকে অনুসরণ করলেন। এ বিষয়ে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য সংযোজন বোধ হয় ল'রোয়া লাদুরির *The Territory of the Historian* (দুই খণ্ড)। এগুলি আমার জ্ঞানের পরিধি বাড়াল।

আমার অজ্ঞাতসারে বিপ্লব এই সংকলনে একটা বড়ো বিষয় হয়ে উঠেছে। বিপ্লবের তত্ত্ব নয়, বিপ্লবের ইতিহাসদর্শন। ইংরেজ, ফরাসী ও রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে

সমকাল থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। এর কি এবং কেন জানলে, প্রথম পর্বে যে সব প্রশ্ন উল্লেখ করেছি তার অনেকগুলির উত্তর মিলবে। ইংরেজ বিপ্লবের প্রথম সফলতম প্রতিক্রিয়া পাই মেকলের রচনায়। তাঁর হুইগ মতাদর্শ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি, শ্রেণী ও যুগের মুখপাত্র ছিলেন বলেই একদা তিনি এত বিখ্যাত হয়েছিলেন। "সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ বিপ্লব"-এ উক্ত বিষয়ে গবেষক-ঐতিহাসিকদের মধ্যে কি ধরনের বিতর্ক চলেছে তার বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে। "ফরাসী বিপ্লবের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা" প্রবন্ধে দেখান হয়েছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে কি ভাবে তার ব্যাখ্যা বদলে গেছে; কি ভাবে তার বিভিন্ন দিক নিয়ে, তার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন শ্রেণী নিয়ে, মতাদর্শের পার্থক্য নিয়ে, বিস্তৃত হয়েছে আলোচনা। ওপরতলার সংকীর্ণ ইতিহাস পরিণত হয়েছে নিচুতলার মানুষের (সাঁকুলোৎ, crowd নানা নামে) ব্যাপক ইতিহাসে। এর সঙ্গে পড়তে হবে "ঐতিহাসিক জর্জ লেফেভ্‌র", যিনি ফরাসী বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ত বটেই, উপরন্তু গ্রামীন কৃষকের কাহিনী লিখে নীচু-তলার মানুষদের তিনিই প্রথম পাদপ্রদীপের সামনে তুলে ধরেন। শুধু ভের্সাই বা পারী থেকে নয়, প্রতিটি অঞ্চল থেকে, ফরাসী বিপ্লবকে আমরা দেখতে শিখি তাঁরই শিষ্যপ্রশিষ্যদের রচনার আলোয়।

র‍্যাঙ্কে, অ্যাক্টন, ফিসার অজ্ঞাতসারে ফরাসী বিপ্লবেরই প্রতিক্রিয়া। র‍্যাঙ্কে ছিলেন রোমান্টিক রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়া; অ্যাক্টন—রোমান্টিক উদারপন্থী প্রতি-ক্রিয়া; ফিসার ফরাসী বিপ্লব মেনেও রুশবিপ্লব সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত, কিন্তু নাৎসী ইডিওলজির বিরুদ্ধে সোচ্চার। "রুশবিপ্লবের মহাভাষ্যকার" প্রবন্ধ ই. এইচ. কারের ইতিহাসকৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে রুশবিপ্লবের দিক্‌দর্শন। "গণতান্ত্রিক পর-রাষ্ট্রনীতি" শীর্ষক দীর্ঘ রচনা রুশবিপ্লবকে ঠেকাতে পশ্চিমী গণতন্ত্রের নাৎসীতোষণ নীতির বিশ্লেষণ। সব প্রবন্ধে সমসাময়িক দর্শনের প্রভাব উল্লিখিত হয়েছে—যেমন র‍্যাঙ্কের ওপর হেগেলের আইডিয়ালিজম্‌ ও কোঁৎএর পজিটিভিজমের প্রভাব; কারের ওপর রেলেটিভিজ্‌মের তথা মার্ক্সিজমের। একমাত্র ব্যতিক্রম মনে হবে প্রথম প্রবন্ধ—"হেরোডোটাস ও থুকিডিডিস"। একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে থুকিডিডিসের ইতিহাসও সমসাময়িক গ্রীসের (অবশ্যই অ্যাথেন্সের) পরিবর্তমান অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, শ্রেণীসংঘর্ষ ও সাম্রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে জড়িত। গৃহযুদ্ধের সম্বন্ধে শঙ্কা না থাকলে পেরিক্লিসের নীতিকে এতদূর সমর্থন করতেন না তিনি। সেই সঙ্গে একেবারে আদিতে ইতিহাসদর্শন কিরূপ ছিল তাও দেখাতে চেয়েছি।

বর্তমান সংকলন প্রকাশে যাঁর উৎসাহ ছিল সর্বাধিক, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীশম্ভু ঘোষ আজ আমার কৃতজ্ঞতার ঊর্ধ্বে চলে গেছেন। আমার সহকর্মী ডঃ জহর সেন ও দুই সুযোগ্য ছাত্র—পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক পর্ষৎএর প্রাক্তন আধিকারিক—শ্রী দিব্যেন্দু হোতা ও বর্তমান আধিকারিক—শ্রী লাডলী মোহন রায়চৌধুরী প্রকাশনার ব্যাপারে প্রথমাবধি সাহায্য না করলে আমার একক চেষ্টা ব্যর্থ হ'ত। নির্বাচিত নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করার জন্য অধ্যাপক নির্মল দত্ত আমার ধন্যবাদার্হ। যে সব মুদ্রণত্রুটি থেকে গেল (শুধু বানানের অশুদ্ধির কথা বলছি না) তার জন্য অদৃষ্ট ছাড়া কাউকে দোষারোপ করে লাভ নেই। আমার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও বইয়ের নাম কোন স্থানে Italics কোনো স্থানে Roman টাইপে ছাপানো হয়েছে। একটা সংক্ষিপ্ত শুদ্ধিপত্র দেওয়া হল। আশাকরি বাংলা- ভাষী পাঠকবৃন্দ সে সব দোষ মার্জনা করে যথোচিত গুরুত্ব সহকারে ইতিহাসদর্শনের প্রথম প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন।

এ ধরনের আর একটি সংকলনে হাত দিয়েছি। তাতে 'শিল্পবিপ্লব ও ঐতিহাসিক' ছাড়া টয়নবি, নেমিয়ার, ব্লখ, হিল, টমসন, ব্রোদেল ও লাদুরির ওপর আলোচনা থাকবে।

অমলেশ ত্রিপাঠী

সূচীপত্র

হেরোডোটাস ও থুকিডিডিস*

নেপলস যাদুঘরে রক্ষিত একটি যুগ্মমূর্তি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—একই স্তম্ভলগ্ন হেরোডোটাস[1] ও থুকিডিডিসের[2] আবক্ষ প্রতিকৃতি দুই বিপরীত দিকে তাকিয়ে রয়েছে। গ্রীসের দুটি শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের এই বোধ হয় যথার্থ রূপ—অসম অথচ অবিচ্ছিন্ন, পরিপন্থী তথাপি পরিপূরক। একজনের প্রেরণা পারসিক শৃঙ্খল মোচনের উল্লাসে উদ্দীপ্ত, বিদেশী বর্বরের প্রতিরোধে সম্মিলিত গ্রীসের নৈতিক ও আত্মিক ঐক্যের সুরে বাঁধা। তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে গ্রীক সভ্যতার সংগ্রামলব্ধ সুকঠিন বীর্য, বিজয়-লব্ধ সুগভীর আত্ম-প্রত্যয়। আরেকজনের প্রেরণার পশ্চাতে গ্রীক-জগতের অন্তর্নিহিত দ্বৈতবাদ, তার শক্তিতে শক্তিতে প্রতিযোগিতা ও রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বৈরী, তার কেন্দ্রাতিগ উচ্চাকাঙ্খা ও ভয়াবহ শ্রেণী-সংঘর্ষ, তার বিশ্রুতকীর্তি নায়কদের অদূরদর্শিতা ও অর্থলিপ্সা এবং সাধারণ নাগরিকদের অন্ধঈর্ষা ও গড্ডলিকাসুলভ আচার। হেরোডোটাসের ভূগোল হারকিউলিসের স্তম্ভ থেকে পারস্য পর্যন্ত প্রসারিত, অনুসন্ধিৎসা নৃতত্ত্ব প্রাণিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এমনকি অলৌকিক পুরাণ ও অবিশ্বাস্য কাহিনী বাদ দেয় না, কাল শতাব্দীর গণ্ডী সহজোত্তীর্ণ। তাঁর বিষয়বস্তু শুধু মানুষের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা নয়, তার জীবনের সামগ্রিকরূপ। থুকিডিডিসের দিগন্ত গ্রীক জগতে সীমাবদ্ধ, উপজীব্য—সমসাময়িক কাল এবং বিষয়বস্তু—নগররাষ্ট্রের প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ, সেই সঙ্গে তার নাগরিক, যে একান্তভাবেই

অ্যারিষ্টটেলীয় রাজনৈতিক জীব। নারী, দেবতা ও দিব্যবাণীর স্থান "পেলোপনেসীয় যুদ্ধে" নেই। হেরোডোটাসের ইতিহাসে মহাকাব্যের মুক্তপক্ষ বিস্তার, থুকিডিডিসে ট্রাজেডির অসহনীয় নিবিড়তা। হেরোডোটাসের ইতিহাসে সোফিষ্টের যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী চারণের (rhapsode) রোমান্টিক ভাবালুতায় আচ্ছন্ন, থুকিডিডিসে সে দৃষ্টিভঙ্গী বস্তুবাদী কৌটীল্যনীতির ইন্ধনে প্রখরতর। অথচ অ্যাথেন্সের অভ্যুদয়ের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল তার পতনের বীজ। হেরোডোটাসে যার প্রস্তাবনা, থুকিডিডিসে তার পরিণতি। উভয়ে খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর অ্যাথেন্সের উত্থান ও পতনের মহিমাময় কাহিনী সম্পূর্ণ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের আদর্শ হেরোডোটাসের বহু ঊর্ধ্বে থুকিডিডিসকে স্থান দিয়েছে। বস্তুতঃ গবেষণা ও রচনাপদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনায় দ্বিতীয়কে শিরোপা দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। প্রথমের তুলনায় তিনি ঢের বেশী যুক্তিবাদী, নিরাসক্ত এবং নৈর্ব্যক্তিক। প্রথম পারসিক অভিযান ঘটেছিল হেরোডোটাসের জন্মের সমকালে (আ ৪৮৪ খৃঃ পূঃ), দ্বিতীয় পারসিক অভিযান তাঁর বাল্যকালে। সেই গ্রীক পারসিক সংগ্রাম তাঁর ইতিহাসের উপজীব্য। পূর্বসূরী মিলেটাসবাসী হিকাটিউসের রচনাবলী, নানা প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা এবং বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ-লব্ধ স্বকীয় অভিজ্ঞতা—এই তিনটি ছিল তাঁর মুখ্য উপাদান। হয়ত কিছু কিছু শিলালিপির সাহায্যও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু উপাদানগুলির সত্যাসত্য নির্ণয় তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করেননি। তা না হলে তিনি লিখতেন না—স্পার্টাবাসীরা অরেষ্টিসের অস্থির জোরে যুদ্ধে জেতে, জেরেক্সিসের স্থলবাহিনীতে ১,৭০০,০০০ সৈন্য ছিল, নেবুচাদনেজার ছিলেন নারী বা আলপ্স্ একটি নদীর নাম। মিশরীরা কি ভাবে সমাধি দেয়, ড্যানিয়ুব অঞ্চলের অধিবাসীরা গন্ধ-শুঁকেই মাতাল হয়, ভারতবাসীরা অসুস্থ আত্মীয়দের খেয়ে ফেলে এবং ভারতীয় পিপীলিকা (যারা শেয়ালের চেয়ে বৃহদাকার) সোনা খুঁড়ে বার করে, অ্যাথিনা দেবীর নারী পুরোহিতের কত বড় দাড়ি গজিয়েছিল—কোন মজাদার কাহিনীই তিনি উপেক্ষা করেননি। আশ্চর্য কি যে র‍্যাঙ্কের অণুবীক্ষণে তাঁর ইতিহাস ভ্রমণকারীর রোম্যান্স বলে প্রতীয়মান হয়েছিল! প্রারম্ভেই তিনি বলেছেন, তিনি ইতিহাস লিখছেন—"To the end that time may not obliterate

the great and miraculous deeds of the Hellenes and the Barbarians and especially that the causes for which they waged war with one another may not be forgotten." কিন্তু আসল বিষয়বস্তুতে আসতে গিয়ে কত অবান্তর এবং অবাস্তব ঘটনারই না তিনি অবতারণা করেছেন। লিডিয়ার ইতিহাস লিখতে গিয়ে জাইজেস ও ক্রেসাসের কাহিনী তাঁকে বলতেই হয়, সিসট্রিসের বৃত্তান্ত শেষ হতে না হতে তিনি হেলেন ও প্যারিসের প্রণয় বর্ণনা করতে বসেন। দেবদেবী বা ওরাক্লের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অসীম ; সেমিলি, হেরাক্লিস ও ডায়োনিসাসের ঐতিহাসিক কাল নির্ণয় করার জন্য তাঁর চেষ্টার ত্রুটি নেই। বস্তুতঃ কারণ ও কার্যের পরম্পরা, যা ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণের প্রাণ, সে বিষয়ে হেরোডোটাস শিশুসুলভ অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। ইতিহাসের দুর্বার গতির পশ্চাতে তিনি দেখেছেন ব্যক্তিগত খামখেয়ালীর ক্রিয়া এবং তারও পশ্চাতে অমোঘ নিয়তির অলঙ্ঘনীয় বিধান। দেবতারা মানুষের সুখে, তথা জাতির শ্রীবৃদ্ধিতে, ঈর্ষ্যান্বিত, অতএব উভয়েই অলীক এবং ক্ষণস্থায়ী, এমন একটা ইতিহাস দর্শন হেরোডোটাসের ছিল।

অথচ থুকিডিডিস যেন তাঁর সৃষ্টি থেকে আপন সত্তাকেও বিলুপ্ত করেছেন। "Thucydides, an Athenian, wrote the history of the war between the Peloponnesians and the Athenians···" ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক এই তৃতীয় পুরুষের উল্লেখে অভিভূত হয়েছিল, আকৃষ্ট হয়েছিল তাঁর সংযমে।[৩] যেখানে গ্রীক—পারসিক সংগ্রামের ভূমিকা লিখতে গিয়ে হেরোডোটাস কয়েক অধ্যায় ব্যয় করেছেন সেখানে পেলোপনেসীয় যুদ্ধের পূর্বেকার সমগ্র গ্রীক ইতিহাসের চুম্বক দিতে থুকিডিডিসের এক অধ্যায়ও লাগেনি। ঐতিহাসিক কারণ-কার্য পরম্পরা নির্দেশে তিনি সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী। তিনি ইতিহাসকে ব্যক্তিগত কাহিনীর অনুক্রম বলে ভাবেননি, ইতিহাসকে দেখেছেন বিচিত্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক শক্তির ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াপ্রসূত প্রবাহরূপে। খুব স্পষ্ট অথচ স্বল্প

ভাষায় প্রথমেই তিনি বলেছেন—নৌবল, বাণিজ্যবল, সাম্রাজ্যবল, এই তিনের সমাহার হ'ল রাষ্ট্রীয় শক্তির চিরন্তন উৎস, তা অ্যাথেন্সের গৌরবের মূলে এবং স্পার্টা প্রভৃতি গ্রীক রাষ্ট্রের ঈর্ষ্যার কারণ (এখানে লক্ষ্যণীয় যে হেরোডোটাস দেবতার ঈর্ষ্যার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন)। পেলোপনেসীয় যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতার অবতারণা এই ভাবে করেই তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ে মূল বিষয়বস্তুতে চলে গেছেন। তারপর কোথাও কোন অবান্তর কথা নেই, দেবতা ও নারী নিরুদ্দেশ, এমনকি পার্থেননের উল্লেখও করেছেন অ্যাথেন্সের আর্থিক শক্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে। অ্যাথেন্সের প্রখ্যাত নাগরিক এবং ৪২৪ খৃঃ পূঃ এ নির্বাচিত নৌসেনাপতি হয়েও তিনি পরমশত্রু স্পার্টা বা করিন্থের প্রতি অন্যায় কটাক্ষ করেননি, অ্যাথেন্সের অনুসৃত নীতির অযথা সমর্থন করেননি, এমন কি পেলোপনেসীয় যুদ্ধে আপনার কলঙ্কময় অংশও গোপন করার চেষ্টা পাননি। কেন তিনি যথাসময়ে অ্যাম্ফিপোলিস রক্ষা করতে পারেননি—সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এবং আত্মপক্ষ সমর্থন তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক হত, বিশেষতঃ যখন এই অপরাধে তাঁকে বিশবৎসরব্যাপী নির্বাসন ভোগ করতে হয়েছিল। অথচ একটি মাত্র নৈর্ব্যক্তিক উল্লেখ ব্যতীত আর কিছু তাঁর ইতিহাসে মেলে না এবিষয়ে। এমন সংযম বিস্ময়কর, অনেকটা অতি-মানবিক।

উনবিংশ শতাব্দীকে সব চেয়ে মুগ্ধ করেছিল তাঁর পদ্ধতির অনস্বীকার্য শ্রেষ্ঠতা। প্রথমতঃ তিনি স্থান ও কালের গণ্ডী সঙ্কীর্ণ করে তথ্যানুসন্ধানের ক্ষেত্র আয়ত্তের মধ্যে এনেছেন। হেরোডোটাসের বিষয়বস্তু এত বিরাট যে তাঁর পক্ষে প্রত্যেকটি তথ্যের যাথার্থ্য নির্ধারণ অসম্ভব ছিল। দ্বিতীয়তঃ উপর্যুক্ত কারণে হেরোডোটাস উপাদানের মূল্যভেদ করতে পারেননি। তাঁকে অল্প অনুসন্ধানেই ক্ষান্ত হতে হয়েছিল এবং সবচেয়ে মনোহারী তথ্যটি গ্রহণ করেই তৃপ্ত হতে হয়েছিল। "Little pains do the vulgar take in the investigation of truth accepting readily the first story that comes to hand."—থুকিডিডিসের এই মন্তব্য যেন হেরোডোটাসের প্রতি শরাঘাত। প্রথমেই যে উপাদান হাতে এসেছে থুকিডিডিস তাতে বিশ্বাস করেননি, এমন কি নিজের স্মৃতিকেও নয়। যেটুকু তথ্য তিনি লোক-প্রমুখাৎ সংগ্রহ করেছিলেন কি কঠিন পরীক্ষাই না তাকে উত্তীর্ণ হতে হয়েছে : "The accuracy of the report being always tried by the most

severe and detailed tests possible." তিনি জানেন বিভিন্ন দ্রষ্টা একই ঘটনার বিভিন্ন বর্ণনা দিতে পারে এবং তার কারণ ভ্রমশীল স্মৃতি বা গোপন পক্ষপাতিত্ব। ঐতিহাসিকের এ-সব বিপদ সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা ও সাবধানতা আশ্চর্য রকমের আধুনিক। তাঁর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা—বক্তৃতাবলী—সম্বন্ধে ও সচেতন ছিলেন বলে তিনি মুখবন্ধে তার সাফাই গেয়েছেন।

গুরুগম্ভীর পিউরিটান থুকিডিডিস দুটি জিনিষ ঘৃণা করতেন—ইউরিপিডিসের ভাবালুতা ও হেরোডোটাসের ধর্মান্ধতা। উনবিংশ শতাব্দীর সংশয়ী মন স্বতঃই এতে সায় দিয়েছে। বিশেষতঃ থুকিডিডিস যে ইতিহাসের একটা উপযোগবাদী (utilitarian) মূল্য নির্দেশ করেছিলেন তা তাদের মনঃপূত হয়েছিল: "The absence of romance in my history will, I fear, detract somewhat from its interest but if it be judged useful by these inquirers who also desire an exact knowledge of the past as an aid to the interpretation of the future, which in the course of human things must resemble if it does not reflect it, I shall be content."

ইতিহাস কোন ধর্মগত বা দার্শনিক ভাবনার আশ্রয়স্থল নয়, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার আধার। ভলতেয়ারের universal history ও মিশ্‌লের রোমান্টিক ব্যাখ্যায় অবিশ্বাসী উনবিংশ শতাব্দীর Utilitarian ইতিহাসের এ যেন ফতোয়া। ফ্রীম্যান, র‍্যাঙ্কে প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা, যাঁরা ইতিহাসকে মনে করতেন অতীত রাজনীতি এবং রাজনীতিকে বর্তমান ইতিহাস, তাঁরা থুকিডিডিসের মধ্যে ক্লাসিক আদর্শ খুঁজে পেয়েছিলেন।

(২)

যুগ বদলের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের ধ্যানধারণা বদলেছে। ফলে প্রশ্নহীন শ্রদ্ধার চোখে থুকিডিডিসকে দেখা আজ অসম্ভব। বলা বাহুল্য সে যুগের গ্রীক ইতিহাস ব্যাপক আলোচনা করার ফলে নানা নূতন তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। তার আলোকে সে যুগের মানস আমাদের কাছে স্পষ্টতর ভাবে প্রতীয়মান, সে যুগের সমস্যা ও সঙ্কট নূতনতর রূপে প্রতিভাত। তারই পটভূমিকায় থুকিডিডিসের ইতিহাসের দোষগুণ এবং দৃষ্টিভঙ্গী বিচার করতে হবে।

প্রথমতঃ ইতিহাস মানে যে শুধু রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার বর্ণনা যা বিশ্লেষণ এমন কথা বিংশশতাব্দী অস্বীকার করেছে। হেরোডোটাসের মধ্যে এ সংকীর্ণতা ছিল না। তিনি ছিলেন হেলিকারনেসাসের অধিবাসী। আইওনিয়ন গ্রীকদের দৃষ্টির দিগন্ত এসিয়ার সংস্পর্শে এসে প্রসারিত হয়েছিল। তাদের রাষ্ট্রগুলি যে কেবল পূর্ব পশ্চিমের মিলনক্ষেত্র ছিল তা নয়, পূর্ব-পশ্চিমের ভাবধারার সংঘাতে এবং সমন্বয়ে সমৃদ্ধ ছিল। হেরোডোটাসে তাই দেখি স্বভাবসিদ্ধ পরমতসহিষ্ণুতা, একটা সংস্কারোত্তীর্ণ বিশ্ব নাগরিক-সুলভ রসবোধ। নির্বাসনের ফলে বহুদেশ তাঁকে ভ্রমণ করতে হয়েছে। ইতিহাসের ক্ষেত্রে তুলনামূলক সমাজতত্ত্ব তিনি প্রয়োগ করেছেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জোরে। সাধারণ গ্রীক নগর-রাষ্ট্রের দ্বৈপায়নতা তাঁকে ছোঁয়নি। যখন অ্যাথেন্সে এসে তিনি বসবাস করছেন তখনও বিদেশী বলে নাগরিক রাজনীতিতে তাঁর প্রবেশাধিকার ছিল না। তাই তার যুদ্ধলিপ্সা, কলহ-পরায়ণতা, দলীয় ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, ষড়যন্ত্রের জালে তিনি জড়িয়ে পড়েননি। অতএব শক্তির সাধনাই যে রাষ্ট্রের চরম সাধনা এবং ঐতিহাসিক অগ্রগতির চাবিকাঠি একথা তিনি স্বীকার করেননি, ইতিহাসকে ভূগোল, নৃতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে দেখবার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য সামাজিক বিবর্তনের পশ্চাতে অর্থনৈতিক শক্তির ক্রিয়া তিনি আদৌ উপলব্ধি করেননি এবং থুকিডিডিস সে বিষয়ে তাঁর চেয়ে বেশী অবহিত ছিলেন। কিন্তু আধুনিক লিবারেল ঐতিহাসিকদের চোখে সেটাও সদগুণ। উনবিংশ-শতাব্দীর ম্যাচপলিটিক-প্রবুদ্ধ জার্মান ঐতিহাসিক ও সোস্যালডারুইনিজিম প্রবুদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিক এবং বিংশ শতাব্দীর মার্কসবাদী ঐতিহাসিক সম্বন্ধে লিবারেলদের আশাভঙ্গ হয়েছে। সুতরাং তাঁরা হেরোডোটাসের সংযত রোমান্টিকতা, অলজ্জ মানবিকতা ও সুস্থ empiricism পছন্দ করছেন। থুকিডিডিসের অতিমাত্রিক আত্মসচেতনা এবং প্রচ্ছন্ন নীতিবাদ তাঁদের ভাল লাগছে না। যাঁরা ইতিহাসের মধ্যে গল্পের রস খোঁজেন, মানুষকে বিশ্লেষণের চেয়ে বড়ো করে দেখেন, তাঁরা অবশ্যই হেরোডোটাসকে বেশী পছন্দ করবেন। হেরোডোটাসের মত থুকিডিডিসের একটা যুগোত্তর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না এবং তাঁরই প্রভাবে কোন রোমক ঐতিহাসিক সমসাময়িক কালের বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করার সাহস পাননি, মমিলিয়ানো এমন বিরূপ মন্তব্য করেছেন।

তথাপি স্বীকার করতেই হবে যে থুকিডিডিস রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির মধ্যে একটা নিগূঢ় সম্পর্ক উপলব্ধি করেছিলেন। ব্যবসাবাণিজ্য বাদ দিয়ে কোন সভ্য সমাজের কথাই তিনি ভাবতে পারেন না। মূলধন ব্যতীত কোন প্রগতি সম্ভব তিনি মনে করেন না। এই জন্যই তিনি পেলোপনেসীয় যুদ্ধের পূর্ববর্তী ইতিহাসকে (এবং সেই সঙ্গে গ্রীক—পারসিক সংঘর্ষের ইতিহাসকে) অবহেলা করেছেন। যে সামাজিক ব্যবস্থা স্থায়ী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেয়নি, যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শক্তির বৃদ্ধিতে ও বিস্তারে সহায়তা করেনি, থুকিডিডিস তার সম্বন্ধে নিরুৎসুক। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর অ্যাথেন্সের শক্তির মাপকাঠিতে পূর্বতন ইতিহাস অকিঞ্চিৎকর প্রতীয়মান হয়েছিল এবং পারস্য যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনা একান্ত গুরুত্ব পেয়েছিল। থুকিডিডিসের ইতিহাসদর্শন অনিবার্য ভাবেই তাঁকে পেলোপনেসীয় যুদ্ধ এবং তৎপ্রসঙ্গে অ্যাথেনীয় সাম্রাজ্যের উত্থানপতনের ইতিবৃত্ত লিখতে প্রণোদিত করেছিল।

সে দর্শনের মূলকথা হ'ল—মানব প্রকৃতির অপরিবর্তনীয়তা। শক্তিমান দুর্বলকে পদানত করতে চায়, যুক্তির আবেদনের চেয়ে শক্তির মোহ আকর্ষণ করে বেশী। শক্তিমান যা গ্রাস করে সম্মান স্বার্থ ও ভয়ের জন্য তা আঁকড়ে রাখে। এই নৈর্ব্যক্তিক ন্যায় ইতিহাসকে চালিত করছে পুনরাবৃত্তির চক্রপথে।

> …the good old rule
> Sufficeth them, the simple plan,
> That they should take, who have the power,
> And they should keep who can.

ঊনবিংশ শতাব্দীর Social Darwinism-এর মত এ যে নিষ্ঠুর, দুর্বলের পক্ষে এর প্রয়োগ মারাত্মক, এ যে শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী—এমন প্রশ্ন থুকিডিডিসের মতে অবান্তর। তদানীন্তন সোফিষ্ট দার্শনিকেরা একটি অনুমানের (hypothesis) সূত্র অবলম্বন করে যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতকগুলি মৌল বিধান অন্বেষণ করছিলেন, থুকিডিডিসও তেমনি মানবপ্রকৃতির এই সূত্রটি অবলম্বন করে রাজনীতির ক্ষেত্রে কতকগুলি চিরন্তন বিধান আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। হিপোক্রাটেস—প্রবর্তিত

চিকিৎসা বিজ্ঞান তাঁর পদ্ধতিকে খুবই প্রভাবিত করেছিল। পেলোপনেসীয় যুদ্ধ তাঁর কাছে ব্যাধি ছিল না, ছিল ব্যাধির লক্ষণমাত্র। আর যেমন বৈজ্ঞানিক নিপুণতার সঙ্গে তিনি অ্যাথেন্সের প্লেগের বর্ণনা দিয়েছেন এবং তার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন, ঠিক তেমনি নিপুণতার সঙ্গে খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর নগর-রাষ্ট্রের ব্যাধির কারণ বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। বারংবার প্লেগ, নীতি ও যুদ্ধ বা দলাদলি, নীতি ও রাষ্ট্রের ধ্বংসের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনায় তা স্পষ্ট। চিকিৎসকের চোখে রোগ বিচারে রোগীর ধর্মবিশ্বাস অবান্তর, থুকিডিডিসের চোখেও ইতিহাস বিচারে নৈতিক প্রশ্ন অবান্তর।

হেলিকারনেসাসের জয়োনিকান থুকিডিডিসের রচনায় সোফোক্লেসের ট্রাজেডির সুর শুনেছিলেন। কর্ণফোর্ডও মনে করেন পেলোপনেসীয় যুদ্ধ তাঁর চোখে এক গ্রীক ট্রাজেডির রূপ নিয়েছে। অ্যাথেন্সের অগ্রগতিও যেমন, স্পার্টা ও করিন্থের অ্যাথেন্স ভীতিও তেমনি অবশ্যম্ভাবী মনে হয়েছে। এ যেন ক্রেয়ন ও আন্তিগোনের সংঘর্ষ, জেসন ও মিডিয়ার সংঘাত—অনিবার্য এবং বিয়োগান্ত। র‍্যাঙ্কে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কো-প্রাশীয় যুদ্ধের ফল দেখে প্রাশীয় রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পশ্চাতে higher necessity উপলব্ধি করেছিলেন, তেমনি থুকিডিডিসও পেলোপনেসীয় যুদ্ধের ফল দেখে তার পশ্চাতে higher necessity-র ক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন। আধুনিক ঐতিহাসিক কখনই এমন ব্যাখ্যার প্রশ্রয় দেবে না। তার কাছে মনে হবে থুকিডিডিসের higher necessity হেরোডোটাসের oracle বা গ্রীক নাট্যকারের deux ex machina'র উল্টোপিঠ। তার মতে প্রতিটি ব্যক্তির এবং প্রতিটি ঘটনার প্রতিক্রিয়া অনন্য, কারণ তা বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে প্রসূত। তাছাড়া মানবচরিত্রই ঐতিহাসিক বিবর্তনের একমাত্র নিয়ন্তা নয়। মানবচরিত্র এবং পারিপার্শ্বিক—মানবচরিত্রও পারিপার্শ্বিক নিরপেক্ষ নয়—উভয়ে মিলে ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদীরা ত' আরো গভীরে যেতে চাইবেন।

থুকিডিডিসের ইতিহাসদর্শন তাঁর বক্তৃতাবলীতে সমধিক পরিস্ফুট। গ্রীকট্রাজেডির কোরাসের সঙ্গে এদের তুলনা করা চলে। যুদ্ধের অব্যবহিত

পূর্বের সংকট করিন্থ, অ্যাথেন্স, স্পার্টার মনস্তত্ত্ব কিভাবে প্রভাবিত করেছিল তার অপূর্ব নিদর্শন তাদের প্রতিনিধিদের বক্তৃতা। এগুলির মাধ্যমে তিনি আপন বক্তব্য স্পষ্ট করেছেন। "My habit has been to make the speakers say what was in my opinion demanded of them by the various occasions……" এর কতটা ঐতিহাসিক ঘটনার বিবৃতি এবং কতটা থুকিডিডিসের নিজের ব্যাখ্যা? কোন যুক্তি বক্তার, কোনটাই বা থুকিডিডিসের সৃষ্টি? এর অনেকগুলি বক্তৃতা তাঁর মনগড়া,[8] যেমন স্পার্টায় করিন্থের প্রতিনিধির বক্তৃতা; অনেকগুলি পেলোপনেসীয় যুদ্ধের শেষে লেখা—যেমন অ্যাথেন্সের প্রতিনিধির বক্তৃতা বা পেরিক্লিসের বিখ্যাত 'ফিউনারেল স্পিচ'। প্রত্যেকটি বক্তৃতার রচনারীতি, তা স্পার্টাবাসী বা অ্যাথেন্সবাসী, পেরিক্লিস বা অ্যালকিবিয়াডিস, যেই দিক না কেন, হুবহু এক, অর্থাৎ থুকিডিডিসের নিজস্ব রীতি। এজন্য জার্মান পণ্ডিত জেগার তাঁর Paideia গ্রন্থে বলেছেন—This is a very important device, explicable not by a historian's passion for exactitude but by a politician's wish to penetrate to the ultimate political ground for every event." এর কোনটিতে অ্যাথেনীয় অগ্রগতির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, কোনটিতে বা অ্যাথেনীয় সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক সমর্থন এবং সবগুলিতে ভবিষ্যদ্বংশীয়দের কাছে আবেদন—ম্যারাথন ও স্যালামিসের যুদ্ধে নেতৃত্ব গ্রহণ করে অ্যাথেন্স সাম্রাজ্য গঠনের নৈতিক অধিকার লাভ করেছে। মেলিয়ান বিতর্কে (Melian debate) যদিও তিনি উভয়পক্ষেই যুক্তি উত্থাপন করেছেন তবু তার মধ্যে সে যুগের অ্যাথেন্সের যুগধর্ম (Zeitgeist) স্পষ্ট, যা বাহুবলকে natural right-এর সমতুল্য মনে করত।

তিনি যে কেবল সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক ছিলেন তা নয়, নিরাসক্তির দাবীও তাঁর টেকে না। তিনি ছিলেন পেরিক্লিস-পন্থী সাম্রাজ্যবাদী

গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। মেগারা সংক্রান্ত ডিক্রীর কথা তিনি চেপে গিয়েছেন, ক্লিওন সম্বন্ধে তিনি মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা দেখিয়েছেন, নিকিয়াসের প্রতি গোপন পক্ষপাত। পেরিক্লিস জীবিত থাকলে পোলাপনেসাসের যুদ্ধে অ্যাথেন্সের জয়লাভ ঘটতো এবং সাম্রাজ্যের পতন হ'ত না এমন বিশ্বাস অনুচ্চারিত হলেও স্পষ্ট। পেরিক্লিসের নির্মোহ ভবিষ্যদ্দৃষ্টি, সূক্ষ্ম বিচারশক্তি ইত্যাদি সদ্‌গুণাবলী পরবর্তী কোন অ্যাথেনীয় নেতার ছিলনা এবং তার অভাবেই মূলতঃ সাইরাকিউজ অভিযান প্রভৃতি নীতির বৈফল্যের কারণ এমন ইঙ্গিত "পেলোপনিসীয় যুদ্ধে" ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

নিকিয়াসের বক্তৃতায় থুকিডিডিসের আসল প্রতিপাদ্য ধরা পড়ে। একদল অ্যাথেনীয় নেতা মনে করতেন, অ্যাথেনীয় সাম্রাজ্যের উন্নতি এমনকি অস্তিত্ব নির্ভর করে তার বাধাবন্ধহীন বিস্তারের ওপর। সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে যুদ্ধের ভয়েও থেমে যাওয়ার উপায় নেই, থামলেই আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের ও ভয়াবহ শ্রেণীসংঘর্ষের সম্ভাবনা। অ্যালকিবিয়াডিস ছিলেন এই দুঃসাহসী বিপজ্জনক নীতির প্রতীক। আরেক দল নেতা ছিলেন একেবারে যুদ্ধ-বিরোধী, এমনকি সাম্রাজ্য বিস্তার যদি যুদ্ধেব কারণ হয়, তবে সাম্রাজ্য—বিরোধী। পেরিক্লিস ছিলেন এই দুই চরমপন্থী দলের মধ্যবর্তী। অর্থের লোভ তাঁকে বশীভূত করেনি, জনগণকে সত্য কথা বলার সাহস তাঁর ছিল। অন্য নেতারা জনগণের প্রসাদভাজন হবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে তাদের মূঢ়তার কাছে আপন শুভবুদ্ধি বলি দিয়েছেন। পেরিক্লিস ছিলেন জনগণের কর্ণধার। তাদের তিনি চালাতেন, তাদের দ্বারা চালিত হতেন না। তাঁর আমলে নামে গণতন্ত্র হলেও অ্যাথেন্স ছিল "a monarchy under the foremost man"। অসংযত গণতন্ত্রের দলীয় কলহ ও ভীরু স্বার্থপর নেতৃত্ব থেকে থুকিডিডিস মুখ ফিরিয়েছেন সেই অভিজাত-শাসিত গণতন্ত্রের প্রতি যা সোলোন একদা প্রবর্তন করেছিলেন, ক্লিসথেনিস ও থেমিস্টোক্লিস পুষ্ট করেছিলেন এবং পেরিক্লিস উন্নতির উচ্চতম শিখরে উন্নীত করেছিলেন। পেরিক্লিসের মৃত্যুর পর কোথায় গেল সেই দূরদৃষ্টি, সংযম, সৎ ও বুদ্ধিদীপ্ত শাসন, শক্তি ও ন্যায়ের সাম্য, শান্তিরক্ষার সুকঠিন প্রয়াস? যুদ্ধবাজ নীতির মধ্যে তিনি পতনের বীজ দেখেছিলেন। তিনি জানতেন ভুলের জন্য যুদ্ধ বাধে, যুদ্ধে জয় পরাজয় অনিশ্চিত, দীর্ঘ যুদ্ধের ফলে বুদ্ধির স্থান নেয় আবেগ, পশুশক্তি

প্রবল হয়, শেষ পর্যন্ত আসে ধ্বংস। নিজের চোখে তিনি আপন প্রিয় নগর-রাষ্ট্রের ধ্বংস দেখেছিলেন, তাই এমন নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বস্ততার অভাবই অ্যাথেন্সের পতনের কারণ বলে ঘোষণা করেছিলেন। নাহলে সাম্রাজ্যের মধ্যে বা শক্তির সাধনার মধ্যে অন্তর্নিহিত কোন অমঙ্গল বা দুর্বলতা আছে থুকিডিডিস তা মনে করতেন না।

(৩)

এই পেরিক্লিস-পন্থী-সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ কি এবং কেন থুকিডিডিস তার প্রতি আকৃষ্ট হলেন? এর উত্তর নিহিত আছে খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর অ্যাথেনীয় রাষ্ট্রের প্রকৃতিতে তথা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে।

খৃঃ পূঃ সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে অ্যাথেন্সে একটা বড় অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছিল। লৌহ যুগের আবির্ভাব, মুদ্রাপ্রবর্তন, বর্ণমালার আবিষ্কার ও উপনিবেশ বিস্তার গ্রামাঞ্চলের জোতদার ও সহরাঞ্চলের বণিক-শ্রেণীকে প্রাধান্য দিয়েছিল। এই প্রথম সম্ভব হ'ল মুনাফার ভিত্তিতে পাত্র-শিল্প ইত্যাদির দ্রুত উন্নতি। কিন্তু মূলধনের অভাবে শিল্প আশ্রয় করলো দাসশ্রম; মুদ্রা যেমন একদিক দিয়ে ছোট জোতদারদের অভিজাত ভূম্যধিকারীর কবল থেকে উদ্ধার করল, তেমনি আর একদিক দিয়ে তাদের মহাজনশ্রেণীর হাতে তুলে দিলে। বাইরের শস্য আমদানি হওয়ায় তাদের শস্যের দাম কমে গেল, অথচ যে সব শিল্পজাত দ্রব্য তারা ব্যবহার করত তার দাম বাড়তে লাগল। ভূমি বন্ধক রেখে তাদের জোগাড় করতে হ'ল মূলধন বা খাজনার টাকা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রীতদাসত্ব স্বীকার করতে হ'ল। এক শ্রেণীর চাষী (hectamoroi) জমি হারিয়ে বর্গাদারে পরিণত হল।

সোলোনের সংস্কার এই নব অভ্যুদিত বণিক্‌ ও শিল্পী-শ্রেণীকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী করলে—ধনের পরিমাণ অনুসারে শ্রেণী-বিভাগ ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বণ্টন রক্তসম্বন্ধের ওপর প্রতিষ্ঠিত অলিগার্কির ভিত নড়িয়ে দিলে। কিন্তু সোলোনের সংস্কারের ফলে অধমর্ণরা ঋণের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেলেও ভূমিহীনরা ভূমি পেলে না। সোলোন বুঝেছিলেন নাগরিকদের মধ্যে

সমান ভাগে ভূমি বণ্টন করে দিলেও অ্যাটিকা খাদ্যশস্যে কোনদিন আত্মনির্ভর হতে পারবে না। তাকে অন্য উপায়ে ধন বৃদ্ধি করতে হবে। অ্যাথেন্সের কাঁচামাল বা শিল্প উপাদানের অভাব ছিল না—পেণ্টালিকাসের মার্বেল, লরিয়নের রূপো, পাত্র নির্মাণের উপযোগী উৎকৃষ্ট মাটি। অভাব ছিল শুধু শিল্পীর, কারিগরের। তাই তিনি সচেতনভাবে শিল্পের উন্নতির দিকে মন দিলেন এবং তদর্থে বিদেশী কারিগরদের সাদর আহ্বান জানালেন, এজিনার মুদ্রামানের পরিবর্তে গ্রীক জগতের অধিকাংশ বাজারে গৃহীত ইউবিয় মুদ্রামান চালু করলেন। ফলে যে মূল্যবৃদ্ধি (inflation) ঘটল তাতে বণিক-শ্রেণীর সমধিক সুবিধ হ'ল। তাদের মূলধন আগে আসত বড় বড় জমিদারদের কাছ থেকে, মূল্যবৃদ্ধি (inflation)-র ফলে তারা ধাঃ শোধের সময় প্রচুর লাভ করলে। তাছাড়া দলে দলে ভূমিহীন প্রজা কাজের খোঁজে অ্যাথেন্সে চলে এল এবং অতি অল্প পারিশ্রমিকে কাজ করতে বাধ্য হ'ল।

সোলোনের আহ্বানে এবং বিশেষ সুযোগ-সুবিধার লোভে এল বিদেশী বণিক্ ও শিল্পীরা, এল গ্রামাঞ্চল থেকে ভূমিহীন কৃষক। অ্যাথেন্সের লোকসংখ্যা উভয়ের অভ্যাগমে অতি দ্রুত বেড়ে গেল। খাদ্য সমস্যা ধারণ করল প্রবলাকার। খাদ্য সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য বহির্বাণিজ্য প্রসারের প্রয়োজন হল। বহির্বাণিজ্য রক্ষার জন্য বাড়াতে হ'ল সামরিক ও বাণিজ্যিক নৌ-বল। নৌ-শক্তি বৃদ্ধির ফলে কাঠ, লোহা, ব্রোঞ্জ ইত্যাদির চাহিদা বাড়ল। খাদ্য ও এসব জিনিষের দাম দিতে শিল্প সম্প্রসারণ করতে হ'ল। তার মূলধন এল লরিয়নের রৌপ্যখনি থেকে, মুনাফা এল দাস ও ভূমিহীন প্রজার শ্রম-শোষণের থেকে। পিসিস্ট্রেটাসের নীতি এই সম্প্রসারণে সাহায্য করল। তিনি দার্দানেল্‌সের অনেক স্থানে উপনিবেশ বিস্তার করলেন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করলেন।

সোলোন, পিসিস্ট্রেটাস ও ক্লিস্থেনিসের আমলে অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মধ্যবিত্ত বণিক শ্রেণী প্রধান রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। ক্লিসথেনিসের সংবিধানে সর্বনিম্ন তথা দরিদ্রতম শ্রেণীর কোন স্থান ছিল না। তাদের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ প্রতিরোধ মানসেই তিনি পারস্যের শরণাপন্ন হন। থেমিস্টোক্লিস এঁদের মত অভিজাতবংশীয় ছিলেন না। অ্যালকেমওনিড

বংশের আনুগত্য থেকে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বিচ্যুত করে স্বীয় প্রতিষ্ঠা স্থাপনে করলেন। তাঁর সমসাময়িক মিলটিয়াডিস অভিজাত হয়েও অ্যালকেমেওনিড বংশের প্রতিযোগী ফিলেডে বংশের লোক। পারস্য-বিরোধী নীতিতে এ দু'য়ের মিল হ'ল। মিলটিয়াডিস যখন পারস্য অভিযানে বিফল হলেন, অ্যালকেমেওনিড বংশীয় মেগাক্লিস প্রতিশোধের সুযোগ পেলেন। অধ্যাপক টমসন বলেন—তাঁকে বাঁচাবার জন্য তখন থেমিষ্টোক্লিস বিশেষ কোন চেষ্টা পাননি। তাঁর অস্তে থেমিষ্টোক্লিসই অ্যাথেনীয় গণতন্ত্রের অবিসংবাদিত নেতৃত্ব পেলেন। অ্যালকেমেওনিড বংশীয় মেগাক্লিস্, জ্যানথিপস্, অ্যারিষ্টাইডিস পর পর বিতাড়িত হলেন

থেমিষ্টোক্লিসের শ্রেষ্ঠ কীর্তি অ্যাথেনীয় নৌশক্তির পুনর্গঠন। এর সঙ্গে অ্যাথেন্সের দরিদ্রতম নাগরিকদের (যাদের সমর্থনের ওপর থেমিষ্টোক্লিসের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা নির্ভর করত) ভাগ্য জড়িত ছিল, কারণ তারাই নাবিকের কাজ করত। লরিয়নের রৌপ্যখনির আয় তিনি নৌবাহিনী সম্প্রসারণে নিয়োগ করলেন। তাঁরই বীর্য ও চাতুর্যের ফলে স্যালামিস ও মাইকেলে অ্যাথেনীয় নাবিক জেরেকসিসের বিপুল বাহিনীকে পরাভূত করলো। এজিয়ান সমুদ্রের একচ্ছত্র আধিপত্য অ্যাথেন্সের করায়ত্ত হলো। থেমিষ্টোক্লিস বুঝতে পেরেছিলেন এ-বিজয়কে বাণিজ্যবিস্তারের কাজে লাগাতে গেলে পারস্যের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করা প্রয়োজন। তা না'হলে পূর্ব ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে অ্যাথেন্সের একচেটিয়া ব্যবসায় স্থাপন হবে না, বৃথা অর্থ ও লোকক্ষয় ঘটতে থাকবে। কিন্তু ইতিমধ্যে ফিলেডে ও অ্যালকেমেওনিড বংশের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়েছে। অ্যারিষ্টাইডিস ও কাইমন থেমিষ্টোক্লিসের বিরুদ্ধে মিলিত হলেন এবং পারস্যের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের অপরাধে থেমিষ্টোক্লিসকে নির্বাসনদণ্ড দিলেন। থেমিষ্টোক্লিসের স্পার্টাবিরোধী ও পারস্য-মৈত্রীর নীতি বাণিজ্য-বিস্তারের পক্ষে অনুকূল ছিল, কারণ পারস্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তার আর প্রতিযোগিতা করবার সামর্থ্য ছিল না। এ নীতির বিরোধিতা করে ও স্পার্টার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে পুনরভ্যুত্থিত অভিজাতশ্রেণী গণতান্ত্রিক অগ্রগতি রোধ করতে চাইল। তাই দেখি ৪৬৪ খৃঃ পূঃ স্পার্টার হেলট-বিদ্রোহের সময় অ্যাথেন্সের ৪০০০ সৈন্য স্পার্টার প্রতিক্রিয়াশীল সরকারকে রক্ষা করতে চলেছে।

ইতিমধ্যে ডেলসের যুক্তরাষ্ট্রের আড়ালে অ্যাথেনীয় সাম্রাজ্য বিস্তার সুরু হয়েছে। অভিজাত শ্রেণীর পররাষ্ট্রনীতি মিশরে কর্তৃত্ব স্থাপন করতে গিয়ে শোচনীয়ভাবে বিফল হ'ল এবং অনেকটা হৃতসম্ভ্রম পুনরুদ্ধার বাসনায় এজিন অবরোধ করে জোর করে তাকে ডেলস রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগদান করতে বাধ্য করলো। পেরিক্লিস যখন গণতন্ত্রকে পূর্ণগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করলেন তখন তিনি এই সর্বনাশা নীতি পরিত্যাগ করলেন এবং থেমিষ্টোক্লিসকে অনুসরণ করলেন। ৪৪৮ খৃঃ পূঃ পারস্যের সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হ'ল। পশ্চিমে অ্যাথেন্সের যে তিনটি বাণিজ্য-প্রতিযোগী ছিল—করিন্থ, করকাইরা ও সাইরাকিউস্ তাদের সম্বন্ধেও এই নীতি গৃহীত হ'ল। ৪৪৫ খৃঃ পূঃ করিন্থের সঙ্গে অ্যাথেন্সের বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হল।

পেরিক্লিসের প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে যে বণিকশ্রেণী ছিল তার স্বার্থ যে কোনরূপ দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রসার (adventurism)-এর প্রতিকূল। ক্রীট থেকে ক্রিমিয়া পর্যন্ত এজিয়ান এবং কৃষ্ণসাগরের ওপর কর্তৃত্ব তাদের প্রয়োজন ছিল এবং অ্যাথেনীয় নৌশক্তির সাহায্যে সাম্রাজ্যের বিস্তারের ফলে তা মিলেছিল। কিন্তু ভূমধ্যসাগরের পূর্ব কি পশ্চিম প্রত্যন্তে কর্তৃত্ব কাম্য হলেও তার জন্য যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে তারা প্রস্তুত ছিল না। সে এলাকায় তারা চেয়েছিল অবাধ বাণিজ্যাধিকার এবং পেরিক্লিসের নীতি তাই স্থাপন করতে চেয়েছিল। সাম্রাজ্য ও অবাধ বাণিজ্য এই দুই অস্ত্রের প্রয়োগে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ড যেমন সীমাহীন সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখেছিল, খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে পেরিক্লিস-শাসিত অ্যাথেন্সও তাই স্বপ্ন দেখেছিল। এই শতাব্দীর অর্থনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে এবম্বিধ আকাঙ্ক্ষার কারণ মিলবে।

৪৮০ খৃঃ পূঃ থেকে ৪৩১ খৃঃ পূঃ মধ্যে অ্যাথেন্সের পরিবর্তন বৈপ্লবিক। ঐতিহাসিক গমের (Gomme) হিসাবে ৪৮০ খৃঃ পূঃ অ্যাথেন্সের নাগরিক সংখ্যা ছিল ১৪০,০০০। ৪৩১ খৃঃ পূঃ নাগরিক সংখ্যা বেড়ে হয় ১৭২,০০০, মেটিকদের সংখ্যা হয়—২৮,৫০০ এবং দাসের—১১৫,০০০। গার্ণে ইত্যাদির মতে দাসের সংখ্যা ৪০০,০০০ এবং নাগরিকের—১৮০,০০০। গম তা ভুল মনে করেন। খনি অঞ্চল বাদ দিলে মাথাপিছু দাসের সংখ্যা এত বেশী হয় না। তাছাড়া গার্ণে রাষ্ট্রনিয়োজিত ক্রীতদাসের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু

তার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ দেননি।[৫] যাই হোক ৪৮০ খৃঃ পূর্বের তুলনায় পেলোপনেসীয় যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে কি নাগরিক কি দাসের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল শিল্পবাণিজ্যের প্রসারের জন্য এবং রৌপ্যখনির চাহিদা মেটাতে। অ্যাটিকার অর্ধেক লোকই অ্যাথেন্সের নগর প্রাকারের অভ্যন্তরে বাস করত। এত লোকের খাদ্য সঙ্কুলানের ব্যবস্থা করা অ্যাটিকার বন্ধ্যাভূমির পক্ষে সম্ভব ছিল না। ছোট ছোট জোতে বিভক্ত জমি উদ্বৃত্ত উৎপাদনের উপযোগী ছিল না এবং মূলধনের অভাবও তার প্রতিকূল ছিল।

কিন্তু কি দিয়ে এত খাদ্য কেনা হবে? পূর্বেই দেখেছি সোলোন, পিসিস্ট্রেটাস প্রমুখ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতারা শিল্পের উন্নতি করতে চেয়েছিলেন প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যে। দুর্ভাগ্যবশতঃ মূলধনের অভাবে সে উদ্দেশ্য সফল হ'ল না। পেরিক্লিসের সময় অ্যাথেন্সের বার্ষিক আয় ছিল ৪০০ থেকে ৬০০ ট্যালেন্ট। অ্যাথেন্সের নাগরিকদের ব্যক্তিগত আয় এর চেয়ে বেশী ছিল না। শিল্প সম্প্রসারণের পক্ষে এ মূলধন নগণ্য। মূলধনের অভাবে বৃহদাকার উদ্যোগ সম্ভব হ'ল না। ডেমস্থিনিসের পিতার খাট তৈরীর কারখানায় কুড়িজন দাস কাজ করত, অস্ত্রশস্ত্রের কারখানায় বত্রিশজন। কেফালসের বর্মের কারখানায় সবচেয়ে বেশী শ্রমিক খাটত—তাও ১২০ জন। এগুলি ব্যতিক্রম মাত্র। অধিকাংশ কারখানায় মালিকসহ চার পাঁচজন কাজ করত, মালিকের মূলধন প্রায় ছিল না, যন্ত্রপাতি ছিল স্বল্প। যারা জিনিসপত্র করাতে চাইতো তারা কাঁচামাল নিয়ে আসতো। বিভিন্ন মৃৎপাত্রে অঙ্কিত চিত্র থেকে বোঝা যায় মালিক নিজেই প্রায় সর্বদা শ্রমিকদের সঙ্গে একযোগে কাজ করত।[৬]

এসব কারখানায় কেবল দাসরাই কাজ করত এমন মনে করা ভুল। অ্যাথেন্সের দরিদ্র নাগরিকরা অনেক সময় দাসদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে বাধ্য হ'ত। সেই প্রতিযোগিতায় তাদের মজুরী এতই কমে যায় যে তাদের পক্ষে সংসারযাত্রা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম প্রথম দাসশ্রম উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক ছিল না, বরং মূল্যের অনুপাতে ও খাইখরচের দাম ধরলে দাসশ্রম স্বাধীন নাগরিকদের শ্রমের চাইতে কম লাভজনক হ'ত। রৌপ্যখনির মালিক ব্যতীত অন্যান্য দাস-মালিকরা নিজে খাটিয়ে বা ভাড়া খাটিয়ে খুব লাভ রাখতে পারতো না। পরে দাসের দাম কমতে কমতে দুই বা তিন মিনে (mineh) হয়ে দাঁড়ায়।[৭] তখন মালিকদের প্রচুর লাভ হতে থাকে। বেলখের মতে দাসপিছু বাৎসরিক লাভ বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ৬০ থেকে ৮০ ড্রাখমা, কোন কোন ক্ষেত্রে ১২০ ড্রাখমা। যেসব দাস রৌপ্যখনিতে খাটত তাদের মালিকরা মুনাফা পেতেন ২০ থেকে ৫০%। বলা বাহুল্য, টাকা ধার দিয়ে ৮ থেকে ১০% সুদ মিলত বলে পুঁজিপতিরা স্বভাবতঃই দাসে টাকা খাটাতে থাকে। খনি অঞ্চলে লাভের হার অধিক বলে সেখানেই বহুল পরিমাণে দাস নিয়োগ হতে থাকে। ৫৩১ খৃঃ পূঃ প্রায় ২০,০০০ ক্রীতদাস লরিয়নে খাটছিল।[৮] একা নিকিয়াসের ১০০০-এর বেশী দাস ছিল, তাদের ভাড়া খাটিয়ে তিনি মাথাপিছু দিনে এক ওবোল (obol) অর্থাৎ বছরে ১০ ট্যালেন্ট লাভ রাখতেন।

এভাবে যেটুকু মূলধন শিল্পে আসত তাও চলে যেতে থাকে ক্রীতদাস ক্রয় বিক্রয়ে এবং খনি অঞ্চলে। দাসের ভাড়া বেড়ে যাওয়ার ফলে ছোট ছোট শিল্পীরা বিপদে পড়ে। উপরন্তু লরিয়নের খনি থেকে প্রচুর রৌপ্য উৎপাদনের ফলে inflation দেখা দিয়ে আরেক সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। যতদিন অ্যাথেনীয় শিল্পের দাম সস্তা ছিল ততদিন বাইরের বাজারে তার একটা চাহিদা ছিল। Inflation-এর ফলে তার দাম বেড়ে গেল এবং বাইরের চাহিদা পড়ে গেল। অ্যাথেনীয় শিল্পের-জগতে দেখা দিল দুর্যোগ,

বেকার সমস্যা বিকটাকার ধারণ করল। বণিক ও জাহাজের মালিকরা এতদিন শিল্পী ও কারিগরদের অজ্ঞতা এবং মূলধনের অভাবের সুযোগ নিচ্ছিল। কিন্তু তারা নিজেও খুব স্বচ্ছল ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে বণিক সেই জাহাজের মালিক এবং কাপ্তেন ছিল। অ্যাথেনীয় পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়ায় তারাও অসুবিধায় পড়ল। অ্যাথেন্সের প্রতিযোগী রাষ্ট্ররা সংরক্ষণ নীতির আশ্রয় নিয়ে সে অসুবিধা আরও বাড়াল।

পেরিক্লিস এই অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি উপলব্ধি করেছিলেন। প্রথমতঃ মূলধনের অভাব যে কোনরূপে পূরণ করতেই হবে, নইলে শিল্পের সঙ্কট দূর হবে না। দ্বিতীয়তঃ অবাধ বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করতেই হবে নইলে ব্যবসা-বাণিজ্য টিকবে না। তৃতীয়তঃ এজিয়ানে ও কৃষ্ণসাগরে কর্তৃত্ব রক্ষা করতেই হবে—নইলে খাদ্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না। চতুর্থতঃ দরিদ্রতম শ্রেণীর জন্য একটা ব্যবস্থা করতেই হবে নইলে সামাজিক বিপ্লব ঠেকানো যাবে না।

শেষের সমস্যাটি তাঁকে সমধিক চিন্তিত করেছিল কারণ তাঁর জনপ্রিয়তা, তাঁর রাজনৈতিক প্রভুত্ব নির্ভর করেছিল দরিদ্রতম নাগরিকদের সমর্থনের ওপর। পূর্বেই বলেছি দাস-প্রতিযোগিতার ফলে তাদের মজুরীর হার অত্যন্ত কমে যায়। এরেকথিউম নির্মাণের যে হিসাবপত্র পাওয়া গেছে তাতে দেখি ক্রীতদাস এবং স্বাধীন নাগরিক সবাই দৈনিক এক ওবোল হারে পারিশ্রমিক পাচ্ছে। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে জিনিষপত্রের দাম বেড়ে সোলোনের সময়ের চেয়ে প্রায় দু'তিন গুণ হয়েছিল। নাগরিকদের জীবন-যাত্রা নির্বাহের নিম্নতম ব্যয় হয়েছিল দুই ওবোল[৯], অর্থাৎ তাদের মজুরীর দ্বিগুণ। ডাইকাষ্টস বা জুরীদের জন্য দিনপিছু দুই ওবোল করে ভাতার ব্যবস্থা করে পেরিক্লিস এই শ্রেণীর সমস্যা সাময়িকভাবে সমাধান করলেন।[১০] এতেও যখন কুলোল না তখন পেরিক্লিস তাঁর বিরাট নির্মাণ-সূচী গ্রহণ করলেন। ফ্রাঁকোৎ-এর মতে ৪৪৭ খৃঃ পূঃ থেকে ৪৩১ খৃঃ পূঃ এর মধ্যে

পার্থেনন ও অন্যান্য স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের অমর নিদর্শন নির্মাণ করতে কম পক্ষে ৮০০০ ট্যালেন্ট অর্থাৎ ১,৮০০,০০০ পাউণ্ড লেগেছিল।[১১] ক্যাভেনাক ব্যয়ের পরিমাণ আরো কমালেও ৪০০০ ট্যালেন্টের কম খরচ নিশ্চয়ই হয়নি। এই নির্মাণ স্থচী বেকারদের কর্ম দিল, বিদেশী জিনিষের চাহিদা বাড়িয়ে বণিকদের এবং কন্ট্রাক্ট জুগিয়ে মধ্যবিত্ত পুঁজিপতিদের স্থবিধা করে দিল। প্রতিযোগী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন করে পেরিক্লিস বণিকদের আরো স্থবিধা করে দিলেন।

এতে নাগরিকরা খুসী হল। কিন্তু কোথা থেকে এত অর্থ এল? এখানেই পেরিক্লিসের শেষ জীবনের সাম্রাজ্যবাদের চাবিকাঠি। অর্থ এল ডেলসের যুক্তরাষ্ট্রের কোষাগার থেকে এবং পরে তাদের ওপর চাপানো করভার থেকে। ডেলসের রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাজের জন্য অ্যারিষ্টাইডিস যে বার্ষিক চাঁদা নিরূপণ করেছিলেন তার পরিমাণ ছিল ৪৬০ ট্যালেন্ট। ৪৫৪—৫৩ খৃঃ পূঃ নিরাপত্তার অজুহাতে যখন কোষাগার অ্যাথেন্সে নিয়ে আসা হ'ল তখন চাঁদা জমে জমে প্রায় ৩০০০ ট্যালেন্ট হয়েছে। তার পর দেবমন্দির ইত্যাদি নির্মাণের জন্য প্রত্যেক সভ্যরাষ্ট্রের ওপর দেয় চাঁদার এক ষষ্টিতম অংশ কর নির্ধারিত হল। ৪৪৮ খৃঃ পূঃ পারস্যের সঙ্গে সন্ধি হওয়া সত্ত্বেও চাঁদার হার বজায় রাখা হ'ল। ৪৪৩ খ্রীঃ পূঃ অন্যান্য নায়কগণ যখন পেরিক্লিসের নীতির বিরোধিতা করলেন তখন তাঁদের নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হ'ল। একচ্ছত্র পেরিক্লিস অ্যাথেন্সের রাষ্ট্রীয় কোষাগার, অ্যাথিনা দেবীর কোষাগার এবং সাম্রাজ্যের কোষাগার একীভূত করার হুকুম দিলেন। সে অর্থ প্রথম প্রযুক্ত হ'ল স্যামস ও বাইজানটিয়ামের বিদ্রোহ দমনে। লরিয়নের রৌপ্য, সাম্রাজ্যের কর এবং রাষ্ট্র পরিচালিত বিরাট নির্মাণ-স্থচী যে inflationary spiral স্মৃষ্টি করল তাতে ঐ অর্থ নিঃশেষ হতে বেশী দেরী লাগল না। থুকিডিডিসের মতে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে সব কোষাগার মিলিয়ে ন্যূনাধিক প্রায় ৬০০০ ট্যালেন্ট পড়েছিল।

দুর্ভাগ্যবশতঃ পেলোপনেসীয় যুদ্ধের মত দীর্ঘ ও ব্যাপক যুদ্ধের ব্যয়ের তুলনায় তা অতি নগণ্য। যদি স্থল ও নৌবাহিনীর প্রত্যেক সৈন্যের বেতন

ধরা যায় দৈনিক ১ ড্রাখমা তাহলে ১৫৮০০ স্থলসৈন্যের মাত্র ছ'মাসের খরচ লাগে—৪৭৫ ট্যালেন্ট, ৩০০ যুদ্ধ জাহাজের (প্রত্যেক জাহাজে ১৮৮ জন নাবিক ও অফিসার ধরে সর্বসাকুল্যে ৫৬,০০০) খরচ লাগে ১৬৮০ ট্যালেন্ট—মোট ২১৫৪ ট্যালেন্ট। বস্তুতঃ একমাত্র পটিডিয়ার যুদ্ধেই থুকিডিডিসের মতে ২০০০ ট্যালেন্ট ব্যয়িত হয়েছিল। শুধু এ হিসাবের কথা মনে রাখলে বুঝতে কষ্ট হয় না—কেন অ্যাথেনীয় সাম্রাজ্য দিন দিন আরও অত্যাচারী হয়ে ওঠে এবং কেন তার পতন অনিবার্য।

সুতরাং পে'রক্লিসের নেতৃত্বে অ্যাথেন্স সম্মিলিত গ্রীসের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করে বিজয়ী হ'ত এমন ধারণার প্রশ্রয় দিয়ে থুকিডিডিস মহাভুল করেছিলেন। নিকিয়াস বা ক্লিওন বা অ্যালকিবিয়াডিসের নেতৃত্বে তা আরো অসম্ভব ছিল। পেরিক্লিস নিশ্চয়ই শান্তির পথ বেছে নিতেন কিন্তু তার মূল্যস্বরূপ সাম্রাজ্য ত্যাগ সম্ভব ছিল কি? অ্যাথেনীয় গণতন্ত্রের সাফল্যই নির্ভর করছিল সাম্রাজ্যের ওপর। সাম্রাজ্য শোষণ ও দাসশ্রম শোষণের ফলে সম্ভব হয়েছিল দরিদ্রতম নাগরিককে সন্তুষ্ট রেখেও বিরাট সভ্যতার সৌধ রচনা। তিনি যে অ্যাথেনীয় গণতন্ত্রকে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া ও বামপন্থী মাৎস্যন্যায়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন তার কারণ দাসব্যতীত অন্যান্য সকল শ্রেণীই তাঁর আমলে মোটামুটি খুসী ছিল। সাম্রাজ্যের অর্থ নাগরিকদের মধ্যে বণ্টন করে, লরিয়নের মালিককে যথেচ্ছ দাস শোষণ করতে দিয়ে এ নীতি সফল হয়েছিল, থুকিডিডিস বা নিকিয়াসের অর্থ দরিদ্র নাগরিকদের মধ্যে বণ্টন করে নয়। সাম্রাজ্য ছিল বলে করকাইরার মত শ্রেণী সংঘর্ষ অ্যাথেন্সে বাধেনি। কিন্তু তার দাম দিয়েছে অ্যাথেন্সের নাগরিক, এজিনার বণিক ও লরিয়নের ক্রীতদাস। এই সাম্রাজ্যবাদই সংযম হারিয়েছে অ্যালকিবিয়াডিসের হাতে। শ্রেণী সাম্য নষ্ট হয়েছে ক্লিওনের হাতে। মনে রাখতে হবে থুকিডিডিস ছিলেন থ্রেসরাজবংশাবতংস, থ্রেসের বহু রৌপ্যখনির মালিক। তাঁর শ্রেণীস্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ একান্তভাবে জড়িত ছিল সাম্রাজ্য রক্ষা ও শ্রেণীসাম্য রক্ষার সঙ্গে। এর কোনটি বিপন্ন হলে তাঁর সমূহ ক্ষতি। তাই আশ্চর্য নয় যে তিনি পেরিক্লিসের মধ্যপন্থা ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে অ্যাথেনীয় ইতিহাসের চরমোৎকর্ষ লক্ষ্য করেছেন এবং তার বিচ্যুতিতে দেখেছেন পেলোপনেসীয় যুদ্ধে পরাজয় ও সাম্রাজ্যের পতনের অবশ্যম্ভাবী কারণ।

ঐতিহাসিক মেকলে

সমসাময়িক কালের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন লাভ করলেও মেকলের ঐতিহাসিক খ্যাতি আজ নিষ্প্রভ। এডিনবারা রিভ্যুর প্রবন্ধাবলী হাতে নিয়ে সীজারের মত তিনি ইতিহাস-জগতে প্রবেশ করেছিলেন—'ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস' প্রকাশ পর্যন্ত তাঁর জীবন ছিল নিরবচ্ছিন্ন বিজয় অভিযান। কিন্তু সে যুগেরই একাধিক বিখ্যাত ঐতিহাসিক—কার্লাইল, মিল, র‍্যাঙ্কে—তাঁর দোষত্রুটি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে মেকলের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সুরু হয়। সিলি, বিউরি, লর্ড অ্যাক্টন প্রভৃতি মনীষীর বিচারে মেকলের দোষগুলি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। পাঠক সমাজের বিরোধী মনোভাব ক্রমশঃ কঠোরতর হয়। এক শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়নি, মেকলে স্তুতির সপ্তম স্বর্গ হ'তে নিন্দার পঙ্কশয্যায় নেমে এসেছেন। স্যার জি, এম, ট্রেভেলিয়ানই বোধ হয় একমাত্র প্রথিতযশা ঐতিহাসিক যিনি পূর্বসূরীর (তথা পূর্বপুরুষের) পক্ষ আজও অবলম্বন করে আছেন।

গভীরভাবে অনুধাবন করলে বিশেষজ্ঞদের মতের বা পাঠকরুচির এই পরিবর্তন বিস্ময়কর বলে প্রতীয়মান হয় না। প্রশংসার আতিশয্যের প্রতিক্রিয়া রূপে নিন্দার আতিশয্য খানিকটা অবশ্যম্ভাবী। ঐতিহাসিক উপাদানের অধুনাতম প্রাচুর্য ও সহজলভ্যতা মেকলের রচনাকে অনেকাংশে অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করেছে। কিন্তু এহ বাহ্য, কালের এই ধর্মকে কোন ঐতিহাসিক জয় করতে সক্ষম নন। মেকলের প্রতি আধুনিক যুগের বিরাগের প্রধান কারণ দুটি—ইতিহাসের আদর্শের উল্লেখযোগ্য আর যুগধর্মের তথা দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন।

মেকলের কালে ইতিহাস সাহিত্যের অন্যতম শাখারূপে পরিগণিত হত। প্রধান ছিল রচনাশৈলী, বাচনভঙ্গী, বর্ণনা-কৌশল। ইতিহাসের উপাদান সন্ধান বা বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা করবার কোন নৈর্ব্যক্তিক, অপক্ষপাত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠেনি, গবেষণার পদ্ধতি ও বিচারের মানদণ্ড ছিল অজ্ঞাত। আপাতদৃষ্টিতে তার মধ্যে বস্তু-নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া গেলেও তা গভীর কিংবা

নিরাসক্ত ছিল না। ঐতিহাসিকের ব্যক্তিগত মতবাদ তাঁর প্রতিপাদ্য ও সিদ্ধান্তগুলিকে অতিমাত্রায় প্রভাবিত, এমনকি আচ্ছন্ন করত। অবশ্য প্রত্যেক ঐতিহাসিক অল্পবিস্তর আপন শিক্ষা, সংস্কার ও শ্রেণী-স্বার্থের অবচেতন মুখপাত্র, তথাপি বর্তমানে তাঁকে এমন কতকগুলি বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, এমন একটি কঠিন শৃঙ্খলার অনুসরণ করতে হয় যার ফলে ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি বা মতামত তাঁকে সচেতনভাবে বিসর্জন দিতে হয়, আপন প্রাথমিক কল্পিতার্থ (hypothesis) সম্বন্ধে সর্বদা উন্মুক্ত রাখতে হয় বিচার-শক্তিকে। তাঁর পথ সন্দেহ, সংশয়, বিশ্লেষণ, বর্জনের পথ—নির্বিচার গ্রহণের নয়। ব্যক্তিগত অভিমত সমর্থন বা প্রমাণ করবার জন্য তিনি উপাদান খোঁজেন না, উপাদানের বিজ্ঞানসম্মত বিচারই তাঁকে সিদ্ধান্তের অভিমুখে অনিবার্যভাবে নিয়ে চলে। মেকলের জন্মের ঠিক এক শতাব্দী পরে বিউরি বলেছিলেন, "History is a science: nothing more, nothing less." ইতিহাস সাহিত্যের শাখা নয়, বিজ্ঞান। তবে পদার্থবিদ্যা কিংবা রসায়নের মত নয়, তার প্রকাশকে আরো সহজে সাহিত্যিক রূপ দেওয়া চলে। কিন্তু সেই সাহিত্যিক রূপ দেওয়া ঐতিহাসিক বলেই ঐতিহাসিকের কর্তব্য নয়, যেমন জ্যোতির্বিদের কর্তব্য নয় নক্ষত্রলোকের কাহিনী নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করা।

এই প্রসঙ্গে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের এডিনবারা রিভ্যুতে মেকলের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। কি ক্লাসিক কি আধুনিক কালে সর্বদোষমুক্ত ঐতিহাসিকের অস্তিত্ব অস্বীকার করে তিনি বলছেন—ইতিহাসে তথ্য ত' অতি স্থূল উপাদান। আদর্শ ঐতিহাসিককে জানতে হবে শুধু আঁকতে নয়, রং ফলাতেও।'···ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে সত্য হতে পারে না, এইখানে তার সঙ্গে চিত্রশিল্পের মিল রয়েছে। সম্পূর্ণ সত্য হতে গেলে তাকে প্রতি তুচ্ছতম ঘটনার ক্ষুদ্রতম খুঁটিনাটির খবর দিতে হয়। কিন্তু ভাল ছবি ও ভাল ইতিহাস সত্যের এমন দিকগুলি উদ্‌ঘাটিত করবে যাতে সমগ্রের রূপটি ফুটে ওঠে। ছবির মতই পরিপ্রেক্ষিত (perspective) নির্বাচন ও প্রতিফলনের উপর ঐতিহাসিকের উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ভর করে। কোন কোন ঘটনাকে বৃহৎ পটভূমিকায় বৃহৎ করে দেখাতে হবে, কোন ঘটনাকে ক্ষুদ্রাকারে, অধিকাংশ ঘটনাই দিগন্তের অস্পষ্টতায় বিলীন হয়ে যাবে—শুধু দু একটি তুলির টানে তাদের মিলিত ফলের সাধারণ একটা ধারণা দিলেই যথেষ্ট।···'

দুটি পরস্পর-বিরোধী শক্তির মধ্যবর্তী সীমান্তে ইতিহাসের স্থান—সে দুটি হল যুক্তি ও কল্পনা। এই উভয় প্রভু যদি তাকে ভাগ করে নিত—ভালই হত। কিন্তু তা হয় না। ইতিহাস কখনও এক প্রভুর বশ্যতা স্বীকার করে, কখনও বা আরেক প্রভুর—কখনও তা হয় উপন্যাস, কখনও বা দর্শন—"It is sometimes fiction, it is sometimes theory." কিংবা অন্যত্র—"History, at least in its 'state of ideal perfection, is a compound of poetry and philosophy"—অর্থাৎ আদর্শ ইতিহাস কাব্য ও দর্শনের মিশ্র ফল। অলঙ্কার বাদ দিয়ে মেকলের প্রতিপাদ্য হল এই—কল্পনার আশ্রয় ঐতিহাসিককে নিতে হয় এবং নেওয়া অবশ্য কর্তব্য, তবে কল্পনা যেন প্রাপ্ত তথ্যকে অতিক্রম বা বিকৃত না করে।

কল্পনা ও যুক্তি—এই বিপরীতগামী অশ্বদ্বয় ইতিহাসের রথে যোজনা করে সাবলীল গতিতে চলতে চেয়েছিলেন মেকলে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সারথ্য কৌশলের অভাবে বারংবার তাঁর রথ হয়েছে একদেশদর্শী, তথা পথভ্রষ্ট। এইখানে বিউরি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের আদর্শের কাছে তাঁর পরাজয়। বৈজ্ঞানিক বস্তু-নিষ্ঠা ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করেও অপূর্ব কলাকৃতির পরিচয় দিয়েছেন বিউরি, মেইটল্যাণ্ড, লর্ড অ্যাক্টন। কে বলবে এঁরা শুধু dry as dust ?. অথচ উক্ত গুণের অভাবে মেকলের রচনা অধিক ক্ষেত্রে কৃত্রিম বাগাড়ম্বরে পর্যবসিত। অলঙ্কারের কুজ্ঝটিকা যুক্তির সূর্যকে করেছে আবৃত, ব্যক্তিগত রুচি, প্রবৃত্তি, স্বার্থ, শ্রেণী-বোধ বিনষ্ট করেছে প্রাড়্‌বিবাকোপম ঐতিহাসিকের অবিচল অপক্ষপাত।

তাঁর 'ইংলণ্ডের ইতিহাস'-এ, বিশেষ করে ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলীতে (Critical and Historical Essays), এই আদর্শ-চ্যুতি বিবিধ দোষের আকর হয়েছে। উদ্দাম অতিশয়োক্তি সর্বত্র পরিস্ফুট, বিচারবুদ্ধির সমতা (balance) দুর্লভ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সব উপাদানগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান না করেই কল্পনার সাহায্যে তিনি অসমসাহসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, কখনও বা কল্পনার রং চড়িয়ে বাস্তবের রূঢ়তা পরিমার্জিত করতে চেয়েছেন, আপন রাজনৈতিক মতবাদকে প্রচণ্ড বেগে সমর্থন করেছেন, বিপক্ষের মতবাদকে অনাবশ্যক তীব্র আক্রমণ করেছেন। কোথাও তাঁর মতামতের মধ্যে অনিশ্চয়তা নেই, মন্তব্যের মধ্যে দ্বিধা নেই, সর্বত্র বিরাজ করছে এক উগ্র আত্মবিশ্বাস, আক্রমণোদ্যত স্থির নিশ্চয়তা। তাঁরই প্রধান

মন্ত্রী লর্ড মেলবোর্ণ বলেছিলেন, "I wish I were as sure about any thing as Macaulay is about everything." ঐতিহাসিক হাইল (Geyl) মন্তব্য করেছেন—"almost unbearably irritating".

বেকন, ক্র্যানমার, লড্, ষ্ট্র্যাফোর্ড, প্রথম চার্লস, তৃতীয় উইলিয়াম, মার্লবারা, ওয়ালপোল, চ্যাথাম, ক্লাইভ, হেষ্টিংস, ফ্রেড্রিক দি গ্রেট, মাকিয়াভেল্লি—মেকলের বর্ণিত চরিত্রগুলি সবই অতিশয়োক্তি-দোষে দুষ্ট।

প্রথম চার্লসের জীবন ছিল—'মিথ্যার এক বিরাট প্রহসন', তিনি ছিলেন—"a tyrant, a traitor, a murderer and a public enemy." ঠাট্টা করে বলছেন, "A good father ! A good husband ! Ample apologies indeed for fifteen years of persecution, tyranny and falsehood !" মনে হয় উত্তেজনার আবেগে আত্মবিস্মৃত মেকলে স্বরগ্রাম বাড়িয়ে চলেছেন। লড্ ছিলেন -"a ridiculous old bigot." ষ্ট্র্যাফোর্ডের দেশপ্রেম—"only the coquetry of political prostitution." দার্শনিক বেকন পেয়েছেন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অথচ রাজনৈতিক বেকনের প্রতি করা হয়েছে ঘোরতর অবিচার। ক্র্যানমার ও লর্ড বার্লে সম্বন্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয়েছে—তা মেকলের এলিজাবেথীয় যুগ সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচয়ই দেয়। মাকিয়াভেল্লি, স্পেনীয় উত্তরাধিকার বিষয়ক যুদ্ধ, ফ্রেডরিক দি গ্রেট শীর্ষক তিনটি নিবন্ধই অতি দুর্বল। রেনেসাঁসের প্রকৃত তাৎপর্য মেকলে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি, অ্যানের দরবার ছাড়া স্পেন বা ফ্রান্সের রাজনীতি প্রসঙ্গ অত্যন্ত অবাস্তব, মেকলের ব্যক্তিগত বিরুদ্ধ মনোভাব ফ্রেডরিকের যে আধা শয়তান আধা ভাঁড় মূর্তিটি ফুটিয়ে তুলেছে তা কার্লাইলের বীর চরিত্রের চেয়ে ঢের বেশী অনৈতিহাসিক। ফ্রেডরিকের দোষগুলি অনাবশ্যক প্রাধান্য পেয়েছে, যেন প্রাসিয়ার স্রষ্টা ছিলেন ভয়, করুণা প্রভৃতি মানবিক গুণবর্জিত, বিশ্বাসহন্তা, স্বৈরাচারী মাত্র। এর সঙ্গে মেকলের আদর্শ চরিত্র তৃতীয় উইলিয়াম তুলনীয়। সমস্ত 'ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস' ব্যাপ্ত করে কোলোসাসের মত দণ্ডায়মান এই রাজপুরুষটির প্রতি আরোপিত গুণগুলি মর্ত্যের নয়, স্বর্গবাসী দেবতার। ক্লাইভের জায়গীর প্রাপ্তি সমর্থন করা হয়েছে এবং যদিও হেষ্টিংস সম্বন্ধে মেকলেকে 'defamer' আখ্যা দেওয়া হয় তথাপি উপসংহারে হেষ্টিংস সম্বন্ধে আপন গোপন শ্রদ্ধা প্রকাশ না করে তিনি পারেননি। কল্পনার উদ্দাম স্ফুরণ উক্ত নিবন্ধদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য। আবিষ্কারের যুগে যে প্রাচ্য জগৎ

ইউরোপের মনে রহস্যময় এল্‌ডোরাডোর স্বপ্ন জাগাত সেই এলা-লবঙ্গ-দারুচিনি-সুরভিত, কার্পাসচীনাংশুক-মসলিনঝলসিত, হীরা-মণি-কোহিনূর-দীপ্ত প্রাচ্য জগতের বর্ণবৈচিত্র্য দিয়ে ক্লাইভ ও হেষ্টিংসের অর্থলোভ ও সাম্রাজ্য-লিপ্সা ঢাকা দেওয়া হয়েছে। এলিজা ইম্পে এ নিবন্ধের শয়তান।

মিল্টন, হ্যালাম ও ম্যাকিনটসের সমালোচনা প্রসঙ্গে মেকলে প্রথম আপনার রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে সুরু করেন। ষ্টুয়ার্ট স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সেই তাঁর প্রথম বিষোদ্গার, সেই প্রথম বিদ্রোহী পার্লামেণ্টের ও ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লবের পক্ষসমর্থন, বিপ্লবকে বিধাতার ন্যায়-বিধান রূপে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস এবং তার জনকরূপে হুইগদলের বন্দনাগান। টোরী ঐতিহাসিক হিউমের সমালোচনা দিয়ে এই প্রচেষ্টার মুখবন্ধ। হিউম সম্বন্ধে তিনি লিখলেন—"has pleaded the cause of tyranny with the dexterity of an advocate while affecting the impartiality of a judge." 'Tyranny' শব্দটির স্থলে 'liberty' শব্দটি বসিয়ে দিলেই মন্তব্যটি মেকলের সম্বন্ধে হুবহু খাটে। বিচারক হবার মত ন্যায় বোধ তাঁর ছিল না। বিপক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণকে ছিন্ন করবার মত প্রখর বুদ্ধি ছিল বটে—আপন পক্ষের সাক্ষীদের স্বার্থবিরোধী প্রশ্ন করবার বিবেক ছিল না।

এই তিনটি প্রবন্ধের এবং 'ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস'-এর প্রধান উপজীব্য হল সপ্তদশ শতাব্দীর গৃহবিরোধ এবং ১৬৮৮-র গৌরবময় বিপ্লব। মেকলের মতে এই বিরোধ স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারের বিরোধ। ইংল্যাণ্ড যদিও এর যুদ্ধক্ষেত্র তথাপি এর ফলাফল ইংল্যাণ্ডে সীমাবদ্ধ নয়, এর সঙ্গে বিজড়িত ছিল বিশ্বজগতের স্বাধীনতার সমস্যা। গৌরবময় বিপ্লবে সে সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হল। বিশ্বব্যাপী এই সুরাসুরের দ্বন্দ্বে (titanic conflict) স্বাধীনতার পক্ষ অবলম্বন করলেন মেকলে এবং স্বাধীনতার বিজয়ে লক্ষ্য করলেন দৈবশক্তির লীলা। আশ্চর্য নয় তাঁর কণ্ঠে Isaiah ও Jeremiahর সুর বেজে উঠবে—একযোগে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিশাপ ও পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের প্রতি সশ্রদ্ধ অভিনন্দন।

হ্যালাম সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, তাঁর আর যে দোষই থাক, পক্ষপাতিত্ব দোষ নেই-যা অনেকের থাকে: "So there is often a portion of willing credulity and enthusiasm in the veneration which

the most discerning men pay to their political ideals." মেকলে সম্বন্ধে এমন প্রযোজ্য উক্তি বিরল। আপন রাজনৈতিক আদর্শ ও মতবাদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে মেকলে দেখিয়েছেন অতিবিশ্বাস এবং অত্যুৎসাহ। তিনি সমর্থন করেছেন গৃহযুদ্ধকালীন পার্লামেণ্টপক্ষ ও ক্রমওয়েল-বাহিনীর অত্যাচার, দীর্ঘ পার্লামেণ্ট, প্রটেক্টরেট ও কমন্‌ওয়েল্‌থের আতিশয্য। হ্যালামের প্রতিবাদকল্পে তিনি দীর্ঘ পার্লামেণ্টের সমর্থনে যে যুক্তি উত্থাপন করেছেন তা সর্বত্র গ্রাহ্য নয়। তৃতীয় উইলিয়ামের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ক্রমওয়েল ছিল তাঁর আদর্শ। ১৬৬০ হতে ১৬৮৮ খৃঃ অঃ পর্যন্ত কালকে অতি কঠোর এমন কি অমার্জিত ভাষায় ('wild and monstrous harlequinade') নিন্দা করেছেন তিনি। যদিও এ যুগের সমর্থনে বলার বিশেষ কিছু নেই, স্বীকার করতে হয় তা রাজনৈতিক দলাদলির হীনতায়, দাসত্বের নীচতায়, ব্যভিচারের কলুষে পঙ্কিল, তথাপি ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি কেন শুধু নিবদ্ধ থাকবে রাজদরবারের দিকে? ইংল্যাণ্ড বলতে শুধু দ্বিতীয় চার্লসকে বা তাঁর প্রসাদভোগী পারিষদমণ্ডলীকে বোঝায় না।

বিপ্লবের প্রধান নায়ক তৃতীয় উইলিয়াম মেকলের আদর্শ পুরুষ (hero). "Since Octavius the world had seen no such instance of precocious statesmanship." তাঁর জীবনের প্রতিটি ঘটনা, মানসিক বিবর্তনের প্রতি স্তর, চিন্তা, কার্য, শাসননীতি, কূটনীতি, যুদ্ধনীতি মেকলে উচ্ছ্বসিত স্তুতির বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছেন। তাঁর বিরোধী পক্ষ—হুইগ ও টোরী নির্বিশেষে—পড়েছে অন্ধকারে যাতে কেন্দ্রগত উইলিয়ামের চরিত্রে সব আলোটুকু এসে পড়ে। এমন কি মেকলে বলেছেন—গৌরবময় বিপ্লব কেবল তৃতীয় উইলিয়ামের জন্যই গৌরবময়। রাজনৈতিক দলগুলি ক্রমাগত ভুল করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, কাপুরুষতা দেখিয়েছে—তারা ছিল শাসন নীতি, বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাদের সঙ্কীর্ণ, স্বার্থপর আত্মনাশমূলক দলাদলি ভুলিয়ে রাষ্ট্রের মঙ্গল সাধনে একত্রিত করেছেন তৃতীয় উইলিয়াম, রক্ষা করেছেন বিপ্লবের সুফলগুলি—হুইগদের অতিরিক্ত উৎসাহ থেকে, টোরীদের হীন ষড়যন্ত্র থেকে, চতুর্দশ লুইয়ের লোভ থেকে। তাঁর জন্য শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম ব্যর্থ হয়নি, জনগণের বহু ত্যাগার্জিত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রয়েছে।

কি সেই সুফলগুলি? বিপ্লবের কোন মৌল নীতি তিনি রক্ষা করেছেন?

১৬৮৮-র বিপ্লবকে সপ্তদশ শতাব্দীর সমস্যার শ্রেষ্ঠ সমাধান কেন বলব? কারণ তা "Of all revolutions the least violent, it has been of all revolutions the most beneficent. Its highest eulogy is that it was our last revolution." তা ফরাসী বিপ্লবের মত ধ্বংসাত্মক নয়, একাধিক বিপ্লবের জন্মদাতা নয়—অহিংসতম, শেষতম বিপ্লব। "It is because we had a preserving revolution in the Seventeenth Century that we have not had a destroying revolution in the 19th···For the authority of law, for the security of property, for the peace of our streets, for the happiness of our homes, our gratitude is due, under Him who raises up and pulls down nations at His pleasure, to the Long Parliament, the Convention and William of Orange." আইন ও শৃঙ্খলা, সম্পত্তির নিরাপত্তা সুখ ও শান্তির জন্য ধন্যবাদ ভগবানকে—লঙ্‌ পার্লামেন্ট, কন্‌ভেন্‌শান ও তৃতীয় উইলিয়ামকে। অবসান হল আইনসঙ্গত স্বেচ্ছাচারের যুগ। রাজকীয় ক্ষমতার বলে কর আদায় বা সম্পত্তি অধিকার অসম্ভব হল, রাজকীয় বিচারালয়ের প্রহসন, ব্যক্তিস্বাধীনতার বিলোপ সাধনের সুপরিকল্পিত প্রয়াস অসম্ভব হল, রাজতন্ত্র পার্লামেন্টের তথা জনগণের চরম সার্বভৌম ক্ষমতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হল। Bill of Rights ও Bank of England এই দু'টি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রাসাদ নির্মিত হল। (পরে আমরা দেখব এ কোন বিশেষ শ্রেণীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অগ্রদূত।) যদিও Toleration Act সম্পূর্ণভাবে ধর্মবিরোধের সমস্যা সমাধান করেনি - তবুও প্রটেষ্টাণ্ট নন্‌কন্‌ফরমিষ্টরা এতদিন স্বাধীন ধর্মমত পোষণ ও আচার পালনের অধিকার লাভ করল, মুদ্রণ ও প্রকাশনার অর্থাৎ মতামত প্রচারের স্বাধীনতা স্বীকৃত হল। হুইগরা উইলিয়ামকে বৈধ রাজা (de jure) বলে স্বীকার করল, টোরীরা স্বীকার করল তাঁর বাস্তব অস্তিত্ব (de facto), ফলে অ-চিরকালে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র জাতির চিত্তে স্থায়ী আসন লাভ করল।

কিন্তু ঐতিহাসিকের অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে মেকলে ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস বিচার করেননি, গৌরবময় বিপ্লবরূপ গস্‌পেলের তিনি ছিলেন সেণ্ট পল। লর্ড অ্যাক্টন বলেছিলেন ইতিহাসকে দাঁড়াতে হবে তথ্যের উপর, ব্যক্তিগত

মতামতের উপর নয়। মেকলে এই নীতির সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিবাদ। তিনি বোঝেননি, যে সকল ভাবনা ধর্ম ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সত্য—ইতিহাসের ক্ষেত্রে তারা কতকগুলি শক্তিমাত্র, তারা শুধু দিক নির্দেশ করে। তাদের যথোচিত গুরুত্ব দিতে হবে, কিন্তু কোনমতেই ধ্রুব বলে প্রতিষ্ঠা করা চলবে না। মেকলে আপন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে তথ্য উপেক্ষা, এমনকি গোপন, করেছেন। র‍্যাঙ্কে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—মেকলে ভেনিস, মডেনা, ফ্লোরেন্স, অষ্ট্রিয়া ও ব্র্যাণ্ডেনবার্গের রাজকীয় দপ্তর মোটেও খুঁজে দেখেননি, অধিকাংশ স্থলে সমসাময়িক প্রচারপত্র ও প্যাম্ফলেটকে একমাত্র উপাদান বলে গ্রহণ করেছেন। New Examen লেখক জন প্যাজেট আরো গুরুতর অভিযোগ করেছেন। তাঁর মতে মেকলে তথ্য গোপন করেছেন, তারিখ বিভ্রাট ঘটিয়েছেন, বেনামী কলঙ্ক রটনাকে দিয়েছেন গুরুত্ব। মার্লবারা ও পেনের (Penn) উপর মন্তব্য এমনি বিকারপ্রসূত। অথচ কোথাও তিনি জানাননি কোথায় তাঁর মন্তব্য সংশয়াচ্ছন্ন, কোথায় বা সাময়িক—ভবিষ্যৎ প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। বেজট (Bagehot) আশ্চর্য্য হয়ে বলেছেন, "History being a vestige of vestiges there must be uncertainties and gradations of doubt". এই অনিশ্চয়তা বা সন্দেহের লক্ষণ মেকলের রচনায় কোথায় ?

আসল কথা, পক্ষপাতিত্বের জন্ম জ্ঞানের অভাবে নয়—মেকলে তাঁর আমলের যে সকল উপাদান সহজলভ্য ছিল তার সাহায্য নিয়েছেন—পক্ষপাতিত্বের উদ্ভব চারিত্রিক দুর্বলতায়। তাই প্রশ্ন উঠবে কেন তাঁর চরিত্রে দুর্বলতা এল ? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে মেকলের সমসাময়িক খ্যাতি এবং পরবর্তীকালের অখ্যাতির রহস্য নিহিত।

মেকলের দুর্বলতা তাঁর যুগের মনোধর্ম বিশ্লেষণ করলে বোধগম্য হবে। ঐতিহাসিক মেকলের বিষয়বস্তু নির্বাচন, উপাদান সাক্ষ্যপ্রমাণাদির ব্যবহার প্রণালী, বর্ণনা ও রচনারীতি, প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি, দোষ ও ত্রুটি সব কিছুর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাঁর যুগ—আর তাঁর শ্রেণী। তিনি ছিলেন তাঁর শ্রেণীর মুখপাত্র, তাঁর যুগের প্রতিনিধি। যুগকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছিলনে বলে যুগও তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। তিনি এবং তাঁর যুগ পরস্পরের অহমিকা (ego)-র মুকুর। ওয়াটার্লু যুদ্ধের পর থেকে যে সকল শক্তি টোরী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়, হুইগদল সহজেই তার নেতৃত্ব লাভ

করে। তার পশ্চাতে শুধু ফক্স, গ্রে প্রভৃতি সংস্কারকামী নেতার ঐতিহ্যই ছিল না—পেশাদার রাজনৈতিক ও আদর্শবাদী দার্শনিকের (Philosophical Radicals) দল থেকে সহস্রগুণ প্রবল অর্থনৈতিক শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ১৬৮৮-র গৌরবময় বিপ্লবের আগে থেকেই ধনিক সম্প্রদায় উৎপাদনের উপাদানগুলি হস্তগত করতে আরম্ভ করে, কিন্তু তখনও তা দুর্বল থাকায় ও শ্রেণী-সচেতন না হওয়ায় ভূম্যধিকারী শ্রেণীর সঙ্গে সহযোগিতা স্থাপন করে পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ না করলেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিয়ে তারা আপাততঃ সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবের প্রসাদে তারা যখন প্রচণ্ড শক্তি আহরণ করল, তখনই রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের প্রতি তাদের মন আকৃষ্ট হল—স্বার্থের তাগিদে। রাজনৈতিক প্রভুত্ব অর্থাৎ শ্রেণীস্বার্থের অনুকূলে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষমতা না থাকায় ধনতান্ত্রিক অগ্রগতি বারংবার ব্যাহত হচ্ছিল প্রতিক্রিয়াশীল টোরীদের প্রতিবন্ধকতায়। সুতরাং ধনতন্ত্রের নিরঙ্কুশ বিকাশের জন্যই তারা রাজনৈতিক সংস্কারের উপর জোর দিচ্ছিল। হুইগদলকে এই শ্রেণীর মুখপাত্র ভাবতে হবে—সপ্তদশ শতাব্দী হতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই তাদের প্রকৃত ভূমিকা।

এই আলোকে সপ্তদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক সংঘর্ষ বিশ্লেষণ করতে হবে। পার্লামেণ্ট চেয়েছিল রাজার স্বেচ্ছাচার নিয়ন্ত্রিত করতে—তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পার্লামেণ্টকে চরম আইনসভারূপে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু সৈন্যবাহিনীর মধ্যে এমন প্রগতিশীল চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় যা শুধু রাজনৈতিক বিপ্লবেই ক্ষান্ত না হয়ে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিল। বলা বাহুল্য উপযুক্ত মানসিক পরিবেশের অভাবে, সংগঠন ও সংখ্যাদৌর্বল্যের ফলে এই চেষ্টা বিফল হয়। ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর ষ্টুয়ার্ট বংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল বটে—তবে নূতন ভিত্তির উপর। রাষ্ট্রের বাহ্যিক রূপ অপরিবর্তিত থাকলেও—সবাই স্বীকার করে নিল যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ন্যাসের (trust) মত, পার্লামেণ্টই সে ন্যাসের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেবে। দ্বিতীয় জেম্‌স্ এই পরিবর্তন অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন বলে গৌরবময় বিপ্লবের প্রয়োজন হল। গৌরবময় বিপ্লব ক্রমওয়েলের আপোষ-মীমাংসাকে আরও বাস্তব রূপ দিল তার ব্যাখ্যা করল, তার সীমা নির্দেশ করল। হব্‌সের সামাজিক চুক্তি বাতিল হয়ে স্বীকৃত হল লকের সামাজিক চুক্তি।

ষ্টুয়ার্ট স্বৈরতন্ত্র যে নীতিকে সর্বাপেক্ষা প্রবলভাবে আক্রমণ করেছিল তা হল ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতা। রাষ্ট্রের সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য রাজতন্ত্র ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি, মুদ্রানীতি সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছিল। শুধু নবজাত বুর্জোয়া শ্রেণী নয় সকল শ্রেণীর নিকট এই হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়, এমনকি ক্ষতিকর বলে পরিগণিত হয়েছিল। ল্যাস্কির ভাষায়—"The men who made the Revolution of the seventeenth century were seeking to find ways of limiting the operation of authority which would give them security of person and property." কিন্তু কি উপায়ে এই উদ্দেশ্য সাধিত হবে তাই নিয়ে মতবিরোধ তীব্র হয়ে উঠল। বিপ্লব বলতে হ্যাম্পডেন বা ক্রমওয়েল যা বুঝতেন—লিলবার্ণ তা বুঝতেন না, আবার গারার্ড উইনষ্ট্যানলি, ডিগার ও লেভেলারদের ধারণা ছিল অন্যরূপ। ক্রমওয়েল রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দিতে চেয়েছিলেন বহুবিত্তশালী বণিক শ্রেণীকে, লিলবার্ণ সহরবাসী স্বল্পবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে, উইনষ্ট্যানলি ভূমিহীন প্রলিটারিয়েটকে। সুতরাং বিত্তশালী শ্রেণী যে আপন বিত্তের জন্য ভীত হয়ে বিপ্লবের অবসান এবং পূর্বতন শাসনতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কামনা করবে—এতে আশ্চর্য কি? এই আপোষ-কামী মনোভাব থেকে, ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের রেষ্টোরেশান-এর জন্ম হল। 'Richest he' 'poorest he'র ইউটোপিয়া বরদাস্ত করতে রাজী হল না।

কিন্তু ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের ইংল্যাণ্ড—প্রথম চার্লসের ইংল্যাণ্ডের থেকে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। এই ইংল্যাণ্ড হব্‌স্‌, হ্যারিংটন, পেটি, লক ও নিউটনের ইংল্যাণ্ড। রাজতন্ত্র ও চার্চকে এক শর্ত মেনে নিতে হল—অর্থনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ চলবে না। পরমতসহিষ্ণুতা সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে স্বীকৃত হল—কারণ অসহিষ্ণুতা ধনোৎপাদন ও ধনবর্ধনের পক্ষে ক্ষতিকর। ফলে ক্যাথলিক, পিউরিটান, অ্যাংগ্লিকান প্রত্যেক স্বৈরাচারী ধর্মমতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠল। দেখা গেল ননকনফরমিষ্টরা উদ্যম, মিতব্যয়িতা, বিচক্ষণতা প্রভৃতি নাগরিক গুণে কারও চেয়ে হীনতর নয়। চার্চ এবং রাষ্ট্র উভয় ক্ষেত্রেই আমরা তাই উদারনৈতিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অভ্যুদয় লক্ষ্য করি। সপ্তদশ শতাব্দীর বিজ্ঞান এই বুর্জোয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কানে প্রগতির মন্ত্র শোনাল। প্রগতি যে কেবল অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পথে সম্ভব এই বিশ্বাস দৃঢ় হল বুর্জোয়া মনে। লক বললেন, যেমন বিশ্বজগতে কোথাও স্বৈরাচারের স্থান

নেই—আছে যুক্তি ও প্রাকৃতিক বিধান—তেমনি রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও স্বৈরাচারের স্থান নেই। গ্রোসিয়াস বললেন,—এই প্রাকৃতিক বিধান থেকে জন্ম হয় কতকগুলি প্রাকৃতিক অধিকার যা মানুষের সহজাত। বলা বাহুল্য এতে বুর্জোয়া শ্রেণীর দার্শনিক ভিত্তি রচিত হল। ব্যক্তির কল্যাণ ও সমৃদ্ধিতে সমগ্র জাতির কল্যাণ ও সমৃদ্ধির রহস্য নিহিত, এ কথা সপ্তদশ শতাব্দীর দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্মমত, অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা সকলে স্বীকার করে নিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ক্রমবর্ধমান ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্য স্বাধীন বাণিজ্যনীতির সর্বাপেক্ষা বড় সমর্থক ছিল। রাজকীয় একচেটিয়া ব্যবসার বা বাণিজ্য ব্যাপারে রাজকীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ড্যাভেনপোর্ট, রোজার কোক প্রভৃতি অর্থতাত্ত্বিক এবং মান্ ও চাইল্ডের মত ঝানু বাণিজ্য-পতির মন্তব্য যুগধর্মের দ্যোতক।

দ্বিতীয় জেম্‌স্ যখন রেষ্টোরেশনের মূলনীতি অগ্রাহ্য করতে চাইলেন তখন গৌরবময় বিপ্লব অনিবার্য হয়ে উঠল। এই সামাজিক চুক্তি ভঙ্গের অর্থ বুর্জোয়া শ্রেণীর সদ্যলব্ধ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বিলুপ্তি। রিচার্ড হার্লি ১৭১০ খৃষ্টাব্দে এই সংঘর্ষের স্বরূপ এবং স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অনিবার্য পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা অনুধাবনযোগ্য: "The single authority of his (king's) prerogative proved but an artificial and precarious power, unable long to hold out against the real and natural power of property, which was now so largely vested in the people that when they had found the way to put their affairs into a method, and came to feel their own strength, they were able to bear down all before them.' রাজা বা অভিজাত শ্রেণীর নিকট জনগণের স্বার্থ অর্থাৎ ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্বার্থ আর উৎসর্গিত হবে না, যাতে উক্ত শ্রেণী আপন সম্পত্তির উপর সার্বভৌম কর্তৃত্ব পায় তার জন্য চাই রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র। ১৬৮৮র সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ফল—তা সম্পত্তির অধিকারীদের স্বাভাবিক শাসকশ্রেণী বলে প্রতিষ্ঠিত করল। সপ্তদশ শতাব্দীর বিপ্লব রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নয়—যে রাজবংশ ব্যবসা বাণিজ্যের পথে বাধা সৃষ্টি করে তার বিরুদ্ধে। সেই রাজবংশ ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করেছিল, বুর্জোয়া শ্রেণীর গুরুত্ব অস্বীকার করেছিল, তাই

The springs of property were bent
And wound so high they cracked the government.

হ্যাম্পডেন, রাসেল এই শ্রেণীর প্রতিনিধি এবং এঁরাই ১৬৮৮'র হুইগ। সার্ধ একশতাব্দী পরে ১৮৩২-এর শাসন সংস্কার যে হুইগদের হাতে শাসনভার অর্পণ করল তাঁরা এঁদেরই আধ্যাত্মিক সন্তান। অবশ্য ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইতিমধ্যে বহু বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঘটেছে শিল্প-বিপ্লব, ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রকৃতি এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর চাহিদার রূপান্তর ঘটেছে। বণিকতন্ত্রের শক্তি অবসিত হয়েছে, ধনতন্ত্র এখন আশ্রয় করেছে দেশীয় শিল্পকে। সেই শিল্পপতিদের হাতে উৎপাদনের সকল উপাদানগুলি কেন্দ্রীভূত হয়েছে। তাদের মুখপাত্ররূপে মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজনৈতিক প্রভুত্ব দাবী করে বসেছে। তাদের দাবীকে প্রাকৃতিক অধিকার (natural right) বলে প্রচার করবার জন্য, তাদের দৃষ্টি-ভঙ্গীকে ব্যাপক রূপ দেবার জন্য, তাদের শ্রেণীগত ও দলগত স্বার্থকে জাতিগত স্বার্থরূপে প্রতিপন্ন করবার জন্য কৌশলী ঐতিহাসিকের প্রয়োজন হল। লক্ যে কাজ করেছিলেন বণিকতন্ত্রের জন্য, মেকলেকে আহ্বান করা হল ধনতন্ত্রের জন্য সেই কাজে। তাঁকে বলতে হল মধ্যবিত্ত শ্রেণী—"natural representative of the human race". তাদের অবাধ উন্নতিই প্রগতির মূলসূত্র।

ঐতিহাসিক মেকলের জন্ম এমনি পরিপ্রেক্ষিতে। মনে রাখতে হবে যাঁরা মেকলেকে শুধু হুইগ ঐতিহাসিক বলেন তাঁরা হুইগ শব্দটির পুরো ব্যাখ্যা দেন না। তিনি ১৮৩২ সালের হুইগ—১৬৮৮-র হুইগ নন। ১৮৩২-এর হুইগ অর্থে বুঝতে হবে ফক্স, গ্রে, রাসেলকে—যাঁরা ক্যাথলিকদের সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিয়েছেন। ১৬৮৮-র হুইগ ছিল ননকনফরমিষ্ট, তাদের সহিষ্ণুতা এত বেশী ব্যাপক ছিল না। ১৮৩২-এর হুইগ মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে রাজনৈতিক অধিকার দিতে চায়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে হুইগরা বহুক্ষেত্রে শাসন সংস্কারে বাধা দিয়েছে। ১৮৩২-এর হুইগ অর্থনৈতিক কোন ব্যাপারেই রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সহ্য করবেনা, তাদের নীতি এ্যাডাম স্মিথের নীতি, ম্যাঞ্চেষ্টারের নীতি—১৬৮৮র হুইগ অর্থনৈতিক ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ এত প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেনি, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে—যেমন ভারতীয় ক্যালিকো, মসলিন, রেশমের আমদানীর বিরুদ্ধে—রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছে।

কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যা ছিল ১৬৮৮-তে ভ্রূণাকারে তাই

পরিণত, পূর্ণাঙ্গ হয়েছে ১৮৩২-এ। বুর্জোয়া স্বার্থের তাগিদে ধর্ম, শাসন-সংস্কার ও অর্থনৈতিক পলিসির ক্ষেত্রে ১৬৮৮ যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচনা করেছি" ১৮৩২-এ তারই চরমাবস্থা। উভয় যুগের হুইগের (এবং টোরীর) এক জায়গায় মিল অটুট রয়েছে—ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতা উভয়ের জীবনদর্শনের মূলভিত্তি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং তৎকল্পে সম্পত্তির মালিকদের শাসনাধিকারের ন্যায্য দাবী উভয়েই রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ বলে স্বীকার করে নিয়েছে।

মেকলে পরিবর্তিত অবস্থা উপলব্ধি করেছিলেন—তিনি তাই প্রগতিশীল হুইগ দলে অর্থাৎ যাঁরা ১৬৮৮-র আরব্ধ বুর্জোয়া বিপ্লবকে নূতন পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চান তাঁদের দলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প-বিপ্লব এবং তৎপ্রসূত বৈপ্লবিক পরিবর্তনগুলির পটভূমিকায় ১৮৩২-এর শাসন-সংস্কার অবশ্যম্ভাবী, আরও অবশ্যম্ভাবী ১৬৮৮-র বিপ্লবকে প্রকৃতির, এমনকি বিধাতার, বিধান বলে প্রতিপন্ন করা (apotheosize)। তার মধ্যে শুধু বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভুত্বের স্থূল সমর্থন নেই—সেই প্রভুত্বের স্বীকৃতিতে সমগ্র জাতির মুক্তি ও প্রগতি, এমন মতের সূক্ষ্ম প্রচারও আছে, আছে ১৮৩২-এর সংস্কারকে চরম সংস্কার রূপে উপস্থাপিত করার কুটিল যুক্তি।

আর আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে ১৮৩২-এর হুইগ বিজয়ে অবসান হল টোরী শাসনের মূঢ় দুঃস্বপ্ন, যেমন ১৬৮৮-র বিপ্লবে অবসান হয়েছিল ষ্টুয়ার্ট স্বৈরতন্ত্রের তমিস্রা। হুইগ নেতৃত্বের ফলে জন্ম হল নূতন এক যুগ—শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রসারের যুগ। তখনও ধনতন্ত্রের বিস্তার সীমাহীন, উপনিবেশ শোষণের মুনাফা ক্রমবর্ধমান। বুর্জোয়া শ্রেণী, যাঁরা হুইগদলের পৃষ্ঠপোষক—তাঁরা তৃপ্ত তাই উদার, বর্ধমান লাভের হারে তথা প্রগতিতে বিশ্বাসী, অমিত তাঁদের আত্মপ্রসাদ, অগাধ আত্মপ্রত্যয়। মেকলের ভাষায়—"the most enlightened generation of the most enlightened people that ever existed."

মেকলের মনকে ভিক্টোরীয় যুগের আদিপর্বের প্রসারশীল, সংকট-সম্ভাবনাহীন ধনতন্ত্রের উপর্যুক্ত প্রতিক্রিয়াগুলি গভীর ভাবে স্পর্শ করেছে। তিনি হয়েছেন উৎপাদক শ্রেণীর সীমাহীন আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রসাদের প্রতীক। দেশের আর্থিক উন্নতি ও হুইগ বিজয় এমন অবিচ্ছেদ্য ভাবে তাঁর অবচেতন মনে জড়িয়ে গেছে যে তার কোন অর্থনৈতিক কারণ বিশ্লেষণ বা ত্রুটি সন্ধানের কথা তিনি ভাবেননি। হুইগ রাজনীতি ও ম্যাঞ্চেষ্টার অর্থনীতি যে স্বর্গরাজ্যের পথ

প্রস্তুত করেছে সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। তাঁর চোখে ধনতন্ত্রের কুশ্রী রূপগুলি ধরা পড়েনি (যেমন পড়েছে ডিকেন্স বা কার্লাইলের চোখে), শুধু নির্বাধ অগ্রগতির রূপ ধরা পড়েছে। তাই তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ, যেমন চার্টিষ্ট আন্দোলন, তিনি সহ্য করেননি। শাসনাধিকার সম্প্রসারণে তাঁর ভয় ছিল, হয়তো তাতে প্রগতির পথ ব্যাহত হবে। ১৮৪২ সালের ৩রা মের বক্তৃতায় তিনি পার্লামেণ্টকে সার্বজনীন ভোটাধিকার সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিলেন।

আশ্চর্য নয়, তিনি এই পরিবেশে হুইগ বিজয় নাট্যে মনোনিবেশ করবেন। সেই বিরাট পরিকল্পনার যে সামান্য অংশটুকু পরিণতি লাভ করেছে—তা হল ১৬৬০ হতে উইলিয়াম ও মেরীর রাজত্বের সমাপ্তি পর্যন্ত—অর্থাৎ প্রস্তাবনা-মাত্র। প্রস্তাবনার মধ্যেই ফুটে উঠেছে সমগ্র নাটকের মূল সুর—ধনতন্ত্রের একটানা বিকাশের, বুর্জোয়া শ্রেণীর একটানা রাজনৈতিক অগ্রগতির ছন্দে বাঁধা। আর্নল্ড টয়েনবি এই মনোভাবের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন—"He took it for granted—without warrant—that he himself was standing on terra firma, secure against being engulfed in that ever-rolling stream in which Time had borne all his less privileged sons away."

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এই আশ্বাসবাণীর প্রয়োজন ছিল। সমগ্র ইউরোপে বিদ্রোহের বহ্নি জলে উঠেছে, লামার্তিন ও লুই ব্লাঁ ফ্রান্সে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন করছেন, সাঁসিমোঁ ও প্রুধোঁর মুখে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ, ইংল্যাণ্ডের আকাশে বাতাসে প্রতারিত শ্রমিক শ্রেণীর চার্টিষ্ট দাবী বিঘোষিত। সাদের *Collcquies on the Progress and Prospects of Society* (1829)-তে নবজাত শিল্প শ্রমিকের যে অসহনীয় দুর্দশার ছবি ফুটে উঠেছিল, মেকলে তার তীব্র প্রতিবাদ করলেন। মেকলে দেখালেন সর্বগ্রাসী বিপ্লবের উত্তাল উর্মিশীর্ষে বুর্জোয়াবিপ্লব-রচিত রাষ্ট্রীক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর নিরাপদ নিরুপদ্রব দ্বীপের মত দাঁড়িয়ে আছে ইংল্যাণ্ড—কেবল একাই সে দিতে পারে শান্তি ও স্বাধীনতার, সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির ধ্রুব ইঙ্গিত। ধন্যবাদ সেই শ্রেণীকে—যে ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেছিল এমন অটল ভিত্তি। তার নীতি, মূল্যবোধ, মান—সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বা অর্থনৈতিক সমালোচনার অতীত। তার নির্বাধ নিরঙ্কুশ চরিতার্থতায় ব্যক্তির এবং জাতির চরিতার্থতা। সেই মৌলনীতির

স্বীকৃতি ও সমর্থনে শুধু ভ্রষ্টমার্গ কন্টিনেন্টের আত্মনাশমূলক শ্রেণী-সংগ্রাম হতে আত্মরক্ষা নেই, আছে জাতীয় বিপ্লবের গৌরবময় ঐতিহ্যে ইংল্যাণ্ডের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। অনুরূপ পরিস্থিতিতে কার্ল মার্কস দেখলেন ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত বিরোধের ফলে শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি, ধনিক—শ্রমিকের অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষ এবং সংঘর্ষের পরিণামে বিপ্লবের স্বতঃসিদ্ধ জয়। একই ঐতিহাসিক পরিস্থিতির দ্বিবিধ অনিবার্য প্রতিক্রিয়া—কার্ল মার্কসের 'কম্যুনিষ্ট মেনিফেষ্টো' ও মেকলের 'ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস।'

বস্তুতঃ মেকলের জীবদ্দশায় এই বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তির মূলে আঘাত পড়েনি। অল্পবিস্তর নিঃসংকট ছিল ধনতন্ত্র—তাই মেকলের রাজত্ব ছিল ধ্রুব। বর্তমানে যেগুলি তাঁর দোষ বলে পরিগণিত হয় সেগুলিই ছিল সমসাময়িক যুগে খ্যাতির কারণ। তাঁর রচনাশৈলী ছিল স্বচ্ছ উচ্ছল দ্রুতধারা স্রোতস্বিনীর মত —সে যুগের অপরিণত মনকে আন্দোলিত করবার পক্ষে উপযোগী। তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের সংযম ও সম্ভ্রমবোধ নেই—আছে কাহিনী রচনার কৃতিত্ব। ভিক্টোরীয় রুচি গল্প ও উপন্যাসেই তৃপ্ত হত বেশী। তাতে ছিল রাজনৈতিক বক্তৃতা বা বিতর্কের আতিশয্য, ব্যঙ্গ ও উইটের অসিক্রীড়া, যুক্তি-রূপে অলঙ্কার ব্যবহারের চাল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পার্লামেণ্টে এমন বক্তৃতার কদর খুব বেশী ছিল, ভোটযুদ্ধে এর মত হাতিয়ার ছিল না। গিবন যেখানে একটি বিশেষণের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন দীর্ঘ এক ভাবধারা সেখানে মেকলে ব্যয় করেছেন পুরো এক অধ্যায়। কালক্রমে এমন রীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবেই। কিন্তু এরও গভীরে যে যুগধর্মের প্রচার ছিল—যুগধর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার মূল্য গেল নিঃশেষ হয়ে। থুকিডিডিস বা গিবনের রচনা এমন ভাবে যুগধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী যোগযুক্ত নয়। সেখানে ঐতিহাসিক অপেক্ষাকৃত নির্মোহ অন্তর্দৃষ্টি, ব্যাপক ও নিরপেক্ষ অনুভূতির প্রসাদে সমসাময়িক যুগকে কিছুটা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন। উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁরা মানব সমাজের চিরন্তন সমস্যার রাজ্যে। ইতিহাসে কল্পনার স্থান নিয়ে মেকলে অনেক ওকালতি করেছেন—কিন্তু যে কল্পনা সৃষ্টিশীল অথচ আত্ম-জিজ্ঞাসু, যার উদ্ভব নিরাসক্ত জ্ঞানে ও গভীর সহানুভূতিতে—সে কল্পনা মেকলের কোথায়? থুকিডিডিস এ্যাথেন্সবাসী হয়েও এ্যাথেন্সবাসীর সঙ্কীর্ণ স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সমস্ত গ্রীক জগৎটিকে তার চরম সঙ্কটের সন্ধিক্ষণে পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছিলেন—স্পার্টার প্রশংসা করতে তাঁর বাধেনি। অসম্ভব ছিল মেকলের

পক্ষে অন্য দলের বা ইংল্যাণ্ড ছাড়া অন্য জাতির গুণকীর্তন, এমন অন্ধ ছিলেন তিনি জাতিগর্ব ও শ্রেণী স্বার্থের সংস্কারে। অর্থনৈতিক ইতিহাসের কোন উপাদান না পেয়েও থুকিডিডিস এ্যাথেন্স ও স্পার্টার বিরোধের অর্থনৈতিক রূপটি শুধু বোধি (intuition)-বলে ধরতে পেরেছিলেন। অথচ ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের তৃতীয় অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয় না কি? এটি না থাকলে সে ইতিহাস গ্লেঙ্কোর হত্যাকাণ্ড, লণ্ডন-ডেরীর অবরোধ, জেম্‌সের নিন্দা ও উইলিয়ামের স্তুতিতে পর্যবসিত হত। মিল বলেছেন, গ্রোটের ছিল simple veracity. মেকলের তা ছিল না। তিনি বিস্মিত করতে চেয়েছেন বর্ণনা দ্বারা—ব্যাখ্যা দ্বারা নয়। ফল যা হয়েছে তাকে সিলে (Seeley) 'drowsy spell of narrative' বলে খুব অন্যায় করেন নি। বস্তুতঃ যে ইতিহাসের লেখক সর্বদেশদর্শী, সত্যসন্ধ ও অপক্ষপাত, যে ইতিহাসের আঙ্গিক সহজ, সরল, অনাড়ম্বর অথচ সত্যের জ্যোতিতে প্রদীপ্ত—এবং যার মধ্যে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের পূর্ণ সঙ্গতি বিদ্যমান—সেই ইতিহাস শ্রেষ্ঠ ও চিরজীবী। অন্যান্য ইতিহাস মরশুমী ফুলের মত।

মেকলের 'ঐতিহাসিক প্রবন্ধ' আর কতদিন টিকবে জানি না, তবে তাঁর 'ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস' সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও নিরর্থক নয়। একটি বিশেষ যুগের বিশেষ, যদিও সীমাবদ্ধ ও খণ্ডিত, দৃষ্টিভঙ্গীকে সাহিত্যিক রূপ দেওয়া হয়েছে। ইতিহাসের ক্ষেত্রে এরও প্রয়োজনও আছে। সত্য যদি ইতিহাসের লক্ষ্য হয়, তবে স্বীকার করতেই হবে—সত্যে উপনীত হবার বাধা অনেক। আমরা বিভিন্ন যুগের দৃষ্টিভঙ্গী ও উপলব্ধির তুলনামূলক সমালোচনা দ্বারাই সত্যের সন্ধান পাব। সেই অর্থে সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাস সম্বন্ধে ভিক্টোরীয় যুগের মন্তব্য ও বিশ্লেষণ উপেক্ষণীয় নয়। যুগোত্তর অখণ্ড নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে মেকলের খ্যাতি আজ বিলুপ্তপ্রায়—আবার সেই জন্যই তিনি মূল্যবান্ ভিক্টোরীয় সংস্কৃতির প্রতীকরূপে, বুর্জোয়ামানসের প্রতিবিম্বরূপে।

সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ বিপ্লব

১৬৪০—৬০

একথা বলা অসমীচীন নয় যে আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম মূল প্রসঙ্গ হলো বিপ্লব—তা দেশভেদে সাম্যবাদী বা জাতীয়তাবাদী যেই রূপ নিক না কেন। এই বৈপ্লবিক ধ্যানধারণা ও প্রচেষ্টার গঙ্গোত্রী সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ড। ফরাসী ও রুশ বিপ্লবে পুষ্ট হয়ে তার ঢেউ আজ সমগ্র বিশ্ব প্লাবিত করতে চায়। তা অনেক অলীক মোহের আবর্ত সৃষ্টি করেছে সন্দেহ নেই, মাঝে মাঝে দিকভ্রষ্টও হয়েছে, আর তার ফলে শস্যসম্ভব পলিমাটি নিয়েছে নিস্ফলা চোরাবালির রূপ। নূতন নূতন দল ও শ্রেণী তাদের স্বার্থ এবং সাধনা দিয়ে কতবার বৈপ্লবিক প্রবাহের প্রকৃতি বদলে দিলে, পথ ঘুরিয়ে দিলে। যন্ত্রশিল্পের অভাবনীয় উন্নতি তাকে দিলে দুর্বার বেগ। কিন্তু আজকের দিনের সামাজিক ও ঔপনিবেশিক বিপ্লব আর সপ্তদশ-শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপ্লব একই ঐতিহাসিক ধারায় উত্তর ও পূর্বাবস্থা। যা ছিল স্বচ্ছ ও ক্ষীণধারা, দেশবিদেশের মাটী ও শাখাপ্রশাখার জল তাকেই দিয়েছে সমুদ্র-সঙ্গমের দিগন্তব্যাপী প্রচণ্ড বিস্তার।

সপ্তদশ শতাব্দীর বিপ্লবের ফলাফল বিবেচনা করলে প্রথমে তা মনে হয় না। ইংরেজের চরিত্রগত আপোষ-প্রবণতা তার তাৎপর্য অনেকখানি আবৃত করে রেখেছে। কিন্তু অধ্যাপক ফার্থ তাঁর কেম্ব্রিজের রিড বক্তৃতা (১৯১০)—*The Parallel between the English and American Civil Wars*-এ দেখিয়েছেন ১৬৪০ থেকে ১৬৬০ সালের ইতিহাসে ইংরেজ আপোষকে আমল দেয়নি। Clark Papers ও পাট্‌নীতে আহূত সৈ দলের বিতর্ক সভার বক্তৃতাবলী বিশ্লেষণ করলে, উইনষ্ট্যান্‌লির বক্তব্য ও মিল্টনের রচনাবলী অনুধাবন করলে উক্ত মত দৃঢ়তরই হবে। অন্ততঃ রাজতন্ত্রের সাময়িক বিলুপ্তি, প্রজাপুঞ্জের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে রাজার প্রাণদণ্ড এবং সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। পার্লামেণ্ট মাধ্যমে শাসনের সুরুও

এই যুগে। দ্বিতীয়তঃ বিপ্লবের ফলে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাজগতে বিপুল আলোড়ন উঠেছে। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের অন্য কোন অধ্যায়ে রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি, রাজনৈতিক অধিকারের প্রকৃতি ও দায়িত্বের স্বরূপ, ধর্ম, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও বিবেকের স্বাধীনতা প্রভৃতি মৌল বিষয় নিয়ে এত ব্যাপক ও গভীর আলোচনা হয়নি। প্রতিষ্ঠান (institution) নিয়েও হয়নি এমন পরীক্ষা নিরীক্ষা। ইউটোপিয় সমাজতন্ত্রবাদের ভাবনা জন্ম নেবার বহু পুর্বে সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ সাম্যবাদী সাধারণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখেছিল, যদিও পারিপার্শিক প্রভাবে ধর্মের ভাষায় তার আশা আকাঙ্ক্ষা রূপ নিয়েছে। তৃতীয়তঃ সমসাময়িক অন্যান্য আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করলে এর পরিণতি বিস্ময়কর প্রতীয়মান হবে। জার্মেনীর অ্যানাব্যাপটিষ্ট আন্দোলন, স্পেনের বিরুদ্ধে ডাচদের স্বাধীনতা আন্দোলন ও তার সঙ্গে জড়িত অরেঞ্জ বংশের বিরুদ্ধে সাধারণতন্ত্রী আন্দোলন, ক্যাটালোনিয়া, পর্তুগাল ও নেপল্‌সের আধাজাতীয় আধাসামরিক আন্দোলন এবং ফ্রান্সের ফ্রঁদের কথা সবাই জানেন। কিন্তু অ্যানাব্যাপটিষ্ট আন্দোলনের কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী বা কর্মসূচী ছিল না, খৃষ্টের দ্বিতীয় আবির্ভাবের আশার গোলকধাঁধায় তার সব প্রচেষ্টা ঘুরে মরেছে। ডাচ বিপ্লবকে হয়ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রথম সার্থক বিপ্লব বলা যায় এবং তার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-সংস্কৃতির জগতে ডাচ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইউরোপের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু চিন্তাজগতে ইংল্যাণ্ডের অনুরূপ কোন সাড়া জাগেনি, দ্বিতীয় ফিলিপের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ ঘোষণা কোন নূতন মতবাদের জন্ম দেয়নি। তার প্রতিপাদ্য ছিল না স্বৈরতন্ত্র অমান্য করবার প্রকৃতিদত্ত মানবাধিকার (natural rights)। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের Apologie বরং জোর দিয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক অনুশাসনের ওপর (যা দ্বিতীয় ফিলিপ ভঙ্গ করেছিলেন)। সর্বজনীন ভোটাধিকারের কোন প্রশ্নই তাতে উত্থাপিত হয়নি বা শাসনের ভিত্তি যে প্রজাসম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত এমন কোন স্বীকৃতির চিহ্ন পাওয়া যায় না। এলিয়ট দেখিয়েছেন ক্যাটালোনিয়ার উচ্চতর শ্রেণী কাস্তিলের অপশাসনের চেয়ে ক্রুদ্ধ দরিদ্র জনসাধারণকে অধিকতর ভয় করতো। ফ্রঁদের সময় কিছুটা রাজনৈতিক বিতর্ক হয়েছিল বটে কিন্তু একটিও নূতন ভাবনার উদয় হয়নি। অভিজাত শ্রেণী বা পার্লমঁ যেই জিতুক না কেন, ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টের মত তার শক্তি হত না এবং জয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল

ছিল নৈরাজ্য।[১] সুতরাং নানা দিক থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের বিপ্লব সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ তার সামাজিক প্রকৃতি সম্বন্ধে কি মতামত পোষণ করেন এবং সে বিষয়ে সাম্প্রতিক গবেষণা কোন পথে চলেছে বর্তমান প্রবন্ধে তারই আলোচনা করা হচ্ছে।

সাম্প্রতিক আলোচনার প্রস্থানভূমি হলো মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গী যা রুশ বিপ্লবের সময় থেকে অধিকাংশ ঐতিহাসিককে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে। মার্ক্সবাদীর চোখে বিপ্লব শ্রেণী-সংগ্রামের চরম রূপ। সেই সংগ্রামের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রশক্তি অধিকার এবং তার পরিণামের ওপর পরস্পরবিরোধী সমাজব্যবস্থার জয় পরাজয় নির্ভরশীল। স্বতঃই সপ্তদশ শতাব্দীর বিপ্লব সম্বন্ধে উক্ত মতবাদ প্রযুক্ত হচ্ছে। অনেকটা অনুরূপ অনুপ্রেরণা এসেছে অধ্যাপক টনির লেখা থেকে। রাজতন্ত্রী ও পার্লামেণ্টতন্ত্রীর বিরোধ যে শুধু শাসনতান্ত্রিক বিরোধ নয়, এমন কি আরমিনিয়ান ও পিউরিটান অভিহিত দুই ধর্মমতের বিরোধ নয়, বরং অর্থনৈতিক প্রাধান্য লাভের জন্য দুটি সামাজিক শ্রেণীর সংগ্রাম এমন সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত হয়েছে। বলা বাহুল্য সেই পরিপ্রেক্ষিতে সমসাময়িক রাজনৈতিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় মতবাদগুলিকে এক বা অন্যপক্ষের সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা চলেছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর বিপ্লবের যাঁরা প্রথম বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাস লিখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিশপ এস. আর. গার্ডিনার ও অধ্যাপক জি. এম. ট্রেভেলিয়ান। মেকলের ইতিহাস হুইগ ব্যাখ্যার অনবদ্য নিদর্শন, কিন্তু র‍্যাঙ্কের পরবর্তী কোন ঐতিহাসিক তাকে নিরাসক্ত ইতিহাস বলে স্বীকার করবে না। গার্ডিনার এই বিপ্লবের কোন বিশেষ সামাজিক প্রকৃতি খুঁজে পাননি। *History of the Great Civil War*-এর প্রথম খণ্ডে তিনি স্পষ্টই বলেছেন ফরাসী বিপ্লবের মত ইংল্যাণ্ডের বিপ্লব শ্রেণীসংগ্রাম নয় কারণ

রাজা ও পার্লামেণ্ট উভয় পক্ষেই অভিজাত, সহরবাসী ও ইওমেনদের দেখা যায়। একে তিনি 'পিউরিটান বিপ্লব' আখ্যা দিয়েছেন। আর্ভিংআইট ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত, অলিভার ক্রমওয়েলের অধস্তন পুরুষ এবং গ্ল্যাডস্টোনের ভক্ত গার্ডিনার পুরো নিরাসক্ত হতে পারেননি। ইংল্যাণ্ডের জাতীয় চরিত্রের এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রশংসায় তিনি মুখর। বিশেষ করে পিউরিটানিজমের। "Puritanism not only formed the strength of the opposition to Charles, but the strength of England itself. Parliamentary liberties, and even Parliamentary control, were worth contending for."[২] ট্রেভেলিয়ানের মতে এই বিপ্লব শ্রেণীসংগ্রাম নয়, ভাবনার সংগ্রাম। *England under the Stuarts*-এ তিনি লিখেছেন, "For in motive it was a war not of classes or of districts, but of ideas···The French Revolution was a war of two societies; the American Civil War was a war of two regions; but the Great Rebellion was a war of two parties." পরবর্তীকালে *English Social History*তে অনুরূপ মন্তব্য পাই –"The Cromwellian Revolution was not social and economic in its causes and motives; it was the result of political and religious thought and aspiration among men who had no desire to recast society or redistribute wealth." সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থা রাজনীতিকে বা ধর্মকে কিঞ্চিৎ প্রভাবিত করলেও তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া যায় না কারণ লোকে সে বিষয়ে অর্ধসচেতন ছিল।

গার্ডিনার বা ট্রেভেলিয়ানের প্রতিপাদ্য মেনে নেওয়া চলে না। প্রত্যেক বিপ্লবেই কিছু কিছু উদাহরণ মেলে যেখানে একই শ্রেণীর লোক ভিন্ন ভিন্ন পক্ষে যোগ দিয়েছে। এর কারণ মানুষের বিচিত্র উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিক দেখবেন কোন পক্ষ জিতলে বা হারলে কোন ধরনের শ্রেণীস্বার্থ এবং সমাজগঠনাদর্শ জয়ী বা বিজিত হবে। তাছাড়া ভাবনা মানুষের কার্যকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে মেনে নিলেও তাকেই ঘটনার অনন্য নিয়ন্তা স্বীকার

করা অসম্ভব। ঐতিহাসিক ভাবনাগুলিকে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করবেন, তাদের সাহায্যে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, না বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, বিচার করবেন। ধর্মমত বা প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক চিন্তাধারা বা সাহিত্যকৃতি প্রত্যেকটিরই স্বকীয় তাৎপর্য বিদ্যমান। কিন্তু ঐতিহাসিকের কর্তব্য তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা, পারিপার্শ্বিক সংঘর্ষের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ পর্যালোচনা করা এবং তার দ্বারা তাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ওপর নূতন আলোকপাত করা। গার্ডিনার সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে একেবারেই নিরঙ্কুশ ছিলেন আর ট্রেভেলিয়ান মেকলের পদ্ধতিতে সমসাময়িক আচার ব্যবহার রীতিনীতি আলোচনা করেই ক্ষান্ত। উভয়ে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর পরিবর্তনশীল সামাজিক কাঠামো সম্বন্ধে অনবহিত। ফলে তাঁদের ইতিহাসে অনেক প্রশ্নের উত্তর মেলে না, যেমন, কেন পিউরি-ট্যানরা সহরাঞ্চলে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল, আর্চবিশপ লডের সংস্কারের বিরুদ্ধে কেন এত শক্তিশালী প্রতিবাদ উঠেছিল, কেন বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্রগুলি পার্লামেন্ট পক্ষ অবলম্বন করেছিল, কেন লঙ পার্লামেন্ট ফিউড্যাল টেনিওর উচ্ছেদ করলেও তন্নিম্ন টেনিওরে হস্তক্ষেপ করেনি,[৩] কেনই বা এ সময় নানা র‍্যাডিক্যাল আন্দোলন গড়ে ওঠে। আধুনিক ঐতিহাসিকের কাছে উপর্যুক্ত প্রশ্নগুলি অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং এড়িয়ে না গিয়ে তাঁরা উত্তর দেবার চেষ্টা করছেন। এক এক করে সেগুলি বিবেচনা করা যাক।

(৩)

জে. ডব্লু. নেফ্ ও এল. ষ্টোন প্রমুখ ঐতিহাসিকের বক্তব্য ১৫৪০ থেকে ১৬৩০-এর মধ্যে ইংলণ্ডে এক শিল্প বিপ্লব ঘটেছিল এবং তাকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক প্রগতির পুরোধা এক দল গড়ে ওঠে। এই দলে ছিল সেই সব বণিক, শিল্পের সঙ্গে যাদের যোগ ঘনিষ্ট (যেমন clothiers), ব্যবহারজীবী,

ইওমেন ও ছোটখাট ফ্রিহোল্ডার এবং নূতন জোতদার শ্রেণী (new gentry), যারা টিউডর আমল থেকেই কৃষিকর্মে ধনতান্ত্রিক প্রথা প্রয়োগ করছিল,[৪] খনিজ সম্পদ উৎপাদনে মন দিয়েছিল এবং সুবিধামত শিল্প, বাণিজ্য এবং ঔপনিবেশিক উদ্যমগুলিতে মূলধন নিয়োগ করত। এই দলের বিরোধী শিবিরে ছিল সেই সব বণিক, একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার নিয়ে রাজার সঙ্গে যাদের যোগ ঘনিষ্ঠ; বড় বড় মহাজন, যারা লাভজনক চাকুরীর বিনিময়ে রাজাকে টাকা ধার দিত; রাজকর্মচারী ও পারিষদবর্গ এবং আধা-ফিউড্যাল অভিজাতকুল। এই অভিজাতকুল দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে কিছুতেই নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেনি আর যোগ্যতার সঙ্গে জমিদারী চালাতে না পেরে ও ব্যয়বাহুল্য কমাতে না পেরে ক্রমশঃ ঋণজালে জড়িয়ে পড়ছিল। বলাবাহুল্য, এরা নূতন জোতদার শ্রেণীর উন্নতি সুনজরে দেখতে পারেনি। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ থেকে মন্ত্রীরা যখন শিল্পকে নানা ভাবে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা পেলেন স্বতঃই তখন শিল্পবিপ্লবের নেতা ও তাদের সঙ্গে জড়িত স্বার্থের সঙ্গে রাজতন্ত্রের বিরোধ বাধল। নেফের ভাষায় "Together with the religious and political conflicts described by Gardiner and other historians, this economic conflict, with its industrial origins, brought about the constitutional crisis of the seventeenth century. The influence of industrial upon constitutional history was more positive and probably stronger than the influence of constitutional upon industrial history."[৫] ষ্টোনের মতে শিল্প-বিপ্লবজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণী কেবল ধনাগমপন্থাগুলি আয়ত্ত করে ক্ষান্ত হয়নি, হাউস অব কমন্সেও প্রভাব বিস্তার করেছিল,যার পরিণাম ষ্টুয়ার্ট রাজতন্ত্র ও পার্লামেন্টের ক্রমবর্ধমান কলহ এবং গৃহযুদ্ধ।[৬]

ক্রিষ্টোফার হিল তাঁর গ্রন্থে, *The English Revolution 1640* (১৯৪০), মরিস ডব তাঁর *Studies in the Development of Capitalism* গ্রন্থের ১৭০-৭১ পৃষ্ঠায় এবং মরিস এশলি তাঁর পেঙ্গুইন সিরিজের সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে মোটামুটি এই মত গ্রহণ করেছেন।

ক্রিষ্টোফার হিলের বক্তব্য, যে দলের বিরুদ্ধে পার্লামেণ্ট যুদ্ধ ঘোষণা করল তা হল "a semi-feudal aristocracy, the successors in social position and political power…of the feudal class which had ruled in England since the Norman Conquest." কিন্তু তাঁর দেওয়া সামন্তপ্রথার সংজ্ঞা অনেকে গ্রহণ করেনি।[৭] সন্দেহ

৭। ক্রিষ্টোফার হিলের সংজ্ঞা হ'ল, "a form of society in which agriculture is the basis of the economy and in which political power is monopolised by a class of land owners." Hill and Dell, *The Good Old Cause. The English Revolution of 1640-1660* (1949), p. 19. ডবের সংজ্ঞায় সামন্ততন্ত্র হ'ল "a mode of production," যা সার্ফ প্রথার সঙ্গে একাত্ম। রুশ ঐতিহাসিক পক্রভ্স্কি সামন্ততন্ত্র সম্বন্ধে বলেছিলেন— "a system of self-sufficient—natural economy"—"an economy that has consumption as its object." পরবর্তী রুশ ঐতিহাসিক এ সংজ্ঞা গ্রহণ করেন নি। অধ্যাপক কস্মিন্স্কি তাঁর *Studies in the Agrarian History of England in the Thirteenth Century* গ্রন্থের ভূমিকায় (VI) ডবের সংজ্ঞাকে আরও বিশদ করেছেন। সামন্ত তন্ত্রের দুটি সামান্য লক্ষণ তিনি নির্দেশ করেছেন—(a) A special type of landed property which was directly linked with the exercise of lordship over the basic producers of society (b) A special type or class of basic producers with a special connection with the land—which remained, however, the property of the ruling class of feudal lords. সম্প্রতি রাশটন কুলবর্ণের সম্পাদনায় প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে *Feudalism in History* নামে সামন্ততন্ত্র সম্বন্ধে এক প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয়েছে। তাতে রুশ অধ্যাপক Szeftel রুশ ঐতিহাসিকগণ বর্তমানে এ বিষয়ে কি ভাবছেন তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে সামন্ততন্ত্র হ'ল "a social and economic format based on the appropriation by the landlord of a part of the cultivator's work" (p. 415). অমার্ক্সিস্ট ঐতিহাসিক, এমনকি রাশিয়ার বাইরের অনেক মার্ক্সিস্ট ঐতিহাসিক, এসব সংজ্ঞা গ্রহণ করেন নি। প্রথমোক্তরা সামন্ততন্ত্রের আইনগত লক্ষণের ওপর অধিক জোর দিয়েছেন। যেমন *Cambridge Economic History of Europe* এ অধ্যাপক স্ট্রুভ (Struve).

নেই যে টিউডর ও ষ্টুয়ার্ট যুগে সামন্ত প্রথার বহু চিহ্ন বর্তমান ছিল [৮] হার্স্টফিল্ড ওয়ার্ডশিপ সম্বন্ধে তা ভালো করে দেখিয়েছেন এবং ম্যানর কোর্ট-

সামন্ততন্ত্রের সর্বজনস্বীকৃত শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক মার্ক ব্লখ ইংরেজ ও জার্মান ঐতিহাসিকদের সংকীর্ণ আইননির্ভর ব্যাখ্যা মেনে নেননি, আবার মার্কসবাদীদের মতো একে শুধু উৎপাদন-ভিত্তিক সামাজিক—অর্থনৈতিক সম্পর্ক (যেমন লর্ড এর প্রভুত্ব ও সার্ফের শোষণ) বলতেও রাজী হননি। মানুষের সামগ্রিক ইতিহাস (ambience sociale tatale)—এ বিশ্বাসী ব্লখ উৎপাদন সম্পর্কের বাইরে বা তার দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত অনেক উপাদান লক্ষ্য করেছেন—যেমন মনস্তত্ব, অনুভূতির প্রক্রিয়া—যা পরবর্তী কালে জর্জ ডুবি (Duby), লাদুরি (Le Roy Ladurie) প্রভৃতি ঐতিহাসিককে প্রভাবিত করেছে। ব্লখের সংজ্ঞা উদ্ধৃত করে দিলাম: "A subject peasantry; widespread use of the service tenement (i.e. the fief) instead of salary; supremacy of a class of specialised warriors; ties of obedience and protection which bind man to man; fragmentation of authority and, in the midst of all of this, survival of other forms of association, family and state," (*Feadal Society*, transl. L. A. Manyon, 1961, P 446).

কি ভাবে সামন্ততন্ত্র ধনতন্ত্রে রূপান্তরিত হ'ল তা নিয়ে কার্লমার্কস থেকে আলোচনা সুরু। আধুনিক কালে বিতর্ক সুরু হয় *Science and Society* পত্রিকায়, যা ১৯৫৪ সালে *The Transition from Feudalism to Capitalism* নামে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে বিতর্ক প্রধানতঃ দুটি দলে সীমাবদ্ধ। একদল (যেমন পোস্টান, লাদুরি) ম্যালথাস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জনসংখ্যা ও লব্ধব্য খাদ্যের হ্রাস বৃদ্ধির ওপর জোর দেন। আর একদল (ভিটোণ্ড কুলা, গি বোয়া) জনসংখ্যার গুরুত্ব মেনে নিলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ককে প্রাধান্য দেন। তাঁরা প্রভু ও কৃষকদের আয়, প্রভু ও রাষ্ট্র কর্তৃক শোষণের মাধ্যমে কৃষকের আয় সংকোচন ইত্যাদি ব্যাপার মৌল বলে মনে করেন। *Past and Present* পত্রিকার কয়েক সংখ্যায় এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। অধ্যাপক ব্রেনারের মত অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন শুধু আর্থিক সম্পর্কের ওপর জোর দিলে শ্রেণী সংঘর্ষের ব্যাপারটা গৌন হয়ে যাবে না কি? ফেরনন্দ ব্রদেলের *Civilization materielle, économie et Capitalisme XVI-XVIII es* (1979) বিতর্ককে ব্যাপকতর পটভূমিকায় স্থাপন করেছে। ইউরোপের সামন্ততন্ত্রকে আর অঞ্চলে অঞ্চলে আলাদা করে দেখার কথা ওঠেনা। প্যারিস অঞ্চল ছিল এর কেন্দ্র (core), কিন্তু তার বাইরে ছিল দ্বিতীয় সারির অঞ্চল, প্রান্তীয় অঞ্চল (periphery). এ সব জায়গায় সামন্ততন্ত্র কেন্দ্রের সমকালে বা সমহারে গড়ে ওঠেনি। ভেঙেও পড়েনি। এ বিষয়ে Guy Bois-এর *The Crisis of Feudalism* etc., Cambridge University Press (1984) ও 'আনাল' পত্রিকার নানা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৮। J. B. Hurstfield, "The Revival of Feudalism in Early Tudor England." *History*, XXXVII, 1952, p. 130.

গুলির নথিপত্র বিশ্লেষণ করলে আরও প্রামাণ্য তথ্য মিলবে। তবু অধ্যাপক টনি বৃহত্তর ভূম্যধিকারীকুলকে 'semi-feudal' আখ্যা দিতে প্রস্তুত নন। ব্রান্টন ও পেনিংটনের *Members of the Long Parliament*-এর ভূমিকায় তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন—"If the word 'feudal' refers merely to territorial influence it draws no dividing line between Royalists and Parliamentarians, such influence was exercised by both. If it is used, as it should be, in a more precise sense to describe a class dependent wholly or mainly like the French *noblesse* before 1789, on the revenue from seigneurial rights, it is a solecism, for unless the right in question be interpreted to include all or most payments from tenants to landlords, evidence of the existence of such a class in the England of Charles I is still to seek."

ইকনমিক হিষ্ট্রি রিভ্যুর পৃষ্ঠায় অনেকদিন আগে থেকেই অধ্যাপক টনি এযুগের অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করে আসছেন। তাঁর প্রথম প্রবন্ধটি—*The Rise of the Gentry, 1558-1640*—বেরোয় ১৯৪১ সালে। সেই বছর বৃটিশ অ্যাকাডেমিতে তিনি হ্যারিংটনের ওপর রালে বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক ট্রেভর—রোপার কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে ১৯৫৪ সালে ইকনমিক হিষ্ট্রি রিভ্যুতে তিনি প্রত্যাক্রমণ করেন—"The Rise of the Gentry : a Postscript" নামক প্রবন্ধে। সাতটি কাউন্টির ২৫৪৭ ম্যানরে ১৫৫৮ ও ১৬৪০ সালের মধ্যে কি ভাবে জমি হস্তান্তর ঘটেছে টনির প্রতিপাদ্য সেই মালমসলার ওপর তৈরী। তাঁর মতে গৃহযুদ্ধের এক শতাব্দী পূর্বে এক নূতন ভূম্যধিকারী শ্রেণীর উদয় হয়। তারা ধনতান্ত্রিক প্রথায় চাষবাস করতে থাকে এবং রাজা, চার্চ, পুরাতন অভিজাতকুল এবং ছোটখাট প্রজা সকলকেই শোষণ করে সম্পত্তি বাড়াতে থাকে। অর্থনৈতিক প্রাধান্যের অবশ্যম্ভাবী ফল রাজনৈতিক ক্ষমতার দাবী এবং গৃহযুদ্ধের পর তাতে সাফল্যলাভ। ষ্টোনের গবেষণা টনির প্রস্তাবকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করে। তিনি ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে অমিতব্যয়হেতু পুরাতন অভিজাতকুলের আর্থিক অবনতি

ও তৎসঞ্জাত সম্মান এবং সামরিক শক্তি হ্রাস দেখিয়েছেন।[৯] অধ্যাপক ক্যাম্পবেলের ইওমেন শ্রেণীর ওপর গবেষণাও টনির সমর্থক। নবীন ভূম্যধিকারীর (new gentry) অনেকেই উঠেছিল এই "land—hungry, profit-hungry, profit-conscious class" থেকে।[১০] এতদ্ব্যতীত এদের আধ্যাত্মিক শক্তি জুগিয়েছিল পিউরিট্যান চিন্তাধারা যা ব্যবসায়কে প্রায় ধর্মের পর্য্যায়ে উন্নীত করেছিল এবং মুনাফা লোভকে অন্যতম virtue বলে বিশ্বাস করত।[১১]

অধ্যাপক টনির মতামতের জোরালো প্রতিবাদ এসেছে অক্সফোর্ডের প্রাক্তন রেজিয়াস অধ্যাপক ট্রেভর-রোপারের কাছ থেকে। ইকনমিক হিষ্ট্রি রিভ্যুতে উভয়ের মধ্যে বহুদিন মসীযুদ্ধ চলেছিল। ট্রেভর-রোপার

৯. L. Stone, "The Anatomy of the Elizabethan Aristocracy," *Economic History Review,* XVIII. n. 1—2 (1948), "The Elizabethan Aristocracy—a Restatement," *Economic History Review,* 2d Series, IV, n. 3 (1952), *The Crisis of Aristocracy 1558-1640 (1965), Family and Fortune : Studies in Aristocratic Finance in the Sixteenth and Seventeenth Centuries,* এবং *An Open Elite ? England 1540-1880* (Clarendon, 1984).

১০। M. Campbell, The *English Yeoman under Elizabeth and the Early Stuarts,* pp. 220 et seq.

১১। টনি কিন্তু ওয়েবারের ব্যাখ্যা পুরোপুরি গ্রহণ করেননি। প্রথম দিকে পিউরিটানিজম রক্ষণশীল ছিল, পরে সমাজ ও ধর্মমতের টানাপোড়েনে তা ব্যবসায়ীর ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়। "But if it broke the discipline of the church of Laud and the state of Strafford, it did so but as a step towards erecting a more rigorous discipline of its own. It would have been scandalized by economic individualism, as much as by religious tolerance........" *Religion and the Rise of Capitalism (*1926*)* pp 211—12. হিলের মতে প্রোটেস্টান্ট মতবাদ থেকে প্রত্যক্ষভাবে ধনতন্ত্রের জন্ম হয়নি, ক্যাথলিক ধর্ম ধনতন্ত্রের প্রগতির পথে যে সব বাধা সৃষ্টি করেছিল তা অপসারিত করে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিল মাত্র।

পুরাতন অভিজ্ঞাতকুলের ক্রমবর্ধমান আর্থিক সংকট অস্বীকার করলেন,[১২] 'mere gentry' বা শুধু ভূমি-নির্ভর জেন্ট্রি শ্রেণীর উন্নতি অপেক্ষা অবনতি লক্ষ্য করলেন। তাঁর মতে কেবলমাত্র যে কয়েকজন নবীন জোতদার ভাল চাকুরী পেত বা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল বা অন্য কোন লাভজনক কাজ করত তারাই অবস্থার উন্নতি করতে পারত। কিন্তু এদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। জেন্ট্রির অধিকাংশ ('the mere gentry') থাকত গ্রামাঞ্চলে চাষবাস নিয়ে এবং ষ্টুয়ার্ট নীতি এবং মুদ্রাস্ফীতি তাদের সর্বপ্রকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। ক্রমওয়েল ও ইণ্ডেপেণ্ডেন্টরা ছিলেন এই বঞ্চিত শ্রেণীর প্রতিভূ এবং গৃহযুদ্ধের অন্যতম কারণ হলো এদের ধন, সামাজিক মর্যাদা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতি আকাঙ্ক্ষা।[১৩]

টনি এর যথাযোগ্য উত্তর দিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ট্রেভর-রোপারের সমালোচনা মেনে নিলেও তিনি পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল আছেন।[১৪] কেরিজ উক্ত পত্রিকায় এক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন আলোচ্য যুগে শিল্পজাত দ্রব্যের তুলনায় কৃষিজাত দ্রব্যের দাম বেশী বাড়ে এবং তার ফলে খাজনার হার ও দ্রব্যমূল্যের হারের মধ্যে ব্যবধান বাড়ে। খাজনার হার অধিক থেকে অধিকতর হওয়ায় জেন্ট্রির শ্রীবৃদ্ধিই হয়, অন্ততঃ অধঃপতনের কথা ভাবাই যায় না।[১৫]

তাছাড়া ট্রেভর-রোপারের অন্যান্য প্রমাণও যথেষ্ট নয়। হিল বলেছেন জেন্ট্রিকে 'court gentry', 'country gentry'-তে ভাগ না করে তাদের অন্য ভাবে ভাগ করা উচিত। একদল খাজনা ভোগী (rentier) শিল্প ও বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ইণ্ডেপেণ্ডেন্টদের প্রতিনিধি ভেন, মার্টেন, হেসিলরিজ, হোয়াইটলক ইত্যাদি কেউই 'declining' gentry-র মধ্যে পড়েন না। হ্যাম্পডেন ছিলেন বেশ সমৃদ্ধ। ট্রেভর-রোপার যেন প্রোলেটারিয়ানদের কথা ভুলেই গিয়েছেন।[১৬]

সম্প্রতি ব্রাণ্টন ও পেনিংটন নেমিয়ার পন্থায় লঙ্ পার্লামেণ্টের সভ্যদের বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন গৃহযুদ্ধকে প্রগতিশীল জেন্ট্রি ও পতনোন্মুখ অভিজাত শ্রেণীর সংঘর্ষ বলা চলে না। রাজপক্ষ ও পার্লামেণ্ট পক্ষের মধ্যে কোন শ্রেণীগত পার্থক্য তাঁরা খুঁজে পাননি।[১৭] এ মত বিশপ গার্ডিনারের মন্তব্যকে সমর্থন করেছে। আরেক ঐতিহাসিক, মেরী কিলার, অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।[১৮] যে সব সভ্য ১৬৪১ সালে রাজাকে তার ঐতিহ্য-লব্ধ নানা অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, তাদেরই অনেকে পরে রাজপক্ষে যোগ দেয়। তারই বা কারণ কি? অবশ্য একটা প্রশ্ন এখানে উঠতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে নেমিয়ার পদ্ধতি কতখানি প্রযোজ্য? পার্লামেণ্টের সভ্য কোন দেশের পক্ষে কতখানি typical? ধন ও প্রভাব প্রতিপত্তির দিক থেকে তাঁরা বিশিষ্টই হয়ে থাকেন। তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করে ব্রাণ্টন ও পেনিংটন যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন সমগ্র দেশের

পক্ষে তা কতটা প্রযোজ্য ? পেনিংটন ও আইভান রুট্‌স *The Committee at Stafford* (1643-5) পুস্তকে পরে দেখিয়েছেন কাউন্টিতে কাউন্টিতে একটা সামাজিক বিভাগ দেখা দিয়েছিল—শান্তিপ্রিয় পুরাতন ভূম্যধিকারী ও যুদ্ধকামী নিম্নতর সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে।

১৬৪০ থেকে ১৬৫০ সালের মধ্যে রাজপক্ষীয়দের অনেক জমি নীলামে বিক্রয় হয়েছিল এবং অনেকে এর পশ্চাতে জেন্ট্রি শ্রেণীর স্বার্থ দেখতে পান। কিন্তু আরও একটু অনুধাবন করলে দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজপক্ষীয়েরাই বেনামে জমিগুলি কিনে নিয়েছে। এ যুগে কোন বিশিষ্ট ভূম্যধিকারীর উদ্ভবের কথা শোনা যায় না।[১৯] অতএব জেন্ট্রির উত্থানের সঙ্গে গৃহযুদ্ধের সম্পর্ক উপস্থাপন করার বিপদ আছে।

উপসংহারে বলা যায় উপর্যুক্ত আলোচনার কয়েকটি দুর্বলতা রয়েছে। প্রথমতঃ "জেন্ট্রি" বা "অ্যারিস্টোক্র্যাসির" সঠিক সংজ্ঞা কি? সে বিষয়ে মতানৈক্য যথেষ্ট অথচ সংজ্ঞা বিষয়ে মতভেদ থাকায় অনেক অনাবশ্যক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ "জেন্ট্রির" ওপর গবেষকরা বড় বেশী জোর দিয়েছেন, সে অনুপাতে লণ্ডন ও অন্যান্য মফস্বল সহরের বণিকশ্রেণী বা কারুশিল্পী শ্রেণী (artisan), বা উপনিবেশিক স্বার্থ নিয়ে কোন বিশদ আলোচনা হয়নি। জেন্ট্রির নিম্নস্তরের ভূম্যধিকারী ও প্রজা সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ। স্থানীয় দলিল দস্তাবেজের সাহায্য না নিলে এ সকল তথ্য মিলবে না।[২০] ইংল্যাণ্ডের গবেষণাজগতে অর্থনৈতিক ও স্থানীয় ইতিহাস কি ভাবে

রাজনৈতিক ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করছে, তার কিছু নমুনা দেওয়া গেল। আশা করি সহকর্মীগণ অনুরূপ উদ্যম নিয়ে ও পন্থা অবলম্বন করে ভারতীয় ইতিহাস ক্ষেত্রের নানা অন্ধকার কোণে আলোক সম্পাত করবেন।

হিলের নানা রচনায় যে কথা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে তা হল বুর্জোয়ারা এক পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেছিল বলেই এটা বুর্জোয়া বিপ্লব নয়, এই বিপ্লবের ফলে ধনতন্ত্রের পথ সুগম হল বলেই এটা বুর্জোয়া বিপ্লব। বুর্জোয়া বিপ্লবের পাশাপাশি আরেকটা নীচুতলার বিপ্লব ঘনিয়ে উঠছিল, তাতে শুধু রাজতন্ত্র, অভিজাত শাসন ও লর্ডের চার্চ ব্যবস্থাই নয়, পার্লামেণ্টের প্রভুত্ব, বিত্তবানদের অধিকার এবং প্রটেষ্টাণ্ট নীতিও বিপন্ন হয়েছিল। উইনষ্ট্যানলির ভাষায় পুরোন জগৎ তার মূল্যবোধ নিয়ে "আগুনে চামড়ার মত ঝলসে যাচ্ছিল।" ডিগার, লেভেলার, র‍্যাণ্টার, ফিফথ মনার্কি মেন নূতন এক জগৎ গড়তে চেয়েছিল। যে সব র‍্যাণ্টারদের পাগল বলে ধরা হত, আধুনিক মনস্তত্ত্বের আলোকে তাদের প্রতিবাদী বলে মনে হচ্ছে। অনেকেই তারা বাক্য ও প্রকাশস্বাধীনতাকে শেষ সীমা পর্যন্ত নিয়ে যেতে চেয়েছিল। তাদের বাসনাকে চিরন্তন রূপ দিয়েছিলেন মিল্টন 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা' গ্রন্থে। হিলের ভাষায় তারা পৃথিবীটাকে উল্টে দিতে চেয়েছিল। The World Turned Upside down (1972) তাঁরই একটি বইয়ের নাম। খৃষ্ট ও বিশ্বজনীন প্রেমের নামে সংঘ সম্পত্তিরূপী শয়তানকে বিতাড়িত করবে, বাইরের শ্রেণীদাসত্বের শৃঙ্খল মোচনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর-শৃঙ্খল (লোভ, গর্ব, ভণ্ডামি, ভয়, হতাশা) ও মোচন করবে—এই ছিল তাদের বাসনা। ষ্টুয়ার্ট রাজতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন তা চিরদিনের জন্য ঘুচিয়ে দিল। মিল্টন স্যামসন অ্যাগনিসটেসের শেষে সেই উল্টোন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন। অন্ধ স্যামসন যখন ফিলিষ্টিনদের মন্দির গুঁড়িয়ে দিল তখন 'The vulgar only 'scaped who stood without.' এরই মধ্যে নিহিত ছিল পরাজিত নীচুতলার মানুষের ভবিষ্যৎ বিজয়ের দুর্মর আশা।

ফরাসী বিপ্লবের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা

(১)

কোনো কোনো জাতির ইতিহাসে এমন এক আভ্যন্তরীণ বিপর্যয় উপস্থিত হয় যখন কয়েক মাস বা বছরের মধ্যে তার ঐতিহ্যলব্ধ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের মন্দীভূত স্রোতে প্রবল আলোড়ন জাগে, আবর্ত সৃষ্টি হয়, বন্যায় দুকূল ভেসে পুরাতন দিক দিশা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তারপর ঘোলাজল সরে গেলে জাগে নূতন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার, বৃহত্তর ও মহত্তর সৃষ্টির, পলিভূমি। কচিৎ কখনো আবার সে আলোড়ন সেই জাতির প্রাঙ্গনকে প্লাবিত করেই ক্ষান্ত হয় না, সীমান্ত অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়ে দূর দূর দেশে। কোথাও দর্শনে, কোথাও কাব্যে, কোথাও জাতীয়, কোথাও বা গণতান্ত্রিক, আন্দোলনে, তীব্র বা মৃদু ছন্দে তার আঘাত লাগে। হয়তো কখনই তার প্রেরণা অবসিত হয় না।

তেমনি এক বন্যা নেমেছিল ফ্রান্সে ১৭৮৯ সালে, তাকে আমরা ফরাসী বিপ্লব নাম দিয়েছি। এর আগেও সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে এক বিপ্লব দেখা দিয়েছিল—ঐতিহাসিকরা তার নাম দিয়েছিলেন Puritan Revolution। অনেকেই তাকে Civil War বা গৃহযুদ্ধ আখ্যা দিতে চান। সামাজিক পরিবর্তনের সূচনায় সঙ্গে সঙ্গে এখানে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। চরম গণতন্ত্রী Leveller দের দমন করে ক্রমওয়েল যে ব্যক্তিগত শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চান তার সঙ্গে প্রথাগত রাজতন্ত্র, আধা গণতন্ত্রী পার্লামেণ্টারী শাসন এবং সহসা জাগ্রত সমাজ-সাম্যের আশা কোনটাই খাপ খায় না। দ্বিতীয় চার্লসের প্রত্যা-বর্তনের পিছনে প্রায় সব শ্রেণীর বিত্তবান ব্যক্তিরই সমর্থন ছিল। Leveller দলও গৃহভৃত্য এবং কারখানার শ্রমিকদের ভোট দিতে রাজী হয়নি।

আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনকে এক বিশেষ স্থান দিয়েছেন অধ্যাপক পামার (R. R. Palmer, *The Age of the Democratic Revolution* vol. I) ও গোদ্‌সোত (Godechot, *France and the Atlantic Revolution of the Eighteenth Century 1770—1779*)।

এঁদের মতে ১৭৬৩ সালে আমেরিকার ইংরেজ উপনিবেশে যে গণতন্ত্রী বিপ্লবের ঢেউ জাগে তাই আটলান্টিক পেরিয়ে হল্যাণ্ড (১৭৮৩-৯৫), সুইটজারল্যাণ্ড (১৭৯৮), আয়র্ল্যাণ্ড (১৭৯৮), ইতালী (১৭৯৬-৯৮), পোল্যাণ্ড (১৭৯৪) ইত্যাদি দেশে প্রসারিত হয়। ফরাসী বিপ্লবের কোন স্বকীয় মাহাত্ম্য বা তাৎপর্য নেই, তা এই বহুবিস্তৃত বিপ্লব নাট্যের একটা বিশেষ অঙ্কমাত্র। এই প্রসঙ্গে কব্যান (Cobban) ও ডেভিড টমসন "গণতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক" (Democratic International) কথাটিও ব্যবহার করেছেন। তবু পামার বা গোদ্‌সোতের কথা পুরো মেনে নেওয়া যায় না এবং ফরাসী বিপ্লবের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করতেই হয়। পামারের উল্লিখিত পুস্তক সমালোচনা করতে গিয়ে (*History*, XLV, 1960) কব্যান নিজেই পামারের পদ্ধতি নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছেন। পামার বিভিন্ন বিপ্লবের মিলগুলি বড় করে দেখেছেন, কিন্তু পার্থক্য নিয়ে মাথা ঘামাননি। মার্সেল রাইনার (Marcel Reinhard, *Annales-Economies, Soci'ete's, Civilisations*, XIV, 1959) স্পষ্টই বলেছেন, ফরাসী বিপ্লব অ্যাংলো-স্যাক্সন ধাঁচের বিপ্লবই নয়, এটা বিশেষভাবে ফরাসী দেশের ব্যাপার। ফরাসী জাতির প্রকৃতির সঙ্গে এর যোগ অঙ্গাঙ্গী; ফরাসী অর্থনীতি, সামাজিক কাঠামো, জনমত বাদ দিলে একে বোঝা যাবে না।

তাছাড়া এ বিপ্লব একাধারে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব। এর রথের রশিতে সমস্ত শ্রেণীর লোক কোন না কোন সময় হাত লাগিয়েছিল। এর সূচনা ১৭৮৭ সালের অভিজাত বিদ্রোহে (revolte nobilaire)। তার সঙ্গে পরে যোগ দিল বুর্জোয়া-শ্রেণী। ১৭৮৯ সালে রাজা স্টেটস্ জেনারেল (States General) ডাকতে বাধ্য হলেন। অভিজাত—বুর্জোয়া বিরোধের ফলে এস্টেটস্ রূপান্তরিত হলো National Assembly বা জাতীয় সংসদে, যা পরে শাসনতন্ত্র রচনা করতে বসে নাম নিল Constituent Assembly। কৃষক-বিপ্লব এর প্রায় সমসাময়িক ঘটনা। রাজা অভিজাতের ষড়যন্ত্র থেকে তা সদ্যোজাত জাতীয় সংসদকে বাঁচায়। কৃষকদের সামন্ততন্ত্র বিরোধী দাবী মেনে নিয়ে প্রগতিশীল patriot দল আপাতরক্ষা পেল। তারপর দেখা দিল প্যারিসের সাঁকুলোত (sansculotte) বিপ্লব। তার মধ্যে ছিল কারুজীবী, ছোট দোকানদার, শিক্ষক, শ্রমিক, বেকার। এদের সাহায্য ব্যতীত ১৭৮৯র জুলাই ও অক্টোবর মাসে প্রতিক্রিয়ার প্লাবন রোধ করা যেত না। গ্রামীন

কৃষক ও সহুরে সাঁকুলোতদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ এবং উভয় শ্রেণীর সঙ্গে বুর্জোয়াদের স্বার্থবিরোধ অবশ্যই ছিল, কিন্তু ইউরোপের রাজন্যবর্গের প্রথম জোট (First Coalition) তাদের ঐক্য দিল। ফ্রান্সের জাতীয় অস্তিত্ব এই ঐক্যের অভাবে বিপন্ন হ'ত। তুলনায় অন্যান্য দেশে এমন শ্রেণী সহযোগিতা দেখা দেয়নি। হাঙ্গরীর কৃষককুল বিদ্রোহী Diet এর বিরুদ্ধে সম্রাট লিওপোল্ডকে সাহায্য করেছিল। হল্যাণ্ডের বিপ্লব শুধু বুর্জোয়াশ্রেণী দ্বারা চালিত ছিল, সেখানে সহুরে নিম্নমধ্যবিত্ত বা কারুজীবী সম্প্রদায় অরেঞ্জ রাজকেই সমর্থন জানায়। যখন ওলন্দাজ মধ্যবিত্ত ফরাসী বেওনেটের আওতায় সাধারণতন্ত্র স্থাপন করল তখনও কৃষকশ্রেণী তার থেকে দূরে থাকে। আমেরিকায় নিউ ইংল্যাণ্ডের কারুশিল্পী বা ভার্জিনিয়ার কৃষক বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল বটে কিন্তু সেখানে নেতৃত্ব ছিল অ্যাডামস্ বা ওয়াশিংটন বা জেফার্সনের মত বিত্তবান ব্যক্তির হাতে। অনেক উপনিবেশেই টোরী সংখ্যাধিক্য ছিল। অধ্যাপক মরিসন শুধু ম্যাসাচুসেটস সম্বন্ধে যা বলেছেন তা আমেরিকার বিপ্লবের অসম্পূর্ণতা প্রতিপাদনে যথেষ্ট— "The Constitution of 1780 was a lawyers' and merchants' Constitution, directed toward something like quarter deck efficiency in government and the protection of property against democratic parties." । ১৭৯১ সালেই ফ্রান্সের বিপ্লব এ অবস্থা ছাড়িয়ে যায়। তাছাড়া আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ নাগরিকদের মধ্যে রাজনৈতিক বা আইনগত অধিকার নিয়ে অনেকখানি সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলেও কৃষ্ণাঙ্গ দাসপ্রথা লোপ করার কথা কেউ ভাবেনি। উপরন্তু ফ্রান্সের সাহায্য ছাড়া এ বিপ্লব সার্থক হ'ত কিনা সন্দেহ। তুলনায় ফরাসী বিপ্লব সম্পূর্ণ জাতীয় বিপ্লব। তাতে অন্য কোন দেশ মদত জোগায়নি। স্বকীয় মৃত্তিকা থেকে রস সঞ্চয় করেছিল বলে বহিরাক্রমণের প্রচণ্ড ঝড়েও ত ভূপতিত হয়নি। এই কারণেই ফ্রান্সে গভীরতর সামাজিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। শুধু ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেই ফরাসী বিপ্লবের ফলশ্রুতি নিঃশেষ হয়নি, তা ছাড়িয়ে গিয়ে সমাজসাম্য ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের ধারণা এখানে রূপ নেয়। বিভিন্ন শ্রেণীর স্বভাব বিভিন্ন এবং দাবী বহুক্ষেত্রে বিরুদ্ধ থাকা সত্ত্বেও তারা প্রতি সংকটে পরস্পরের পরিপূরকের কাজ করেছে—তার ফলেই প্রাচীন সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা (ancien regime) কে সবচেয়ে বেশী আঘাত করা সম্ভব হয়েছে।

এমন ঘটনাবহুল, শ্রেণী সংঘাত ও সহযোগিতা—সংকুল, বৈদেশিক শক্তি-সংঘর্ষে জর্জর বিপ্লবের কারণ, প্রকৃতি, তাৎপর্য, নেতৃত্ব, পরিণাম প্রভৃতির বিশ্লেষণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ অবশ্যম্ভাবী। মতভেদের আরও একটা কারণ—বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও সামাজিক টানা পোড়েন। ১৭৮৯'র বিপ্লব তার প্রধান শত্রু—চার্চ, অভিজাত, উচ্চতর বুর্জোয়া, প্রতিক্রিয়াশীল বড় জোতদার—কাউকেই একেবারে নির্মূল করতে পারেনি। ১৮৩০, ১৮৪৮ ও ১৮৭০ এর ফরাসী বিপ্লব ১৭৮৯-৯৪র অসম্পূর্ণ সামাজিক বিপ্লবের ন্যায়সঙ্গত পরিণতি। এই সব পরবর্তী বিপ্লবে যে সব শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষিত বা ব্যাহত হয়েছে তাদের মুখপাত্ররা ১৭৮৯-৯৪র বিপ্লবের অনুকূল বা প্রতিকূল ব্যাখ্যা করেছেন। সেই আদি বিপ্লবের গতি, প্রকৃতি, লক্ষ্য, উপায়, সিদ্ধি ও ব্যর্থতার প্রসঙ্গ তাঁরা এড়াতে পারেননি, বরং তার মধ্যেই খুঁজেছেন সমসাময়িক বিপ্লবের নিমিত্ত বা উপাদান; কারণ, সিদ্ধির পরিমাণ বা ব্যর্থতার চাবিকাঠি।

তাই ১৭৮৯-৯৪ নিয়ে বিতর্ক কোন দিন শেষ হয়নি। বিপ্লব থেকে বিপ্লবান্তরে শিখা জ্বালিয়ে নিয়ে আজও তা অনির্বাণ। মার্ক্স, লেনিন, ট্রটস্কি, স্তালিন, সাম্যবাদীবিপ্লবের নেতৃস্থানীয় সকলেই, বিশেষ শিক্ষা নিয়েছেন এর থেকে। বিপ্লবীর সম্ভাব্য ভুল, প্রতিবিপ্লবের লক্ষণ, তার সঙ্গে যুদ্ধ করার কলা কৌশল (strategy and tactics), বোনাপার্টবাদের অভ্যুদয়, উগ্রবাম (enragé) পন্থার বিপদ—এসব নিয়ে রুশদেশে গবেষণার শেষ নেই। রোবসপিয়েরের ত্রাসের রাজত্ব বা Reign of Terror একটা বহু বিতর্কিত সমস্যা। কি এর স্বরূপ, এটা অবশ্যম্ভাবী ছিল কিনা, বৈদেশিক আক্রমণ এরজন্য কতখানি দায়ী, কতখানি দায়ী শ্রেণী সমাজের অন্তর্বিরোধ এবং অর্থনৈতিক সংকট, বিপ্লবের মহান আদর্শের পক্ষে একি চোরাবালি না পলিমাটি, এ সব প্রশ্ন অনিবার্যভাবে উঠেছে। আদর্শবাদী ও বস্তুবাদীর পক্ষে ফরাসী বিপ্লবের মত রণক্ষেত্র বিরল। অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী চিন্তাধারা ও রুশোর মতবাদ (রুশোর মধ্যে গণতান্ত্রিক ও স্বৈরতন্ত্রী দুটো দিক একথা আবার অনেকে বলেছেন) বিপ্লবের জন্য দায়ী কিনা কিংবা কতখানি দায়ী, নাকি বিপ্লবের সংঘটনে ও বিবর্তনে ভাবধারার কোন দাম নেই, আছে অর্থনৈতিক অবস্থাপ্রসূত দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের খেলা—এটাও বিষম বিতর্কের বিষয়। কেউ বা আবার যান্ত্রিক জড়বাদ বর্জন করে উভয়ের সামঞ্জস্য স্থাপন করতে চাইছেন। সব সময় যে

রাজনৈতিক বা শ্রেণীস্বার্থ মতামতের জন্ম দায়ী তাও নয়। যাঁরা দক্ষিণপন্থী ঐতিহাসিক তাঁদের মধ্যে কেউ প্রশংসা করছেন ষোড়শ লুইকে, কেউ পলাতক অভিজাতদের, কেউ নেপোলিয়নকে। যাঁরা সাধারণতন্ত্রী তাঁরা কেউ ত্রাসের রাজত্বের পক্ষে, কেউ বিপক্ষে। যাঁরা সমাজতন্ত্রী তাঁরা কেউ সমর্থন করছেন রোবসপিয়েরকে, কেউ বা এবের (Hebert) কে। এমনকি বুর্জোয়াদের সম্বন্ধেও তাঁরা একমত নন। হিংসার পথ ঠিক কিনা এই বিষয়ে একই রাজনৈতিক মতাবলম্বীদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে। আবার দেশপ্রেম বহু বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদেরও ঐক্য দিয়েছে। রেভারেণ্ড ম্যাকমানার্সের ভাষায় "The history of history, like history itself, must be a debate without end"। ওলন্দাজ ঐতিহাসিক পিয়েতর হাইল (Geyl) ত আগেই এ কথা বলেছেন *Napobon-for and Against* গ্রন্থে।

এছাড়াও আছে নানা দিকের বিশেষজ্ঞের আলোচনা। কেউ এর রাজনৈতিক দিকে, কেউ বৈদেশিক নীতির দিকে, কেউ বা চার্চনীতির দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। কেউ কৃষকশ্রেণী, কেউ সাঁকুলোত কেউ বৈপ্লবিক সৈন্যবাহিনী, কেউ মূল্য ও মুদ্রামানের হ্রাসবৃদ্ধি নিয়ে চিন্তিত। নিত্য নূতন উপাদান আবিষ্কৃত হচ্ছে। Cahiers বা Convention এর বিতর্ক (debates) আজ শেষ কথা নয়। লেফেভ্রে (Lefebvre) তুলে ধরেছেন স্থানীয় মহাফেজে রক্ষিত জন্মমৃত্যুর হিসাব, জমি হস্তান্তরের নিরিখ; কব (Cobb) বিপ্লবী বাহিনীতে যোগদানের বা খাদ্যশস্য চলাচলের ফিরিস্তি করছেন; সবুল (Soboul) পারীর প্রতিটি Section এর সভাসমিতি বিতর্ক নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, যাতে সাঁকুলোতদের কীর্তিকাহিনী সঠিক বোঝা যায়; লাব্রুস (Labrousse) মূল্যমানের রেখাঙ্কন দ্বারা বিপ্লবের গতি প্রকৃতি নিরূপন করছেন। ইংলিশ হিষ্টরিক্যাল রিভ্যু (Vol. XCIII, no 367, April 1978) তে প্রকাশিত The Marxist Interpretation of the French Revolution শীর্ষক আলোচনায় দেখা যাবে মার্কসপন্থী ঐতিহাসিকদের মধ্যেও বিতণ্ডার শেষ নেই। বস্তুতঃ ফরাসী বিপ্লব নিয়ে যত আলোচনা হচ্ছে আর কোন বিপ্লবের উপর ততটা নয়। এতে শুধু বিপ্লবের নূতন নূতন তাৎপর্যই ধরা পড়েনি, ঐতিহাসিকদের দেশ কাল সমাজ শ্রেণীর

রূপও ধরা পড়ছে। মাত্র কয়েকটি বছরের মুকুরে যুগের পর যুগ যেন আপন প্রতিবিম্ব দেখছে।

এর কারণ ফরাসী বিপ্লব নূতন চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের স্রোত আবাহন করে এনেছে। জাতীয় রাষ্ট্র ও গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি, শ্রেণী সংগ্রাম ও সামাজিক ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম, নিরঙ্কুশ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও তার ওপর রাষ্ট্রের আপৎকালীন অধিকার, উদারনৈতিক লেসেফেয়ার ও সাম্যবাদী নিয়ন্ত্রণ নীতি, ক্লাসিক আন্তর্জাতিকতা ও রোমানটিক দেশপ্রেম, ক্যাথলিক গোঁড়ামি, নিরপেক্ষ যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানপ্রভাবিত Deism, নাস্তিক্য, আজ পর্যন্ত যে সব আদর্শ নানা ভাবে পৃথিবীতে, বিশেষতঃ নব-স্বাধীন অনগ্রসর দেশগুলিতে, ক্রিয়াশীল, ফরাসী বিপ্লব তার গঙ্গোত্রী।

(২)

বিপ্লবের সমকালেই তার কারণ ও প্রকৃতি নিয়ে মতদ্বৈধ দেখা দেয়। ফ্রান্সের মধ্যে রাজতন্ত্রীদল এবং বাইরে পলাতক অভিজাত বর্গ ষড়যন্ত্রবাদ (conspiracy theory) প্রচার করতে থাকে। এই প্রচারের প্রভাব এডমণ্ড বার্কের ১৭৯০ সালে প্রকাশিত Reflections on the French Revolution এ প্রতিফলিত হয়েছে। বার্কের মতে প্রাচীন রাজতন্ত্র (ancien regime) নির্দোষ ছিল, এমনকি তাকে সংস্কারকামী আখ্যাও দেওয়া যেতে পারে। ভলতের, রুশো প্রমুখ চার্চ-বিরোধী বুদ্ধিবিভাসা আন্দোলনের দার্শনিক এবং ক্রমবর্ধমান ধনিক গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের ফলেই বিপ্লবের সূত্রপাত। অর্থাৎ বিপ্লব স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না, ওপর থেকে চাপানো হয়। বার্ক রাজা, রানী ও রাজ পারিষদগণের অক্ষমতা, অনভিজ্ঞতা, দুর্নীতি, দুর্বলতার প্রতি আদৌ নজর দেননি। সুযোগসুবিধাভোগী অভিজাত শ্রেণীর প্রকৃতি বিশ্লেষণে তাঁর আগ্রহ নেই। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খাদ্যসংকট, মূল্য ও মজুরী বৃদ্ধির অসাম্য, করভার এবং কৃষক শ্রেণীর দুঃখ দুর্দশার কোন আভাস তাঁর ভাবনায় স্থান পায়নি। অথচ বহুযুগের স্বাভাবিক বিকাশের ফলে গড়ে ওঠা ব্যবস্থা নিয়ে রোমান্টিক বাগাড়ম্বর তিনি অজস্র করেছেন। রাণীর দুর্দৈবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তাঁর শিভ্যালরি। টম পেইন তাই পরিহাস করে বলেছিলেন, "He pities the plumage but forgets the dying bird।"

অথচ একই সময় আরেকজন ইংরেজ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে ঠিক বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তিনি আর্থার ইয়ং। বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্স ভ্রমণের সুযোগ তাঁর হয়েছিল এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তিনি জনগণের দুর্দশা, বেগার প্রথার অত্যাচার, সামন্ততান্ত্রিক ও রাজকীয় করের চাপ, খাদ্যের অভাব ও অতিমূল্য, ব্যাপক বেকার সমস্যার উল্লেখ করেছেন। তাঁর রচনায় আমরা দেখি পার্লমঁ (parlement) রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, বুর্জোয়ারা সহরে মজুর বেকারদের মধ্যে প্রচার ও অর্থ ছড়িয়ে তাদের শান্তিভঙ্গে প্রণোদিত করছে।

নেপোলিয়নের পতনের পর যখন বুর্বোঁ বংশ আবার রাজত্ব ফিরে পেল তখন উদারপন্থী নেতা বা সাংবাদিকরা আপনাদের দাবীর স্বপক্ষে বিপ্লবের নূতন ব্যাখ্যা সুরু করলেন। এ ব্যাখ্যা এল গিজো (Guizot), তিয়ের (Thiers) ও মিন্যে (Mignet)র কাছ থেকে। গিজো বললেন রাজা, চার্চ ও অভিজাতদের স্বৈরাচার বিপ্লব অনিবার্য করে তুলেছিল। মধ্যযুগের পরাভূত গল-সত্তা যেন এভাবে বিজয়ী ফ্রাঙ্ক-সত্তার ওপর প্রতিশোধ নিল। তিয়ের বললেন, বিপ্লবের প্রধান কারণ হ'ল তৃতীয় এষ্টেটের, বিশেষতঃ বুর্জোয়া শ্রেণীর, অভ্যুদয়। রাজা ষোড়শ লুই যদি ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও প্রশাসন-ব্যবস্থা বিষয়ে সামান্য সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিতেন এবং বুর্জোয়াদের উচ্চপদে নিয়োগ করতেন তাহলে বিপ্লব প্রথম পর্বেই সমাপ্ত হ'ত। দুজনেই মিরাবোর ভাবধারার প্রশংসা করলেন, লাফায়েতকে নায়ক বানালেন, জিরঁদ্যা—মহত্ত্ব বর্ণনা করলেন। মিন্যে দেখালেন অভিজাতদের সবচেয়ে বড় ভুল তৃতীয় এষ্টেটের গুরুত্ব বুঝতে না পারা। বিপ্লবের প্রথম অধ্যায়ের ফল ভালই হয়েছিল। "রাজার নিরঙ্কুশ ইচ্ছার স্থান নিল আইন, উচ্চ শ্রেণীর একচেটিয়া সুযোগ সুবিধার স্থান নিল সামাজিক সাম্য। মানুষ মুক্তি পেল শ্রেণী স্বার্থের কবল থেকে, ভূমি আন্তঃপ্রাদেশিক গণ্ডী থেকে, বাণিজ্য মধ্যযুগীয় গিল্ডের শৃঙ্খল থেকে, কৃষি সামন্ততন্ত্রের অনুশাসন থেকে এবং টাইথের শোষণ থেকে। একজাতি এক রাষ্ট্র ও এক বিধানের জন্ম হ'ল।" অভিজাতগণ দেশত্যাগী না হ'লে এবং চার্চের নয়া ব্যবস্থা স্থাপিত না হ'লে সাধারণতন্ত্রের কথা কেউ ভাবতো না, ত্রাসের রাজত্ব আসতো না। ১৭৯২ সালের ১০ই আগষ্টের পরবর্তী ঘটনা এঁরা পছন্দ করেননি। এ সময় থেকে মধ্যবিত্তের নেতৃত্ব চলে গেল, আরম্ভ হ'ল 'ঘৃণিত জনসাধারণের'

('vile populace') স্বেচ্ছাচার। রাজতন্ত্রী বলে এঁরা ষোড়শ লুইয়ের প্রাণদণ্ডের নিন্দা করলেন। সাঁকুলোতদের অতিবাম পন্থা এবং জন নিরাপত্তা পরিষদের (Committee of Public Safety) কঠোর শাসন এঁদের নীতির বিরোধী ছিল। মাদাম দ্য স্তাল বিশেষ করে প্রশংসা করলেন ফরাসী সৈন্যবাহিনীর: "আভ্যন্তরীণ বাদবিসম্বাদে যারা মারাত্মক কিন্তু বহিরাগত শত্রুর বিরুদ্ধে অপরাজেয়।"

তিয়ের ও মিন্তে যে শান্তিপূর্ণ বিপ্লব চেয়েছিলেন তা ১৮৩০ সালে এল। কিন্তু "বুর্জোয়া রাজতন্ত্র" কাউকে খুশী করতে পারল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে কার্লাইল ও মিশলের কণ্ঠে আমরা দুই বিপরীত স্বর শুনলাম। কার্লাইলের *The French Revolution* প্রকাশিত হয় ১৮৩৭ খৃঃ অঃ, মিশলের সাতখণ্ডে সমাপ্ত *Historie* de *revolution Francaise* ১৮৪৭ থেকে ১৮৫৩ খৃঃ অঃ এর মধ্যে। কার্লাইল ছিলেন ক্যালভিনপন্থী ইংরেজ। তিনি বিশ্বাস করতেন ইতিহাসের গতি পূর্ব-নিরূপিত, তার উপজীব্য সৎ ও অসৎ-এর দ্বন্দ্ব। রোমান্টিক ভাবধারার প্রভাবে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীকে অধঃপতনের অধ্যায় মনে করতেন। ইতিহাসের গতি উচ্চাবচ, তার তালে তালে নাচে সৃষ্টি ও সঙ্কট, তার পালে কখনো লাগে মৃদু মন্দ দক্ষিণা বাতাস, কখনো বা কালবৈশাখীর ঝোড়ো হাওয়া। ১৭৮৯-৯৪ খৃঃ অঃ কালবৈশাখীর ধ্বংসলীলাই প্রত্যক্ষ করেছিল। বিপ্লবের পূর্ববর্তী ফ্রান্স ছিল লোভ কামনা হিংসা মিথ্যাচারের গলিত স্তূপ—"a mouldering mass of sensuality and falsehood"। দেউলে কোষাগার ও ভ্রান্ত যুক্তিবাদ দুয়ে মিলে বিপ্লবকে জন্ম দেয়। ঘুণধরা রাজতন্ত্রকে ধরে রেখেছিল 'গিল্টিকরা পিচবোর্ডের থাম—অর্থাৎ অভিজাত শ্রেণী।" অধিক বিলাসব্যসনের ব্যয় জোগাতে রাষ্ট্র হ'ল ফতুর (সমসাময়িক স্মৃতিকথা জাতীয় পুস্তিকা থেকে বহু রসাল উপাদান গ্রহণ করেছেন কার্লাইল)। তাকে নৈরাজ্যের পথে ঠেলে দিল লক-রুশোর সামাজিক চুক্তি। ফরাসী বিপ্লব, কার্লাইলের মতে, "the open violent Rebellion, and victory of disimprisoned Anarchy against corrupt worn-out authority।" ইতিহাস অসংখ্য জীবনের সমাহার কার্লাইল একথা বিশ্বাস করতেন। তাই বিপ্লবের অভিব্যক্তিতে অগণিত নরনারীর নিরুপায় চেষ্টাকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। ভবিতব্যের ক্রীড়নক এরা—তাঁর কাছে কৃপার পাত্র ছিল। কিন্তু এই পদ্ধতির কুফল স্পষ্ট। আলাদা করে গাছ

শুনতে গিয়ে তিনি সমগ্র অরণ্যকে হারিয়েছেন। মারী আঁতোয়ানেতের মুক্তামালার কেচ্ছা তারিয়ে তারিয়ে বলতে গিয়ে ফ্রান্স দেউলে হবার আসল কারণের দিকে দৃষ্টি দেননি। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিতে গিয়ে ফ্রান্স দেউলে হতে বসেছিল এবং অবৈজ্ঞানিক করব্যবস্থার জন্য কোনদিন স্বয়ম্ভর হতে পারেনি—এমন ইঙ্গিত তাঁর ইতিহাসে কোথাও নেই।

ঠিক এর বিপরীত জুল মিশলে (Jules Michelet). তাঁর পৃথুল ইতিহাসের নায়ক হল জনগণ—le peuple. "আমার হ'ল প্রথম সাধারণতন্ত্রী ইতিহাস যা সব প্রতিমা ও দেবতাকে ধ্বংস করেছে, প্রথম থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত এর একমাত্র নায়ক--জনগণ"। ভিকো (Vico)র শিষ্য ছিলেন তিনি, কিন্তু ভিকোর চক্রাকার গতির ইতিহাসদর্শন তিনি মানতেন না। প্রগতিতে ছিল তাঁর অচল আস্থা। কার্লাইল যেখানে দেখেছেন ধ্বংসের বেসুরো তাণ্ডব, মিশলে সেখানে দেখলেন নূতন সৃষ্টির গর্ভযন্ত্রণা। বিপ্লবকে তিনি ধর্মের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন—ন্যায় (Justice) এর ধর্ম। এখানেও ভালমন্দের দ্বন্দ্ব চলেছে, তবে ভালোর অন্তিম জয় সম্বন্ধে মিশলে নিঃসন্দেহ। একদিকে দুর্নীতি ও অত্যাচার, অন্যদিকে স্বাধীনতা ও ন্যায়—ইতিহাসের মানদণ্ড সেদিন উভয়মেরুর মধ্যে দোদুল্যমান। অভিজাতবর্গ আপনাপন manor ছেড়ে রাজধানীর প্রমোদস্রোতে গা ভাসিয়েছেন, ধর্মযাজক ছেড়েছে ভজন সাধন দান ধ্যান, চতুর্দশ লুই যুদ্ধে উড়িয়েছেন শতাব্দীসঞ্চিত ঐশ্বর্য, পঞ্চদশ লুই স্বৈরিণী রমণীর পায়ে ঢেলেছেন সাম্রাজ্যের রাজস্ব, আর ইচ্ছাশক্তিহীন ষোড়শ লুই অক্ষম দর্শকের ভূমিকায়। এর মধ্যে কৃষক শ্রেণী বাইবেলের জোবের মত সর্বংসহ—"it is Job sitting among the nations. O meekness! O Patience"! ক্রমঃক্ষীয়মাণ উৎপাদিকা, ক্রমবর্ধমান করভার, অর্ধভুক্ত কৃষক ও ক্ষেত মজুর, অফলা ধরিত্রী, দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া, আর ন্যায়নীতিমানবতাহীন সমাজের তলায় তলায় মঁতেস্কু, ভলতের, রুশোর প্রলয়গর্ভ চিন্তার গুরুগুরু ধ্বনি। বিপ্লব এল যেন মহাবিচারের দিনের মত—বাস্তিল দুর্গ জনগণের কাছে মাথা নোয়াল। "তার বিবেক বড় পীড়া দিচ্ছিল।" এ বিপ্লবরথের রথী যেই হোন না কেন, এর সারথি ছিল জনগণ। নেতারা ছিলেন তাদের হাতের পুতুল—L' acteur principal est le peuple. মিশলে ছিলেন বালজাক ও উগ্যোর সমসাময়িক। রোমান্টিক ভাবালুতা তখন প্রতিক্রিয়ার পথ ছেড়ে বাঁদিকে মোড় নিয়েছে। তার

প্রভাবে মিশলে "জনগণ" অভিহিত এক myth সৃষ্ট করলেন। এর পিছনে উঁকি মারছিল রুশোবর্ণিত সামুহিক স্বাধীনতা (collective liberty)র ভাবনা, হয়তো বা সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্সের জন্য গর্ব। "My glorious mother-land is···the pilot of humanity"। এ ধরনের ইতিহাস বিশ্লেষণ নয়, আত্মিক পুনরুজ্জীবন—integral resurrection। দ্যকার্তের কঠিন শীতল যুক্তিবাদ ত্যাগ করে মিশলে বোধির পথ বেছে নিয়েছিলেন।

সন্দেহ নেই তিনিই প্রথম মিউনিসিপ্যালিটি ও সেক্সানগুলির দলিল দস্তাবেজ দেখেন—যার পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ ছিল পারীর বিপ্লবী জনতার কীর্তিকলাপ। তার সাহায্যে মিশলে দেখালেন ১৭৮৯ সালে জনগণ অনেক আশা করেছিল, ১৭৯২ সালে তারা প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে ক্রোধে ফেটে পড়েছিল। এবের (He´bert) ও অঁরাজে (enrage´s)—অর্থাৎ উগ্রবামপন্থীদের সম্বন্ধে তিনি সহানুভূতিশীল। তবু কতটা তিনি এদের বুঝেছেন? অধ্যাপক সবুলের মতে "জনগণ" শব্দটি অতিব্যাপক বলেই অর্থহীন। কত বিচিত্র ধরনের লোক, বিভিন্ন প্রকারের স্বার্থ এই একটি শব্দ দিয়ে আবৃত। মিশলে সে দুরবগাহ জটিলতা এড়িয়ে গিয়েছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রমজীবী ও উনবিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্রী শ্রমজীবী কি একই শ্রেণী? বিপ্লবকে ধর্মের স্থান দিয়ে তিনি চার্চের ভূমিকা প্রায় অস্বীকার করেছেন। ১৭৮৯-৯২ ও ১৭৯২-এর পরবর্তী ঘটনাকে পৃথক করে তিনি প্রথম পর্বের নাম দিয়েছিলেন—l'epoque sainte বা পবিত্র কর্মের যুগ এবং দ্বিতীয়টির নাম দিয়েছিলেন—l'epoque des actes sanguinai-res যা শোণিত-লিপ্ত কর্মের যুগ। এই পর্বভাগের মধ্যে কি সহিংস জনগণের প্রতি তাঁর অবচেতন বিরাগই প্রকটিত হয়নি? সর্বোপরি, অতীতের শিকড়ের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল না, ছিল ভবিষ্যতের ফলের দিকে। তাই তাঁর ইতিহাস দর্শন অনেকাংশে বিকৃত।

১৮৪৮ সালে ফ্রান্সে আবার বিপ্লবের ঢেউ লাগল। এই প্রসঙ্গে লামার্তিন, লুই ব্লাঁ ও দ্য তোক্‌বিলের ব্যাখ্যা স্মরণীয়। লুই ব্লাঁর চোখেও বিপ্লব ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্ব। তবে যে দ্বন্দ্ব প্রথমে আদর্শের রাজ্যে সীমাবদ্ধ থাকে পরে তা সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। চিন্তার রাজ্যে যা প্রথাগত রাজতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও মৈত্রী (fraternity), অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাই সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। তিনি রোবসপিয়ির ঐতিহ্যের বামপন্থী ছিলেন এবং বুর্জোয়া স্বাতন্ত্র্যবাদকে নিন্দা করেছেন।

কিন্তু প্রকাশ্য শ্রেণী সংগ্রামেরও বিরোধিতা করেছেন তিনি: "আতিশয্যের জন্যই ত্রাসের রাজত্ব চিরকালের মত অসম্ভব হয়েছে।" এই আতিশয্যের বিরুদ্ধে লামার্তিন লিখেছিলেন জিরঁদ্যাদের ইতিহাস (Histoire des Girondines). উভয়ের মোটামুটি বক্তব্য ছিল—সামাজিক গণতন্ত্র নিশ্চয়ই আসুক কিন্তু তা যেন সন্ত্রাস ও হিংসার মুখোস পরে না আসে।

দর্শন থেকে ভাবধর্মী সামান্যীকরনের (idealistic generalization) প্রত্যয় নিয়ে মিশলে লিখতে বসেছিলেন বিপ্লবের ইতিহাস; তোক্‌বিল একই ইতিহাস লিখতে বসেছিলেন গণতন্ত্রের বাস্তবধর্মী সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পর। তাই মিশলের কাব্যগন্ধী বর্ণনা তোকবিলে অনুপস্থিত। L'Ancien Regime et la Re´volution-এর প্রথম বিশেষত্ব হ'ল সামাজিক পটভূমিকা সম্বন্ধে জাগ্রত চৈতন্য। তাঁর মতে বিপ্লবের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঘটনাবলীর মধ্যে একটা প্রবহমান ধারা রয়েছে, কোথাও আত্যন্তিক বিচ্ছেদ ঘটেনি। ১৭৮৯ সালের পূর্বে যে স্বৈরতন্ত্র ছিল, বিপ্লব তার স্থানে নতুন ধরনের এক স্বৈরতন্ত্র স্থাপন করেছে মাত্র। রাজকীয় কাউন্সিল, ইনটেনড্যান্ট প্রভৃতির মাধ্যমে ষোড়শ লুই-এর সময় ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হতে এবং রাষ্ট্রের শক্তি কেন্দ্রীভূত হতে সুরু হয়েছিল। বিপ্লব সে প্রবণতাকে ত্বরান্বিত করল। দ্বিতীয়তঃ দারিদ্র্য ও দুর্দশা বিপ্লবের অন্যতম কারণ—মিশলের এবম্বিধ মতবাদকে তোকবিল উড়িয়ে দিলেন। উল্টে বল্লেন, কৃষকদের ক্রমবর্ধমান সম্পদই বিপ্লবের কারণ। সম্পদ বাড়ছিল বলেই সমাজতন্ত্রের অবশিষ্ট চিহ্নগুলি এত অসহ্য লাগছিল। বস্তুতঃ ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় ফ্রান্সে সামন্ততান্ত্রিক অধিকারের সংখ্যা নগন্যই ছিল। রুশ ঐতিহাসিক লুচিস্কি পরে দেখিয়েছিলেন ফরাসী কৃষকরা অষ্টাদশ শতাব্দীর অধিকাংশ কাল ধরে জমি কিনেছে। কিন্তু যে সব কৃষক না খেয়ে টাকা জমিয়ে আরো জমি কিনতে বা পত্তনি নিতে চাইছিল তাদের কাছে সামান্য প্রতিবন্ধকই দুর্লঙ্ঘ্য বলে প্রতীয়মান হ'ত। এই প্রসঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া (feudal reaction)-র কথাও উঠেছে। বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্রুত উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে এবং মূল্যবৃদ্ধির ফলে আয় কমে যাওয়ায় শঙ্কিত হয়ে সামন্তপ্রভুরা বহুদিনের অচলিত কর ও শ্রমদেয় (dues and services) পুনঃ প্রবর্তন করার চেষ্টা পায়। অনেক সময়, কব্যান বলেছেন, তারা সে সব কর (seigneurial dues) বুর্জোয়াদের কাছে বেচে দেয় এবং বুর্জোয়ারা কঠোর

হস্তে তা আদায় করতে থাকে। যাই হোক, একদিকে যেমন সামন্তপ্রভু ও কৃষককুলের মধ্যে নানা কারণে বাদবিসম্বাদ বাড়ে অন্যদিকে তেমনি সামন্ত-প্রভুরা রাজতন্ত্রকে আপন স্বার্থে বিপদে ফেলতে চায়। এর ফলে ১৭৮৭ সালের সামন্ত বিদ্রোহ, বিপ্লবের নান্দীমুখ বলে মাতিয়ে (Mathiez) যার উল্লেখ করেছেন। তৃতীয়তঃ বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্ষোভের কারণ ছিল যথেষ্ট। সামন্তশ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রীয় শক্তি ছিল না। তাদের বিত্ত ও যোগ্যতা ক্রমশঃই কমে যাচ্ছিল, অথচ তখনও তারা নানা সামাজিক-অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করে যাচ্ছিল। বুর্জোয়ারা স্বাধীনতা (liberty)র চেয়েও বেশী চেয়েছে সাম্য (equality) এবং নেপোলিয়ন পরিষ্কারভাবে এ সত্য বুঝেছিলেন বলে অসামান্য সাফল্য লাভ করেছিলেন। তোকবিল বুর্জোয়াশ্রেণীকে রাষ্ট্রের উত্তমর্ণ আখ্যা দিয়েছেন। ১৭৮৯ সালে প্রধানতঃ এদের কাছেই রাষ্ট্রের ধারের পরিমাণ ষাট কোটি লিভর (livres)র মতো দাঁড়িয়ে ছিল। বলা বাহুল্য উত্তমর্ণের প্রতিভূ রূপে থার্ড এষ্টেট রাষ্ট্রের ওপর আপন কর্তৃত্ব স্থাপন করতে চাইছিল।

তোকবিল বারংবার শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ও শ্রেণী স্বার্থের সংঘাতের কথা উল্লেখ করেছেন। Je parle des classes —এ উক্তি বিখ্যাত। হয়তো ১৮৪৮ সালের বিপ্লব ও মার্ক্সের চিন্তাধারার প্রভাব এর উপর পড়েছে লেফেভর তাঁর এক প্রবন্ধ—Apropos de Tocqueville-এ (*Annales*, 1955) সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। দার্শনিকদের প্রভাবকে তোকবিল বিশেষ আমল দেননি। তারা প্রশাসনিক সংস্কারের বেশী কিছু চায়নি। "দুর্বল সরকারের সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক মুহূর্ত হল তখন যখন তা সংস্কার প্রবর্তনে সচেষ্ট হয়।" মিশলের মত "জনগণ" নিয়ে তিনি কোন myth সৃষ্টি করেননি। বস্তুতঃ বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের তিনি কঠোর সমালোচক ছিলেন। অধ্যাপক কব্যান তাঁর রচনায় নেপোলিয়নের ছায়া দেখেছেন— "Across the whole of de Tocqueville's analysis lies the shadow of Bonapartism."

নৈরাশ্যবাদ তোকবিলকে দিয়েছিল নির্মোহ অন্তর্দৃষ্টি আর তেনকে অসুস্থ উগ্রতা। তেন (Hippolyte Taine) এর L' Ancien Regime প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৬ সালে—জার্মানীর হাতে ফ্রান্সের পরাজয় ও প্যারিস কম্যুনের অব্যবহিত পরে। ডারউইনের মতবাদের প্রভাবে তিনি বিশ্বাস

করতেন ব্যক্তি ও দেশের ভাগ্য জাতি (race), প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদি দ্বারা নিরূপিত হয়। কোঁৎ এর প্রভাবে তিনি ইতিহাসে সমাজতাত্ত্বিক বিধানের সন্ধানও করেছিলেন। কিন্তু আসলে তিনি এক কঠোর নৈতিক বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এ বিচারে তিনি রাজতন্ত্র, বিপ্লব, সাম্রাজ্য কাউকেই রেহাই দেননি। এক নিরূপায় হতাশার পটে তিনি শত সহস্র খুঁটিনাটি তথ্য ফুটিয়ে তুলেছিলেন—ঠিক তদানীন্তন বাস্তববাদী সাহিত্যিক ফ্লোবের, জোলা বা মোপাশাঁর মত।

তিনি শেষ পর্যন্ত যে বিধানে (law) উপনীত হয়েছিলেন তা হ'ল— ত্রাসের রাজত্ব বিপ্লবের অপরিহার্য অঙ্গ। এ রাজত্বের সুরু ১৭৮৯ সালের ৬ই অক্টোবর রাজার পারী প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে। প্রথম থেকেই এক দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সংখ্যালঘু দল (জাকবাঁ) বিপ্লবের পরিচালনা ভার নেয়। এরা বৈজ্ঞানিক (empirical) দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপন্থী। এরা অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্লাসিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে নিছক বুদ্ধি থেকে উদ্ভূত নিরবয়ব (abstract) এক প্রকল্প (hypothesis) অবলম্বন করে, তা'হল রুশোর popular sovereignity। "এভাবে কয়েক হাজার চিন্তাবিদ কয়েক লক্ষ অসভ্য বুনোকে (savage) এক প্রলয়ঙ্কর কর্মে অনুপ্রাণিত করে"। কৃষকদের অবস্থা অবশ্য খারাপই ছিল এবং সবচেয়ে অসহ্য ছিল রাজকীয় করের ভার। কিন্তু একথা যদি সত্য হয় তবে কৃষকদের 'অসভ্য বুনো' বলা অনুচিত। সাঁকুলোতরা ছিল 'ডাকাত, ভবঘুরে'; জাকবাঁ ভদ্রসমাজে 'বেখাপ্পা' (misfits), তারা 'পচা সমাজের গোবর গাদায় গজানো ব্যাঙের ছাতা'— "ils naissent dans la de'composition sociale, ainsi que des champignons dans un terreau qui fermente"। রুশোর দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পারিবারিক পবিত্রতা, ধর্মের মাহাত্ম্য সব কিছু পুরোনো মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল এবং সমাজের নিম্নতম স্তরের দৈহিক ও মানসিক রোগগ্রস্ত লোকদের সাহায্য নিয়ে বিপ্লব বাধিয়েছিল। তেন বারংবার এদের পাশব প্রকৃতির ওপর জোর দিয়েছেন।

রেভরেও ম্যাকৃম্যানার্স এ ধরনের ইতিহাসদর্শনকে monomaniacal আখ্যা দিয়ে অন্যায় করেননি। কি তথ্যের জোরে তেন বল্লেন যে প্রথম থেকেই জাকবাঁ বলে একটা সংখ্যালঘু দল ছিল? এবং তাদের মনে বিপ্লবের একটা পরিষ্কার ছক ছিল? তারা শুধু ক্ষমতালোভী নেতা না কোন সামাজিক

শক্তির মুখপাত্র? অষ্টাদশ শতকে কি শুধু রুশোর মতবাদই গড়ে উঠেছিল? ভলতের, মতেঁস্কু, এনসাইকোপেদিস্তরা কোথায় গেলেন? তাছাড়া বাস্তব পরিবেশের, অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার, কি কোন অবদান নেই? নিরক্ষর কৃষক ও সাঁকুলোত এমন বিদগ্ধ রচনা পড়ল কখন, বুঝল কি করে? শুধু ত্রাসের জন্য কি জনগণই দায়ী? বাস্তিল পতন প্রসঙ্গে তেন সৈন্য সমাবেশের উল্লেখ করেননি। ২০শে জুন ও ১০ই আগষ্ট (১৭৯২) এর হত্যাকাণ্ড কি বৈদেশিক শক্তির আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া বোঝা যায়? সত্যিকারের ঐতিহাসিক যাঁরা—লেফেভর বা মার্ক ব্লখ—সব সময়ই collective psychology-র ওপর জোর দিয়েছেন যাতে rumour বা fear কি ভাবে বিপ্লবকে প্রভাবিত করে বোঝা যায়। শেষে, তেন নিজেই কি নিরবয়ব সামান্যীকরনের (abstract generalization) বলি নন? ওলার (Aulard) দেখিয়েছেন দলিল ব্যবহারে তিনি ছিলেন নিরঙ্কুশ, কালক্রম সম্বন্ধে অনবহিত। অগণিত আভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যে তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবই প্রকট হয়েছে।

(৩)

এতদিন বিপ্লবের ইতিহাস সাহিত্যিক বা রাজনৈতিক কর্মের অঙ্গ ছিল। ওলারের (Alphonse Aulard) সঙ্গে তা অধ্যাপকীয় গবেষণার বিষয় বস্তু হ'ল। র‍্যাঙ্কে-প্রবর্তিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ঢেউ তখন ফ্রান্সে লেগেছে। ১৮৮৬ সালে সর্বোনে বিপ্লবের ইতিহাস্ পড়ানোর জন্য অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হ'ল এবং ওলার তার প্রথম অধ্যাপক রূপে বৃত হলেন। পরবর্তী ছত্রিশ বছরে বহু গবেষণাগ্রন্থ ছাড়াও তিনি বিপ্লব বিষয়ক দলিল দস্তাবেজের ত্রিশখণ্ড প্রকাশ করলেন। "বিপ্লবের ইতিহাসে এ যেন শিল্প-বিপ্লব।"

সব দিক দিয়ে ওলার ছিলেন তৃতীয় রিপাবলিকের সন্তান। ১৭৮৯-৯৪'র ইতিহাসে তিনি আপন যুগের বীজসন্ধি আবিষ্কার করেছেন। "আমি বিপ্লবের শ্রদ্ধাবান ও কৃতজ্ঞ উত্তরাধিকারী, যে বিপ্লব মানবধর্ম ও বিজ্ঞানকে মুক্তি দিয়েছে।" ১৯০১ সালে প্রকাশিত তাঁর Histoire Politique de la Revolution Francaise (ফরাসী বিপ্লবের রাজনৈতিক ইতিহাস) তেনের জবাব। এতে তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের র‍্যাডিক্যাল সোস্যালিষ্ট পার্টির বুর্জোয়া, চার্চ-বিরোধী, সাধারণতন্ত্রী আদর্শ ই প্রচারিত হয়েছে।

ওলারের মতে ১৭৭৮ সালে সামন্ততান্ত্রিক কর ও শ্রমভার যতটা দুর্বহ ছিল ১৭৮৯ সালে তা ছিল না। Cens প্রভৃতি কিছু কিছু কর, বেগার (corvee), প্রভুর ভাটিখানায় মদ তৈরী বা রুটি তৈরীর কারখানায় রুটি তৈরী ইত্যাদি দায় (banalities) ছিল। তবু cens-এর ভারও কমে যাচ্ছিল। কৃষকরা জমি কিনছিল—যদিও অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে টাকা জমিয়ে এবং কিনেই এই সব করের সম্মুখীন হচ্ছিল। তারা আর পূর্বেকার মত সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না। "Perhaps it was actually no heavier, but the peasant was simply less resigned to it."

ভাবনার দিক থেকে ওলার ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানী চিন্তাধারার ওপর জোর দিয়েছেন। বিপ্লবের মূল কথা হ'ল মানবাধিকার ঘোষণা (Declaration of the Rights of Man)। পর্বেপর্বে সে ঘোষণা কার্যকর করার চেষ্টা হয়েছে। প্রথাগত ক্যাথলিক ধর্মের স্থানে বিপ্লব প্রতিষ্ঠা করেছে মানব ধর্ম যা ভবিষ্যৎ প্রগতির পথ সকল শ্রেণীর জন্য মুক্ত করে দিয়েছে।

জির্‌দাঁদের দলগত অপদার্থতার অভিযোগ মেনে নিয়েছেন ওলার, বিশেষ করে তাদের federalism-এর নীতির ব্যর্থতা। যুদ্ধের সময় তা বিপজ্জনক। তবু তিনি তাদের নেতাদের মধ্যে দেখেছেন "যা কিছু শ্রেষ্ঠ, নিঃস্বার্থ ও মানবিক" ওলারের আসল নায়ক দাঁতঁ। তিনি রোবস্‌পিয়েরের মত গোঁড়া নন। কোন মতবাদকে অন্ধভাবে ধরে না রেখে বা জোর করে চাপিয়ে না দিয়ে তিনি অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন (pragmatic)। শিক্ষা বিস্তারের মধ্যে তিনি প্রগতির পথ খুঁজেছিলেন। শান্তি তাঁর কাম্য ছিল—অথচ সাধারণতন্ত্রের দ্বিতীয় বৎসরে (১৭৯৩-৯৪) তিনিই ছিলেন জলন্ত দেশপ্রেমের বাণীমূর্তি, প্রতিরোধের অতন্দ্র প্রহরী। দাঁতঁ অর্থগৃধ্নু ছিলেন কিনা বা সেপ্টেম্বর (১৭৯২) হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ছিলেন কিনা সে বিষয়ে ওলার বহু আলোচনা করেছেন। তাঁর দাঁত চরিত্রে যেন গ্যামবেটার (Gambetta) ছায়া পড়েছে। তুলনায় তিনি দেখিয়েছেন রোবস্‌পিয়ের হীন, ভণ্ড, উত্তেজক বাকচাতুর্যের যাদুতে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য দায়ী।

ওলার পড়লে মনে হয় বিপ্লব যেন শুধু বুর্জোয়াদেরই খেলা। 'জনগণের' অবদান বিশেষ কিছু নেই। ধোঁয়াটে কোন ধারণার প্রশ্রয় তাঁর মত র‍্যাঙ্কেপন্থী ঐতিহাসিক দিতে পারেন না—তাই হয় জাতীয় রক্ষীবাহিনী না হয়

সৈন্যবাহিনী এমন কোন সংগঠনের অঙ্গ হিসেবেই তিনি জনগণকে দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু এগুলি ত কোন সামাজিক দল বা শ্রেণী নয়। মৃত্তিকার সঙ্গে যোগহীন কৃষককে শুধু সৈনিকরূপে তিনি কিভাবে বুঝছেন? শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব বা একই শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ সংঘাতও তিনি বোঝেননি। তারাই যে ভোট দিয়ে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ডেকে আনল এবং বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্রের অবসান ঘটাল—ওলার সে অপরাধ ক্ষমা করেন নি।

ওলারের দক্ষিণে গেলেন মাদলাঁ (**L. Madelin**) ও বামে জ্যরেজ (**J. Jaures**) এবং মাতিয়ে (**M. Mathiez**)। ব্যক্তিস্বাধীনতা নয়, রাষ্ট্রশক্তির যুক্তিসম্মত পুনর্বিন্যাসই বিপ্লবের আসল কারণ, বললেন মাদলাঁ। রাজতন্ত্র অত্যাচারী ছিল না, ছিল দুর্বল এবং অপব্যয়ী (**prodigal anarchy**); অভিজাতগণ—অপদার্থ ও মূলহীন; চার্চ—মাঝারি (**average**) বিদ্যাবুদ্ধি বিবেক সম্পন্ন; বুর্জোয়াশ্রেণী করভারপ্রপীড়িত জনগণের ক্ষোভ নিরঙ্কুশভাবে আপন স্বার্থে নিয়োগ করেছে। অষ্টাদশ শতকীয় দর্শনের কুপ্রভাবকে আবার বড়ো করে দেখালেন মাদলাঁ এবং বস্তুতঃ আধুনিক উদারতন্ত্রের মূলনীতিগুলিকে নিন্দাই করলেন। ১৭৮৯ সালের পর উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেতারা অনাবশ্যক ভাবে রক্তস্রোত বইয়েছেন; ১৮-১৯ ব্রুমেয়ারে নেপোলিয়ন এসে সে আত্মঘাতী নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়েছেন। নেপোলিয়নের ভূমিকারূপে বিপ্লবের মূল্য। তা ছাড়া নেই।

জ্যরেজ ছিলেন ফরাসী সমাজতন্ত্রের পুরোধা। ১৯০১ সালে তিনি লিখতে আরম্ভ করেন **Histoire Socialiste (1789-1900)** বা সমাজতন্ত্রের ইতিহাস—মার্ক্স, মিশলে ও প্লুটার্কের প্রেরণায়। মার্ক্স থেকে তিনি নেন শ্রেণী সংগ্রাম ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রাথমিক গুরুত্বের সূত্র; মিশলে থেকে গণতান্ত্রিক আদর্শবাদ এবং প্লুটার্ক থেকে ইতিহাসের নৈতিক উদ্দেশ্য। জ্যরেজের মতে ফরাসী বিপ্লব বুর্জোয়া বিপ্লব ব্যতীত আর কিছু নয়। এর প্রধানতম কারণ হ'ল নূতন এক শ্রেণীর অভ্যুদয়। মার্ক্সীয় প্রথায় তিনি বুর্জোয়া বলতে বুঝলেন ধনিক ও ব্যাঙ্কার, আর তাদের উপগ্রহ স্বরূপ রঁতিয়ার (**rentier**), যারা রাষ্ট্রীয় ঋণ খাতে মূলধন বিনিয়োগ করেছিল। বহু প্রমাণ সহ তিনি দেখিয়েছেন কি ভাবে ফরাসী শিল্প, বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্যের বিস্ময়কর প্রসারের ফলে এই শ্রেণী অষ্টাদশ শতকে প্রাধান্য লাভ করল। তখনও ঠিক বিজ্ঞানসম্মত অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনা শুরু হয়নি। তাই

অনেক ক্ষেত্রে তাঁর উদাহরণগুলি ভ্রান্ত। যাই হোক, এই বুর্জোয়া শ্রেণী বিদ্রোহ করল সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে। সামন্ততান্ত্রিক সুযোগ সুবিধা, করভার, বেগার, আদালত সম্বন্ধে অনেক আলোচনা তিনি করেছেন। কিন্তু অবশেষে তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে যে সামন্ততন্ত্রের শাঁস চলে গিয়েছিল, পড়েছিল শুধু খোসা এবং ৪ঠা আগষ্ট (১৭৮৯) এর রাত্রে তাও রদ হয়ে যায়। বুর্জোয়া শ্রেণীর আসল লক্ষ্য এ নয়। অভিজাত ও বিশপরা মিলে রাষ্ট্রীয় শক্তির নানাভাবে অপব্যবহার করছিল, তাতে জনসাধারণের ক্ষতি হচ্ছিল, রাষ্ট্রও ক্রমশঃ দরিদ্র এবং দুর্বল হয়ে পড়ছিল। বুর্জোয়া বিপ্লব এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে। জ্যরেজের উপসংহার খুব অভিনব নয়। তবে সাঁকুলোতদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণের পথ দেখিয়ে তিনি যে ডাক দেন তার ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। আঁরি সে **(Henri Se´e)**, মাতিয়ে **(Albert Mathiez)** ও লেফেভ্র **(Lefebvre)** সে ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। সরকারী আনুকূল্যে ওলারের সাহায্যে বিপ্লবের অর্থনীতি সংক্রান্ত দলিলগুলি প্রকাশিত হতে থাকে।

সে (Se´e)র পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার **(La France e´conomique et sociale au xviii e sie´cle, 1925)** ফলে ধরা পড়ল যে সমগ্র ফ্রান্সের হিসাব ধরলে চার্চের হাতে শতকরা ছ ভাগের বেশী জমি ছিল না; বিভিন্ন প্রদেশে চাষী মালিকানার হার আলাদা ছিল—নর্মাঁদিতে কৃষকরা ১/৫ অংশ ভূমির মালিক ছিল, ল্যাংডকে ১/২ অংশের। তিনিই প্রথম বললেন যে মার্ক্সিষ্টরা শ্রেণী বলতে যে **homgeneous unit** মনে করেন তার বাস্তব ভিত্তি নেই—প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরবিরোধী উপশ্রেণী বিদ্যমান। পরে লেফেভ্র এই সূত্র ধরে তাঁর অনুপম **Quatre-Vingt-Neuf** বা '১৭৮৯' লিখেছিলেন।

মাতিয়ে ছিলেন ওলারের যোগ্যতম শিষ্য তথা কঠোরতম প্রতিদ্বন্দ্বী। ১৯২২-২৭ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয় তাঁর **La Re´volution francaise.** বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ১৯০২ ও ১৯০৬ সালের মধ্যবর্তীকালে র‍্যাডিক্যাল সরকার যে সব দুর্নীতির প্রশ্রয় দিচ্ছিল, ১৯১৪-১৮র যুদ্ধে ফ্রান্সের প্রাথমিক পরাজয়ের পেছনে যে সব অব্যবস্থা কাজ করছিল তারই প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়েছে মাতিয়ের ইতিহাস দর্শনে। দাঁতঁকে নায়কের আসন দিয়েছিলেন ওলার, তাঁকে সুবিধাবাদী, অর্থগৃধ্নু, পরাজয়কামী রূপে আঁকলেন মাতিয়ে। মহাযুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঠেকাবার জন্য তদানীন্তন সরকার নিয়ন্ত্রণের নীতি

গ্রহণ করেছিল, সেই আলোকে ১৭৯৩-৯৪'র রোবসপিয়েরীয় নিয়ন্ত্রণ নীতি ব্যাখ্যা করলেন তিনি। জিরঁন্দাঁদের সঙ্গে সংগ্রামে উগ্রবাম **enragé** দের সাহায্য চেয়েছিল জাকব্যাঁ দল। সে সহযোগিতার জন্য দাম দিতে হ'ল—খাদ্যমূল্যের ঊর্ধ্বতম হার (**maximum**) নির্ধারণ করে। এই প্রসঙ্গে মাতিয়ের **La vie chére et le movement social sous la Terreur**(১৯২৭) দ্রষ্টব্য।

বুর্জোয়াশ্রেণী ক্রমশ বিত্তশালী হয়ে উঠেছিল স্বীকার করলেন মাতিয়ে, তৎসঙ্গে সাধারণ ভাবে কৃষকদের অবস্থাও। তবে তিনি ভূমিহীন কৃষক এবং মজুরে সাঁকুলোতদর মধ্যে আর্থিক সংকটজনিত বিক্ষোভের ওপর জোর দিয়েছেন। 'সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া'র মতবাদ তিনি মেনে নেন এবং সর্ব প্রথম পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করেন যে ফরাসী বিপ্লব কতকগুলি ভিন্নধর্মী বিপ্লবের পারম্পর্য: (ক) অভিজাত বিপ্লব (১৭৮৭-৮৮)। (খ) বুর্জোয়া বিপ্লব (১৭৮৯-৯১), (গ) গণতান্ত্রিক বা সাধারণতন্ত্রী বিপ্লব (১০ আগষ্ট ১৭৯২-২ জুন ১৭৯৩) এবং (ঘ) সামাজিক বিপ্লব (জুন ১৭৯৩-জুলাই ১৭৯৪)। থার্মিডোরেই বিপ্লবের সমাপ্তি।

রোবসপিয়ের ছিলেন মাতিয়ের নায়ক। কার্লাইল তাঁকে **'the acrid, implacable-impotent, dull-drawling, barren as the Harmatten wind"** বলেছেন; অ্যাক্টন, **"the most hateful character...since Machiavelli"**, ওলার, "পাকা ভণ্ড"। মাতিয়ে উত্তর দিলেন, **"we love him for the teaching of his life and for the symbol of his death"**। তাঁর চরিত্র অকলঙ্ক, দৃঢ়তা অনমনীয়, নীতি বিচক্ষণ। ত্রাসের রাজত্ব সম্পূর্ণ সমর্থন যোগ্য—তার "লাল চুল্লীতে ভবিষ্যত গণতন্ত্র পেটাই হচ্ছিল।" গণতন্ত্রের রাজনৈতিক দিকটার ওপর জোর দিয়েছে বুর্জোয়া শাসনতন্ত্র-বিলাসীর দল ও ভুয়ো আদর্শবাদী জিরঁন্দাঁ, তার সামাজিক দিকটা সার্থক করার দায়িত্ব নিল জাকব্যাঁ। এখানে মাতিয়ে জাতীয় বুর্জোয়া-কল্পিত স্বাধীনতা ও সাঁকুলোত-স্বাধীনতার মধ্যে পার্থক্য করেছেন, যেন শেষেরটার মধ্যে নিহিত ছিল প্রগতির পথ। কিন্তু থার্মিডোরে জয়ী হ'ল জমি ও মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে ফাটকাবাজিতে বড়লোক বুর্জোয়া।

প্রথম থেকেই তাঁর রচনা একদেশদর্শী। আগে থেকেই মাতিয়ে বিপ্লবের একটা আদর্শ পথ ছকেছেন এবং তার থেকে সামান্যতম চ্যুতিও ক্ষমা করেননি। লুসিয়ে ফ্যভ্‌র তাঁকে **"a Fouquier-Tinville of melodrama"** বলে হয়ত

অন্যায় করেছেন কিন্তু ম্যাকমানার্স **"Taine of the Left"** বলে ঠিকই করেছেন।

জ্যরেজ ও মাতিয়ে বিপ্লবকে "তলা থেকে দেখা"র পত্তন করে যান। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা কৃতী হলেন জর্জ লেফেভ্‌র **(Georges Lefebvre)**। ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলের কৃষককুলের অবস্থা নিয়ে তাঁর বিপ্লব বিষয়ক গবেষণা শুরু হয় কিন্তু তার মোটামুটি আদ্‌রা পাওয়া যায় তাঁর **Quatre-vingt-neuf (1939)** ও **La Re´volution francaise (1951)** নামক পুস্তকে। প্রথমটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক পামার **(The Coming of The French Re´volution, 1947)** এবং দ্বিতীয়টির দুইখণ্ড অনুবাদ করিয়েছেন রুটলেজ কোম্পানী। ফরাসীর বিপ্লবের প্রত্যেক ছাত্রের এটি অবশ্য পাঠ্য।

লেফেভ্‌র সাধারণ মার্ক্সবাদীর মত বিপ্লবকে নিছক বুর্জোয়াবিপ্লব আখ্যা দেননি। তাঁর বিশ্লেষণে গ্রামাঞ্চল ও কৃষকের উপস্থিতি সুস্পষ্ট। কৃষকশ্রেণী শুধু বুর্জোয়াদের অন্ধ হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেনি, তারও একটা নিজস্ব দাবী এবং কর্মপদ্ধতি ছিল। দ্বিতীয়ঃ এই বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী রূপে শুধু অভিজাত, বুর্জোয়া ও 'জনগণ' অভিহিত অনির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে তিনি ক্ষান্ত হলেন না, প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে তিনি আবিষ্কার করলেন বহু উপশ্রেণী—যাদের মধ্যে স্বার্থগত ঐক্য ও বিরোধ সমান পরিস্ফুট। কৃষক শ্রেণীও কোনো অখণ্ড অবিভাজ্য শ্রেণী নয়। তাদের অন্তর্ভুক্ত এক শাখা—**bourgeois rurale** এর প্রতি তিনি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। যে সব অঞ্চলে মাঝারি বা ছোট জোতে চাষ হ'ত এরা ছিল সে সব অঞ্চলের সম্পন্ন গৃহস্থ। এদের অধীনে কাজ করত বহু ভূমিহীন এবং দরিদ্র চাষী। তৃতীয়তঃ বিপ্লবের নেতৃত্ব যে ধনতান্ত্রিক ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি গোষ্ঠীর হাতে ছিল না, ছিল রাজকর্মচারী **(officiers)**, ইজারাদার **(fermiers)**, ব্যবহারজীবী, বৃত্তিজীবী শ্রেণীর হাতে সে কথা তিনি স্বীকার করলেন। এখানে তিনি মার্ক্সবাদকে শোধন করলেন। তবে দ্বিতীয় দলটি যে প্রথমের স্বার্থরক্ষা করে এবং পরিণামে বিপ্লব ধনতান্ত্রিক অগ্রগতির পথ খুলে দেয় সে কথা তিনি মেনে নেন (এই প্রসঙ্গে লেফেভ্‌রের **Le mythe de la Re´volution francaise** দ্রষ্টব্য)।

বিপ্লবের নেতৃত্ব **officiers, fermiers** ও আইনজীবীদের হাতে ছিল এ বিষয়ে কব্যান লেফেভরের সঙ্গে একমত কিন্তু পরিণামে যে ধনতন্ত্র বিকাশ লাভ

করেছিল সে বিষয়ে তাঁর আপত্তি। অনেক মার্ক্সবাদীও স্বীকার করেন যে অধিকাংশ ফরাসীর জীবনে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি (Samuel Bernstein, *Science and Society*, 1965)। জর্জ রুদে (G. Rude) এমনও বলেছেন যে বিপ্লবের ফলে ধনতান্ত্রিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। কাপলো বলেন, শিল্পপতি গোষ্ঠী বিপ্লবের ফলে জন্ম নেয়, বিপ্লবের পূর্বে নয় (J. Kaplow (ed.) New Perspectives on the French Revolution)। কব্যান আরও কয়েকটি নূতন প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর Wiles বক্তৃতাবলীতে। বুর্জোয়াশ্রেণী ৪ঠা-১১ আগস্ট, ১৭৮৯-তে কি সত্যই সর্বপ্রকার সামন্ততান্ত্রিক করভারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল ? বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের মতে সর্বপ্রকার করই "সামন্ততান্ত্রিক" পদবাচ্য নয়। শুধু যেগুলি ব্যক্তিগত দাসত্ব থেকে উদ্ভূত তাদেরই **feudal dues** আখ্যা দেওয়া যেতে পারে ; যেগুলি তা নয়, তাদের **feudal dues** বলা চলে না। দ্বিতীয় ধরনের করভারের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ারা কোন আপত্তি তোলেনি ; কারণ বিপ্লবের বহু পূর্ব থেকেই তারা এধরনের কর আদায় করবার অধিকার কিনে নিতে থাকে। এগুলি তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সুতরাং রক্ষণীয় অথবা ক্ষতি পূরণের দাবীদার। দ্বিতীয়তঃ 'অভিজাত', 'বুর্জোয়া' ইত্যাদি অভিধার কোন গোঁড়া ব্যাখ্যা গবেষণা লব্ধ নূতন তথ্যের পরিপন্থী। লেফেভ্‌র নিজেই তা দেখিয়েছেন। অথচ তিনিই নূতন এক শ্রেণীর কথা তুলেছেন **rural bourgeoisie** বা গ্রামীন বুর্জোয়া। সাঁকুলোতদের তিনি রেড হেরিং আখ্যা দিয়েছেন। অধ্যাপক গুডউইনের মতে কব্যানের গ্রামীন বুর্জোয়া সম্বন্ধে আপত্তি অসঙ্গত, কারণ বস্তুতঃ এরকম এক শ্রেণীর প্রমাণ পাওয় গেছে ! কিন্তু সত্যই কি এই শ্রেণী বড় বড় জমিদারের নায়েব (**grands fermiers**), পত্তনিদার (**fermiers**), কৃষক ভূম্যধিকারী (**labourieurs**) ইত্যাদির সমাহার নয় ? এদের মধ্যে কি সৌহার্দ্য বা শ্রেণী স্বার্থের ঐক্য বর্তমান ছিল ? চার্চের যে জমি রাষ্ট্র নিয়ে নিল এবং পরে বিক্রী করল, তার অধিকার নিয়ে এদের মধ্যে কি কম মন কষাকষি হয়েছে ? অবশেষে কব্যান জোর দিচ্ছেন— শক্তির জন্য লড়াইএর ওপর, আদর্শ নিয়ে সংঘাত শুধু এর ওপর সূক্ষ্ম এক আবরণ টেনে দিয়েছিল : **"Primarily a political revolution, a struggle for the possession of power and over the conditions in which power was to be exercised. Essentially the revolution was the overthrow of the old**

political system of the monarchy and the creation of a new one in the shape of the Napoleonic State" (Cobban, The Social Interpretation of the Franch Revolution ; 'The Franch Revolution, Orthodox and Unorthodox : A Review of Reviews', *History*, June, 1967)।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্রব্যমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন লাব্রুস (La crise del'economie francaise a la fin l' Anc´ien Regime et au debut de la Re´volution, 2 vols, 1943). তার ফলে মিশলে—তোক্‌বিলের পুরোনো বিতণ্ডার অবসান হয়েছে। মিশলের মতে জনগণের দুর্দশাই বিপ্লবের কারণ, তোক্‌বিলের মতে ক্রমবর্ধমান বিত্ত। সিমিয়াঁদ অনুপ্রাণিত লাব্রুসের সংখ্যাতাত্ত্বিক গণনা উভয় মতকে একটা সামঞ্জস্য দান করেছে। তাঁর মতে ১৭৭৪ পর্যন্ত ফ্রান্সের জনগণের অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হচ্ছিল। তখনই কৃষকরা জমি কিনতে থাকে, শিল্প গড়ে ওঠে, মজুরীর হার দ্রব্যমূল্যের সমানানুপাতে চলে। কিন্তু ১৭৭৪ সালের পর কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে এক মন্দা দেখা দিল। তার ফলে ছোট ছোট কৃষক ভূম্যধিকারী, মাঝারি ছোট পত্তনিদার, ভাগচাষী ও মদ্য ব্যবসায়ীগণ বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হল। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের বাণিজ্যচুক্তি হয় ১৭৮৫ সালে। ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানী পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ফলে ফ্রান্সের শিল্প মার খায়। পারীতে ও অন্যান্য বস্ত্র ব্যবসায়ের কেন্দ্রে দেখা দেয় বেকার সমস্যা। ১৭৮৭-৮৯ সালের মধ্যে পর পর অজন্মার ফলে খাদ্যের মূল্য দারুণ বেড়ে যায়। যে সব শ্রমিকের তখনও কাজ ছিল, তারা মজুরীর অধিকাংশ খাদ্যের জন্য ব্যয় করতে বাধ্য হয়। আর বেকার শ্রমিক, ভূমিহীন কৃষক ও ছোট জোতের মালিক (যারা বছরের অধিকাংশকাল খোলা বাজারে গম কিনত) সকলের কষ্ট চরমে ওঠে। আশ্চর্য নয় এই পরিস্থিতিতে অনেকেই জমিদার, বড় পত্তনিদার, তহশীলদার, খাদ্যপণ্য ব্যবসায়ী, ফাটকাবাজ, মজুতদার, টাইদ আদায়কারী ধর্মযাজক প্রভৃতি শোষক পরগাছাশ্রেণীর লোকদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। প্রথমদিকে এদের অবস্থা ভাল হচ্ছিল, শেষের দিকে খারাপ—সুতরাং আশাভঙ্গ বিপ্লবী মনোভাবের জন্ম দেয়। ল রয় লাদুরি তাঁর The Quantitative Revolution and French Historians Record of a Ganeration অধ্যায়ে (The Teritory of the

Historian, vol. 1) এই মত আলোচনা করেছেন ও দেখিয়েছেন সিমিয়ঁদের ধারণা ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যাপারে খাটে না।

সহরের শ্রমিক, বেকার, ছোট দোকানদার, ইস্কুল মাস্টার, মদ-বিক্রেতাদের ওপর প্রতিক্রিয়া নিয়ে পৃথক আলোচনা করেছেন সবুল, রুদে, কব ও টনেসন— এঁরা সবাই ছিলেন লেফেভ্‌র শিষ্য। আলবেয়ার সবুলের ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থ **Les sans-culottes parisiens en l' An II** এবং ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত দুইখণ্ড ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস বিপ্লবকে "তলা থেকে দেখার" সার্থক প্রচেষ্টা। ১৯৬৩ সালের ***Science and Society*** পত্রিকার সপ্তদশ সংখ্যায় **Classes and class struggle during the French Revolution** নামক প্রবন্ধে, ১৯৬৬ সালে **Paysans, Sans-culottes et Jacobins** গ্রন্থে ও নানা পরবর্তী রচনায় তিনি যে মতামত উত্থাপন করেন তা নব্য মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিপ্লব-ব্যাখ্যার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। ইংল্যাণ্ডের মত ফ্রান্সেও অভিজাত শ্রেণী এবং উচ্চতর বুর্জোয়া শ্রেণীর মৈত্রী সম্ভব হ'ত যদি রাজা ষোড়শ লুই বুদ্ধিমানের মত সে বিষয়ে অবহিত হ'তেন এবং অভিজাত ও উচ্চতর যাজক শ্রেণীর কিছুটা রাজনৈতিক বাস্তব জ্ঞান থাকত। ক্রমবর্ধমান খাদ্যসমস্যার ফলে যতই এখানে ওখানে আইন ও শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনা ঘটতে লাগল এবং আগষ্ট মাসের বিধানের ফলে সামন্ততান্ত্রিক প্রাপ্যের ক্ষতি-পূরণ আদায় করতে গিয়ে যতই অভিজাতরা কৃষকশ্রেণীর বিরোধিতার সম্মুখীন হ'ল ততই সমঝোতা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। উচ্চতর বুর্জোয়াদের মনেও ভয় জাগল। তাই তারা নাগরিকদের মধ্যে **active** ও **passive** দু'ভাগ করে দেয় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীকে ভোটাধিকার এবং জাতীয় রক্ষী বাহিনীতে যোগ দেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। এজন্যই ১৭৯১ সালের **LeChapelier** আইন পাশ হয়, যাতে শ্রমিকসংহতি ব্যাহত ও ধর্মঘট করার অধিকার নিষিদ্ধ হ'ল।

রাজার পলায়ন প্রচেষ্টা (২১ জুন, ১৭৯১) মধ্যবিত্ত বুর্জোয়ার হাতে বিপ্লবের নেতৃত্ব এনে দিল। এদের মধ্যে ছিল সংস্কৃতিবান ব্যবহারজীবী ও সাংবাদিক। বাণিজ্যজীবী বুর্জোয়াদের সঙ্গে এদের যথেষ্ট সৌহার্দ্য ছিল। এদের নেতা ছিলেন ব্রিসোৎ (**Brissot**), যাঁর সহ ও অনুগামীদের জির্‌দাঁ অভিধা দেওয়া হয়েছে। ব্যবসার সর্বনাশ ঠেকাতে গেলে মুদ্রা (**assignats**) মান রক্ষা করতে হবে ; যুদ্ধ ও এদের খুব অপছন্দ নয় কারণ অনেক কনট্রাক্ট মিলবে। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ এরা সঙ্গে সঙ্গে করেনি, কারণ নৌ যুদ্ধের ফলে ফরাসী

সহরগুলির অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে, উপনিবেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে। ইউরোপে সীমাবদ্ধ যুদ্ধই এরা চেয়েছিল। তাতে অভিজাত দলন ও ইউরোপের অন্যত্র রাজতন্ত্রের ওপর আঘাত হানা এক সঙ্গেই সম্ভব হবে। কিন্তু ফল হ'ল বিপরীত। ১৭৯২ সালের বসন্তে ফ্রান্সের একাধিক শোচনীয় পরাজয় ঘটল। প্রয়োজন হ'ল জনসাধারণের সমর্থন। প্রতিদানে যখন সাঁকুলোতরা দ্রব্যমূল্যের দাম বেঁধে দিতে বললে, জিরঁদ্যারা তাতে রাজী হ'ল না। কারণ তা হবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বিরোধী। জ্যাকব্যাঁ মধ্যবিত্ত ও সাঁকুলোতদের আঘাতে রাজতন্ত্রে ফাটল ধরল (১৭৯২ সালের ১০ই আগষ্ট)। এই আন্দোলনে জিরঁদ্যাদের কোন স্থান ছিল না।

জাকব্যাঁ নেতৃত্বে জনসাধারণ ততদিন বুঝেছে যে জিরঁদ্যা নেতৃত্বে যুদ্ধ জেতা সম্ভব নয়। তারা উচ্চতর বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে শান্তির চেষ্টা করছে। ৩১শে মে থেকে ২রা জুন (১৭৯৩) যে অভ্যুত্থান হয় তাতে জাকব্যাঁ মধ্য ও ক্ষুদ্র বুর্জোয়ার পাশে দাঁড়াল সাঁকুলোত। যুদ্ধ জেতার জন্য জাকব্যাঁ নেতৃত্ব হাত মেলাল সাঁকুলোতদের সঙ্গে। ফল— জাকব্যাঁ স্বৈরতন্ত্র বা ত্রাসের রাজত্ব। এব্যাপারে যিনি নেতৃত্ব দিলেন তিনি রোবসপিয়ের। শ্রেণী বিরোধ কিন্তু শেষ হ'ল না। অনিবার্য ভাবে জাকব্যাঁ বুর্জোয়ার সঙ্গে বিরোধ বাধল সাঁকুলোত স্বার্থের। অন্তর্নিহিত বিরোধের পরিণতি হ'ল জাকব্যাঁদের সর্বনাশে।

সবুল দেখিয়েছেন যে বিপ্লবের ইতিহাসে ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই থেকেই সাঁকুলোতরা বারংবার একটা স্বাধীন অংশ গ্রহণ করেছে। তার বীজ নিহিত ছিল ১৭৮৯ এর পূর্বে দোকানদার, কারুশিল্পী ও মজুরদের অবস্থার দ্রুত অবনতিতে। তাদের প্রতিষ্ঠানভূমি ছিল আলাদা, সংগঠন ছিল আলাদা, সংগ্রাম পদ্ধতি ছিল আলাদা। জাকব্যাঁ ক্লাব 'ছিল জাকব্যাঁ বুর্জোয়াদের পাদপীঠ, আর পারীর সেক্‌সান এবং পিপলস সোসাইটি ছিল সাঁকুলোতদের পাদপীঠ। ১৭৯৩ সালের সেপ্টেম্বরে এবারের নেতৃত্বে যে অভ্যুত্থান হয়েছিল তা প্রধানতঃ সাঁকুলোতদের নিজস্ব অভ্যুত্থান। বুর্জোয়া বিপ্লবের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত হ'লেও তার একটা নিজস্ব মূল্য রয়েছে। জাকব্যাঁ বুর্জোয়ারা বাধ্য হয়ে, দায়ে পড়ে, খাদ্যমূল্যের নিরিখ বেঁধে দিয়েছে বা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করেছে, স্বেচ্ছায় নয়। সাঁকুলোতদের মনোভাব প্রাক্‌-ধনতান্ত্রিক মনোভাব, তাতে বুর্জোয়াকথিত অবাধ বাণিজ্য ও স্বাধীন

উদ্যোগের কোন সমর্থন নেই। বুর্জোয়ারা ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে প্রকৃতিদত্ত অধিকার মনে করত। তাতে কোন সীমারেখা টানা যায় না, তা কারও কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যায় না। অন্য পক্ষে সাঁকুলোতরা সব সময়ই সম্পত্তির অধিকারকে সঙ্কুচিত করতে চেয়েছে, সীমাবদ্ধ করতে চেয়েছে। ১৭৯৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর তারা সম্পত্তির উর্ধ্বতম সীমা বেঁধে দেওয়ার দাবী জানিয়েছিল ; চেয়েছিল যে কোন ব্যক্তি যেন একটা কারখানা বা দোকানের বেশী না রাখতে পারে। এ অবস্থা বেশী দিন চলতে পারে না। থার্মিডোরের প্রতিক্রিয়ায় জাকব্যাঁ-সাঁকুলোত জোট ভেঙে গেল।

তাহলে কি বুর্জোয়াবিপ্লবের মধ্যে সর্বহারা বিপ্লবেরও সম্ভাবনা নিহিত ছিল? গেরিন (**Guerin**) এর এই "ট্রটস্কিপন্থী" মতবাদের বিরোধিতা করেছেন সবুল। তাঁর মতে অষ্টাদশ শতাব্দীর সাঁকুলোতদের বিংশ শতাব্দীর শ্রমিকের বিকল্প মনে করা ভুল হবে। **"This is to make a proletarian advance guard of what was nothing but a rear guard defending the positions of traditional economy।"** সবুল আরো স্বীকার করেছেন যে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে দরিদ্র চাষীদের প্রতিরোধের ফলে ধনতন্ত্র সম্পূর্ণ জয় লাভ করতে পারেনি। গ্রামাঞ্চলের বুর্জোয়ারা জয়ী হয়েছিল কিন্তু প্রাক্তন গ্রামসমাজ বিনষ্ট হয়নি। তবে বড় বড় পত্তনিদার ও ভূম্যধিকারী কৃষকের এবং দরিদ্র কৃষকের মধ্যেকার বিরোধ আরো জোরদার হয়। অনেক ক্ষেত্রে তারা সর্বহারা দিন মজুরে পরিণত হয়। এই বিরোধের বিস্ফোরণ ঘটে ১৮৪৮ সালে। এই প্রসঙ্গে 'আনাল' পত্রিকায় (১৯৬৮) তাঁর **Persistence of 'Feudalism' in the Rural Society of Nineteenth Century France** দ্রষ্টব্য।

সবুলের মত জর্জ রুদে ও সাঁকুলোতদের নিয়ে আলোচনা করেছেন, **The Crowd in the French Revolution** গ্রন্থে (১৯৫৯)। বাস্তিল আক্রমণের সময় থেকে বিপ্লবের প্রতি পর্বে বহুবার জনসাধারণ দাঙ্গাহাঙ্গামায় (**journées**) লিপ্ত হয়েছে। বার্ক তাদের "নিষ্ঠুর গুণ্ডা ও নরহন্তা" আখ্যা দিয়েছেন; কার্লাইলের ভাষায় তারা "সর্বগ্রাসী চিতাগ্নি", "বিজয়ী নৈরাজ্য"; তেন তাদের বলেছেন **"contre—bandiers, foux souniers...vagabonds—"** এরা আসলে কারা? এদের খবর আছে পুলিশের দপ্তরে বা **Committee of General Security**-র দপ্তরে। রুদে তার থেকে এদের সংগঠন প্রণালী, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম সম্বন্ধে

একটা আদরা প্রস্তুত করেছেন। সবুলের **Sans-culottes** সম্বন্ধে কাজের পরিপূরক এই গ্রন্থ। বিশেষ করে রুদে জোর দিয়েছেন রুটির দামের হ্রাস বৃদ্ধির ওপর। বেকার সমস্যা সে অগ্নিতে ইন্ধন জোগায়। মনে রাখতে হবে বাস্তিলের পতনের পূর্বে ৪ পাউণ্ড রুটির দাম ১৪৷৷০ স্যুতে দাঁড়িয়েছিল এবং কার্যরত শ্রমিকদের আয়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশী রুটি কিনতে ব্যয়িত হ'ত। বাস্তিল যারা দখল করেছিল (**Vainqueurs de la Bastille**) তাদের তালিকা থেকে রুদে দেখিয়েছেন কয়েকজন শিল্পপতি, বণিক ও সেনাপতি ছাড়া অধিকাংশই ছোট ব্যবসায়ী ও কারু শিল্পী। মজুরের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। এদের ভবঘুরে বলা ভুল হবে। এদের অনেকেই প্যারিসীয় জাতীয় রক্ষীবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভের্সাই অভিযানের পেছনে রুদে দেখিয়েছেন বেকার সমস্যা এবং মজুরীর হার বৃদ্ধি বা কারখানা-দোকানের খাটুনির সময় নিয়ে নানা অসন্তোষ। চটি, পরচুলা, জুতো, ওষুধ, যারা তৈরী করত, দর্জি এবং বাড়ীর চাকর, ঝি সবাই ছিল এর মধ্যে। রুটির দোকানদাররা গম পাচ্ছিল না। তাদের দোকান বারংবার আক্রান্ত হচ্ছিল। বাকীরা রুটি পাচ্ছিল না। এদের উস্কে দেয় দেশমুলিনস্, দাঁতঁ, ইত্যাদি।

রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ১৭৯২ সালের জুলাই ও আগষ্টে যারা দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধায় তাদের নেতৃত্ব দেয় ফবুর্গ সাঁ আঁতোয়ানের গরীব প্যারিসীয় নাগরিক। ১০ই আগষ্ট যারা তুইলারীস প্রাসাদ আক্রমণ করে রাজতন্ত্রের পতন ঘটায় তাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল বাড়ির চাকর, পোর্টের শ্রমিক, গাড়োয়ান, কাঁচশিল্পের মজুর, জার্নিমেন, মাষ্টার ক্রাফটসমেন, দোকানদার।

কিন্তু এই আগষ্ট বিপ্লবে ভোট ছাড়া কিছুই পেল না সাঁকুলোতরা। তারা কনভেনশ্যানের কাছে দাবী করল কাজ দিতে হবে, রুটি দিতে হবে। ১৭৯৩ সালে আবার বাড়ছিল রুটির দাম, চিনির দাম, মোমবাতির দাম, সাবানের দাম। সবগুলি প্যারিসীয় সেকশানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। জিরঁদ্যা, জাকব্যা, বুর্জোয়া ও জনসাধারণের মধ্যকার ফাটল আরো বাড়ে। ফেব্রুয়ারী মাসে দোকানে দোকানে হামলা হয়—জোর করে জিনিষের দাম কমান হয়। চিনির দাম ৪৭-৬০ স্যু থেকে নামানো হয় ১৮-২৫ স্যুতে, সাবানের দাম ২৩-২৮ স্যু থেকে ১০-১২ স্যুতে। অবশ্য অসামাজিক লুটেরার দলে যে এদের মধ্যে একেবারে ছিল না তাও নয়। এরা আক্রমণ করেছিল বড় বড় ব্যবসায়ীর মজুতদারের গোলা, যারা জিনিষপত্র গোপন করে কালোবাজারে বেচছিল।

বলাবাহুল্য হাঙ্গামার ফলে কিছু ছোট দোকানদারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কনভেনশান এর নিন্দা করে এবং এর পিছনে প্রতিক্রিয়ার হাত লক্ষ্য করে, অঁরাজেখ্যাত জ্যাক রুক্স (Roux) কে দায়ী করা হয়। মারা এই সময় থেকে অসন্তুষ্ট সাঁকুলোতদের প্রতিভূ হন। উত্তেজিত জনতার শোভাযাত্রা ও মহিলাদের আক্রমণে বাধ্য হয়ে কনভেনশন ময়দা ও রুটির মূল্য নিয়ন্ত্রণাদেশ পাশ করে (**First law of the Maximum**)। অঁরাজে দল এতেও সন্তুষ্ট হয় না।

এবার এদের কাজে লাগালো জাকব্যাঁ দল জিরঁদ্যাদের গদীচ্যুত করতে। তবে সাবধানে। জাকব্যাঁ নেতৃত্ব জনসাধারণকে অঁরাজে বা এবের (**Hebert**) কারুর হাতে ছেড়ে দিতে রাজী ছিল না। ৩০ মে-জুন (১৭৯৩) এদেরই ক্ষেপিয়ে দিয়ে জাকাব্যাঁরা জিরঁদ্যা নেতাদের জব্দ করল। কিন্তু খাদ্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও মুদ্রামানের নিম্নগতি অব্যাহত রইল। সেপ্টেম্বরে এদের চাপে প্রতি সেক্‌শানের সভায় যোগ দেওয়ার জন্য সাঁকুলোতদের ৪০স্যু করে পাবার ব্যবস্থা হ'ল এবং বিহু বিঘোষিত বৈপ্লবিক বাহিনীর (**armeé revolutionnaire**) পত্তন হ'ল। এই বাহিনী জাকব্যাঁ রাজত্বের যন্ত্র হিসেবে গ্রামাঞ্চল থেকে গম, মাংস ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য পারীতে নিয়ে আসতে লাগল। ২৯শে সেপ্টেম্বর কনভেনশন **Maximum General**এর আইন পাশ করতে বাধ্য হ'ল যা বহু দ্রব্যের উর্ধ্বতন মূল্য বেধে দিল, মজুরীর হারও। ১লা নভেম্বর এর খানিকটা অদলবদল হয়। জাকব্যাঁ—সাঁকুলোতদের সম্মিলিত শক্তির ওপর দ্বিতীয় বৎসরের বৈপ্লবিকসরকার প্রতিষ্ঠিত হ'ল। সবুল দেখিয়েছেন যে এই প্রথম সেকশানের সভায়, রেভল্যুশনারি কমিটি ও কম্যুনের সভায় সাঁকুলোতরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল।

কিন্তু সরকার বেশীদিন মূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ করতে পারল না। মফস্বলের উৎপাদক ও মধ্যস্থরা কালোবাজারে বেচবার আশায় মাল লুকিয়ে ফেলতে লাগল কিংবা পাইকারী ব্যবসাদারদের সঙ্গে গোপন ব্যবস্থা করতে লাগল। এর একমাত্র ফল—পারীর ক্রেতাদের বেশী দাম দিতে হল, শুধু মাংসের জন্যই বেঁধে দেওয়া দামের ২৫-৫০ স্যু বেশী। মাখনের দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছিল পাউণ্ড প্রতি ২২ স্যু, কালোবাজারে তা বিক্রি হ'ল ৩৬-৪৪ স্যু'তে। দুটো পথ খোলা ছিল সরকারের হাতে: (১) ত্রাসের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেওয়া, (২) গ্রামাঞ্চলের চাষী ও উৎপাদকদের সঙ্গে একটা সমঝোতা, অর্থাৎ আইনের কঠোরতা কমিয়ে তাদের লভ্যাংশ বাড়িয়ে

দেওয়া। শেষেরটা করা হ'ল। উগ্রপন্থী এবারের দলকে গিলোটিনে প্রাণ দিতে হ'ল। পূর্ব জার্মানীর ঐতিহাসিক ওয়াল্টার মার্কভের অঁরাজে নেতা জ্যাক রুক্স (**Jacques Roux**) এর জীবনী এবিষয়ে নূতন আলোক পাত করেছে। রেভেল্যুশনারি আর্মিকে এপ্রিল (১৭৯৪) মাসে ভেঙ্গে দেওয়া হ'ল। গ্রামাঞ্চলে মজুতদার-কালোবাজারীদের ধরবার জন্য যে সব সমিতি করা হয়েছিল তারাও লুপ্ত হ'ল। মার্চের শেষে সরকার দ্রব্যের ঊর্দ্ধতম মূল্য পুনর্নিধারণ করল উৎপাদকের লাভের প্রতি নজর রেখে। শ্রমিকদের মজুরী হ্রাসের বিধান জোর করে চালু করা হ'ল, ধর্মঘটী শ্রমিকদের বন্দী করা হতে লাগল এবং তাদের সংহতি শ্যাপেলিয়ারের বিধান প্রয়োগে ব্যাহত করা হ'ল। জুন-জুলাই (১৭৯৪) মাসে রাজমিস্ত্রী, কুমোর, অস্ত্র কারখানার শ্রমিক মজুরী বাড়ানোর জন্য চাপ দিতে থাকে। উত্তরে পারী কম্যুন যে নূতন হারে **maximum des salaires** ঘোষণা করে তাতে মজুরীর হার প্রায় অর্ধেক কমে যায়।

রোব্সপিয়ের সরকারের বিরোধী প্লেনের (**Plain**) এর সভ্যরা এ সুযোগ নিল। ফ্লুরাসের জয়ের পর প্লেন ত্রাসের কোন প্রয়োজন আছে মনে করত না। তদুপরি আরম্ভ হয়েছিল পাবলিক সেফটি ও জেনারেল সিকুইরিটি এই দুই কমিটির অন্তর্বিবাদ। ৯ই থার্মিডোর রোব্সপিয়ের ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরুল এবং রোব্সপিয়ের তাঁর পশ্চাতে সাঁকুলোত বাহিনীকে দেখতে পেলেন না।

এই দীর্ঘ প্রবন্ধেও বিপ্লব-বিষয়ক গবেষণার সকল দিকের ওপর আলোকপাত করা গেল না। একটা মোটামুটি ধারণা বোধহয় দেওয়া গেছে। ঐতিহাসিকগণ যে কোন একটা বিশেষ মতবাদ আঁকড়ে বসে নেই, প্রত্যেক বিষয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন এটা আশার কথা। কম্যুনিষ্ট নেতা বাব্যুফ নিয়ে অনেক লেখা-লেখি চলেছে। তাঁর দ্বিশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে **Annales historiques de la Re´volution francaise** বিশেষ সংখ্যা (১৯৬০) দ্রষ্টব্য। তাঁর **provisional revolutionary dictatorship** এর ধারণার সঙ্গে লেলিনের ধারণার মিল টানা হচ্ছে। ফ্যুরেত্ ও রিসেত্ বিপ্লবের মার্ক্সীয় ব্যাখ্যার ঘোরতর প্রতিবাদও শুরু করেছেন ষাটের দশক থেকে। ত্রিবিধ বিপ্লবের সমাহার এই বিপ্লবকে তাঁরা "আকস্মিক" বলে মনে করেন। এর মধ্যে কোন উদ্দেশ্য বা পরিণতির ঐক্য নেই। থার্মিডোরের পর বিপ্লব তার পূর্ববর্তী স্রোতে প্রত্যাবর্তন করে। রাজ-

নীতির কবল থেকে মুক্ত হয়ে ফ্রান্স অতি সহজেই নেপোলিয়নের হাতে আত্মসমর্পণ করে। এটা বুর্জোয়া বিপ্লব নয়, বুদ্ধিবাদীর বিপ্লব এমন কথাও আনালের (১৯৬৯) এক সংখ্যায় বলা হয়েছে। ১৯৭১ সালে আনালের আর এক সংখ্যায় **'Le Cate´chisme revolutionnarire'** প্রবন্ধে সবুলকে আরো তীব্র ভাষায় ভৎর্সনা করা হয়েছে। ভোবেল আবার রিসেতের প্রতিবাদী। ভোবেল বুদ্ধিবাদী এলিট ধারণার সমর্থনে তথ্য না পেয়ে পুনরায় শ্রেণী ধারণায় ফিরতে চান। দুজন মার্কিন ঐতিহাসিক—রবার্ট ফরষ্টার ও জর্জ টেইলরের রচনা অনেক নতুন দিক খুলে দিয়েছে। আলথুসারপন্থী মার্ক্সবাদীরা আরেক দিক।

অতি সম্প্রতি ফ্রাঁসোয়া ফ্যুরেতের দুখানি মূল্যবান পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে— **La gauche et la Re´volution francaise au milieu du xix`e sie`cle** ও **Marx et la Re´volution francaise.** এর সঙ্গে ১৯৮১ সালে প্রকাশিত **Interpreting the French Revolution** পড়লে গোড়া মার্ক্সীয় ব্যাখ্যার বিরোধী মতটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কব্যানের সমালোচনার চেয়ে তা আরও গভীরচারী।

মার্ক্সের প্রথম দিকের লেখায় বড়ো হয়ে উঠেছিল ফরাসী বিপ্লবের মর্মের সঙ্গে তৎ সঞ্জাত বাহ্যিক প্রতিষ্ঠান সমূহের বিরোধ। 'ইয়ং মার্ক্স' বিপ্লবের মানববাদী আদর্শ ও ফলশ্রুতি নিয়ে বেশী চিন্তিত ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি বিপ্লবের চরিত্র ও উৎস নিয়ে বেশী মাথা ঘামান।

বুঁর্বো রাজত্বের অন্তিম পর্বে বুর্জোয়া শ্রেণী সমাজে যথেষ্ট প্রাধান্য বিস্তার করেছিল এবং রাষ্ট্রে ও তার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। সেই অনিবার্য বিকাশকে মার্ক্স বুর্জোয়া বিপ্লব আখ্যা দিলেন। এর মধ্যে সিভিল সোসাইটি ও পোলিটিক্যাল সোসাইটির বর্ধমান পার্থক্য বিদুরিত হয়েছিল।

ফ্যুরেত এ ধরনের ব্যাখ্যায় দু রকম সমস্যার সন্ধান পেয়েছেন—(১) ন্যায়গত, (২) ইতিহাসগত। প্রথমটার সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য, ১৭৮৯ পর্যন্ত সমগ্র অষ্টাদশ শতকব্যাপী অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও বুর্জোয়া দল উপদলগুলির সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশদরূপে বিশ্লেষণ না করেই মার্ক্স বিপ্লবকে 'বুর্জোয়া' বিশেষণ দেন কি করে? যে রাজনৈতিক ঘটনা-পরম্পরা সে সব পরিবর্তন ব্যাখ্যা করবে, মার্ক্স সে সব রাজনৈতিক ঘটনা থেকেই তাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। ইতিহাস-গত আপত্তি—ক্ল্যাসিক্যাল বুর্জোয়া বিপ্লব কেন এমন **polymorphic** রূপ নিল? বিপ্লবের ছেদ টানার জন্য এত বার এত চেষ্টা হল কেন? যদি বলা হয় ফরাসী

বিপ্লব শুধু আধুনিক সামাজিক-রাজনৈতিক পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বার খুলে দেয়, বিশেষ কোনো একটা পরীক্ষাকে সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিপন্ন করেনি, তা হলে প্রশ্ন উঠবে, এমন বিপ্লবকে 'বুর্জোয়া' আখ্যা দেব কেন ? বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে বিপ্লব আধুনিক রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু মার্ক্স কি তাহলে হেগেলকে অনুসরণ করে রাষ্ট্রকেই সামাজিক পরিবর্তনের কেন্দ্রে বসাচ্ছেন ? যদি তাই হয়, তবে তাঁর হেগেলবিরোধী মতবাদ কি ভ্রান্তিবিলাস ?

ফ্যুরেতের বক্তব্য, বিপ্লবের সামাজিক তাৎপর্য নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, এবার আলোচনা হোক রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে। প্রথম দিকের মার্ক্স উদার-নৈতিক গিজো ও তিয়ের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল ১৭৯৩ সালের ঘটনাবলী আপতিক। ১৭৮৯ সালে সংস্কারের যে ঢেউ ওঠে ১৮৩০ ও ১৮৪৮এ তাই গড়িয়ে চলে। কিন্তু দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্রের .পতনে গিজোর মনে সন্দেহ দেখা দেয়। ১৭৯৩ কে আর ব্যতিক্রম বলে মনে হয় না। ঠিক সেই সময় সমাজতন্ত্রী লুই ব্লঁ ১৭৯৩ এর ঘটনাকে প্রাধান্য দিচ্ছিলেন। জাকব্যাঁ স্বৈরতন্ত্র অনিবার্য ও প্রয়োজনীয় মনে হচ্ছিল। অতীতের পরিণামের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠছিল ভবিষ্যৎ বিবর্তনে তার মূল্য। লুই নেপোলিয়নের ক্ষমতা দখলের পর মার্ক্স ও আর ১৭৯৩ কে আপতিক, আকস্মিক, দুর্ভাগ্যজনক মনে করতে পারছি-লেন না। তিনি যে সামাজিক ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে রাজনৈতিক ব্যাখ্যার প্রতি ঝুঁকছিলেন, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—**Eighteenth Brumaire.**

ফ্যুরেতের মতে মিশলের সমসাময়িক জাকব্যাঁ নেতা এডগার কিনেত্ (**Edgar Quinet**) ১৮৬৫ সালে বিপ্লবের সব চেয়ে ভালো ব্যাখ্যা দেন। র‍্যাডিক্যাল আদর্শবাদের সঙ্গে কিনেত মিশিয়েছেন সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে নৈতিক আপত্তি। ১৭৮৯ ও ১৭৯৩এর মধ্যে কোন অবিচ্ছিন্ন ন্যায়সঙ্গত যোগসূত্র তিনি খুঁজে পাননি। ১৭৮৯ কে তিনি দেখেছেন নতুন এক গণতন্ত্রী, উদারতন্ত্রী সমাজের ভঙ্গুর সূচনা রূপে—পুরোনো সমাজের পরিণামরূপে নয়। ১৭৯৩এর সন্ত্রাসবাদের ব্যাখ্যা তিনি পেয়েছেন **ancien regime**এর ক্রিয়াকলাপের প্রবাহমানতায়। তার বীজ থেকে গিয়েছিল। পরে, আভ্যন্তরীণও আন্তর্জাতিক নানা ঘটনার সংঘাতে, ফুটে বেরোয়। ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে মতভেদ থাকা শুধু স্বাভাবিক নয়, স্বাস্থ্যকরও বটে। সত্য সিদ্ধান্তে কোনদিন পৌছানো যাবে কিনা জানি না কিন্তু রহস্যময়ী বলেই ত ইতিহাসের দেবী ক্লিওর আকর্ষণ এত বেশী।

ঐতিহাসিক র‍্যাঙ্কে

প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক এ.জে.পি. টেইলর একদা বলেছিলেন, "মান বদলে গেলেও মহত্ত্ব বদলে যায় না। বস্তুতঃ মহত্ত্বের মাপকাঠি হ'ল পরিবর্তনশীল মানের উর্ধ্বে ওঠা"। একথা যেমন শেকস্‌পীয়রের পক্ষে প্রযোজ্য, তেমনি আধুনিক ইতিহাসের জনক লিওপোল্ড ফন র‍্যাঙ্কের পক্ষে। কি পণ্ডিত ও শিক্ষক, কি বর্ণনাবিশারদ ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রণালীর প্রবর্তক হিসাবে র‍্যাঙ্কের মহত্ত্ব অবিসংবাদিত। এমনকি যাঁরা র‍্যাঙ্কের পজিটিভিষ্ট ইতিহাস দর্শনের বিরোধিতা করেছেন তাঁদের কাছেও। ইতিহাসের বিষয়বস্তু "অতীত ঠিক যা ছিল" **(The past as it actually was)**, এ ধরনের মন্তব্য মেনে নিতে আজকের খুব কম ঐতিহাসিকই রাজী হবেন, কিন্তু কয়েক যুগ ধরে জার্মান ইতিহাস দর্শনের এই দৃপ্ত ঘোষণা (তেনের ভাষায়—**"winged phrase"**) পাশ্চাত্যের সব ঐতিহাসিক প্রায় বেদবাক্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। আচার্য যদুনাথ সরকার প্রমুখ ভারতীয়রাও।

সমসাময়িক কিন্তু পৃথক আদর্শে উদ্বুদ্ধ অ্যাক্টন বলতেন, "র‍্যাঙ্কের জীবন তাঁর রচনাবলীর মত অন্তহীন।" ১৭৯১ সালে তাঁর জন্ম। ১৮১৪ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম রচনা, আর শেষ রচনা বেরোয় ১৮৮৬তে, যখন তিনি পঁচানব্বইতে পদার্পণ করছেন। প্রায় নব্বইখানি বই লিখেছিলেন বা সম্পাদনা করেছিলেন তিনি। ***Historische Politische Zeitschrift*** নামধেয় অনবদ্য ঐতিহাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন সাফল্যের সঙ্গে দীর্ঘকাল। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপকের আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন সগৌরবে। তথ্যের প্রতি আনুগত্যে কোনদিন ভাঁটা পড়েনি। তথ্যই ছিল তাঁর পথপ্রদর্শক ধ্রুবতারা, হয়তো পথভোলানো আলেয়া। তথ্যকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে, যত নগণ্যই হোক, কোন তথ্যই শেষ পর্যন্ত বাজিয়ে না নিয়ে তিনি ছাড়তেন না। তাঁর ইতিহাস হয়েছিল

critical কিন্তু **colourless.** অ্যাক্টন যোগ করতে চেয়েছিলেন আর একটি বিশেষণ—**ethicless,** নীতিজ্ঞান বিবর্জিত।

র‍্যাঙ্কের ডক্টরেটের গবেষণার বিষয়বস্তু ছিলেন থুকিডিডিস। বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের এই গ্রীক জনকের প্রভাব ছাড়াও সক্রিয় ছিল ইতালীর সমাজতাত্ত্বিক ভিকো, জার্মান জাতীয়তাবাদের উদ্গাতা হার্ডার, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পূর্বসূরী, রোমক ইতিহাসে বিশেষজ্ঞ, রাইনোল্ড নিভ্যুর, আদর্শবাদী দার্শনিক হেগেল প্রভৃতির প্রভাব। তিনি নিজে স্বীকার করেছেন স্যার ওয়াল্টার স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাস তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল। সব চেয়ে ক্রিয়াবান ছিল তাঁর কৈশোর-যৌবনে উদ্ভিদ্যমান হার্ডার, শ্লেগেল, সেলিং এর রোমান্টিক চিন্তাধারা। শ্লেগেল যা বিশ্ব-সাহিত্যের জন্য করেছিলেন, গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয় জার্মান ভাষার এবং স্যাভিগনি জার্মান আইনে, র‍্যাঙ্কেও তাই করেছেন ইতিহাসের ক্ষেত্রে, ঐতিহাসিক সমালোচনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

১৭২৫ সালে প্রকাশিত ***New Science*** এ ভিকো মানবসভ্যতাকে তিন পর্বে ভাগ করেছিলেন। প্রথম পর্বের নায়ক দেবতা, দ্বিতীয়ের বীর, তৃতীয়ের সাধারণ মানুষ। বিভিন্ন যুগে ও মানবজাতিতে সাংস্কৃতিক পার্থক্য লক্ষ্য করেছিলেন তিনি, যা অষ্টাদশ শতকীয় প্রজ্ঞালোকিত সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত।

১৭৮৪—৯১-র মধ্যে বেরোয় হার্ডারের ***Thoughts on History.*** ইতিহাসের মধ্যে একটা পরিকল্পনা কাজ করছে। বিজ্ঞানীরা দেশের মধ্যে তা ধরবার চেষ্টা করছেন, ঐতিহাসিকরা কালের মধ্যে। হার্ডার বুঝেছিলেন ভৌগোলিক অবস্থানের মাহাত্ম্য, জাতীয় চরিত্রের গুরুত্ব। "প্রথমে জাতির সঙ্গে সহানুভূতি স্থাপন করতে হবে, তারপর যুগধর্মে প্রবেশ করতে হবে—ভূগোল, ইতিহাস সকল ক্ষেত্রে। ভাবের মাধ্যমে একেবারে আত্মসাৎ করতে হবে।" তখনই বোঝা যাবে প্রত্যেক ঘটনাই আপন ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে আপেক্ষিকভাবে ন্যায়সঙ্গত। **"The God I seek in history must be the God who is in nature ; for man is only a small part of the whole, and his history, like that of the worm, is interwoven with the fabric he inhabits."** বলাবাহুল্য, এ ধরনের চিন্তার মূলে ছিল এনলাইটেনমেণ্টের **universalism** এর বিরুদ্ধে রোমান্টিসিজমের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিবাদ।

নিভ্যুরের কাছে র‍্যাঙ্কে শিখলেন ইতিহাস রচনার বৈজ্ঞানিক আঙ্গিক। প্রাচীন পুঁথির ও খোদিত লিপির ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে নিভ্যুর দেখান রোমের ঐতিহাসিক লিভি কতখানি ভ্রান্ত। মধ্যযুগ যে রোমান ইতিহাসকে মহাকাব্যের মর্যাদা দিয়েছিল তার পেছনে ঐতিহাসিক সত্য হল এক স্বাবলম্বী কৃষক সমাজ। ফিকৃটে ও হেগেল যোগালেন আদর্শবাদী দর্শন। হেগেলের মতে ইতিহাস ঈশ্বরের পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনার ক্রম বাস্তবায়ন। তাতে প্রতি খণ্ড ঘটনা ও তার বাতাবরণ পূর্ণের আলোকে অর্থবান ও সমর্থনযোগ্য হয়ে ওঠে। হেগেল আরও শেখান মানব সমাজের বিবর্তনে রাষ্ট্রের গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁকে প্রতিধ্বনিত করে র‍্যাঙ্কে বলেছিলেন, রাষ্ট্র হল ঈশ্বরের চিন্তা—**thoughts of god.**

এ সব প্রভাব পরিপাক করে র‍্যাঙ্কে যে ইতিহাস দর্শনের জন্ম দিলেন তাকে **historicism** বলা হয়েছে, কখনও বা **positivism.** র‍্যাঙ্কের সবচেয়ে বড়ো শিষ্য মিনেকে (**Meinecke**) তাঁর ***The Evolution or Historicism*** গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন, **"It consists in the substitution of an individualizing attitude towards historic--human forces for a generalizing one."** সামান্যীকরণের স্থলে বিশেষীকরণের প্রতিষ্ঠা। ডাচ পণ্ডিত পিয়েতর হাইল (**Geyl**) প্রায় এক কথাই বলছেন—**"breaking away from generalization or abstraction constructed by the reasoning faculty, and the desire to open the mind to the reality in its manifold manifestations and appearances."** আমাদের সামনে বাস্তব নানা রূপে নানা আকারে দেখা দিচ্ছে। বুদ্ধিবৃত্তি (যার ওপর এনলাইটেনমেণ্ট এত জোর দিয়েছিল) চায় তাদের সামান্যীকরণ। তাতে বোঝবার সুবিধা হয়। **Historicism** এর বিপরীত। তা চায় মানুষের মনকে সৃষ্টির বৈচিত্র্যের প্রতি, বাস্তবের অনন্ত রূপের প্রতি অবহিত করতে। দ্বিতীয়তঃ এনলাইটেনমেণ্টের মতে মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তি ও গুণাবলী অপরিবর্তনীয়। হিষ্টরিসিজম্ দেখাতে চাইল অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম পরিবর্তন অহরহ ঘটছে। মানব বা মানব সমাজ কোন নিরাকার একক সত্তা নয়। মানব সমাজ বিচিত্র, তাদের সংস্কৃতিও বিভিন্ন এবং প্রত্যেকটির অগ্রগতি তার স্বতন্ত্র গঠন অনুসরণ করেই ঘটতে থাকে। আত্মজীবনীতে র‍্যাঙ্কে লিখছেন, "ফরাসী ভাবধারা সাধারণতন্ত্র, সাম্রাজ্য এ ধরনের ব্যাপক চিন্তায় অভ্যস্ত, আমার ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণা কিন্তু জাতিস্বাতন্ত্র্যের ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে আছে।" সব সামাজিক

প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে রাষ্ট্র, মানুষের আত্মার প্রাথমিক সৃষ্টি—"তারা জীবন্ত, তারা ব্যক্তিগত, তারা অনন্যসত্তার অধিকারী।" তারা নানা বাধা-বিপত্তি ঠেলে চলেছে আদর্শের দিকে, "কিন্তু প্রত্যেকে নিজস্ব পন্থায়।" তারা ঈশ্বরের এক এক অনন্য ভাবনা। এই বিশ্বরহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গেলে প্রত্যেকটি তথ্য আয়ত্তে আনতে হবে। ন্যায়ের ভাষায় তিনি নিয়েছিলেন আরোহী **(inductive)** পন্থা—আলাদা আলাদা তথ্য থেকে গড়ে উঠবে ঘটনা সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা। ***History of Latin and Teutonic Nations*** এর ভূমিকায় তিনি ঐতিহাসিকের অন্বিষ্ট ঘোষণা করেছিলেন – **wie es eigentlich gewesen ist (how it actually took place** বা **the past as it actually was).** এর মূল বাণী ছিল—অতীতকে বিচার কর না, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বর্তমানকে শিক্ষা দেবার চেষ্টাও কর না। বিচার বা প্রচার ঐতিহাসিকের কাজ নয়। রেনেশাঁসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গুইচারদিনিকে সমালোচনা করে র‍্যাঙ্কে লিখেছিলেন, "নগ্ন সত্য, অলঙ্কারহীন, প্রত্যেকটি তথ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান। বাকীটার ভার ঈশ্বরের ওপর। কিছুতেই কল্পনার প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না, ক্ষুদ্রতম বিষয়েও নয়, কিছুতেই মনগড়া তথ্য ঢোকানো নয়।" (**"By no means fiction not even in the smallest details, by no means fabrication."**)

কোন পদ্ধতিতে আমরা এ ধরনের ইতিহাস রচনা করব? র‍্যাঙ্কে বললেন, বিভিন্ন পুঁথি (মৌলিক উপাদান) ও লেখকের সমালোচনামূলক তুলনা, সবচেয়ে প্রাথমিক এবং সমসাময়িক উপাদান সংগ্রহ, উপাদানের চেয়েও উপাদান যিনি রেখে গেছেন, সাক্ষ্যের চেয়েও সাক্ষীর, সততা সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি চাই। কিন্তু কোঁৎ-এর অনুকরণে এর পেছনে ক্রিয়াবান কোন সাধারণ বিধানের অনুসন্ধান করা চলবে না, কোন নৈতিক বিচার করার চেষ্টাও চলবে না। প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে ঐশ্বরিক নিয়ম। বিশ্বনিয়ন্তা বড়ো বড়ো ঘটনার গতি চালনা করেন আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জীবনের মতোই। তাকে ত যথাযথ প্রকাশ করা যায় না, তাকে কেবল বোধ দ্বারা বোধ করতে হয়। এ সময় তিনি তাঁর যাজক ভাইকে লিখেছিলেন, **"I have seen the workings of God from a great distance at least."**

অনেকগুলি স্তরে র‍্যাঙ্কে সমন্বয় করতে চেয়েছেন। প্রথমতঃ ঐতিহাসিক যে বিষয় নির্বাচন করেছেন তার কেন্দ্রগত **'idea'** (হেগেলীয় অর্থে) কি তা

অনুধাবন করতে হবে। কলিংউড তাঁর ***Idea of History***তে হেগেল-কথিত '**idea**'র সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। '**idea**' বলতে বোঝায় মানুষ নিজে তার জীবন কি, জীবনের উদ্দেশ্য কি সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করে। র‍্যাঙ্কের 'লাতিন ও টিউটনিক জাতির ইতিহাস' এর কেন্দ্রগত '**idea**' ছিল প্রটেষ্টাণ্ট মতবাদ। দ্বিতীয় স্তরে দেখা যাবে এরকম '**idea**'র সঙ্গে অন্য '**idea**'র সংঘর্ষ চলেছে। সে সংঘর্ষ (প্রোটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিক মতবাদের সংঘর্ষ) অনুধাবন করলে কেন্দ্রগত '**idea**' আরও স্পষ্টরূপ নেবে। অংশ উদ্ভাসিত হবে পূর্ণের আলোয়। এজন্য র‍্যাঙ্কে এত **universal history** লিখেছেন (যেমন পোপদের ইতিহাস, রেফমের্শনের সময় জার্মেনীর ইতিহাস, ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে ফ্রান্সের ইতিহাস, ইত্যাদি)। তৃতীয় স্তরে দেখা যাবে '**idea**'র একটা নিজস্ব কার্যকারণ প্রণালী রয়েছে। ইতিহাসের মহাপুরুষগণ তারই ধারক ও বাহক। চতুর্থ স্তরে উঠলে বোঝা যাবে সর্বোচ্চ কারণ ইহজগতের অতীত। তা হ'ল ইতিহাসের মধ্যে ক্রমপ্রকাশিত ঈশ্বরীয় পরিকল্পনা। মানুষ তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে বা প্রভাবিত করতে পারে না। মহাপুরুষগণ যন্ত্র, ঈশ্বর যন্ত্রী।

এখানেই আমরা দেখছি নিরপেক্ষ জ্ঞানতপস্বী র‍্যাঙ্কে কিভাবে ধার্মিক লুথার-পন্থীর কাছে আত্মসমর্পণ করছেন। কিন্তু আরো একটু গভীরে গেলে বুঝব শুধু ধর্ম-প্রাণতাই র‍্যাঙ্কের **transcendentalism**এর উৎস নয়। সারাজীবন সকল কাজে অন্যান্য অনেক জার্মান পণ্ডিতের মত র‍্যাঙ্কেও জেনার যুদ্ধে নেপোলিয়নের হাতে প্রাসিয়ার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছেন। যদিও তাঁর জন্ম স্যাকসনিতে, স্যাকসনি ১৮১৫ সালে প্রাসিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। উপাদান সংগ্রহের জন্য বহুবার অষ্ট্রিয়া ও ইতালী সফর করেছিলেন তিনি, সব ব্যয়ভার বহন করেছিল প্রাসীয় সরকার। প্রাসীয় রাজের পৃষ্ঠপোষকতায় বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের আসন তিনি পান ১৮৩৪এ। পার্থিব উন্নতি ও সম্মানের জন্য প্রাসীয় সরকারের কাছে ঋণী র‍্যাঙ্কের মনোভাব সিভিলিয়ানদের ছাঁচে গড়ে উঠেছিল। তাই কৃতজ্ঞতা দেখাতে প্রাসিয়া ও তার ভাবাদর্শের পক্ষে তিনি কাগজে কলমে লড়াই করে গেছেন।

কার বিরুদ্ধে, কোন কারণে সে লড়াই? প্রধানতঃ, ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম প্রসূতি অষ্টাদশ শতকীয় চিন্তাধারা, ফরাসী বিপ্লবপ্রসূত আগ্রাসী ফরাসী জাতীয়তাবাদ (যা নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যে রূপ নিল) এবং ঐ ঘটনার আবর্তে উত্থিত সামন্ততন্ত্র, রাজতন্ত্র, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শত্রু জাকর্ব্যা

বাদের বিরুদ্ধে। জেনায় প্রাসীয় বাহিনীর পরাজয় আসলে নতুন ভাবাদর্শ (যাকে 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা' রূপ জিগিরের মধ্যে দেখা হয়), নতুন রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক (বুর্জোয়া বললে খুব ভুল হবে না) ব্যবস্থার হাতে প্রায় মধ্যযুগীয়, প্রায় সামন্ততান্ত্রিক, ভাবাদর্শ ও ব্যবস্থার পরাজয়। এর দুটো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় জার্মেনীতে—একটা প্রবাহিত হয় উদারতন্ত্রের দিকে, অন্যটা যুঙ্কার ও সৈন্যবাহিনীর যৌথ শক্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত স্বৈরতন্ত্রের দিকে। র‍্যাঙ্কে দ্বিতীয়টা বেছে নেন।

১৮৩২ থেকে ১৮৩৬ তাঁর সম্পাদিত জার্ণালে (**Historische-Politische-Zeitschrieft**) বলা হয় বিপ্লব সব দেশের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। কোনও জাতির উচিত নয় তার আপন উদ্ভব ও বিবর্তনের প্রকৃতি থেকে পৃথক্ অন্য কোন জাতের রাজনৈতিক আদর্শ অনুকরণ করা। মনে রাখতে হবে তখন ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লব সবে হয়েছে। র‍্যাঙ্কের বক্তব্য, ফ্রান্সের পক্ষে তা যত দরকারী হোক প্রাসিয়ার ওপর তা চাপানো অনৈতিহাসিক সিদ্ধান্ত হবে। তাছাড়া ফ্রান্সের চেয়ে প্রাসিয়া সংস্কৃতির দিক থেকে ঢের এগিয়ে আছে। তার পক্ষে হবে পশ্চাদপসরণ। জার্মান উদারনীতিবিদ নেতারা যখন শাসনতন্ত্রের দাবী জানান, তিনি লিখলেন, "প্রজাদের সত্যকার প্রতিনিধি রাজা…যা ঐতিহাসিক অধিকার তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে কি হবে?" ১৮৪৮ সালে ফ্রাঙ্কফুর্টে উদারনৈতিক নেতারা যখন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে বসলেন, র‍্যাঙ্কে প্রাসীয় রাজকে একটা শাসনতন্ত্র তৈরী করতে উপদেশ দিয়েছিলেন সত্য, সে কিন্তু উদারতন্ত্রে বিশ্বাসের জন্য নয়, জনগণের অসন্তোষ ঠেকাতে এবং সর্বোপরি মধ্যবিত্তদের জনগণ থেকে আলাদা করে নিতে। তিনি রাজাকে বল্লেন, "আপনি ঘটনার প্রভু, কারণ সামরিক বাহিনী আপনার হাতে।" তাঁর উচ্চারণের মখমল দস্তানার নীচে ছিল লোহার হাত। তাছাড়া র‍্যাঙ্কে মনে করতেন প্রাসীয় রাজতন্ত্রের একটা নিজস্ব লক্ষ্য রয়েছে। প্রাসিয়া যদি কোন জার্মান ফেডারেশনের মধ্যে ঢোকে তাহলে হোহেনজলার্ণ বংশের ঐতিহ্যের আমূল পরিবর্তন ঘটবে। এজন্য বিসমার্কের 'ইম্পিরিয়াল কনষ্টিট্যুশন' তিনি পছন্দ করেননি, পছন্দ করেননি ধর্ম্মবহির্ভূত বিবাহ, সংগঠন ও আন্দোলনের স্বাধীনতা, স্থানীয় স্বাতন্ত্র্য, এমনকি শিল্প প্রসারের পরিকল্পনা। তবে জার্মেনীর ঐক্যসাধন তিনি চাইতেন, প্রয়োজনে যুদ্ধ করতেও তাঁর আপত্তি ছিল না। যুদ্ধকে তিনি শক্তির প্রকাশ বলে মনে করতেন। যতদিন হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্য এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেছে, তিনি

তাকে ভালো বলেছেন। কিন্তু ১৮৬৬ সালের অষ্ট্রো-প্রাসীয় যুদ্ধকে তিনি আত্মরক্ষা বলে ঘোষণা করলেন, ১৮৭০-৭১ সালের ফ্রাঙ্কো-প্রাসীয় যুদ্ধকে ইউরোপীয় সংহতি ও শৃঙ্খলার স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজন বোধ করলেন। বলাবাহুল্য, এ দুটি যুদ্ধে সবচেয়ে লাভবান হয়েছিল র‍্যাঙ্কের পৃষ্ঠপোষক প্রাসীয়-রাজ। প্রাসীয় রাজের শক্তিবৃদ্ধিতে তিনি ঐশ্বরিক বিধানের উন্মীলন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বস্তুতঃ দর্শনে হেগেল এবং ইতিহাসে র‍্যাঙ্কে ভবিষ্যতের জার্মান স্বৈরতন্ত্র এবং তার চরম প্রকাশ—নাৎসীতন্ত্রের ইডিওলজির গোড়াপত্তন করেছেন বললে খুব অন্যায় হবে না।

তাঁর সমসাময়িক ঐতিহাসিকরা তাঁকে বড় বেশী নিরপেক্ষ (**neutral**) মনে করতেন। সুইস ঐতিহাসিক জ্যাকব বুর্খহার্ট তাঁর গভীরতার অভাব ও সস্তা আশাবাদের সমালোচনা করেছেন। কি করে র‍্যাঙ্কে ভাবলেন যে জার্মান সাম্রাজ্য ইউরোপে স্থায়ী শান্তি বজায় রাখতে পারবে? মিনেকে বুর্খহার্টের কথা মেনে নিয়েছেন। ইতালীর দার্শনিক-ঐতিহাসিক ক্রোচে বলেছেন, র‍্যাঙ্কে বারবার '**idea**'র কথা বললেও সত্যকার **idea** কি বস্তু তা জানতেন না। ***History as the Story of Liberty*** পুস্তকে ক্রোচে লিখছেন, "র‍্যাঙ্কে বলেন, প্রতি ঐতিহাসিক যুগ স্বতন্ত্র, কিন্তু এটা অর্ধ সত্য। কারণ প্রত্যেক যুগ শুধু আগেকার যুগের উপসংহার নয়, ভাবীযুগের আরম্ভ কালও"। অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে যুগগুলোকে আলাদা করা যায় না। তারা নানা শেকলে বাঁধা। লর্ড অ্যাক্টন **historicism**এর মধ্যে একটা বড় গুণ লক্ষ্য করেছেন—সহানুভূতি—যার সাহায্যে ঐতিহাসিক অতীতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন। কিন্তু র‍্যাঙ্কের নীতি সম্বন্ধে অনীহা (**amorality**) কে নিন্দা করেছেন তিনি। যেখানে র‍্যাঙ্কের বলা উচিত ছিল "জঘন্য অনৈতিক কাজ" বা "ক্রাইম" সেখানে তিনি ব্যবহার করেছেন "**transactions and occurrences**"এর মত মোলায়েম, নিরক্ত ভাষা। উদাহরণ স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন চতুর্দশ লুইএর উগোনো (**Huguenot**) দলন এবং 'মহান্ ফ্রেডরিকে'র সাইলেসিয়া আক্রমণ সম্পর্কে র‍্যাঙ্কের মন্তব্য। ঈশ্বরের নামে র‍্যাঙ্কে ব্যক্তির দায়িত্ব এড়াতে চাইছেন। সর্বোপরি, তথ্যের এমন এক শৃঙ্খল তিনি স্বেচ্ছায় পরেছেন, যাতে বিনষ্ট হয়েছে কবির কল্পনা, দেশপ্রেমিকের উচ্ছ্বাস, ধর্ম বা রাজনীতিতে বিভিন্ন পক্ষ যারা নিয়েছে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ। নিজেকে নিজের রচনা থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করতে গিয়ে তিনি নিজের অনুভূতিকে বিসর্জন দিয়েছেন, নিজের বিশ্বাসকে রেখেছেন লুকিয়ে।

এ সব আলোচনা ছাড়াও আমাদের আর একটা বড়ো শূন্যতা চোখে পড়ে। র‍্যাঙ্কের কোন প্রগতির ধারণা ছিল না। ই. এইচ. কার *What is History?* গ্রন্থে প্রগতির ধারণাকে ইতিহাসের চাবিকাঠি বলে বর্ণনা করেছেন। এতটা না স্বীকার করলেও (ট্রেভর-রোপার করেননি) এটা ঠিক যে র‍্যাঙ্কের ইতিহাসে জনগণ অনুপস্থিত এবং অর্থনৈতিক শক্তি ক্রিয়াহীন। যান্ত্রিক মার্ক্সবাদীর মত **economic determinism** পুরোপুরি না মানতে পারি কিন্তু অর্থনৈতিক শক্তিকে বাদ দিই কি করে? একটা কারণ, তাঁর ব্যবহৃত উপাদানের প্রকৃতি। বৈদেশিক দপ্তরের দলিল দস্তাবেজ (যেমন ভেনিসের **Relazioni**) যেখানে উপাদান, সেখানে কি করে থাকবে সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের কাহিনী? রাজনীতি সংক্রান্ত কাগজপত্রে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা নেবে সরকারী নীতি বা কার্যক্রম। এজন্যই র‍্যাঙ্কের ওপর **raison d'etat** বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের এত প্রভাব। টেইলর র‍্যাঙ্কে সম্বন্ধে লিখছেন, **"The state could never sin, and if it did, it was not his affair."** এ ধরনের মনোভাব হিটলারকে ক্ষমতায় এনেছিল। র‍্যাঙ্কে চতুর্দশ লুই-এর প্রটেষ্টাণ্ট দলন সমর্থন করেছেন, তাঁর উত্তরসূরীরা সমর্থন করেছেন গ্যাস-চেম্বারে ইহুদী নিধন। নিষ্ঠা কখনও ব্যক্তিগত দায়িত্বের স্থান নিতে পারে না।

কলিংউড *Idea of History* তে র‍্যাঙ্কের কিছু দোষ দেখিয়েছেন যা সব রকম প্রত্যক্ষবাদী ইতিহাসের দোষ বলে বিবেচিত হতে পারে। প্রথমতঃ এর দ্বারা ক্ষুদ্র আয়তনে ক্ষুদ্র সমস্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ খুব ভালো হয়, কিন্তু বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে বড়ো সমস্যা আলোচনায় দুর্বলতা থেকে যায়। র‍্যাঙ্কের মধ্যে এই যোগাযোগ লক্ষণীয়। দ্বিতীয়তঃ এতে বিচারের কোনো স্থান নেই, অতএব কোন প্রশ্নও তোলা যায় না। যেমন, তথাকথিত সম্রাট-উপাসকদের সত্যিকার অনুভূতি কি ছিল? কতখানি তার আন্তরিক, কতখানি স্তুতিবাদী? এমন প্রশ্ন তোলা যায় মধ্যযুগের ধার্মিকদের সম্বন্ধে। তৃতীয়তঃ ইতিহাস বাইরের ঘটনার নিখুঁত বিবরণ নয়, ঘটনার পেছনে যে সব চিন্তা কাজ করছিল এই পদ্ধতিতে তার বিচার সম্ভব হয় না। র‍্যাঙ্কের মত প্রত্যক্ষবাদীরা শিল্প, ধর্ম, বিজ্ঞান প্রভৃতিকে ইতিহাসের বিষয়বস্তু করতে পারেননি। চতুর্থতঃ বিজ্ঞানের তথ্য ও ইতিহাসের তথ্যের প্রকৃতি আলাদা—**"The former are empirical facts, perceived as they occur, the latter beoynd recall and repetition."** বৈজ্ঞানিক তাঁর পরীক্ষাগারে যতবার ইচ্ছা কোন 'ঘটনা' ঘটাতে পারেন, কোনো ঐতিহাসিক কি রেফর্মেশন বা ফরাসী বিপ্লবকে পুনরায় সংঘটিত করে ঘটনার পারম্পর্য, কার্যকারণ, যাচাই করতে পারেন?

আর একটা প্রশ্ন ওঠে। র‍্যাঙ্কে মনে করতেন প্রকৃত অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা থাকলে ঐতিহাসিক পক্ষপাতিত্ব (bias) এর ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন। একথা মানা যায় না। ইতিহাস রচনা একটা বুদ্ধিগত ব্যাপার। যা ঘটেছিল তার ফোটোগ্রাফি বা নিখুঁত প্রতিক্ষেপণ ঐতিহাসিক করেন না, তাকে পুনর্নির্মাণ করেন। সমস্ত তথ্য কোনদিনই আমাদের হাতে আসে না। যেটুকু তথ্য সমসাময়িক সাক্ষীরা রেখে গেছেন তাও সব সময় টিঁকে থাকে না। সাক্ষীদের মধ্যেও সবাই সৎ ও নিরপেক্ষ হয় না। স্মৃতি সর্বদাই প্রতারণা করে। দলিল তাই বলে যা দলিলের স্রষ্টা তাকে দিয়ে বলাতে চায়। অর্থাৎ সত্যকে পূর্ণরূপে দেখা সম্ভব নয়, সত্য আংশিক রূপে প্রতিভাত হয়। তারপর ঐতিহাসিক (বিশেষতঃ আধুনিক ঐতিহাসিক) সব তথ্য ব্যবহারও করেন না, বাছাই করে নেন সেগুলি যা তাঁর চোখে তাৎপর্যবান। এই বাছাই করতে গিয়ে তিনি অজ্ঞাতসারে নানাভাবে পক্ষপাতিত্বের শিকার হন। দেশ, জাতি, ধর্ম, শ্রেণী, শিক্ষার তারতম্য সব সময়ই ঐতিহাসিকের বিচার বিশ্লেষণকে আপেক্ষিক করে রেখেছে। বর্তমান বিজ্ঞানী ও নিজেকে যথেষ্ট নিরপেক্ষ মনে করেন না। দ্রষ্টার সত্তা দৃষ্টিকে আবিল করে, বিজ্ঞানীর ব্যক্তিত্ব প্রবেশ করে পরীক্ষা নিরীক্ষার পদ্ধতির মধ্যে। বিজ্ঞানীর যদি এই অবস্থা হয়, তবে ঐতিহাসিকদের আরো বিনয়ী হওয়া উচিত। র‍্যাঙ্কে দাবী করতেন তিনি ঈশ্বরের দৃষ্টি দিয়ে সত্য অবলোকন করছেন। এ দাম্ভিক দাবী অগ্রাহ্য।

অবশ্যই এমন দাবীর পেছনে র‍্যাঙ্কের লুথারপন্থী ধর্মমত ও রোমান্টিসিজম কাজ করেছিল। এজন্যই তাঁর কাছে অতীত স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে, বর্তমানের সমতুল্য বলে, প্রতীয়মান হয়েছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন ঈশ্বরের চোখে সব যুগই সমান। কিন্তু প্রত্যেক যুগকে তারই মানদণ্ডে বিচার করতে হবে এমন চিন্তা রক্ষণশীলতার জনক। পিয়েতর হাইল তাই মন্তব্য করেছেন, **"abstention from criticism was no sign of a lack of conviction. It was the expression of a (Conservative) conviction,"** এ বিষয়ে বার্কের সঙ্গে র‍্যাঙ্কের মিল রয়েছে। উভয়েই ফরাসী বিপ্লবের বন্যার সামনে দাঁড়িয়ে নতুন রাজনীতি, নতুন ইতিহাসের বাঁধ তৈরী করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল—পুরোনো সমাজ ব্যবস্থা ও চিন্তাদর্শকে অন্ধ আবেগের হাত থেকে বাঁচানো। বিংশ শতাব্দীতে আমরা লুই বল নেমিয়ারকে একই কাজ করতে দেখবো, ভিন্ন উপায়ে, হয়তো আরো বৈদগ্ধ্য ও চাতুর্যের সঙ্গে।

ঐতিহাসিক লর্ড অ্যাক্‌টন

জ্যাকব বুর্খহার্টের ***Judgements on History and Historians*** এর মুখবন্ধে ট্রেভর-রোপার মন্তব্য করেছেন, বুর্খহার্ট ও তোকবিলের মত অ্যাক্‌টনও ছিলেন যুগধর্মবহির্ভূত—**"a misfit in his own age."** তাঁর যুগ ছিল, অ্যাক্‌টনের ভাষায়, **"saturated with historic ways of thought."** রোমান্টিক ভাবাদর্শের প্রভাবে আইনজ্ঞ থেকে যাজক, অর্থনীতিবিদ থেকে দার্শনিকদের মুখে মুখে ঘুরত দুটি শব্দ—**organic** ও **development.** র‍্যাঙ্কের ইতিহাস, কোঁতের সমাজতত্ত্ব, ডারুইনের বিবর্তনবাদ, সবই যেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিস্ময়কর অগ্রগতির সঙ্গে এক সুরে বাঁধা পড়েছিল। কিন্তু প্রগতির ধারণা সম্পর্কে অষ্টাদশ শতকের যুক্তিবাদীদের সঙ্গে রোমান্টিকদের একটা বড়ো পার্থক্য ছিল। তাঁরা মনে করতেন না এই প্রগতি বা নীতি সম্বন্ধে ধারণা সব দেশে সব যুগে এক বা চিরন্তন। অতীতকে স্থাপন করতে হবে তার নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিতে, বিচার করতে হবে তাঁর বিশিষ্ট যুগধর্মের আলোয়। এমন রোমান্টিক আবহাওয়ায় প্রচণ্ড নীতিবাদী, উদারতান্ত্রিক প্রগতির আদর্শে অবিচল অ্যাক্‌টনের মত ঐতিহাসিক খাপছাড়া ছিলেন বৈকি!

এই প্রসঙ্গে তাঁর গুরু ম্যুনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডলিঙ্গারের নাম উঠেছে। ডলিঙ্গারের ম্যুনিখ ছিল জার্মেনীর প্রধান রোমান ক্যাথলিক কেন্দ্র। তাঁর ধারণা ছিল প্রটেষ্টাণ্টরা কখনো নিরপেক্ষ হতে পারে না। আরও বলতেন, ক্যাথলিক ধর্মের গুরুত্ব বিপ্লব-বিরোধিতায়। ছাত্রাবস্থায় অ্যাক্‌টনের ওপর জার্মান মরমীয়াবাদ ও আলট্রামনটেনিজম্ (ধর্মমত ও শৃঙ্খলারক্ষায় পোপের অবিসংবাদিত কর্তৃত্ব) এর প্রভাব নিশ্চয়ই পড়েছিল। তবু তিনি একটা আন্তর্জাতিকতা এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গীও আহরণ করেছিলেন। তাঁকে কোনো এক জাতির বা রাষ্ট্রের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে দেখি না (যেমন র‍্যাঙ্কে করেছিলেন প্রাসিয়ার), যুক্তিবাদ ও বিপ্লববাদ ঠেকানোর উদ্দেশ্যে ইতিহাসকে ব্যবহার করতেও দেখি না।

প্রথমদিকে সন্ত অগষ্টাইনের ওপর নিবন্ধে, ক্যাথারিন দ্য মেদেচির ওপর লিখিত পুস্তক সমালোচনা এবং ইনকুইজিশান (**inquisition**) নীতির বিরোধিতার জন্য তিনি ক্যাথলিক চার্চের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। চার্চের উচ্চ মানদণ্ডে

চার্চকে বিচার করে পোপ ও সন্তদের খুনী বলতেও দ্বিধা করেননি তিনি। বিখ্যাত তাঁর ইনকুইজিশান বিষয়ক উক্তি—**They sent fosth murderers. They canonised assassins.** কিন্তু চার্চকে ভালবাসতেন বলেই ভেতর থেকে তাকে সমালোচনা করতে চেয়েছিলেন তিনি। পোপ নবম পিয়ুস (**Pius IX**) ১৮৬৪ সালে 'সিলেবাস এরোরাম' দ্বারা উদারতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদকে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করেন। তারপর প্রকাশিত হয় তাঁর **Infallibility Decree** (পোপ অভ্রান্ত এই মর্মার্থে অধ্যাদেশ)। গুরু ডলিঞ্জার প্রতিবাদ করলেও অ্যাক্টন পোপের আদেশ মেনে নেন। এর ফলে সুরু হয় এক অন্তর্দ্বন্দ্ব, যার অন্যতম পরিণাম অ্যাক্টনের রচনার স্বল্পতা। আত্মসমর্পণের গ্লানি তিনি কিছুটা কাটিয়ে ওঠেন পরবর্তী পোপ ত্রয়োদশ লুইএর বিভিন্ন আদেশ (**encyclical**), বিশেষ করে ১৮৯১ সালের **Rerum Novarum**, বেরোবার পর। লুই রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে ক্যাথলিক মতাদর্শ নতুন করে ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং যদিও জড়বাদ, সমাজতন্ত্র, অজ্ঞেয়বাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা তিনি বর্জনীয় মনে করতেন তবু গণতন্ত্র ও উদারতন্ত্রকে খৃষ্টীয় চেতনা দ্বারা পরিশুদ্ধ করে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন। যুক্তির সঙ্গে বিশ্বাসের এই টোমীয় (**Thomist**) সমন্বয় অ্যাক্টনকে শান্তি এনে দেয়। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের রেজিয়াস অধ্যাপকরূপে সুরু হয় তাঁর অধ্যাপনা ও গবেষণার জীবন।

তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারায় সুস্পষ্ট বিবর্তন ঘটতেও দেখি। ডলিঞ্জারের প্রভাবে তিনি মেকলের সস্তা প্রগতিবাদ আক্রমণ করেছিলেন, এডমাণ্ড বার্কের বিপ্লববিরোধিতা (১৭৯০-৯৫) সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু গ্ল্যাডষ্টোনের সাহচর্যে উদারতন্ত্রের প্রভাব ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠল। অ্যাক্টন অভিনন্দন জানালেন সেই বার্ককে, যিনি আমেরিকার ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা ও ভারতবর্ষের সুশাসন ব্যবস্থার জন্য লড়েছিলেন। মনে রাখা উচিত অ্যাক্টনের অন্যতম রচনার নাম—***History of Freedom and other Essays.*** তার প্রতিপাদ্য—ইতিহাসের বিবর্তনে যে শক্তি ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠছে এবং চিন্তা ও কার্যক্রমের সব স্তরে ছড়িয়ে পড়ছে—তা স্বাধীনতার শক্তি।

রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্ম ক্ষমতার বিভাজনে, সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের স্বৈরাচারের অবলোপে। দুদিক থেকে স্বৈরতন্ত্রের আক্রমণ আসতে পারে—(১) উগ্র প্রগতিশীল মতবাদ (যেমন রোবসপিয়েরের নীতি, মাৎসিনির জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র), (২) প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ (টোরীপন্থা, কাভুরের **raison d'etat,**

বিসমার্কে যা পূর্ণ প্রস্ফুটিত)। ধর্মবিপ্লবকেও তিনি মেনে নিতে পারেননি কারণ ক্যালভিনের রাষ্ট্রে ব্যক্তি-বিবেকের স্থান ছিল না। এমন রাষ্ট্র অ্যাক্টন চাননি।

ইতিহাসের ব্যাপারে তিনি ঐতিহাসিকের জ্ঞানের পরিধির চেয়ে বড়ো মনে করতেন তার বিবেকবান, স্বাধীন, চিন্তাশক্তিকে। কল্পনাশক্তিরও প্রয়োজন আছে। এজন্য তিনি ঔপন্যাসিক জর্জ এলিয়টের অনুরাগী ছিলেন। এলিয়ট কত সহজে দেবদাসী, ধর্মযোদ্ধা, অ্যানাব্যাপটিষ্ট, ইনকুইজিটর, ক্যাভেলিয়র—সকলের মনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারতেন। অনেক সময় এদের নিজের কাছেও যা স্পষ্ট ছিল না, বা যে সব প্রবণতা পূর্ণ হয়নি, এলিয়ট তা রূপায়িত করেছেন। কিন্তু **inner vision**ই ইতিহাসের শেষ কথা নয়, তার পক্ষে **external vision** আবশ্যিক। রেজিয়াস অধ্যাপকের উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেছিলেন, ঐতিহাসিকের কর্তব্য **"not to rest···until we have made out for our opponents a stronger and more impressive case than they present themselves."** বিপক্ষের সওয়াল জোগাতে হবে ঐতিহাসিককে। কিন্তু সহানুভূতি বা অন্তর্দৃষ্টির বাড়াবাড়ি হলে নৈতিক মানদণ্ড থেকে বিচ্যুতি ঘটতে পারে। **External vision** বা বহির্দৃষ্টির অন্য নাম নীতিবাদ।

প্রায় সমসাময়িক র‍্যাঙ্কের সঙ্গে তাঁর কিছু কিছু পার্থক্য ছিল। কোন ঘটনা (যা তথ্যাকারে, **fact** রূপে, ঐতিহাসিকের সামনে দেখা দেয়) অনুবীক্ষণ করাকেই অ্যাক্টন সর্বোচ্চ কর্তব্য মনে করতেন না। বাইরের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তার মূল্য বিচার করতে চাইতেন। র‍্যাঙ্কের একটা অন্ধ নির্ভরতা ছিল অভি-লেখাগারে সংগৃহীত দলিল দস্তাবেজের ওপর। অ্যাক্টন জানতেন কোনও সরকার হাতের সব কিছু তাস খুলে দেখায় না। প্রেক্ষাপটের অন্তরালে বহু ব্যাপার ঘটে—আমরা শুধু তার ফলশ্রুতির পরিচয় পাই। ***Lectures on Modern History*** তে **'Casket Letters'** অবলম্বনে তাঁর দীর্ঘ নিবন্ধ দ্রষ্টব্য। যাকে বলা হয় **fetish for facts,** তা অ্যাক্টনের ছিল না। দ্বিতীয়তঃ অ্যাকটনের সংশ্লেষনের ক্ষমতা ছিল ঢের বেশী। তাঁর সামান্যীকরণ কখনো সংকীর্ণ হ'ত না। কোন ***issue***, কোন প্রবণতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা বোধি বলে বুঝে নিয়ে অতি সংক্ষেপে এক আধখানা বাক্যে সমগ্র বিষয়ের ওপর আলোকপাত করতেন তিনি। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো তাতে পাঠকের চিত্ত আজো ঝলমল করে ওঠে। যেমন, **"Power corrupts and absolute power corrupts absolutely."** বা **"The Whigs ruled by compromise, with Liberals began the**

reign of ideas." এসব ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত মন্তব্য বৃহদাকার গবেষণার বীজ স্বরূপ। অ্যাক্টনের মত মানসিক ঐশ্বর্য, বুদ্ধির দীপ্তি সুদুর্লভ।

জীবনের প্রায় শেষে তিনি 'কেমব্রিজ মডার্ণ হিষ্টরি'র সম্পাদনাভার গ্রহণ করেছিলেন। সম্পাদকরূপে সিণ্ডিকদের তিনি যে চিঠি লেখেন তা ভিক্টোরিয় যুগের আত্মবিশ্বাসের প্রতীক হয়ে থাকবে। "এই প্রজন্মে আমরা হয়তো ইতিহাসের শেষ কথা লিখতে পারবো না···কিন্তু প্রচলিত অর্থে যাকে ইতিহাস বলে থাকি তা লেখা সম্ভব। এখন সব তথ্য আমাদের আয়ত্তে, সব সমস্যার সমাধান সম্ভব।" প্রায় ষাট বছর পর জর্জ ক্লার্ক যখন নতুন করে কেমব্রিজ হিষ্টরি সম্পাদনা করতে বসেন তখন অতটা নিঃসংশয় ছিলেন না তিনি। তাঁর মতে "এক বা ততোধিক মানুষের মনের ভেতর দিয়ে অতীত সম্বন্ধে জ্ঞানের ধারা প্রবাহিত, তাই তা পদার্থবিদ্যার নৈর্ব্যক্তিক অণুর মত নয়, যাকে কিছুই বদলাতে পারে না।" ক্লার্ক আরো আধুনিক পদার্থবিদ্যার সঙ্গে পরিচিত থাকলে অণু সম্বন্ধে অতটা আশাবাদী হতে পারতেন না। তবু তখনই তিনি বুঝেছিলেন, ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গী সংশয়ী হতে বাধ্য। অতি-প্রত্যয় সে-বিজ্ঞানে আলেয়া।

আর সত্যই কি সব তথ্য, সব সমস্যা অ্যাক্টনের আয়ত্তাধীন ছিল? বা কখনো হতে পারে? অ্যাক্টনের নিজের রচনার মধ্যে আমরা অনেক ফাঁক দেখতে পাই। কয়েকটা আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমতঃ ভূগোল সম্বন্ধে তাঁর অবজ্ঞা, দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক ইতিহাসে অনীহা। রেনেশাঁসের পটভূমিতে কি শুধু বিমূর্ত বুদ্ধি কাজ করেছিল? ত্রয়োদশ শতকের জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, সহরের সংখ্যাবৃদ্ধি, ব্যাঙ্কার বণিক ও কারুশিল্পীশ্রেণীর সমৃদ্ধি, ব্রোদেল যেসব ব্যাপারকে **'material life'** বলছেন, তার কি কোন অবদান নেই? ষোড়শ শতকের ইতিহাস কি জনসংখ্যা ও দ্রব্যমূল্য-বিপ্লব ছাড়া ব্যাখ্যা করা যায়? অর্থনৈতিক অবনতি **(recession)** ছাড়া সপ্তদশ শতকের সংকট? এ প্রসঙ্গে কেমব্রিজ ইকনমিক হিষ্টরি অব ইওরোপের চতুর্থ খণ্ডে ব্রোদেল ও স্পুনারের অধ্যায় দ্রষ্টব্য (বিশেষ করে ৪৫৮-৮৫ পৃষ্ঠার গ্রাফগুলি)।

অ্যাক্টনের মতে **"The object is to get behind men and grasp ideas···"** ইতিহাস নয় স্মৃতির ওপর ভার, তা হ'ল আত্মার উদ্দীপন (**"not a burden on memory but an illumination of the soul"**)। কিন্তু শুধু ভাবনা দিয়ে কি ইতিহাসের রথের চাকা চালিত হয়? এ যেন ক্লাসিক্যাল ও মধ্যযুগীয় **deus / ex / machina** কে অন্যভাবে ফিরিয়ে আনা। অন্ততঃ অষ্টাদশ শতকের অদৃশ্য **Providence** কে। আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি, মানুষের চিন্তাকে

অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে অ্যাক্টন কি সমসাময়িক মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আক্রমণ ঠেকাতে চেয়েছিলেন ?

কেমব্রিজ ইতিহাসে তিনি বিশটি মুখ্য ভাবধারার উল্লেখ করেছেন। এরা আলাদা বা একত্র ইতিহাসের তন্তু বয়ন করে চলেছে। এদের অধিকাংশই ধর্মীয় বা ধর্মের বিকল্প স্থানীয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—লুথারবাদ, পিউরিটানবাদ, অ্যাংগ্লিকানবাদ, আলট্রামনটেনিজম্, যুক্তিবাদ, উপযোগিতাবাদ, প্রত্যক্ষবাদ ও বস্তুবাদ। কিন্তু আমরা যদি কোন নেতার ব্যক্তিগত ধর্মীয় লক্ষ্য বা অভীপ্সা জানতে পারি, তবে কি ইতিহাসের চাবিকাঠি পেয়ে যাব ? ক্রমওয়েলকে পুরো বোঝা যাবে **independent** দের মতবাদ দিয়ে ? আমার মনে হয় মার্ক্স ও অ্যাক্টন বস্তু ও ভাবের সম্পর্ক নিয়ে দুই বিপরীত মেরুতে বাস করতেন এবং দুই মনোভাবই যান্ত্রিক ও অর্ধ সত্য।

মৌলবাদী খৃষ্টানরা বলেন মানুষের ইতিহাস খৃঃ পূঃ ৪ এ আরম্ভ হয়েছিল, খৃষ্ট জন্মের সঙ্গে সঙ্গে। তেমনি অ্যাক্টনের মতে ঠিক চারশ বছর আগে আধুনিক যুগের জন্ম। মধ্য ও আধুনিক যুগের সীমারেখা তাঁর কাছে সুস্পষ্ট ও বুদ্ধিগ্রাহ্য মনে হয়েছিল। যাঁরা ইতিহাসকে প্রবহমানতা ও পরিবর্তন (**continuity and change**) এর লীলা বলে মনে করেন, তাঁরা এ মন্তব্য শুনে বিস্মিত হবেন। প্রবহমানতার ধারণা উড়িয়ে দিয়ে অ্যাক্টন ঘোষণা করলেন আধুনিক যুগ এসেছিল কোন পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই এবং একেবারে অভিনব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল। রেনেশাঁস কি যথার্থই **a break in continuity** ? তা হলে দ্বাদশ, এমনকি নবম শতাব্দীর, রেনেশাঁসের কথা উঠত কি ? আধুনিক গবেষণা দেখাচ্ছে কি ভাবে মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারণা আধুনিক যুগেও কাজ করে চলেছে। যাঁরা "আনাল" পত্রিকা বা "পাষ্ট এণ্ড প্রেজেণ্ট" পত্রিকার সঙ্গে পরিচিত তাঁরা জানেন কি পরিমাণ নতুন তথ্য, তার চেয়েও নতুন সব **hypothesis**, আধুনিক যুগব্যাখ্যায় প্রযুক্ত হচ্ছে। ধরা যাক প্রাগাধুনিক রাষ্ট্রের "সংকটের" কথা। "পাষ্ট এণ্ড প্রেজেণ্ট" পত্রিকায় ১৯৫২ ও ১৯৬২র মধ্যে প্রকাশিত প্রবন্ধমালার সংকলন ***Crisis in Europe*** ও উক্ত পত্রিকায় (আগষ্ট, ১৯৭১) তার সমালোচনা —র‍্যানডোলফ্ ষ্টার্ণের ***'Historians and Crisis'***—এমনসব তথ্য ও সিদ্ধান্ত আমাদের গোচরে এনেছে যা নিউ কেমব্রিজ মডার্ণ হিষ্টরির লেখকদেরও অজ্ঞাত। "সংকট"ই হোক বা "সাংগঠনিক পরিবর্তন" (**structural change**)ই হোক, স্থায়িত্ব অর্জনের চেষ্টাই হোক বা ষ্টীনসগার্ড-কথিত চাহিদার পরিবর্তন (**shift in demand**) হোক, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, হল্যাণ্ডের ইতিহাসকে আর আগেকার

মত ব্যাখ্যা করা চলবে না। উৎসাহী পাঠক থিওডোর র‍্যাবের (Rabb) ***The Struggle for Stability in Early Modern Europe*** গ্রন্থে উপস্থিত বিতর্কের একটা ভালো অথচ সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাবেন।

কিন্তু এহ বাহ্য। অ্যাক্‌টন এনলাইটেনমেন্টকে গুরুত্ব দিচ্ছেন অথচ তার উৎস সপ্তদশ শতকের বৈজ্ঞানিক বিপ্লবকে দিচ্ছেন না। নিউটনকে, গ্যালেলিও কে বা লককে না বুঝলে কি ভলতেরকে বোঝা যায়? ধর্ম ছিল অ্যাক্‌টনের কাছে প্রধানতম মূল্য, অথচ Deismএর মতো ব্যাপারটাকে কোন গুরুত্ব তিনি দেননি। এ কি তাঁর ক্যাথলিক প্রীতির জন্য—যা তাঁকে লুথার সম্বন্ধে সুবিচার করতে দেয়নি? প্রশ্ন উঠবে, কতখানি নিরপেক্ষ ছিলেন তিনি? কেমব্রিজ হিষ্টরির লেখকদের উদ্দেশ্য করে তিনি লিখেছিলেন, **"Our Waterloo must be one that satisfies French and English, German and Dutch alike."** ঐতিহাসিক কি সত্যই এত নিরপেক্ষ হতে পারেন? তাহলে ডাচ ঐতিহাসিক পিয়েতর হাইল (Geyl) কে ***Napoleon—For and Against*** লিখতে হতো না।

সন্দেহ নেই, তাঁর মধ্যে হুইগ ব্যাখ্যা একটা সংবেদনশীল রূপ পেয়েছিল। হুইগদের নানা সুবিধাবাদী সমঝোতা ভুলে গিয়ে তিনি তাদের মতাদর্শের ওপর জোর দিয়েছেন। সে আদর্শের অন্যতম অঙ্গ—নৈতিক বিচারের অধিকার। বিশপ ক্রেটন (পূর্বসূরী এক রেজিয়াস অধ্যাপক)-কে লিখছেন তিনি, **"the inflexibility of the moral code is the secret of the authority, the dignity and the utility of History."** ঐতিহাসিক দাঁড়িয়ে রয়েছেন এই নৈতিক বিধানের দৃঢ় ভিত্তিতে। তাঁর কাজ অতীতকে পূজাবেদীতে বসানো নয়। **"Suffer no man and no cause to escape the undying penalty which History has the power to inflict on wrong."** ইতিহাসের তুলাদণ্ডে পাপ পুণ্য, ন্যায় অন্যায়ের তৌল হবে। সেখানে যেন কোন অন্যায় না মার্জনা পায়। ***Historical Essays and Studies*** (1907) এ তিনি ধর্মেরও ওপরে স্থান দিয়েছেন ইতিহাসকে, কারণ রাজনীতি ত বটেই, ধর্মও অনেক সময় নৈতিক মানদণ্ডকে অবনমিত করে। তিনি স্বীকার করেছেন, কখনো কখনো দেখা গেছে ইতিহাস **"serves where it ought to reign"** (এ মন্তব্য র‍্যাঙ্কেকে লক্ষ্য করে লেখা বলে সন্দেহ হয়)। তবু আর যে করুক ইতিহাস বিশ্বাস-ঘাতকতা করবে না এমন বিশ্বাস প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু ইতিহাস কতখানি তা পারে? ডেভিড নোলস (Knowles), The

Historian and Character নিবন্ধে বলছেন—"**The historian is not a judge, still less a hanging judge.**" ঐতিহাসিক বিচারক নয়, মৃত্যুদণ্ড দেবার ক্ষমতাও তার নেই। বাটারফিল্ড প্রায় প্রতিধ্বনি করেছেন, ঐতিহাসিক ঈশ্বর নন, নন "**official avenger of the past.**" তাঁর কাজ বিভিন্ন পক্ষের অতীত ও বর্তমানের প্রকৃতি বুঝে সমন্বয়ের চেষ্টা করা, লাঞ্ছিতের প্রতিশোধ নেওয়া বা নিরপরাধকে পুরস্কার দেওয়া নয়। মার্ক ব্লখ ***The Historian's Craft*** এ লিখছেন, "আমরা নিজের বা যুগ সম্বন্ধে কতখানি নিশ্চিত যে পূর্বপুরুষদের ভাল এবং মন্দে ভাগ করব?" "**Hollow indictments are followed by vain rehabilitations. Robespierrists! Anti-Robespierreists! For pity's sake simply tell us what Robespierre was.**" রোবসপিয়ের কি এবং কে ভাল করে বোঝাও আমাদের, তাই বুঝতে পারলে চলবে। অর্থাৎ ঐতিহাসিকের কাজ বিচার নয়—"**understanding**", এবং পাঠকদের মধ্যে সে "**understanding**" এর সঞ্চার করা।

বস্তুতঃ অ্যাক্‌টনের উক্তি মেনে নেওয়া ইতিহাসকে হেগেলীয় **Absolute**-এর মর্যাদা দেওয়ার সামিল। যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত সর্বদা আপেক্ষিক তাকে এত বড়ো আসন দেব? "**It is the office of the historical science to maintain morality as the sole impartial criterion of men and things.**" ভালো কথা। কিন্তু কে বলে দেবে নীতির সংজ্ঞা কি? ধর্মের মত তার অর্থ গুহানিহিত। তা যুগে যুগে বদলায়। তবে কি মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা? অর্থাৎ থুকিডিডিস বা অ্যাক্টন যে পথে গেছেন তাই অন্ধভাবে অনুসরণ করব? মার্ক ব্লখ এ ধরনের নীতিবাদকে "**false archangelic airs**" বলে ব্যঙ্গ করেছেন। আজকালকার ঐতিহাসক "মেকি দেবদূতের" অভিনয় করতে পারেন না। তাঁদের অনেক নম্র হতে হয়। ক্রোচে বলছেন, যারা এরকম করে থাকেন তাঁদের কোনো ঐতিহাসিক অনুভূতি নেই। কার ঠাট্টা করেছেন, "**Henry VIII may have been a bad husband and a good king. But the historian is interested in him in the former capacity...**"

যাই হোক এর উৎস কি অ্যাক্‌টনের ক্যাথলিক সংস্কার? মনে হয় তার চেয়েও অধিকতর ক্রিয়াশীল ছিল তাঁর হুইগমতাদর্শ। অতীতকে বিচার করার অধিকার নিয়ে অ্যাক্‌টনের বাড়াবাড়ির পেছনে বর্তমানের কিছু মূল্যবোধ নিয়ে তাঁর উদ্বেগই প্রকাশিত হয়েছে। সে উদ্বেগ উদারনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে, 'প্রগতি'

রূপ **idea**-র পরিণতি নিয়ে। অ্যাক্‌টন মনে করতেন ইতিহাসের ধারা চলেছে স্বাধীনতার সঙ্গমে। প্রগতি বলতে অষ্টাদশ শতকের বুদ্ধিবাদী মনে করতেন মানববাদী যুক্তির সাথে সামন্ততান্ত্রিক-স্বৈরতন্ত্রী দুর্বুদ্ধির লড়াই। অ্যাক্টন (ও রোমান্টিকরা) একটু অন্য ভাবে দেখলেন। তাঁরা দেখলেন সামাজিক শক্তির সংঘর্ষের মধ্যেই প্রগতির যুক্তি নিহিত। ইতিহাসই প্রগতির হাতিয়ার। প্রত্যেক যুগ তার প্রবাহে ঢেলে দিচ্ছে আপন অবদান। কত দুর্বল মানুষ, গোষ্ঠী, দল মদমত্ত প্রতাপকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। তবু তাদের মিলিত প্রচেষ্টায় স্বাধীনতার অগ্রগতি রয়েছে অব্যাহত। **Providence**-এর অর্থ স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, সৃজনশীলতা, উপভোগের দিকে মানুষের বিবর্তন। ইতিহাস সেই অপ্রাপ্ত আদর্শের দিক-নির্ণয় যন্ত্র।

এই স্বাধীনতা বা উদারতন্ত্র অষ্টাদশ শতক বা উনিশ শতকের হুইগবাদ নয়। তার মধ্যে বিপ্লবের স্বীকৃতি ছিল। অ্যাক্‌টনের নির্বাচিত চিঠিপত্র সংগ্রহে (***Selections from Correspondence***) দেখি তিনি লিখছেন, "হুইগরা সমঝোতা দ্বারা শাসন করত, উদারতন্ত্রীরা ভাবনার রাজত্ব সুরু করল।" ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে সুরু হয় এই ভাবনার রাজত্ব। যদিও অ্যাক্‌টন ***Lectures on French Revolution*** গ্রন্থে রোবসপিয়েরের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে চরমপন্থার আক্রমণে এই ভাবনার রাজত্বকে বিপর্যস্ত হতে দেখেছিলেন, তবু বিপ্লবের প্রথমদিকের কার্যাবলী তিনি সুসংহত করতে চেয়েছিলেন হুইগ মতবাদের সঙ্গে। এডওয়ার্ড কার বলছেন, **"Acton beleived that the reign of 'ideas' meant liberation, and that liberalism meant revolution."** তবে এই বিপ্লবকে চালনা করবে নৈরাজ্য নয়, যুক্তিবাদ আর বিবেক। এই ছিল তাঁর উদারনীতির সংজ্ঞা। ১৮৮০-র দশকে অ্যাক্‌টন শ্রেণীভিত্তিক রাষ্ট্রের সমালোচনা সুরু করলেন, ভোটাধিকার সম্প্রসারণের ফলে জনসাধারণের সুখ সুবিধা বেড়েছে দেখালেন, সম্পত্তিবানদের উপরি রাজনৈতিক ক্ষমতাদানের বিরোধিতা করলেন। দুই মহাযুদ্ধের আঘাতে উদারনীতিতে বিশ্বাস অবলুপ্ত। অ্যাক্‌টন কি প্রজ্ঞাবলে তার আসন্ন সর্বনাশ উপলব্ধি করে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন? আর সে উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নীতিবাদী, মূল্যবোধ-সচেতন ইতিহাস দর্শনে? কি করুণ শোনায় তাঁর উক্তি—**"I am absolutely alone in my essential ethical position and therefore useless"**! এ যন্ত্রণা শুধু তাঁর নয়, চিরকালের শ্রেষ্ঠ উদারনীতির যন্ত্রণা।

ঐতিহাসিক ফিসার

বর্তমান শতাব্দীর শ্রুতকীর্তি ইংরাজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে ফিসার বোধ হয় সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিলেন। ইউরোপীয় সংস্কৃতির মহত্তম দানে সমৃদ্ধ ছিল তাঁর মন। জীবনে ঘটেছিল সার্থক অধ্যাপনা ও মূল্যবান্ গবেষণার দুর্লভ যোগাযোগ। ক্লাসিক সভ্যতার ইতিহাসে পারদর্শিতা লাভান্তে তিনি গবেষণা সুরু করেন মধ্যযুগ সম্বন্ধে, ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ান প্রসঙ্গে তা পূর্ণাঙ্গ হয়ে পরিণতি পায় 'ইউরোপের ইতিহাস"এ। প্রিয় কবি দান্তের মত তিনি চেষ্টা করেছিলেন ইউরোপীয় ইতিহাসের সমগ্রতাকে উপলব্ধি করতে। আর এ জ্ঞান শুধু বক্তৃতা-মঞ্চ ও পাঠাগারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। কর্মজগতের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক তাঁর অভিজ্ঞতাকে করেছিল ব্যাপক ও বাস্তব, অন্তর্দৃষ্টিকে মূলগামী, বিশ্লেষণ শক্তিকে তীক্ষ্ন, সমন্বয়-শক্তিকে সৃষ্টিধর্মী। ট্রেভেলিয়ানের মত তিনিও চেষ্টা করেছিলেন ইতিহাস রচনার পদ্ধতিকে নীরস জার্মান-পাণ্ডিত্যের নাগপাশ হ'তে মুক্ত করতে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী হয়তো উনবিংশ শতাব্দীর স্বতঃসিদ্ধ অথচ সঙ্কীর্ণ ধ্যানধারণা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি, সমসাময়িক ইতিহাসের গতি সম্যক উপলব্ধি করার মতো নিরপেক্ষতা হয়তো তাঁর ছিল না, তথাপি স্বীকার করতেই হবে তিনি সাধারণ ঐতিহাসিক ছিলেন না। একটি মুমূর্ষু অথচ মহান জীবনদর্শন, একটি ক্ষীয়মান অথচ মানবিক ঐতিহ্যের প্রতিভাবান ধারক ছিলেন নিউ কলেজের বিখ্যাত ওয়ার্ডেন—এইচ. এ. এল. ফিসার।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে একদিকে যেমন ইতিহাসের ধারা ও লক্ষ্য নিয়ে বাদানুবাদ উপস্থিত হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি গবেষণা ও রচনার পদ্ধতি নিয়ে নানা আলোচনা চলছিল। প্রথমক্ষেত্রে মার্ক্স ও বেবারের প্রভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছিল—দ্বিতীয় ক্ষেত্রে র‍্যাঙ্কে ও লর্ড অ্যাক্টনের মত প্রায় সর্বজন স্বীকৃত হয়ে উঠেছিল। র‍্যাঙ্কের বিখ্যাত উক্তি **"The past as it actually was"** জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়-প্রত্যাগত ইংরাজ অধ্যাপকমহলে বেদবাক্যের মর্যাদা পেয়েছিল। লর্ড অ্যাক্টন ঐতিহাসিকের কাছে কঠোর বৈজ্ঞানিক সংযম দাবী

করেই ক্ষান্ত হলেন না, তদুপরি আশা করলেন অপক্ষপাত নৈতিক বিচার। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসের লেখকদের কাছে সম্পাদকরূপে আবেদন জানালেন তিনি, "যেন আমাদের ওয়াটার্লু ফরাসী, ইংরেজ, জার্মান এবং ডাচদের সমানভাবে তৃপ্ত করে।"

ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা ঐতিহাসিকের নৈতিক কর্তব্য কোনটিই স্বীকার করেননি ফিসার। তাঁর মতে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক অতীত অজ্ঞেয়। র‍্যাঙ্কের নিরপেক্ষতার আদর্শের কষ্টিপাথরে সসম্মানে উত্তীর্ণ হবে একমাত্র তারিখের তালিকা। ব্যক্তিত্ব-নিরপেক্ষ ইতিহাস সম্ভব নয়, কারণ ইতিহাস ঐতিহাসিকের ব্যক্তিত্বের মুকুরে অতীতের প্রতিবিম্ব। মতামতের ক্ষেত্রে সত্য মাত্রেই আপেক্ষিক। তাছাড়া নৈতিক বিচারের গুরুদায়িত্বের ওপর অধিক জোর দেওয়া ঠিক নয়, সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের কোন আবশ্যিক কর্তব্য আছে কিনা বিতর্কের বিষয়।

আরেক ব্যাপারে ফিসার বৈশিষ্ট্য দেখালেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে জানালেন—তার কোন নিজস্ব ইতিহাস-দর্শন নেই, পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করলেন তেমন দর্শন রচনা করা সম্ভবও নয়। 'ইয়োরোপের ইতিহাসে'র ভূমিকায় তিনি লিখলেন—"আমার চেয়েও জ্ঞানবান পণ্ডিতেরা ইতিহাসের মধ্যে একটা ধারা, একটা ছন্দ, একটা পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা লক্ষ্য করেছেন। আমার চোখে এই সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য ধরা পড়েনি। আমি দেখতে পাচ্ছি তরঙ্গানুগামী তরঙ্গের মত এক ক্রান্তি আরেক ক্রান্তিকে অনুসরণ করছে। ঐতিহাসিকের পক্ষে একমাত্র নিরাপদ বিধান—তিনি মানবভাগ্য-বিবর্তনের মধ্যে অদৃষ্টপূর্ব ও আপতিক শক্তির লীলা স্বীকার করবেন।" টয়নবির ***Study of History*** সমালোচনা প্রসঙ্গে একই কথার পুনরুক্তি শুনি। টয়নবি-বর্ণিত ইন ও ইয়াং-এর ছন্দ সম্বন্ধে তিনি বলছেন, **"Other ears will be less sensitive to the regularity of the Chinese beat."** মানবপ্রগতি প্রকৃতির বিধান নয়, জীবনপ্রবাহে চিরদিন জোয়ার বয় না, কোনো পরিণতিই নয় অনিবার্য। ওমানের ভাষায়—**"the human record is illogical, often cataclysmic."**

এই মন্তব্য প্রধানতঃ মার্ক্স-প্রবর্তিত ইতিহাস-দর্শনের বিরুদ্ধে। হেগেলের ইতিহাস-দর্শনকে বস্তুবাদের ছাঁচে ঢেলে ইতিহাসের অগ্রগতির একটা সুনির্দিষ্ট ধারার সন্ধান দিয়েছিলেন মার্ক্স। সমাজের প্রগতি যে শ্রেণী-সংগ্রামের মাধ্যমে এবং শ্রেণী সংগ্রামের পশ্চাতে যে অর্থনৈতিক শক্তির আত্যন্তিক প্রেরণা,—একথা

ইংল্যাণ্ডের চিন্তাজগতে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। ওয়ার্ণার সমবার্টের রচনা ও ম্যাক্স বেবারের সমালোচনার ভিতর দিয়ে এই নব্য ইতিহাস-দর্শন দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছিল এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন ইতিহাস বহু ক্ষেত্রে এক নূতনতর ও বাস্তবতররূপে প্রতিভাত হচ্ছিল। উদার-পন্থী ফিসার স্বভাবতঃই একে মেনে নিতে পারেননি। বৈপ্লবিক সংগ্রামের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা বা প্রগতি-মুখী ভূমিকা অস্বীকার করেছে তাঁর পার্লামেণ্ট, পার্টি ও সংস্কার-বিশ্বাসী মন, বহুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অস্বীকার করেছে অর্থনৈতিক প্রেরণার অসপত্ন রাজত্ব। **"It would be too great a simplification of issues to regard the European story as nothing but a struggle of classes, a clash of economic interests. That would be to underrate the rich and varied stuff of human nature, the distractions of statesmen and the waywardness of events."** কিন্তু ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যায় উদার-নীতিবিদের উল্লিখিত আপত্তি আশ্চর্য নয়, আশ্চর্য—অন্যান্য বুদ্ধিজীবিদের মত তিনি কোনো দ্বন্দ্বহীন প্রগতিবাদের প্রচার বা আদর্শবাদের জয়গান করেননি। তাঁর মধ্যে ভিক্টোরীয় আত্মপ্রত্যয় বা আত্মপ্রসাদ অনুপস্থিত। লক, বেন্থাম, মেকলে ও স্পেন্সারের উত্তারাধিকারীর পক্ষে এমন নৈরাশ্যবাদ বিস্ময়কর।

সূক্ষ্ম বিবেক ও বহুবাদী (**pluralist**) দৃষ্টিভঙ্গী, গ্রীক সংস্কৃতির প্রভাব ও উদার নীতির অনুশাসন—অনেকগুলি কারণেই এমন মনোভাবের পশ্চাতে রয়েছে। জাওয়েট ও রেনাঁর ছাত্র, প্লেটোর ভক্ত, ফিসার ভগবদস্তিত্বে উদাসীন ছিলেন। ইয়োরোপীয় সভ্যতার বিকাশের মধ্যে তাই তিনি ঐশী শক্তির লীলা লক্ষ্য করেন নি।[১] গ্রীক ধর্ম, সাহিত্য, নাটক, জেগার যাকে প্যাডিয়া (**Paideia**) বলেছেন, সকলেই দুর্জ্ঞেয় অদৃষ্টের মহিমা কীর্তন করেছে, সকলেই মানবের ব্যক্তিত্বকে প্রাধান্য দিলেও স্বীকার করেছে—তার অভ্রভেদী বীর্য আকস্মিকতার আঘাতে মুহূর্তে ট্রাজেডিতে পরিণত হয়। গ্রীক ইতিহাস অস্বীকার করেছে অখণ্ড রৈখিক প্রগতির অস্তিত্ব, বিশ্বাস করেছে পতন-অভ্যুদয়ের অন্তহীন চক্রাকার আবর্তন। ফিসারের মতামত বহুলাংশে গ্রীক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রভাবিত।

উদারনীতিবিদ হয়েও কেন তিনি প্রগতিবিশ্বাসী নন, অথচ জড়বাদী ব্যাখ্যা-

বিরোধী সে তথ্য উপলব্ধি করতে হলে উদারনীতির ক্রমবিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করতে হয়। ***An Unfinished Autobiography***'র একস্থলে ফিসার বলছেন —"ইংল্যাণ্ডে আমি মানুষ হয়েছি অখণ্ড শান্তি ও প্রসারশীল বাণিজ্যের যুগে, পৃথিবীর সর্বত্র জীবনযাত্রার মানদণ্ড ক্রমশঃ উন্নত হচ্ছিল, যুক্তিবাদের প্রাধান্য বেড়ে চলেছিল, রাজনৈতিক বিতণ্ডা তীব্র ছিল বটে, কিন্তু তা অপ্রধান বিষয় নিয়ে।" এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের উদারপন্থী রাজনীতির পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। বিভিন্ন ভাবধারার সঙ্গম এই উদার নীতিতে মিলেছে রেনেশাঁসের ব্যক্তিমহিমা, ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের হুইগ বিপ্লব-প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির নীতি, অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ, অ্যাডাম স্মিথ-প্রবর্তিত লাসে ফেয়ার বা নিরঙ্কুশ অর্থনৈতিক অগ্রগতির দর্শন, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামপ্রসূত এবং ফরাসী বিপ্লবসমর্থিত মানবিক মৌল অধিকারের বাণী, লর্ড উইলবারফোর্স ও শ্যাফট্সবেরির জীবপ্রেম, উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার-আন্দোলনের ঐতিহ্য, বেন্থামের "প্রভূততমের জন্য প্রচুরতম কল্যাণ"বাদ, মিলের স্বাধীনতা-সুসমাচার, ডারুইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের বিধান এবং জড়বিজ্ঞানের বিস্ময়কর জয়যাত্রাপ্রসূত আশাবাদ। এর দুটি প্রধান স্তম্ভ হ'ল অ্যাডাম স্মিথের লাসে ফেয়ার নীতি ও বেন্থামের ইউটিলিটেরিয়ান মতবাদ এবং ভিত্তি হ'ল— লকের সামাজিক চুক্তি, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, মুনাফার প্রেরণা। এবম্বিধ দর্শন যে ইতিহাসের ব্যাখ্যা দেয় তা প্রগতিবিশ্বাসী হতে বাধ্য। পঞ্চদশ শতাব্দী হ'তে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের ইতিহাস প্রধানতঃ ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের ইতিহাস। তার মধ্যে উদারনীতি অপেক্ষা অধিকতর প্রগতিশীল কোন আন্দোলন দেখা দেয়নি। ধর্মের অনুশাসন, সংঘের শৃঙ্খল, সামন্ততন্ত্রের নৈরাজ্য থেকে তা ব্যক্তির সৃষ্টি সম্ভাবনাকে স্বাধীন চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়েছে, তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে মানবিক সত্তার অন্তর্নিহিত মর্যাদায়। তা অন্ধপ্রথার অত্যাচার ও বাতিল অর্থনীতির অবিচার সাধ্যমত বিদূরিত করেছে, বিদ্যাকে বিদ্যার জন্য অনুসরণ করেছে, সত্যকে শ্রদ্ধা করেছে সত্যের খাতিরে, ইংল্যাণ্ডে এনেছে শিল্পবিপ্লব, অবাধ বাণিজ্যনীতির সাহায্যে সৃষ্টি করেছে জগৎ-জোড়া বাজার, পরমতসহিষ্ণুতার আদর্শ দিয়ে ভেঙেছে ধর্মের রাজনৈতিক প্রভাব। তার অনুপ্রেরণায় ইটালী ও গ্রীস, হাঙ্গেরী ও বালগেরিয়া আপন জাতীয় সত্তা স্বাধীনরাষ্ট্রের মধ্যে চরিতার্থ করেছে। সর্বোপরি সর্বসাধারণের ভোটাধিকার ও

পার্লামেণ্টারী শাসনপদ্ধতির মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রাকৃতিক বিধানরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিশোর উদারনীতির বিরুদ্ধে ত্রিবিধ প্রতিবাদ এসেছিল। হেগেল ও স্টুয়ার্ট মিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নৈরাজ্যবাদী পরিণতির হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন সর্বময় রাষ্ট্রের সাহায্যে। সাঁসিমোঁ সম্পত্তির মালিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ স্বাধীনতাকে সার্থক করতে চেয়েছিলেন সাম্যের পরিপ্রেক্ষিতে এবং সে সাম্য প্রতিষ্ঠানকল্পে দাবী করছিলেন রাষ্ট্রের সক্রিয় হস্তক্ষেপ। তাঁর সমর্থকদলে দেখি খৃষ্টাননীতি বিশ্বাসী লামেনে, বিজ্ঞানবাদী কোঁৎ, সাহিত্যিক কোলরিজ, কার্লাইল ও সাদে। মার্ক্স ও এঙ্গেলস উদারতন্ত্রের মূলনীতিকেই আক্রমণ করেছিলেন। মার্ক্সের মতে উদারপন্থী লাসে ফেয়ার রাষ্ট্র আসলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহৃত শাসনযন্ত্রমাত্র, তার একমাত্র উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক শক্তি-প্রসূত আইনপ্রণয়ন ও প্রয়োগের চরম ক্ষমতাদ্বারা জনসাধারণের ওপর মুনাফার দাবী অক্ষুণ্ণ রাখা। উদার নীতি হ'ল **"simply one more particular of history seeking to masquerade as universal."** শিল্পপতির উন্নতির সঙ্গে তার ইতিহাস প্রথমাবধি বিজড়িত, শিল্পপতির সংকীর্ণ প্রয়োজন ও স্বার্থ উদারনীতির প্রয়োগকে অত্যধিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং যতই সে নীতিকে ব্যাপকরূপ দেবার চেষ্টা হোক না কেন মূলতঃ তার উদ্দেশ্য অটুট থাকবে। মুনাফার মেফিস্টোফিলিসের কাছে তার আত্মা চির-বিক্রীত।

১৮৪৮ সালের বিফল বিপ্লব উদারনীতির স্বর্ণযুগ সূচনা করল। অবাধ বাণিজ্যনীতি ও উপনিবেশ-শোষণের ফলে শিল্পসমৃদ্ধ ইংল্যাণ্ডের এত প্রচুর লাভ হ'তে থাকে যে তার ভগ্নাংশ দিয়ে জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান দাবী মেটানো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে সহজ হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূলনীতি অপরিবর্তিত রেখে প্রাচুর্যপ্রসূ উদারতন্ত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্বন্ধে ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে ওঠে। একদিকে শিশু শ্রমিক-আন্দোলন ও অন্যদিকে গ্রীন, ম্যাথু আর্নল্ড, তোকবিল প্রমুখ চিন্তানায়কের বিবেকবুদ্ধি পরিতুষ্ট করার সঙ্গতি তার ছিল। নারী ও শিশুশ্রমের অমানুষিক শোষণ, শ্রমিকাবাসের লজ্জাজনক ব্যবস্থা, লাভের হার ও মজুরীর হারের বিপুল পার্থক্য উদারনীতির বিবেক ও ব্যবহারিক প্রয়োগ উদ্বুদ্ধ করে। আর্থিক অবস্থার তারতম্য অনুসারে করনির্ধারণ নীতি, চেম্বারলেন যাকে **gospel of ransom** বা মুক্তিপণের নীতি বলেছেন, তা স্বীকার করে আত্মপ্রসাদপূর্ণ সম্পত্তির মালিক। ১৮৮০-র কাছাকাছি নিষ্ক্রিয় লাসে ফেয়ার

রাষ্ট্র পরিবর্তিত হয় সক্রিয় সমাজ-সেবক রাষ্ট্রে। তাতে হুইগ, টোরী, জমিদার, শিল্পপতি—প্রায় সকল শ্রেণীর সমর্থন ছিল।

মার্ক্স অবশ্যম্ভাবী শ্রেণী-সংগ্রামের চিত্র অঙ্কন করলেও প্রসারশীল ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণীসংহতি সম্বন্ধে গভীর আস্থা ছিল। তার উপায় নিয়ে বেন্থাম ও ওয়েন, কবডেন ও ডিজরেলী, ম্যাথু আর্নল্ড ও ডারুইনের মতানৈক্য থাকলেও উদ্দেশ্য বিষয়ে বার্কের সময় থেকে কোন সংশয় দেখা দিতে পারেনি। ব্যক্তির প্রবুদ্ধ স্বার্থবোধের **(enlightened self-interest)** মধ্যে উদারনীতি শ্রেণীসংহতি সাধনের গোপন মন্ত্র খুঁজে পেয়েছিল এবং শিক্ষাবিস্তারের মধ্যে যথাকালে স্বার্থবোধ প্রবুদ্ধ হবে আশা করে পরিতৃপ্ত ছিল।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিংশশতাব্দী সুরু হবার আগেই সংকট দেখা দিল। প্রসারণের যুগ শেষ হয়ে আরম্ভ হ'ল সঙ্কোচনের যুগ। যতদিন পর্যন্ত সমস্যা কঠোর রূপ ধারণ করেনি অন্তর্নিহিত স্থিতিস্থাপকতার গুণে ধনতন্ত্র নিরাময় লাভ করেছে। তার বিকাশপথে কোন দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আসতে পারে বা মুনাফার হার কমে গিয়ে মুনাফার প্রেরণা নষ্ট হতে পারে এমন চিন্তা কোন পক্ষের মনে উদিত হয়নি। উদারতন্ত্রী উপলব্ধি করেনি যে পার্লামেণ্ট-নির্ভর গণতন্ত্রের ভিত্তি দুটি —নিরাপত্তাবোধ ও সমাজ-সংগঠনের মূলনীতি সম্বন্ধে সকল পক্ষের মতৈক্য— বার্ক যাকে বলেছেন **unity on the fundamentals.** প্রথমটি নির্ভর করে নির্বাধ মুনাফা আহরণের ওপর, যার এক প্রধান অংশ দিয়ে রাজনৈতিক অধিকার-প্রাপ্ত জনগণের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দাবী মেটানো সম্ভব। দ্বিতীয়টি নির্ভর করে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্বন্ধে সকল পক্ষের আপোষকামী মনোভাবের ওপর। উদারনীতির রাজনৈতিক কাঠামো ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদের প্রসারশীল ধনতন্ত্রের সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গী যোগযুক্ত যে একের বিহনে বা সঙ্কোচনে অন্যের অবনতি বা ধ্বংস অনিবার্য। পার্লামেণ্ট, দ্বিদলপ্রথা, সর্বসাধারণের ভোটাধিকার, সার্বভৌম স্বাধীনতার আদর্শ—এগুলি হ'ল উদারনীতির বহিরঙ্গ, আর প্রাণ হ'ল মুনাফার ভিত্তিতে রচিত শ্রেণী-বিন্যাস। তৎপ্রচারিত আদর্শ যতই অভ্রভেদী হোক্ না কেন, অর্থনৈতিক ভিত্তি বিচলিত হলে তারাও বিচলিত হ'তে বাধ্য।

ফিসারের মতবাদ রচিত হয়েছে বিংশ শতকের প্রারম্ভে, যখন থেকে ধনতন্ত্রের ভাঙন ও উদারতন্ত্রের অবনতি সুরু। আন্তর্জাতিক অরাজকতা ও ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতা বিক্ষুব্ধ করল ভিক্টোরীয় শান্তি; শ্রেণী-সচেতন বিপ্লবী শ্রমিক-

আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী রক্ষণশীল (**protectionist**) অর্থনীতি বিপর্যস্ত করল ধনতন্ত্রের নিরাপত্তা ; প্রথম মহাযুদ্ধের শোচনীয় অপচয়ে সমাধিলাভ করল মানবতার সকল আদর্শ। ভের্সাই শান্তির পর যে সব সামাজিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা দেখা দিল, বিধ্বস্ত দেহমন নিয়ে তৎসমাধানে অক্ষম হ'ল উদারনৈতিক গণতন্ত্র। তার স্বতঃসিদ্ধগুলি অর্থ হারালো, স্থিতিস্থাপকতা বিনষ্ট হ'ল। রুশবিপ্লব, ইটালী ও জার্মানীর ফাসিবাদ, এশিয়ার গণজাগরণ—একে একে বিভিন্ন বিরোধী শক্তির উদ্ভব হ'ল—যার সর্বাত্মক মতবাদ ও সাম্রাজ্য-বিরোধী মনোভাব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-নির্ভর সাম্রাজ্য-পুষ্ট গণতন্ত্রকে মর্মান্তিক আঘাত দিতে লাগল। যে আপোষ-কামী সংস্কার ও মূলগত মতৈক্যের জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে উদারনৈতিক পরীক্ষা সফল হয়েছিল, উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকের অভাবে তার অবসান সূচিত হ'ল। তাই চরম হতাশার মধ্যে ফিসার বলছেন—**"Happiness, liberty, equality, the rights of man, progress, these are phantoms soaked in chaos."**[২]

উদারতন্ত্রের মধ্যে বরাবরই একটা অন্তর্নিহিত বিরোধ দেখা যায়। উদারনৈতিক মানস রোমান্টিক। ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা ব্যতীত পরিবর্তনের কোন মাধ্যমই তা স্বীকার করে না, অথচ আশা করে সেই অনুপ্রেরণার মধ্যে সামাজিক কল্যাণের বীজ নিহিত থাকবে। তার ফলে উদারতন্ত্রীর অবচেতনে স্বাধীনতা ও সাম্যের বিরোধ—প্রথমটিতে সে ব্যক্তির চরিতার্থতা দেখেছে, দ্বিতীয়টিতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের ভূত। বিংশ শতাব্দীতে বিকাশের স্বতঃস্ফূর্ত ধারা হারিয়ে তার অন্তর্নিহিত বিরোধ আরো প্রকট হ'ল। সে অর্থহীন, লক্ষ্যহীন হয়ে পড়ল। ধ্বংসোন্মুখ বুর্জোয়া সভ্যতার এই আত্মবিরোধ ও লক্ষ্যহীনতা ফিসারের মুখে **Chance, Contingency**—অজ্ঞেয় শক্তির প্রাধান্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে। ধনতান্ত্রিক অগ্রগতির যুগে এই আকস্মিকতা লাসে ফেয়ারের রূপ ধরে এসেছিল। টয়নবির ভাষায়, **"In the light of a transitorily gratifying experience, our nineteenth century grandfathers claimed to know that all things work together for good for them that love the Goddess Chance."** বিংশ শতাব্দীর রূঢ় বাস্তব পারিপার্শ্বিকে আকস্মিকতা হারিয়েছে তার প্রসন্ন মুখ। তার মধ্যে ভয়াবহ অনিশ্চিতের ছায়া। উদারনীতিবিদের

চারদিকে ভেঙে পড়ছে তার এত সাধের আদর্শ, এত সংগ্রাম ও সাধনা-লব্ধ নীতি ও মূল্যবোধ, তার রুচি ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য। এই **'squandered treasure of humanity, toleration and good sense'** দেখে, আশ্চর্য নয়, ফিসার অজ্ঞেয় আকস্মিকতার বাণী শোনাবেন, টেনিসনের মত বলবেন—

> **I stretch lame hands of faith, and grope,**
> **And gather dust and chaff and call**
> **To what I feel is Lord of all**
> **And faintly trust the larger hope.**

(২)

ফিসারের রচনাকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে,—কতকগুলি বিষয়ে তাঁর গবেষণা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত, যথা 'মধ্যযুগের সাম্রাজ্য' (১৮৯৮), 'নেপোলিয়নের রাষ্ট্রনীতি, জার্মেনী' (১৯০৩) ও 'ইউরোপের ইতিহাস' (১৯৩৬)। আর কতকগুলি বিষয়ে তিনি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকর্তৃক আহূত হয়ে বক্তৃতা দেন—যথা লাওয়েল ইনষ্টিটিউটে প্রদত্ত—'ইউরোপের সাধারণতন্ত্রী ঐতিহ্য' (১৯১১), লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত—'বোনাপার্টিবাদ' (১৯০৮), গ্লাসগো য়ুনিভার্সিটিতে প্রদত্ত—'গণকল্যাণ' (**Common Weal**) (১৯২৪)। প্রবন্ধ ও বক্তৃতামালার দুটি সমষ্টি—'অতীতের পাতা' (***Pages from the Past***) এবং 'রাজনীতি ও ইতিহাসের পাঠ' (***Studies in History and Politics***); লংম্যান থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের একখণ্ড (১৪৮৫-১৫৫৮), এবং হোম য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেরী থেকে 'নেপোলিয়ান' (১৯১২)। এই মোটামুটি তাঁর ইতিহাস সাহিত্যে দান। এতদ্ব্যতীত ব্রাইস, মেইটল্যাণ্ড ও ভিনোগ্রাডফের রচনাবলী তিনি সম্পাদনা করেছিলেন।

ফিসারের প্রথম ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা "মধ্যযুগের সাম্রাজ্যের" মধ্যে প্রতিভার বিশেষ ছাপ নেই। স্মরণ রাখতে হবে উক্ত পুস্তক প্রকাশের প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে ব্রাইস তাঁর অনবদ্য 'পবিত্র রোম সাম্রাজ্য' রচনা করে গেছেন। তুলনায় উত্তরসাধক ফিসারের দুর্বলতা সুপরিস্ফুট। মধ্যযুগ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান অনেক বেশী গভীর হয় পরবর্তীকালে—ইউরোপের ইতিহাসে **The Catholic Mind** শীর্ষক পরিচ্ছেদটি তার প্রমাণ। নেপোলিয়ান সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে তাঁর

প্রতিভা আপন প্রকাশপথ খুঁজে পেল। প্রায় দ্বিশত পৃষ্ঠার মধ্যে নেপোলিয়ানের যে ক্ষুদ্র চরিত্রচিত্র তিনি অঙ্কন করেছিলেন তার তুলনা বিরল। নেপোলিয়ানের যুগ সম্বন্ধে কত ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান থাকলে এত স্বল্প পরিধির মধ্যে তাকে মূর্ত করা চলে সে বিষয়ে ইতিহাস-পাঠকদের দ্বিমত নেই। ***Napoleonic Statesmanship, Germany*** শীর্ষক গবেষণায় তাঁর প্রতিপাদ্য নেপোলিয়ান চরিত্রের অন্তর্বিরোধ। একদিকে ফরাসী বিপ্লবের মহান্ আদর্শ ও মানবিক নীতির জয়গান, অন্যদিকে উলঙ্গ পরদেশ-শোষণ; একদিকে প্রগতি ও যুক্তিবাদের প্রতি মৌখিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার শ্লথ দুর্বলতা, অর্থহীন অযৌক্তিকতা ও অন্তহীন অত্যাচারের বিরুদ্ধে নির্মম যুদ্ধ ঘোষণা—অন্যদিকে **"an army of spies and custom house officers, of insolent soldiers and corrupt officials, of extortion, repression and despotism."**

'বোনাপার্টিবাদে' ফিসার এই অন্তর্বিরোধ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। ফরাসী বিপ্লবের দুটি দিক ছিল। তা কেবল ফ্রান্সের বাতিল সমাজ ব্যবস্থা, সামন্ততন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র ও চার্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, মানবের প্রাকৃতিক অধিকারের বাণী প্রচার করেই তার শক্তি নিঃশেষিত হয়নি, তার মধ্যে প্রাকৃতিক সীমান্তের দাবীও স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছিল। ফরাসী গণতন্ত্রের এই সামরিক সত্তার প্রতীক নেপোলিয়ান। ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের ঐতিহ্য তিনি সৃষ্টি করেননি বরং উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন বিপ্লবীদের কাছে। ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে স্বাধীনতার মূল্যের চেয়ে সাম্যের মূল্য স্বীকৃত হয়েছে বেশী। মধ্যবিত্ত ও কৃষক শ্রেণীর রাজনৈতিক ঔদাসীন্য, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ঐতিহ্য এবং যন্ত্রের অভাব (জিরঁদ্যা ছাড়া বিকেন্দ্রীকরণের কথা কেউ বলেনি), সর্বপ্রকার সংঘজীবনের বিরুদ্ধে বিপ্লববাদের নীতিগত আপত্তি (যার ফলে ফ্রান্সে শ্রমিক আন্দোলন গড়তে পারেনি), শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ (মঁতেস্কুর নীতি অনুসারে), এবং সর্বোপরি গৃহশত্রু ও বহিঃশত্রুর সঙ্গে সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধের প্রয়োজন জাকব্যাঁ-দের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা চরমভাবে কেন্দ্রীভূত করে। নেপোলিয়ান সহজেই সে অধিকার লাভ করেন। এর পশ্চাতে ছিল বিপ্লবী ভূমি-নীতির ফলভোগী জোতদার, বর্ধিষ্ণু কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা **Reign of Terror**-এর নৈরাজ্য থেকে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল শক্তিমানের ছত্রচ্ছায়ায়। তাদের রক্ষা করাই নেপোলিয়ানের বৃহত্তম ঐতিহাসিক কীর্তি। **Civil code**-এ তাদের সম্পত্তি ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা, পোপের সঙ্গে আপোষের

মধ্যে তাদের ধর্মপ্রেরণা তুষ্ট করার প্রয়াস। রাজনৈতিক সাম্যের মোহে এরা রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবী ত্যাগ করেছিল। সুতরাং নেপোলিয়ান বিপ্লবপ্রসূত ব্যক্তিবাদকে অগ্রাহ্য করলেন, ধর্মব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি সমাজ-সংহতির সুপরিচিত অস্ত্রগুলি নিঃশেষে প্রয়োগ করে শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করলেন আন্তর্জাতিক যুদ্ধের পথ।

সদ্যমুক্ত ফরাসী মধ্যবিত্ত ও কৃষকের নেপোলিয়ান-প্রীতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ফিসার---"**So long as Napoleonic regime lasted, bourgeois and peasant felt themselvs sheltered from the quadruple menace of socialists, royalists, clericals and jews.**" সিভিল কোডে শ্রমিক-শোষণের ব্যবস্থা পাকা করা হয়েছিল সেদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন --"**In the great struggle between labour and capital the sympathy of Napoleon and Napoleon's lawyers was on the side of capital.**"

নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের ওপর পড়েছে চতুর্দশ লুইয়ের ছায়া। "ফরাসীরা স্বাধীনতা বা সাম্য চায় না, তারা চায় গৌরব।" সুতরাং মস্কো থেকে লিসবন পর্যন্ত যুদ্ধের কালানল জ্বালিয়ে নেপোলিয়ান গৌরবের ব্যবস্থা করলেন। গ্যয়টে ও হেগেল নেপোলিয়ানকে নবযুগের অগ্রদূত বলে অভিনন্দিত করেছিলেন অথচ সাম্রাজ্যের সর্বত্র যে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা ফরাসী স্বেচ্ছাতন্ত্রের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ মাত্র। শৃঙ্খলিত মানবমনের ওপর ক্ষমতার শাশ্বত প্রতিষ্ঠা—এ মন্ত্র ব্যাপকভাবে প্রয়োগ নেপোলিয়ানই প্রথম করেন। যুদ্ধের প্রয়োজনে সৃষ্ট এই সাম্রাজ্যের উদ্দেশ্য ছিল শোষণ, ঐক্যসূত্র—সৈন্যবাহিনী। শুধু পরোক্ষ ফলস্বরূপ তা জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয়ে সাহায্য করে এবং ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে সে জাতীয়তাবাদ উদারতন্ত্রের পথ নেয়। হার্ডেনবার্গ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সাম্রাজ্যের পতনই সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রোমান্স রচনা করল। নেপোলিয়ান ফরাসী জাতীয়তাবাদের গুরুরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। এলবা হতে প্রত্যাবর্তনের পর উদারতন্ত্রের সঙ্গে আপোষের চেষ্টা করেছিলেন তিনি, সেণ্ট হেলেনায় লিখিত স্মৃতিকথায় নিজেকে বিপ্লবের সন্তান বলে প্রমাণ করবার অপপ্রয়াস করেছিলেন। নেপোলিয়ানের এই অসত্য শহীদরূপ লামার্তিন, হুগো, তিয়ের—কবি, ঔপন্যাসিক

ও ঐতিহাসিকের ফলকে নানা বর্ণে রঞ্জিত হয়ে পরাজিত ফ্রান্সের আহত আত্মমর্যাদা রক্ষা করল। বুর্জোয়াশাসন-পীড়িত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভুলে গেল ক্রমেয়ারের কাহিনী। অবশেষে ১৮৪৮ এর জুনদিবসত্রয়ের স্মৃতি সমাজতন্ত্রভীত বুর্জোয়া ও কৃষক শ্রেণীকে আরেক নেপোলিয়ানের পক্ষতলে আশ্রয় নিতে প্রবুদ্ধ করল। এইখানে বোনাপার্টবাদের গোপন রহস্য। যখনই কোন জাতীয় সংকট উপস্থিত হয়েছে বা মধ্যবিত্ত ও কৃষকের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তখনই তার মধ্যে সমাধান খোঁজা হয়েছে।

তৃতীয় নেপোলিয়ান ফ্রান্সে রেলওয়ে (অর্থাৎ ব্যাপক ভিত্তিতে ধনতন্ত্র) প্রবর্তন করেন, ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি করেন। তথাপি কোন রাজনৈতিক দলকে তিনি তুষ্ট করতে পারেননি। গিজো ঠিকই ধরেছিলেন যে সমাজতন্ত্র ও বিপ্লবের ভয়ে প্রথম প্রথম সমস্ত দলগুলি নেপোলিয়ানকে সাহায্য করবে—কিন্তু পরে বিরুদ্ধে যাবে। ভ্রান্ত পররাষ্ট্রনীতি শেষে নেপোলিয়ানের পতন ঘটাল। কিন্তু শুধু গ্যামবেটা বা থিয়ার্স বা বিসমার্ক তার জন্য দায়ী নন। ফিসার দেখিয়েছেন, শোষিত শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দাবীও দায়ী। মার্ক্স ও লাসালের পরিকল্পনায় এদের ভবিষ্যৎ স্থচিত হয়েছিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের মত তার পশ্চাতে কেবল বিশুদ্ধমতবাদই ছিল না, ছিল স্থকঠোর অর্থনৈতিক সত্য। বিভ্রান্ত তৃতীয় নেপোলিয়ান যুদ্ধের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান খুঁজেছিলেন। অলিভিয়েরের স্মৃতিকথায় রাজপক্ষের মনোভাব সুস্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু লোদি ও মারেঙ্গোর স্বপ্ন সেডান ও মেজের শোচনীয় পরাজয়ে বিলীন হয়ে গেল। না হয়ে উপায় ছিল না। ৮ই মের গণভোটে নেপোলিয়ান লিবারেল বুর্জোয়াদের আস্থা হারালেন। উদারতন্ত্রী সাম্রাজ্যের আশ্বাস বড় দেরীতে উপস্থাপিত করা হয়েছিল।

The Republican Tradition in Europe-এ ফিসার রেনেশাঁস থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সাধারণতন্ত্রী ঐতিহ্যের ইতিহাস লিখেছেন। সাধারণতন্ত্রী মতবাদের মূলনীতি নিয়ে তিনি বিশেষ আলোচনা করেননি, তার ঐতিহাসিক চিত্রই অঙ্কন করেছেন। চতুর্দশ শতাব্দীর ইটালীতে সাধারণতন্ত্রের অভ্যুদয় কেন হ'ল এবং কি কি অবস্থার অভাবে তা বিফল হ'ল তার বিশদ বিশ্লেষণ আমরা পাই না। গুয়েলফ ও গিবেলিনের সংঘর্ষ এবং সামন্ততন্ত্রের বিরোধিতা ছাড়াও পতনের অন্য কারণ ছিল। বাণিজ্য ও শিল্পসংঘগুলির আভ্যন্তরীণ বিরোধ দিন দিন ঘনিয়ে উঠছিল। এই বাণিজ্য-নির্ভর নাগরিক

অলিগার্কির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের একচেটিয়া সুবিধা সংরক্ষণ। প্লুটার্ক ও পালিবিয়াসের ভাষায় বক্তৃতা দিলেও স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাদের ধারণা ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। বিনা কারণে মাকিয়াভেল্লি ও গুইচার্দিনি স্বৈরতন্ত্র সমর্থন করেননি। কেবল ভেনিসের শাসনব্যবস্থায় উপর্যুক্ত বিরোধমীমাংসার সুযোগ ছিল বলে ভেনিসীয় সাধারণতন্ত্র বেশী দিন স্থায়ী হয়েছে।

যে সকল দেশের রাজতন্ত্রের প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করার ক্ষমতা ছিল—যেমন ইংল্যাণ্ড—সে সকল দেশে সাধারণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হয়নি। হল্যাণ্ডের সাধারণতন্ত্রের ভিত্তি ছিল বার্গার-অলিগার্কি, তার পশ্চাতে স্পেন-বিরোধী মনোভাব ছাড়া অন্য কোন সংহতিমূলক শক্তি ছিল না। আমেরিকায় অনুরূপ অবস্থা লক্ষ্যণীয়। এ ক্ষেত্রে অন্তহীন বিস্তারের সুযোগ থাকায় অলিগার্কির মধ্যে অন্তবিরোধ উপস্থিত হয়নি। অথচ অনুকূল সম্প্রসারণ ব্যবস্থার অভাবে হল্যাণ্ডের সাধারণতন্ত্র টেঁকেনি। ইউরোপের অন্যত্র সামন্ততন্ত্রের প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন ছিল, বুর্জোয়া শ্রেণী ছিল দুর্ব্বল, তাই স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের ঐতিহ্য বদ্ধমূল হয়েছে; বদ্যাঁ ও বসুয়ে-র বাস্তববাদ মিল্টন ও হ্যারিংটনের ইউটোপিয়ার ওপর জয়লাভ করেছে। এমনকি ১৭৯১ সালের ফরাসী কনষ্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতেও সাধারণ-তন্ত্রের কথা শোনা যায়নি। ১৭৯২ সালের ১০ই আগস্ট থেকে ফরাসী সাধারণ-তন্ত্রের অভিযান সুরু হয়। বহিঃশত্রুর আক্রমণের ফলে ফরাসী রাজতন্ত্রের পতন অবশ্যম্ভাবী হ'ল। অন্য পথ না পেয়ে কনভেন্‌শান রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করল। কিন্তু এই সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে অতীতের বা সমকালীন কোন সাধারণতন্ত্রের মিল ছিল না। তা প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় শক্তির উপর জোর দেয়, তার মধ্যে কোন যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা ছিলনা এবং তা অলিগার্কি নয়—পূর্ণ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। সিসেরো, প্লুটার্ক ও রুশোর মতবাদ দিয়ে গড়া ছিল তার দর্শন। প্রথম স্বতঃসিদ্ধ ছিল **perfectibility of man**। মনুষ্যপ্রকৃতিতে এই অখণ্ড বিশ্বাস মধ্যযুগীয় ধর্মনীতির মতই অন্ধ ছিল। তার তাগিদে রাজতন্ত্র ও ক্যাথলিক ধর্ম নিঃশেষে ধ্বংস করে প্রথমে ফ্রান্সে ও পরে সারা ইউরোপে স্বর্গরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিল ফরাসী সাধারণতন্ত্রী। এই উদার মানবিক আদর্শের সঙ্গে হীনতর জাতীয় স্বার্থ বিজড়িত ছিল। তালের্ঁা বা দাঁতঁ ফ্রান্সের সীমান্তের কথা ভোলেননি।

ইউরোপের বিভিন্নদেশে সাধারণতন্ত্রের বাণী বহন করে নিয়ে গেল ফরাসী সৈন্যবাহিনী। ফিসার তার ধারাগুলি যথাযথ নির্দেশ করেছেন। ১৮৩০ থেকে ১৮৪৮ এর মধ্যে সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্র যুক্ত হ'ল। সাধারণতন্ত্রীদের মধ্যে

দুটি দল দেখা দিল—একটি উত্তরাধিকার সূত্রে সাধারণতন্ত্রী, যাদের মনে সাধারণ-তন্ত্র ও জাকর্ব্যা যুগের সামরিক গৌরব অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত; অন্যটি সমাজতন্ত্রী, যাদের দৃষ্টি অতীতে নয়, ভবিষ্যতে নিবদ্ধ। ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ছিল র‍্যাডিকালদের বিপ্লব, তার নেতা ছিলেন লামার্তিন; জুনের বিপ্লব হ'ল শ্রমিক বিপ্লব, যার নেতা ছিল না। প্রথমটির মধ্যে ভাণ ছিল প্রচুর অথচ ১৭৮৯ থেকে ব্যাপকতর কোন বিপ্লব-পরিকল্পনা ছিল না। দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক বিপ্লব হোলেও তার পশ্চাতে কোন সুস্পষ্ট বৈপ্লবিক মতবাদ বা শ্রেণীসচেতন শ্রমিক সংহতি ছিল না। ফলে উভয়ই উদারতন্ত্রী বুর্জোয়াদের হাতে বিনষ্ট হয়।

ফিসার জুনবিপ্লব ও প্যারিস কম্যুনের সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে নিরপেক্ষ। তাঁর দুঃখ ফ্রান্সের উদারতন্ত্র সুযোগের অভাবে ও নেপোলিয়ানের মূর্খতায় সফল হয়নি। থিয়ার্স বা গ্যামবেটা বা ফাভ্‌রে কে তিনি প্রকৃত উদারতন্ত্রী বলে স্বীকার করেননি। থিয়ার্স সম্বন্ধে বলেছেন—**"He would shoot down red socialists with as little concern as a gamekeeper knocks over a jay or a magpie."** এই বাক্যটির মধ্যেই উদারতন্ত্রের ব্যর্থতার আসল কারণ নিহিত। অথচ ফিসার তা ধরতে পারেননি। ফ্রান্সের উদারতন্ত্র বা ফ্রাঙ্কফুর্টের জার্মান উদারতন্ত্র ব্যর্থ হবার সব চেয়ে বড় কারণ—তাদের দুর্বলতা বা নেতার অভাব নয়। সফল হতে তারা চায়নি। মার্ক্স ও এঙ্গেলস ইতিহাসের যে রহস্য উদ্‌ঘাটন করে দিলেন তাতে শ্রমিকবিপ্লবের আবশ্যিক ভূমিকারূপে বুর্জোয়া-বিপ্লবের নাম করা হয়েছে। ভবিষ্যতে শ্রমিক-বিপ্লবের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য অর্থাৎ শুধু আত্মহত্যার পথ প্রস্তুত করতে কোন বুর্জোয়া বিপ্লব করতে প্রস্তুত ছিল না। এই মানসিক দ্বিধা ও সংশয় ফ্রাঙ্কফুর্টের সভ্যদের মধ্যে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে লেনিন তা বুঝেছিলেন বলে প্রলেটারিয়েট বিপ্লবের পূর্বসর্ত (**condition precedent**) রূপে বুর্জোয়া বিপ্লব দাবী করেননি।

ফিসারের কতকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ মূল্যবান; যথা—'আধুনিক জার্মান ঐতিহাসিক,' 'ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের মূল্য,' 'হুইগ ঐতিহাসিক,' 'ফরাসী জাতীয়তাবাদ', 'প্রাসিয়ার গণজাগরণ,' 'নাৎসিদের আদর্শ'। জার্মান ঐতিহাসিকদের পাণ্ডিত্যের উচ্চপ্রশংসা করলেও তিনি দেখিয়েছেন তাঁদের ইতিহাসব্যাখ্যা জার্মান সাম্রাজ্য-বাদকে পরিপুষ্ট ও সমর্থন করেছে। ট্রিট্‌স্কে এবিষয়ে সর্বাপেক্ষা দোষী। যেমন অমঙ্গলজনক এই প্রাসীয় সামরিক মনোভাব, তেমনি অমঙ্গলজনক দেরুলেদের উগ্র ফরাসী জাতীয়তাবাদ। নাৎসিবাদের ঐতিহাসিক পটভূমিকা অতি চমৎকার

বিশ্লেষণ করেছেন ফিসার এবং তাকে সভ্যতার ক্রূরতম শত্রু বলতে দ্বিধা করেন নি। 'হুইগ ঐতিহাসিক' প্রবন্ধটিতে মেকলে ও অটো ট্রেভেলিয়ানের মতামত পরীক্ষা করা হয়েছে। মেকলে শ্রেণীসংহতিতে বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে সেই শাসন শ্রেষ্ঠ যা প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে এবং প্রবুদ্ধ অভিজাত ও বিচক্ষণ শ্রমিক দ্বারা সমর্থিত। ফিসার এমনি এক শ্রেণীসংহতির স্বপ্ন দেখেছিলেন, যদিও তার ভিত্তি ব্যাপকতর হয়ে সর্বসাধারণকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। **The Common Weal** নামক বক্তৃতায় তিনি শ্রেণীসংহতির প্রয়োজনে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে আবশ্যিক প্রতিপাদন করেছেন। ধনের অসম বণ্টন নাকি সভ্যতার শত্রু নয়, শত্রু—অশিক্ষা ও কুসংস্কার, অর্থাৎ ইউরোপের অসুখ নীতিগত, অর্থনীতিগত নয়। কতকগুলি অর্থনৈতিক বুলির ছদ্মবেশ পরে অতীতের বাদবিসম্বাদ মানব-জাতির ক্ষতি করছে। প্রজননবিজ্ঞানের দিক থেকে দারিদ্র্যের নাকি মূল্য রয়েছে। **The Common Weal**-এর উগ্রতা সদ্যসংঘটিত রুশ বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া বলে প্রতীয়মান হয়। যে বিপ্লব শ্রেণীবিশেষের **privilege** বা স্বার্থের বিরুদ্ধে—যথা ফরাসী বিপ্লব—ফিসার তার ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন, কিন্তু যে বিপ্লব **property** বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে, যথা রুশ বিপ্লব, ফিসার তাকে কখনই অন্তরের সঙ্গে সমর্থন করতে পারেননি। তাঁর অবচেতনে মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে গিয়েছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল গ্রীক সভ্যতার মহিমার কথা তিনি কোনদিন ভোলেননি।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে "ইউরোপের ইতিহাস" প্রকাশিত হয়। পরিকল্পনার দিক থেকে ফিসারের দুঃসাহস বিস্ময়কর। বিরাট য়ুরোপীয় ইতিহাসের অন্তহীন বৈচিত্র্য সম্বন্ধে অবহিত থেকে তার সমগ্রতার স্বরূপ উপলব্ধির প্রয়াস অসাধারণ প্রতিভা ও দক্ষতার পরিচায়ক। কত গভীর জ্ঞান থাকলে বিষয়বস্তু এমন সুবিন্যস্ত, রচনাশৈলী এত সহজসিদ্ধ ও চিত্রধর্মী হয়, কত ব্যাপক অভিজ্ঞতা থাকলে দেশকালের এমন স্বচ্ছন্দ তুলনা চলে! আবার পাণ্ডিত্যের চেয়েও লক্ষ্যণীয় তাঁর শিল্পীজনোচিত কল্পনাশক্তি, স্রষ্টাসুলভ অন্তর্দৃষ্টি। প্রতি চরিত্র প্রাণবন্ত, প্রতি ছত্রে ঐতিহাসিকের উদার, বিদগ্ধ, রুচিশীল ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। মানুষের জীবনে যেখানেই যে মানসিক ও আধ্যাত্মিক সম্পদের প্রমাণ তিনি পেয়েছেন সেখানেই তার সম্মান দিয়েছেন, অথচ কুসংস্কার ও গোঁড়ামির দুর্ভেদ্য ছলনাজাল তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তি ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। একদেশদর্শিতার পরিচয় ক্বচিৎ

পাওয়া যায় বটে—তবে য়ুরোপীয় সমাজের সর্ববিধ প্রকাশধারার সংক্ষিপ্ত অথচ সুষ্ঠু পরিচয় দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। মন্তব্যের মধ্যে নীতিবাগীশদের উন্নাসিকতা নেই, সত্যবাচনের সঙ্কোচও নেই। স্বল্পই প্রকাশ পেয়েছে উগ্র প্রতিক্রিয়ার পরিচয়। একটি ক্লাসিকাল সংযম ও স্বচ্ছ শ্রেয়োবুদ্ধি তার বিচারশক্তি ও মূল্যবোধকে পরিমার্জিত করেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—দুইটি অধ্যায়ের নাম করা যেতে পারে—**The Catholic Mind** ও **International Currents.**

ভূমিকায় অস্বীকার করলেও ফিসারের প্রকৃতি ধীর বিবর্তনে বিশ্বাসী। য়ুরোপীয় ইতিহাসের বিষয়-বিন্যাসে তার প্রমাণ মেলে। বেকনের মত তাঁরও বক্তব্য ছিল—**Truth is the daughter, not of authority, but of time,** এবং সেই বিবর্তনের বিভিন্ন পর্ব তাঁর পুস্তকের তিনটি ভাগ—(১) প্রাচীন ও মধ্য-যুগ, (২) রেনেশাঁস, ধর্মবিপ্লব ও যুক্তিবাদ এবং (৩) উদারতন্ত্রের পরীক্ষা। কালানুপাতে তৃতীয় ভাগটি বৃহত্তম তথা ফিসারের উদারতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। ইতিহাস সম্বন্ধে দর্শন না থাকলেও দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ফিসারের, যার ব্যতিরেকে ইতিহাস রচনা অসম্ভব। তিনি কি পরোক্ষভাবে স্বীকার করেননি যে মাঝে মাঝে সভ্যতার সংকট উপস্থিত হলেও ইউরোপের অন্তর্নিহিত শক্তি তার ওপর অবশেষে জয় লাভ করেছে? সামাজিক প্রতিষ্ঠানের আবশ্যক পরিবর্তন করে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজকে খাপ খাইয়ে নেওয়াই তার স্বভাবধর্ম? প্রাচীন গ্রীসের স্বাধীনতার ঐতিহ্য, প্রাচীন রোমের সমাজশৃঙ্খলার আদর্শ, খৃষ্টানধর্মের নৈতিক মূল্যবোধ, অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশ্ববিরাজ ও যুক্তিবাদ, ফরাসী-বিপ্লবের মৌল মানবিক অধিকারের বাণী—সবগুলিই কি এক প্রগতিপ্রবাহের মধ্যে ধারা মেলায়নি? রুশ-বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপের অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সুতরাং রুশবিপ্লবের পর থেকে প্রগতি সম্বন্ধে আস্থা হারালেও পূর্ববর্তী ইতিহাসের গতি ফিসারের রচনায় একটা মূলগত ছন্দ লাভ করেছে। নিছক আঙ্গিকের দিক থেকে ফিসারের বেশী ত্রুটি নেই। বর্ণনার চিত্রধর্মে পাঠক অভিভূত হয়। কনষ্টান্টিনোপলের অভ্যুত্থান, মধ্যযুগের শিক্ষা ও ধর্ম আন্দোলন, পিটার দি গ্রেটসম্পর্কীয় অধ্যায়গুলি উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করা যেতে পারে। ক্ষুদ্র চরিত্রগুলি বহুক্ষেত্রে তুলনাহীন মিনিয়েচার। একটি দুটি রেখায় একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তি বা যুগকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আলেকজাণ্ডার, সেণ্ট পল, জাষ্টিনিয়ান, হিল্ডেব্র্যাণ্ড, দান্তে, জন হাস, নিকোলাস ক্রেবস্—জীবনের বিভিন্ন

বিভাগ থেকে চয়ন করা চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মার্ক ব্লখের মত আপাত-বিষম দুই যুগকে তুলনা করা তাঁর রচনাশৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অবশ্য এই পদ্ধতির বিপদ অনেক, যেমন পঞ্চম শতাব্দীর গলের সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর উত্তর আমেরিকার তুলনা করা (১১৬ পৃঃ) ন্যায়সঙ্গত হয়নি। এপিগ্রাম সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন ফিসার—তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—**England grew, Prussia was manufactured.**

১২২২ পৃষ্ঠার মধ্যে নব্যপ্রস্তরযুগ থেকে হিটলারের অভ্যুদয় পর্যন্ত ইউরোপীয় ইতিহাসকে রূপায়িত করার চেষ্টায় ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। অনেক সময় ফিসারের মতামত বিতর্কের বিষয়। ভূমিকার প্রথম ছত্রটির কথা ধরা যাক। ইউরোপীয় ইতিহাসের বিচিত্র বিকাশকে গ্রীক সভ্যতার সঙ্গে উত্তরাধিকারসূত্রে যোগ করে বহুবিধ সমস্যা এড়ানো যায় বটে, কিন্তু উক্তিটি কি ইউরোপের সকল দেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য এবং কি পরিমাণে প্রযোজ্য? জার নিকোলাস সম্বন্ধে প্রযুক্ত বিশেষণগুলি কি তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত? ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের কি কোন কুফল দেখা দেয় নি? মহাযুদ্ধের জন্য ধনিকশ্রেণীকে দায়ী করা একান্তই **'baseless fable'**? যুদ্ধের সম্ভাবনা কি জাহারফ, স্নাইডার ও ক্রাপের মত ধনিককেও বিচলিত করেছিল? **"Patriotism was as little to Lenin's heart as parliaments."**—সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জের টেনে নিয়ে যাওয়াই কি লেলিনের দেশপ্রেমের পরিচয় দিত?

ফিসারের দৃষ্টিভঙ্গী বহুবাদী। ঐতিহাসিক ঘটনার বা আন্দোলনের পশ্চাতে তিনি একাধিক শক্তির ক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন। তাঁর সঙ্গে এই নিয়ে কলহ করা চলে না, কারণ আজও ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবার মত নিরাসক্তি আমাদের আসেনি। বৈজ্ঞানিক অপক্ষপাতের সম্মুখে বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ বাধা অনেক। কিন্তু মার্ক্সের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ইতিহাসের ধারার ওপর যে আলোকপাত করেছে তার মূল্য অনস্বীকার্য। প্রয়োগের মধ্যে তা কিছু পরিমাণে সার্থক হয়েছে। তাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার ফলে রেনেশাঁস, ধর্মবিপ্লব বা সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের গৃহবিবাদ পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়নি ফিসারের পুস্তকে। টনি আদৌ ক্রিষ্টোফার হিল নন, অথচ তার সাহায্য নিতে ছাড়েননি।

কিন্তু ফিসার যে ধনতান্ত্রিক সমাজের গলদ সম্বন্ধে নির্বিকার ছিলেন, তাও নয়। শিল্প-নির্ভর গণতন্ত্রের সমস্যা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা রয়েছে **Strands of History**

ও **International Currents** শীর্ষক অধ্যায়ে। শ্রমিক শ্রেণীর অপূর্ণ অভিযোগই যে সামাজিক অশান্তির কারণ তিনি তা জানেন, তবে তাঁর সমাধান হ'ল শান্তির পথে, সংস্কারের পথে তাকে দূর করতে হবে—বিপ্লব বা হিংসার পথে নয়। দ্বিতীয় পন্থার ফল অরাজকতা, আর অরাজকতা মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের পরিপন্থী। অরাজকতা যদি না আসে—তবে অবশ্যম্ভাবী স্বৈরতন্ত্র, তা সাম্যবাদ বা ফাসিবাদ যারই রূপ ধরে আসুক না কেন। উভয়ের মধ্যে স্বাধীনতার আদর্শ গৌণ, সুতরাং ফিসারের পরিত্যজ্য। তিনি সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার পক্ষে, কিন্তু উদারতন্ত্রী রাষ্ট্রের মারফৎ। অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের আংশিক সমাজ-সেবক রাষ্ট্রের বেশী তিনি অগ্রসর হবেন না।

New Dictatorships and Old Democracies শীর্ষক অধ্যায়টি নানা স্ববিরোধী প্রশ্নে উদ্বেল। অনুতপ্ত উদারতন্ত্রীর বিহ্বল আত্মজিজ্ঞাসার অপূর্ব নিদর্শন এটি। ধনতন্ত্রের কুশ্রীরূপ তিনি দেখেছেন—প্রতিযোগিতার মধ্যে অপচয়, যৌথ কোম্পানীগুলির মর্ম-হীনতা, আইন-প্রণয়ন ও প্রয়োগের ওপর ধনিক শ্রেণীর অন্যায় প্রভাব, মানুষে মানুষে বিপুল অর্থনৈতিক বিভেদ, উত্তর-সামরিক যুগে অমিত প্রাচুর্যের মধ্যে অসীম দারিদ্র্য (পৃঃ ১১৮৬)। এলিয়টের এই **Waste land** এর দিকে তাকিয়ে বিমূঢ় বৃদ্ধ প্রশ্ন করছেন—"**What was the world coming to?**" বহুদিনের পরিচিত পৃথিবী তার সদাচার, শালীনতা, রুচি, সহিষ্ণুতা শ্রেয়োবুদ্ধি নিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল? উনবিংশ শতাব্দীর উদারনৈতিক '**rules of the game** কেউ ত' পালন করে না। সহসা তিনি লেনিনকে প্রশংসা করে বলেন—"**humanitarian on so large and comprehensive a scale,**" এমন কি ধ্বংসের প্রতি লেনিনের ঔদাসীন্যও মেনে নেন, যদি তাতে রাশিয়ার সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু তাঁর মনে সন্দেহ হয়—রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান কি হবে? রুশবিপ্লব রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়েও অর্থনৈতিক সাম্যের গুরুত্ব দিয়েছিল, এমন কি দ্বিতীয়টির জন্য প্রথমটি ত্যাগ করতেও পশ্চাৎপদ ছিল না। ফিসার তা যুক্তি বা অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা কোন দিক থেকেই ভাল বলে মনে করেননি। আলোচনা ও আপোষের মধ্য দিয়ে সংখ্যালঘু বিরোধী দলের অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখে, হিংসা ও বলপ্রয়োগের পন্থা বাদ দিয়ে এই বিরাট গণ-আন্দোলন পরিচালিত হয়নি বলে তাঁর ক্ষোভ। কিন্তু ফিসার ভুলে গেছেন যে স্বাধীনতাকে সকল ক্ষেত্রে শেষতম সীমা পর্যন্ত সফল করতে গেলে সমাজের মূলনীতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। এবং ইংল্যাণ্ডের মত দেশের বাইরে সে প্রশ্নের

বিনা বিপ্লবে উত্তর মেলে কিনা সন্দেহ। সার্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি ও সমাজসেবক রাষ্ট্রের ওপারে উদারনীতির দৃষ্টি চলে না। একশত বৎসরের সাধনা-লব্ধ বাস্তব কল্যাণের ঐতিহ্যকে কোন এক সম্ভবপর-স্বর্গরাজ্যের জন্য বিপদগ্রস্ত করতে তাঁর বিবেকে বাধে। ফাসিবাদ ও সাম্যবাদের উন্মাদনার মধ্যে তিনি মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা লক্ষ্য করেন, তাঁর ভয় হয়—মননের ও কর্মের স্বাধীনতা আবার কোন নূতন পোপের কাছে বাঁধা রাখবে ইউরোপের জনসাধারণ? স্বাধীনতার চেয়ে রুটিতে অধিকতর বিশ্বাসী বিপ্লবী দর্শন সুরুচি, শ্রেয়োবুদ্ধি ও সূক্ষ্ম বিবেকের মর্যাদা দেয় না—টম পেইন বার্ক সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তারই পুনরুক্তি করে—**"he pities the plumage but forgets the dying bird."** কিন্তু রুটি পাবার পরও সোভিয়েট রাশিয়া ও সাম্যবাদী পূর্ব ইউরোপে আবার শোনা যায় স্বাধীনতার দাবী। উদারনীতির আপাতদৃষ্ট ট্রাজেডি হয়ত কোনদিনই শেষ কথা নয়। হয়ত বারংবার আমাদের ফিসার পড়তে হবে।

ঐতিহাসিক জর্জ লেফেভ্‌র

প্রায় এক বছর আগে প্রখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক জর্জ লেফেভ্‌রের মৃত্যু হয়েছে।[১] তাঁর একখানি মাত্র গ্রন্থ—**Quatre-Vingt-Neuf** (অথবা **1789**) ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। বিগত দশকের ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ তাঁর গবেষণা সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন বললে অত্যুক্তি হয় না। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত অধ্যাপক জে. এম. টমসনের ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসে লেফেভ্‌রের উল্লেখ নেই। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আলফ্রেড কব্যান তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণ—**The Myth of the French Revolution** (১৯৫৪)-এ প্রায় অনুরূপ ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন। ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাজগতে ওলার, মাতিয়ে, তোকবিল ও তেন আজও রাজত্ব করছেন। অথচ ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস সম্যক আলোচনা করতে গেলে লেফেভ্‌রের ফরাসী ভাষায় লিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধাবলী অবশ্য পাঠ্য। মার্ক ব্লখ্‌কে বাদ দিয়ে যেমন সামন্ততন্ত্রের ইতিহাস চর্চা অসম্ভব তেমনি ফরাসী বিপ্লবের বিশ্লেষণ লেফেভ্‌রকে বাদ দিয়ে।

বিস্ময়কর তাঁর জীবন। ঐতিহাসিক মাতিয়ের সমবয়সী তিনি, জন্মেছিলেন ১৮৭৪ সালে। দীনদরিদ্র পিতার সন্তান লিল বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী পেরোতে পারেনি। পঁচিশ বছর কেটেছে lycée বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প'ড়িয়ে। পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত পারীর বিদগ্ধ পণ্ডিত সমাজের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল না। সহজ খ্যাতি ও সুলভ প্রচারের সুযোগ থেকে বহুদূরে এই জ্ঞান তপস্বী সাধনার শিখা অনির্বাণ রেখেছিলেন।

লিলে তিনি মধ্যযুগ-বিশারদ পেতিত দ্যুতালিসের সংস্পর্শে আসেন এবং অর্থাভাব মেটাতে তাঁরই অনুরোধে বিশপ ষ্টাবসের ইংল্যাণ্ডের শাসনতান্ত্রিক

ইতিহাস অনুবাদ করতে সুরু করেন। ইতিমধ্যে তিনি রুশ ঐতিহাসিক লুচিস্কি, ফরাসী ঐতিহাসিক শ্যানাক্‌ এবং সর্বোপরি সমাজতন্ত্রী নেতা জ্যরেজের প্রভাবে বিপ্লবের অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণায় হাত দিয়েছেন এবং আপন স্বল্প সঞ্চয় ***Les paysans du Nord et la Re´volution francaise*** (উত্তরাঞ্চলের কৃষক ও ফরাসী বিপ্লব) প্রকাশে ব্যয় করেছেন (১৯২৪)।

"জ্যরেজই আমাদের সত্যিকার গুরু" (**"C'est vraiment Jaure`s qui a e´te´ notre maitre"**) বারবার স্বীকার করেছেন তিনি। জ্যরেজ সমাজতন্ত্রের বাণী দিয়ে রিপাবলিকান গণতন্ত্রের সঙ্গে মার্ক্সীয় ইতিহাস ব্যাখ্যার মিলন সাধন করে তখনকার নবীন ঐতিহাসিকদের মনে অভূতপূর্ব অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন। ১৯০১ সাল থেকে তাঁর ***Histore socialiste de la Re´volution francaise,*** 'ফরাসী বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক ইতিহাস', খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯০৩ সালে তাঁরই প্রচেষ্টায় বিপ্লবের অর্থনৈতিক ইতিহাস সংগ্রহ ও সঙ্কলনের জন্য এক সংস্থা গঠিত হয়, যার আনুকূল্যে গত অর্ধ শতাব্দী ধরে বিপ্লবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপাদান মুদ্রিত হচ্ছে। উক্ত সংস্থা ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎসাহী গবেষকদের সমিতি গঠন করে এবং লেফেভ্‌র উত্তরাঞ্চলীয় সমিতির সভ্য হন। ১৯০৪ সাল থেকে তিনি ডিপার্টমেণ্ট ও কম্যুনগুলির নথিপত্র দেখা সুরু করেন এবং বিপ্লবের পশ্চাতে কৃষক ও গ্রামবাসীদের ক্রিয়াকলাপ তাঁকে আকৃষ্ট করে। ডক্টরেটের জন্য তিনি দুটি গবেষণামূলক নিবন্ধ দাখিল করেন—প্রথমটির কথা আগেই উল্লেখ করেছি, দ্বিতীয়টি দুই খণ্ডে বিভক্ত প্রামাণ্য দলিলের সঙ্কলন।

আশ্চর্যের বিষয়, মাতিয়ে, আঁরি সে ও আঁরি পিরেন তাঁর গবেষণার প্রশংসা করলেও এই অমূল্য গ্রন্থটির বহুল প্রচার হয়নি। হয়নি, কারণ তিনি যে সব উপাদানের ভিত্তিতে গবেষণাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তখনও তাদের কদর লোকে বোঝেনি। ভূমি হস্তান্তরের দলিল, নোটারি অফিসের দলিল, জন্মমৃত্যুর হিসাব, করদাতার তালিকা, ম্যানরের রেজিষ্টার, গ্রাম্য কম্যুনের নথিপত্র, আদমসুমারির রিপোর্ট প্রভৃতি ঘেঁটে উত্তরাঞ্চলের জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি, ভূম্যধিকারের দ্রুত পরিবর্তমান রূপ, ভূমি হস্তান্তরের শ্রেণীগত নিরিখ, কৃষককুলের স্তরবিন্যাস, গ্রামীণ সমাজের কাঠামো ও অর্থনীতি এবং তার ওপর বিপ্লব ও যুদ্ধের প্রভাব সম্বন্ধে এমন সংখ্যামূলক তথ্য তিনি বার করলেন যা সমসাময়িক কোন সরকারী দলিল, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র বা সাহিত্য জর্ণালে মেলে না। ইতিপূর্বে আর কারুর

মধ্যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে অর্থনীতিবিদ ও সংখ্যাতাত্ত্বিকের বিশেষ জ্ঞান যুক্ত হয়নি। মার্সেল রাইনার রেভ্যু ইস্তরিকের এক প্রবন্ধে (**Un historien du xx sie´cle, *Revue Historique*, Janiver-Mars 1960**) এই কথাই বার বার জোর দিয়ে বলেছেন।

যেমন ধরা যাক উত্তরাঞ্চলের একটি ছোট মহকুমা **Bergues** এতে বিপ্লবকালীন খাদ্যসরবরাহ ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যের কথা।[২] মূল্যবৃদ্ধি, মূল্যনিয়ন্ত্রণ এবং জোতদারদের কাছ থেকে জোর করে খাদ্যশস্য সংগ্রহের রোবসপিয়েরীয় নীতি সম্বন্ধে সংখ্যামূলক তথ্য পরিবেশন করে অতি নিপুণভাবে তিনি ফুটিয়েছেন শ্রেণীসংগ্রাম, সহর-গ্রামাঞ্চলের সংঘর্ষ ও কৃষক—কৃষিমজুরের দ্বন্দ্ববিবাদের কাহিনী। এরকম শত শত গ্রাম্য ম্যুনিসিপ্যালিটির দলিলপত্র তিনি দেখেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের নেতৃবৃন্দই শুধু তাঁর পরিচিত ছিল না, কত অখ্যাত গ্রামের চাষী, মজুর, কত নগন্য সহরের পেতিতবুর্জোয়া তাঁর কাছে জীবন্ত ছিল। তাঁর পূর্বে **collective mentality** বা যূথমনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা কেউ করেননি। ***La Grande Peur de 1789*** (১৭৮৯ সালের মহাভীতি, ১৯৩২) পুস্তকে প্রত্যেকটি সামাজিক শ্রেণীর আবেগ, অনুভূতি, আশা ও আশঙ্কার যে নিপুণ বিশ্লেষণ পাওয়া যায়, তা বিস্ময়কর।

১৯২৮ সালে মার্ক ব্লখের সাহায্যে তিনি ষ্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হলেন। মার্ক ব্লখ্ তখন গ্রামীণ ফ্রান্সের আদি রূপ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। উভয়ের মধ্যে একটা সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে যা শেষ দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। ১৯৩১ সালে রেমঁ গিয়ো ও স্যান্যাকের সহযোগিতায় তিনি লিখলেন ***La Re´volution francaise***-এর প্রথম সংস্করণ। ১৯৩২ সালে মাতিয়ের মৃত্যু হলে, তিনি রোব্সপিয়ের বিষয়ক গবেষণা সমিতির সভাপতি পদে বৃত হন এবং মাতিয়ে সম্পাদিত পত্রিকার ভার গ্রহণ করেন। তার নব নামকরণ হয়—***Annales Historiques de la Re´volution francaise.*** ১৯৩২ সালে 'ত্রাসরাজত্ব'-কালীন কৃষিব্যবস্থা এবং ***La Grande Peur*** খ্যাত ভবঘুরে গুণ্ডাদের আক্রমণ ভীতি সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা প্রকাশিত হয়।[৩] ১৯৩৫ সালে বেরোল ***Napoleon.***

১৯৩৭ এ, স্যানাক বিদায় নেবার পর, তিনি সর্বোনে ফরাসী বিপ্লবের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত পরম গৌরবে তিনি সে পদ অলঙ্কৃত করে গেছেন। এ সময় তিনি লিখেছিলেন ***Les Thermidoriens, Quartre-Vingt-Neuf*** এবং ***La Directoire.*** পামারের ভাষায়, "তাঁর মত বিপ্লব বিষয়ে এত বড় পণ্ডিত আর দেখা যায়নি।"

১৯৫১ সালে বেরোল ***La Re´volution francaise***এর পরিমার্জিত সংস্করণ।[৪] এতদিন তিনি আনুবীক্ষণিক দৃষ্টি দিয়ে বিপ্লবের প্রতিটি খুঁটিনাটি তথ্য পর্যবেক্ষণ করছিলেন, এখন এক সামগ্রিক দৃষ্টি নিয়ে দেখলেন বিপ্লবের আদ্যন্ত প্রবাহকে। রোবসপিয়েরের বক্তৃতা ও রচনাবলী সম্পাদনা চলল এই সঙ্গে এবং এষ্টেটস জেনারেলের উপাদান সংগ্রহ স্বরু হল। ফরাসী বিপ্লব বিষয়ক গবেষণা পত্রিকার সম্পাদনা ছাড়াও রেভ্যু ইস্তরিকে বিপ্লব বিষয়ক রচনাবলীর সমালোচনা চলল এবং এ ভাবে তিনি গবেষণার একটা উচ্চ মান স্থাপন করে দিয়ে গেলেন। তাঁর অশীতিবৎসর পূর্তি উপলক্ষে এই সব টুকরো রচনার সংগ্রহ বেরোল—***Etudes sur La Re´volution francaise*** নামে। সেই তাঁর শেষ রচনা।

'উত্তরাঞ্চলের কৃষক ও ফরাসী বিপ্লব' সম্বন্ধে মাতিয়ে লিখেছিলেন—"**Never yet has the social history of the Revolution been worked over with such depth and amplitude**" এ মন্তব্য পরিবর্তন করার প্রয়োজন আজও হয়নি। ১৮৯৭ সালে রুশ ঐতিহাসিক লুচিস্কি সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে প্রাক্-বিপ্লব ফ্রান্স ছিল ছোট ছোট স্বাধীন কৃষকের দেশ। তারা শুধু ভূমির মালিকই ছিল না, নিজেরাই কৃষিকার্য তত্ত্বাবধান করত। এইখানে ফ্রান্সের সঙ্গে একদিকে ইংল্যাণ্ড ও অন্যদিকে পূর্ব ইউরোপের পার্থক্য ছিল। ইংল্যাণ্ড ছিল বৃহৎ ভূম্যধিকারীর দেশ আর পূর্ব ইউরোপে কৃষক ছিল ভূমিদাস। লেফেভ্র আরও গভীর ভাবে অনুসন্ধান করে দেখলেন কথাটা মোটামুটি ঠিক হলেও ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের আগে থেকেই ফ্রান্সের কৃষক সমাজে শ্রেণীবৈষম্য স্বরু হয়ে

গিয়েছিল এবং তার ফলে কৃষক-সংহতি ক্রমশঃ ক্ষীয়মান হচ্ছিল। এর জন্য দায়ী এক দীর্ঘস্থায়ী কৃষি-সংকট। ১৭৫০ সাল থেকে উত্তরাঞ্চলের জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। ফলে ভূম্যধিকারী কৃষকের সংখ্যা বাড়লেও ভূমিহীন কৃষকসংখ্যা তদপেক্ষা দ্রুততর গতিতে বেড়ে যায়। ১৭৮৯ সালের পূর্বে কৃষক সমাজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়—(১) যারা বেশী জমির মালিক অথবা সরেস জমি লিজ নিতে পেরেছে, লেফেভ্রের ভাষায়, **bourgeoisie rurale** বা গ্রামীণ বুর্জোয়া এবং (২) যারা স্বল্প জমির মালিক বা ভাগচাষী বা একেবারে ভূমিহীন—জীবিকার জন্য যাদের বড় জোতদারের খেতখামারে দিনমজুরীর কাজ নিতে হয় কিংবা গ্রাম্য শিল্পসংস্থায় কাজ নিতে হয়। প্রথম শ্রেণীর আধিক্য দেখা যায় অ্যাল্সেস, ফ্ল্যাণ্ডার্স, লিমুজিন, লোয়ার উপত্যকা এবং দক্ষিণ ফ্রান্সে। এ সব অঞ্চলে কৃষকেরা অর্ধেক থেকে তৃতীয়-চতুর্থাংশ ভূমির মালিক ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর আধিক্য দেখা যায় বাকী অঞ্চলে। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে প্রত্যক্ষ বিরোধ বাধেনি, কারণ সামন্তপ্রভু, চার্চ, সহরবাসী, তহশিলদার এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে উভয়ে শত্রু মনে করত। শোষণ তাদের মধ্যে একটা ঐক্য এনে দিয়েছিল এবং তাদের মধ্যেকার ভেদরেখাকে আবৃত করে রেখেছিল। এই জন্য ১৭৮৯ সালের কৃষিবিদ্রোহ সম্ভব হল। ***La Grande Peur*** **(The Great Panic)** পুস্তকে তিনি দেখিয়েছেন কাল্পনিক দস্যুভীতিতে উত্তেজিত হয়ে কৃষকরা সামন্তপ্রভুদের সাতো **(chateau)** আক্রমণ করল, ভূমি সংক্রান্ত দলিল পুড়িয়ে ফেলল, জিনিষপত্র লুটপাট করে জমি দখল করে বসল। বিভিন্ন স্থানের কৃষকদের শ্রেণীগত শত্রু ছিল বিভিন্ন, কিন্তু ১৭৮৯ সালে সমস্ত শত্রুর প্রতীক হয়ে দাঁড়াল সিনর।

Quatre-Vingt-Neuf **(1789)** গ্রন্থে[৫] তিনি এদের আপত্তির তালিকা চারটি শব্দে সীমাবদ্ধ করেছেন—**taxes, tithes, fees, dues.** অষ্টাদশ শতাব্দীতে করভার ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। তদানীন্তন দার্শনিকবৃন্দ যতই সামন্ততন্ত্রের

সমালোচনা করেন, সামন্তশ্রেণী ও চার্চ ততই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে স্বার্থের নব নব প্রাকার রচনা করতে থাকে। আবার ম্যানরের আদালত সর্বদা সে স্বার্থরক্ষা করে চলত। উপরন্তু গ্রামীণ সমাজের যৌথ অধিকারগুলিতেও শোষণের জাল বিস্তৃত হয়। অবশ্য ফ্রান্সের সব অঞ্চল সমান অত্যাচারের বলি হয়নি। বৃটানি বা ফ্রাঁসকোঁতে (**Franche Comte**) শোষণের মাত্রা ছিল সর্বাধিক, আবার ফ্ল্যাণ্ডার্সে সবচেয়ে কম। বিপ্লবের প্রয়োজন ছিল এবং সব শ্রেণী তাতে হাত লাগিয়েছিল।

ফরাসী বিপ্লব আসলে একটি মাত্র বিপ্লব নয়, কতকগুলি বিপ্লব পরম্পরার ক্রমপ্রসারমান ফল। প্রথমে ঘটে অভিজাত বিপ্লব, পার্লম'র মাধ্যমে রাজতন্ত্রকে বিপদে ফেলে যা অভিজাতকুলের হৃত অধিকার পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিল। তারপর ঘটল বুর্জোয়া বিপ্লব, যার সাফল্য সূচিত হ'ল এষ্টেটস্‌ জেনারেলের আহ্বানে। তৃতীয় এষ্টেটকে লেফেভ্‌র বলেছেন, **"made up uniquely of bourgeois."** ***Quatre-Vingt-Neuf*** এর তৃতীয় অধ্যায়ে বুর্জোয়াদের উত্থান কাহিনী, চরিত্র প্রভৃতি বিশ্লেষিত হয়েছে। তাদের যথেষ্ট জমি ছিল। তারপর এল গণ-বিপ্লব, যার বৃহত্তম বিস্ফোরণ দেখি ১৪ই জুলাই বাস্তিল দুর্গের পতনে এবং মফঃস্বল সহরে পৌরবিপ্লবে (**municipal revolution**)। তারপর ঘটল কৃষক-বিপ্লব। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল অভিজাতদের সম্বন্ধে নানা উড়ো গুজব—যথা তারা জনগণের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে, রাজাকে প্রতারিত করছে, এষ্টেটস্‌ জেনারেলের ভূমি-সংস্কারবিধান প্রবর্তনে বাধা দিচ্ছে, এমনি সব। বুর্জোয়াদের আহ্বানে কৃষকরা বিপ্লব করেনি। তারা জানত খাজনা, টাইদ প্রভৃতির অনেকখানি বুর্জোয়াদের হাতে পড়েছে। তাদের বিপ্লব ছিল স্বয়ম্ভু ও স্বাধীন। পুরোনো অর্থনৈতিক অসন্তোষের ওপর দেখা দিল খাদ্যসঙ্কট এবং তা নিয়ে ইতস্ততঃ সংঘর্ষ। ব্যবসা বাণিজ্যে মান্দ্য সঙ্কটকে তীব্র করল। ফলে গ্রামাঞ্চলের বেকার সমস্যা ভয়াবহ রূপ নিল। দলে দলে বেকার ভিখারী বেশে পথে বেরোল এবং মাঝে মাঝে পেটের দায়ে রাহাজানি করতে লাগল। সুরু হল—**La Grande Peur** বা **great panic.** সহুরে বুর্জোয়া এবং সঙ্গতিপন্ন চাষীরা ভাবল অভিজাতরা তাদের বিরুদ্ধে এসব গুণ্ডা লেলিয়ে দিচ্ছে। আসলে দেশ-জোড়া অর্থনৈতিক দুরবস্থা, অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার অভাব কৃষক-বিপ্লবে পরিণতি পেল।

অনেকটা ভয় পেয়ে (বদান্যতা বশতঃ নিশ্চয় নয়) ৪ঠা আগস্ট এষ্টেটস জেনারেল সামন্তপ্রথা উচ্ছেদ করল। আরও কিছুদিন পরে চার্চের সম্পত্তি

জাতীয়করণ করা হ'ল। যদিও সামন্তপ্রভুদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হয়েছিল, কৃষকদের প্রবল আপত্তির তোড়ে সে সঙ্কল্প ভেসে যায় এবং বিনা ক্ষতিপূরণে ১৭৯৩ সালে কৃষকরা জমি পায়। লেফেভ্‌র বলেছেন, **"If the French peasantry were able to become a democracy of small, independent proprietors, where redemption would have disastrously weakened or even ruined them, it is to themselves that they owed it; they liberated themselves, and the successive Assemblies only sanctioned what they accomplished."**

এখন দেখা যাক, জাতীয় সম্পত্তির অংশ পেয়ে কৃষকশ্রেণী কি রূপ লাভবান হল। লেফেভ্‌রের মতে উত্তরাঞ্চলের কৃষককুল লাভবান হয়েছিল ঢের বেশী। সমগ্র উত্তরাঞ্চলের মোট জমির পরিমাণ ছিল ৫৭০,০০০ হেক্টেয়ার। তার মধ্যে চার্চের একলক্ষ হেক্টেয়ার ও পলাতক অভিজাত শ্রেণীর ৩০,০০০ হেক্টেয়ার জমি বিপ্লবের ফলে পুনর্বণ্টিত হয়। যে ৩৫,০০০ লোক এই জমির ভাগ পায়, তার মধ্যে ২০,০০০ ছিল ভূম্যধিকারী কৃষক, ১০,০০০ ছিল ভূমিহীন কৃষক, বাকী বুর্জোয়া ও অন্যান্য। সবচেয়ে বড় ক্রেতা ছিল আনজিন্ কয়লা কোম্পানী।

কনষ্টিট্যুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলি প্রবর্তিত মুদ্রা অ্যাসাইন্যাট (assignat)-এর মূল্য ক্রমশঃ পড়ে যাচ্ছিল। এক সঙ্গে জমির দাম দিতে হয়নি বলে সস্তায়, পরে আরো সস্তায়, জমি মেলে। লেফেভ্‌রের মতে ক্যাম্ব্রেসিস অঞ্চলে আসল মূল্যের একষড়াংশ দামে জমি পাওয়া গিয়েছিল, ফ্ল্যাণ্ডার্স অঞ্চলে এক তৃতীয়াংশ দামে। অবশ্য এতে রাষ্ট্রের খুব ক্ষতি হয়নি। এবং বিপ্লব ত এই জন্যই সফল হল। কৃষককুল বিপ্লবের ফলে সবচেয়ে লাভবান হয়েছিল, বুর্জোয়া শ্রেণী নয়। নিম্নোদ্ধৃত তালিকাবর্ণিত ভূমি হস্তান্তরের শ্রেণীগত নিরিখ আমাদের অনেক বদ্ধমূল ধারণা পরিবর্তনে সাহায্য করবে।

উত্তরাঞ্চলের ভূমির মালিকানা

মালিকানার শ্রেণীগতরূপ	১৭৮৯ সালে মালিকানার পরিমাণ	১৮০১-২ সাল মালিকানার পরিমাণ (সমগ্র অঞ্চলের এক সপ্তমাংশের ভিত্তিতে)
অভিজাত	২১ থেকে ২২%	১২·৮%
বুর্জোয়া	১৬ থেকে ১৭%	২৮·৫%

মালিকানার শ্রেণীগতরূপ	১৭৮৯ সালে মালিকানার পরিমাণ	১৮০১-২ সাল মালিকানার পরিমাণ (সমগ্র অঞ্চলের এক সপ্তমাংশের ভিত্তিতে)
চার্চ	১৯ থেকে ২০%	—
কৃষক	৩০ থেকে ৩১%	৪২·১%
হাসপাতাল, ইত্যাদি	২ থেকে ৩%	২·৫%
সাধারণ ব্যবহৃত মাঠ ইত্যাদি	৫ থেকে ৬%	১০·১%
অকৃষি	৪%	৪%
	১০০%	১০০%

অবশ্য এতৎসত্ত্বেও অধিকাংশ কৃষক জমি পায়নি। তার জন্য শিল্পবিপ্লবের প্রয়োজন ছিল। জমিদারদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করলেই দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান হয় না।

উল্লিখিত ভূমি হস্তান্তরের ফলে গ্রামাঞ্চলে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটল। কৃষক শ্রেণীর সংহতি, যৌথ গ্রামীণ ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়ল। কৃষকদের এক বৃহৎ অংশের হাতে জমি দিয়ে বিপ্লবের নেতারা ব্যাপকতর সামাজিক বিপ্লব থেকে ফ্রান্সকে রক্ষা করলেন। স্থাপিত হল গ্রাম্য বুর্জোয়া[৬] ও সহুরে বুর্জোয়ার সহযোগিতা। গ্রামের ভূমিহীন প্রলেতারিয়েত সঙ্গতিশালী কৃষককুলের সহানুভূতি হতে বঞ্চিত হল এবং কৃষিমজুর শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীর সমর্থন হারাল। বুদ্ধিমান সহুরে বুর্জোয়া চার্চ ও সামন্তপ্রভুর পাওনা রদ

৬। গ্রাম্য বুর্জোয়ার সংজ্ঞা নিয়ে লেফেভ্‌র ও সবুলের মধ্যে বিতর্ক হয়েছিল। সবুলের গ্রাম্য বুর্জোয়ার মধ্যে বড় পত্তনিদার ও ছোট মালিক উভয়ই ছিল, তাদের তিনি বলেছেন lescoqs de village. লেফেভ্‌র এদের মধ্যে সিনিউরদের নায়েব গোমস্তা (grands fermiers) কেও ধরেছেন। মনে হয় বড় পত্তনিদারদের তিনি ধরেননি। লাব্রুসের সংজ্ঞা হল 'capitalisme foncier' যারা জমিতে অনেক মূলধন লগ্নী করেছে। কব্যানের মতে পূর্বরচিত সিদ্ধান্তের সঙ্গে মেলাবার জন্যে এমন গোলমাল সৃষ্টি হয়েছে। লেফেভ্‌র নিজেই *Etude Orle'anaises* (1962) গ্রন্থে স্বীকার করেছেন, অরলিয়ঁর গ্রামাঞ্চলে গ্রাম্যবুর্জোয়াদের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।

করে দিয়ে, বাজেয়াপ্ত জমির পুনর্বণ্টন করে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির নীতিকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির গাঁটছড়ায় সহুরে বুর্জোয়ার সঙ্গে বাঁধা গ্রাম্য বুর্জোয়া দরিদ্র প্রতিবেশী ও মজুরদের থেকে নিজেদের আলাদা করে দেখতে শিখল। হয়ে দাঁড়াল সহুরে বুর্জোয়ার রাজনৈতিক সমর্থক।

ভূমিহীন কৃষকের প্রতিক্রিয়া হল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ ভূসম্পত্তিতে তাদের আপত্তি ছিল না, ছিল তার একান্ত ব্যক্তিগত ও সঙ্কীর্ণ উপভোগে। দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার প্রয়োগে উৎপাদনব্যবস্থার পরিবর্তন তারা চায়নি। অর্থাৎ জমির মালিক যেই হোক-না কেন, তারা চেয়েছিল সে জমি ছোট ছোট জোতে কম খাজনায় পাবার অধিকার। দিনমজুরী ছিল অনিশ্চিত এবং জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয় সঙ্কুলানে অপর্যাপ্ত। তাই আর্থিক নিশ্চিন্ততার জন্য তারা লিজ প্রথার ব্যাপক প্রবর্তন চাইল। বড় বড় জোত তাদের দাবীর পরিপন্থী, তাই ছোট ছোট জোতের ওপর জোর দিয়েছিল তারা। তারা আরও চেয়েছিল খাজনার হার নিয়ন্ত্রণ করতে, লাঙ্গলের ভাড়া কমাতে, দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতীকার, শস্য চলাচল ও রপ্তানীর সরকারী নিয়ন্ত্রণ। বাব্যুফের ভাবধারার উৎস এইসব দাবী। লেফেভ্রের মতে বাব্যুফ আদৌ সাম্যবাদের প্রবক্তা নন বরং প্রাক্ধনতন্ত্র যুগের যৌথ গ্রামীণ ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তনকামী।[৭]

কিন্তু অরণ্যে রোদন। বিপ্লবের বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দ ও তাদের সচ্ছলব্ধ বর্ধিষ্ণু কৃষক বন্ধুগণ ব্যক্তিগত সম্পত্তির নীতিতে বিশ্বাসী ছিল, বিরোধী ছিল অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের। এই পরিপ্রেক্ষিতে রোবসপিয়েরের ভেনটোসের বিধানাবলী (**Laws of Ventose**) এবং তাঁর সামগ্রিক নীতি সম্পর্কে মাতিয়ে ও লেফেভ্রের বিতর্ক আলোচ্য। মাতিয়ের মতে বিপ্লবের শত্রু বলে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে রোবসপিয়ের দরিদ্র চাষীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করতে চেয়েছিলেন। লেফেভ্রের মতে তাঁর সহকর্মীরা এতদূর যেতে চাননি। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, ভূমিহীন কৃষকেরা সত্যি তা চেয়েছিল কিনা। তারা একেবারে নিরন্ন ভবঘুরে ছিল না, তারা চেয়েছিল কম খাজনায় ছোট ছোট জোত লিজ নিয়ে নিজেরা চাষবাস করতে। তারা চেয়েছিল গ্রাম্য পতিত জমি, খালবিল, বন ইত্যাদির ভাগ। ১০ই জুন ১৭৯৩তে এ বিষয়ে যে আইন হলো তা ভূমিহীনের

সব দাবী মেটায়নি। এই প্রসঙ্গে লেফেভ্রের আনল পত্রিকায় (১৯২৯) প্রকাশিত **The Place of Revolution in the Agrarian History of France** প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। কব্যানের মতে ধনী কৃষকদের বাধায় কমনস্ এর ওপর গ্রাম্য অধিকার রক্ষা পায়।[৮]

বস্তুতঃ মাতিয়ের রোমান্টিক আতিশয্য থেকে লেফেভ্র একেবারে মুক্ত। দরিদ্র, ভূমিহীন কৃষক ও দিনমজুর প্রসঙ্গে তিনি আদৌ ভাবালুতার প্রশ্রয় দেননি। তিনি জানতেন এরা অজ্ঞ ও ধর্মান্ধ—যার জন্য এরা বিপ্লবের চার্চবিরোধী নীতি স্বচক্ষে দেখেনি এবং রাজনীতি বিষয়ে একেবারে উদাসীন ছিল। গ্রাম্য জনসভা বা **Socie´te´s populaires** বাইরের লোক এসে তৈরী করেছিল। এরা ষোড়শ লুইকে কর দিতে চায়নি, সাধারণতন্ত্রকেও নয়। যুদ্ধ শুরু হলে এরা সৈন্যদলে যোগ দিতে চায়নি; শস্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু হলে, খাদ্য লুকিয়েছে।

বিপ্লবের সুফল এরা চেয়েছিল, তার জন্য মূল্য দিতে চায়নি। তাই সাধারণতন্ত্র যখন বাধ্য হয়ে আবশ্যিক সৈন্যসংগ্রহ প্রথা প্রবর্তন করল, সাঁকুলোতদের চাপে মূল্য নিয়ন্ত্রণ স্থুরু করল এবং জমানো খাদ্য জোর করে দখল করতে চাইল, তখন এই কৃষকরাই সাধারণতন্ত্রের সব চেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়াল। সম্মুখ সমরে নয়, রিপাবলিককে এই কৃষকবিরোধী নীতি অনুসরণ করতে বাধ্য করে, প্রাক্তন সামন্তপ্রভু ও বিদেশী বাহিনী পরোক্ষে তার পতন ঘটাল।

'ফরাসী বিপ্লব'-এর দ্বিতীয় খণ্ডের উপসংহারে ফলাফল নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন লেফেভ্র। প্রথমতঃ উচ্চনীচ স্তরে বহু বিভক্ত পুরোনো সমাজের ভগ্নস্তূপে জন্মালো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সাম্য ও জাতীয় অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বের চেতনা। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন এষ্টেট বিভিন্ন ভাবে অপকৃত বা উপকৃত হ'ল। সবচেয়ে ক্ষতি হ'ল চার্চের। বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি, টাইদ ও অন্যান্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে চার্চ একটা আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হ'ল। এখন থেকে রাষ্ট্র চার্চের প্রভাব থেকে, পুরো না হলেও, অনেকটা মুক্ত হ'ল। যাকে আমরা 'সেক্যুলার ষ্টেট' বলি তার সুচনা হল। অভিজাতদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হয়েছিল (১৭৯০, ১৫ মার্চের বিধানে), কিন্তু কনভেনশান তা রদ করল (১৭৯৩, ১৭ জুলাই)। যারা দেশত্যাগ করেছিল তাদের জমিদারী বাজেয়াপ্ত ও নীলাম করা হ'ল। মঁতানাররা

(Montagnards) উত্তরাধিকার আইন বদলে দিলে। যাদের **nolesse de la robe** বলা হত তাদের এবং অর্থদফ্তর এবং শাসনযন্ত্রের সঙ্গে জড়িত অভিজাত-দের কম ক্ষতি হয়নি। বুর্জোয়াদের মধ্যে নানা উপশ্রেণী লক্ষ্য করেছেন লেফেভ্র। তাদের মধ্যে যারা বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল বৃটিশ নৌ অবরোধ ও দীর্ঘ কালব্যাপী যুদ্ধের জন্য তাদের প্রভূত ক্ষতি হয়। ফ্রান্স প্রায় সব উপনিবেশ হারায়। যারা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল, যৌথমূলধন ভিত্তিক **(joint stock)** *কোম্পানী বাতিল করে, নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু করে, লাভের হার বেঁধে দিয়ে তাদের* অগ্রগতিও বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। মূলধন সংগ্রহ কঠিনতর হ'ল; সুদের হার বাড়ল। একমাত্র রুয়ঁার শিল্পের উৎপাদন মূল্য ১৭৯০-৯৫ এর মধ্যে ৪১ থেকে কমে ১৫ মিলিয়ান ফ্র্যাঙ্কে দাঁড়ায়; শ্রমিক সংখ্যা কমে যায় ২৪৬০০০ থেকে ৮৬০০০ এ। বিপ্লবের প্রাথমিক ফল ধনতন্ত্রের বিকাশের পথ রুদ্ধ করে, একথা ভুললে চলবে না। রঁতিয়ার শ্রেণীর ক্ষতি সব সময় হয়নি; তবে বিপ্লব কালীন কর, জোর করে চাপান রাষ্ট্রীয় ঋণ ও দ্রবমূল্য হ্রাসের শিকার হয় তারা। অনেকে অবশ্য নীলামে চার্চ বা অভিজাতদের জমি কিনে বা মুদ্রা নিয়ে ফাটকা-বাজিতে বা কালোবাজারী করে প্রচুর লাভবান হয়।

থার্মিডোরের প্রতিক্রিয়ায় এই বুর্জোয়াদের অবদান ছিল। অর্থনৈতিক ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের অবসান চেয়েছিল তারা, সার্বিক ভোটাধিকার বাতিল করে বিত্তবানদের শাসন চেয়েছিল। সাঁকুলোতদের পৌনঃপুনিক হাঙ্গামা ব্যবসা ও উৎপাদন বিঘ্নিত করছিল। রোব্সপিয়েরের দলও শ্রমিক সংগঠনের ওপর আঘাত হানেন **Loi Le Chapelier** দ্বারা। তারাও রোবসপিয়েরের পতনের দিন অঙ্গুলি হেলন করেনি। বুর্জোয়ারা শুধু থার্মিডোরের প্রতিক্রিয়ার পেছনে নয়, প্রেইরিয়ালের (১৭৯৫) সাঁকুলোত দমনেরও পেছনে। শেষ পর্যন্ত তারাই ১৮ ব্রুমেয়ারে নেপোলিয়নের উত্থানে সাহায্য করে। বস্তুতঃ সাঁকুলোত মতবাদ জাকবাঁ্য মতবাদের বিকল্প ছিল না। এরা চেয়েছিল প্রাকশিল্পবিপ্লব স্বর্ণ যুগকে ফিরিয়ে আনতে, যেখানে ব্যাঙ্কার থাকবে না, বড়ো শিল্পপতি থাকবে না, থাকবে শুধু কৃষক ও ছোট কারুজীবী। তারা ইতিহাসের গতি উল্টোদিকে ফেরাতে চেয়ে-ছিল। আর সত্যিকার ধনতন্ত্র ফ্রান্সে গড়ে ওঠেনি, সত্যিকার সর্বহারা শ্রেণীর জন্ম হয়নি বলে জাকবাঁ্যারা এতদূর বামে যেতে সাহস করেছিল। তারা শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া র‍্যাডিক্যাল থেকে গেছে। আর বাব্যুফ ছিলেন ভবিষ্যতের প্রতীক। সাঁ জুস্ত এবেরের মত হঠকারিতার প্রশ্রয় দেননি। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বা খাদ্য

রেশনে রাজী হলেও যদৃচ্ছা মজুরী বৃদ্ধির দাবী জাকর্ব্যা দল মেনে নেয়নি। কিন্তু সহরে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতে গিয়ে চাষীদের মজুতভাণ্ডার আক্রমণ করতে হ'ল এবং জাকর্ব্যারা হারাল গ্রাম্য সমর্থন। বাব্যুফবাদ সাঁকুলোৎ ও জাকর্ব্যা কেউই মেনে নেয়নি। বাব্যুফ শ্রম ও শ্রমার্জিত ফলের যৌথ মালিকানা চেয়েছিলেন। সংখ্যালঘু বিপ্লবীদের একনায়কত্ব চেয়েছিলেন। নেপোলিয়ান বামপন্থী বিপ্লব ও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে দমন করলেন সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার স্বপ্ন, জনগণতন্ত্রের স্বপ্ন।

লেফেভ্‌রের 'নাপোলেয়ঁ' আজও ক্লাসিক হয়ে আছে। হাইলের মত কড়া সমালোচকও বলেছেন, তিনি পক্ষপাতদুষ্ট নন। একটিমাত্র মন্তব্যে তিনি নেপোলিয়নের চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন, **"Napoleon is before all else a temperament."** নেপোলিয়ানের মধ্যে দুটি বিপরীত ভাবধারা প্রবাহিত হচ্ছিল এবং অনেক সময় তারা সংঘাতের সৃষ্টি করছিল। একদিক থেকে তিনি অষ্টাদশ শতকের আপোষহীন, যুক্তিবাদী **(un cerebral)**, ক্ল্যাসিক আদর্শে অনুপ্রাণিত বীর যোদ্ধা; অন্যদিকে তিনি রোমান্টিক ভাবাপ্লুত, কল্পনাপ্রবণ, ব্যক্তিবাদী নায়ক। ক্ল্যাসিক বীর আপন অদৃষ্ট নিয়ে চিন্তা করে, রোমান্টিক নায়ক তার পরিণতি ভেবে বিষণ্ণ হয়। **"He is an artist, a poet of action, for whom France and mankind are instruments"**—তিনি কর্মের কবি, ফ্রান্স ও মানব সাধারণ তাঁর বীণা। কিন্তু **la gloire** এর মোহ বা প্রভুত্ব স্থাপনের লক্ষ্য কোন সময় ভোলেন না তিনি। মেফিস্টোফিলিস ও ফষ্টের কথোপকথন মনে পড়ে। **Mephistopheles :**

> **To win you glory ? Oh dear me !**
> **You have been with heroines, one can see.**

Faust :

> **I wish to rule ! I wish to own !**
> **Glory ? The action counts alone.**

গণতন্ত্র তিনি সমর্থন করেননি, বুর্জোয়া শাসনও কায়েম করেননি, স্থাপন করেছেন ব্যক্তিগত একনায়কত্ব। নতুন শিক্ষা, সিভিল কোড ইত্যাদির মাধ্যমে বিপ্লবকালীন কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের ভিৎ আরো শক্ত করে দেন তিনি। তবু তিনি সামন্ততন্ত্র, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, উৎকোচজীবী ও অপদার্থ আমলাতন্ত্র ফিরিয়ে আনেননি। অনেক দিক থেকে তাঁর রাষ্ট্রকে আধুনিক ও **functional** বলা যায়।

একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল বুর্জোয়া সমাজের সঙ্গে অভিজাতদের, রাষ্ট্রের সঙ্গে চার্চের সমন্বয় ; বিপ্লবের দ্বিতীয় বর্ষের সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের এবং ১৭৮৯ এর পূর্ববর্তী রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা রোধ।

যুদ্ধ তাঁর বৈপ্লবিক উত্তরাধিকার। হাতে ছিল বৈপ্লবিক বাহিনীর মত তৈরী হাতিয়ার। কিন্তু সীজার—আলেকজাণ্ডার হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাতে ইন্ধন জোগায়। ফরাসী সাম্রাজ্যের মধ্যে বৈপ্লবিক মতাদর্শ জোরদার করার চেষ্টা করেননি তিনি। সেখানে স্থাপিত হয়েছিল তাঁর অসংখ্য প্রিয় আত্মীয় ও সৈন্যাধ্যক্ষের রাজত্ব। আবার বৃহত্তর সাম্রাজ্যে (**grand empire**) তিনি দিয়ে গেছেন বিপ্লবের বাণী, ফরাসী আইন, প্রতিষ্ঠান, শাসন প্রণালী। অথচ তাঁরই আমলে এই বৃহত্তর সাম্রাজ্যের কৃষককুল সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শুধু যে তাঁর বিপুল বাহিনীর ব্যয়ভার তাদের বহন করতে হয় তাই নয়, পুরোনো জমিদার এবং চার্চকেও পুরোনো প্রথায় কর দিতে হতো তাদের। এজন্যই উত্তর জার্মেনি ছাড়া ইউরোপের সর্বত্র (বিশেষতঃ স্পেনে) কৃষকরাই তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

আসলে বিপ্লব ও উত্তরাধিকার বা আইন সূত্রে শাসন (**Legitimacy**), ক্লাসিসিজম ও রোমান্টিসিজম্, এই দুই বিপরীত ধারার সমন্বয় সম্ভব ছিল না। তাঁকে বুর্জোয়া শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকরূপে দেখা হয়েছে। হয়ত ফ্রান্সের বুর্জোয়াদের পক্ষে কন্টিনেণ্টাল সিষ্টেম খানিকটা উপকার করেছিল কিন্তু সাম্রাজ্যের অন্যত্র স্থাপিত হয়েছিল প্রতিক্রিয়াশীল মার্কেন্টিলিজম। অবাধ বাণিজ্যের গুরুত্ব তিনি বোঝেননি। বিপ্লবের প্রথমপর্বে অন্তঃশুল্ক ইত্যাদি বিলোপ করে যে জাতীয় বাজার তৈরী হয়েছিল, নেপোলিয়ান তাকে এগিয়ে দেননি।

জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থানে তিনি সাহায্য করেছেন বলা হয়। বীটোভেন হয়তো এজন্য তাঁকে পঞ্চম সিমফনি (**Emperor**) উপহার দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভুললে চলবে না, শেষ পর্যন্ত দেননি। জাতীয়তাবাদ তাঁর দমননীতির প্রতিক্রিয়া। আসলে জাতীয়তাবাদ ব্যাপারটাই তিনি বুঝতে পারেননি, যেখানে পেরেছেন কাজে লাগিয়েছেন। অতএব তাঁকে মস্কো থেকে ফিরে আসতে হ'ল। সে কাহিনী বলেছেন টলষ্টয় **War and Peace**এ। আমরা টলষ্টয়ের ইতিহাস দর্শন না মানতে পারি কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে তিনি এখানে লেফেভ্রকেও ছাড়িয়ে গেছেন। টলষ্টয় প্রশ্ন তুলেছিলেন —**What force moves nations?** কি শক্তি পশ্চিম ইওরোপ থেকে, আপাতদৃষ্টিতে নেপোলিয়ানের নেতৃত্বে, পূর্ব ইওরোপে প্রবাহিত হল?

আবার কি শক্তি তাকে প্রতিহত করে পশ্চিম ইওরোপে ফিরিয়ে দিল, ওয়াটার্লুতে হারিয়ে দিল? আগের দিনের ঐতিহাসিক উত্তর দেন—ঈশ্বর। আধুনিক ঐতিহাসিক বলবেন—নেপোলিয়নের মত, আলেকজাণ্ডার বা ওয়েলিংটনের মত, অতিমানব। কে দিল তাঁদের অতিমানবিক ক্ষমতা? জনসাধারণের ইচ্ছা? তাই যদি হয়, তবে সে ইচ্ছা এতবার বদলায় কেন? আজ ষোড়শ লুই, কাল রোবস্‌পিয়ের, পরের দিন নেপোলিয়ন, ফিরে আবার দশম চার্লস, এমনভাবে জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছার পছন্দ বদলায় কেন? তবে কি এর জন্য মানবের পরিবর্তনশীল লক্ষ্য দায়ী? সাম্য, দেশপ্রেম, স্বাধীনতা, প্রগতি, সভ্যতা, সংস্কৃতির মত ভাবধারাই শক্তির আসল উৎস? ঐতিহাসিক আজও টলষ্টয়ের প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি। আমাদের অবস্থা প্রাজেনের যুদ্ধে আহত, প্রায় মুমূর্ষু, অনন্ত আকাশে নিবদ্ধদৃষ্টি, *War and Peace* এর নায়ক আন্দ্রে বলকনস্কির মত—"So trivial seemed to him at that moment all the interests that were engrossing Napoleon, so petty seemed to him his hero, with his paltry vanity and glee of victory, in comparison with that lofty, righteous, and kindly sky..."

রুশ বিপ্লবের মহাভাষ্যকার

এযুগের প্রবীণতম ইংরেজ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড হ্যালেট কারের তিরোধানে ইতিহাস জগৎ এক অসামান্য মনীষীকে হারাল। তাঁর জন্ম হয়েছিল ভিক্টোরিয় শতকের শেষ পাদে, ১৮৯২ সালে। শিক্ষা কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে। দীর্ঘ বিশ বছর বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি এবং ভের্সাই সন্ধি ও লীগের প্রথম আমলের অনেক ঘটনার সাক্ষী—যার বিশ্লেষণ মিলবে *International Relations Between the Two World Wars 1919-1939* ও *The Twenty Years Crisis 1919-1939* গ্রন্থে। অধ্যাপক জীবন সুরু হয় ওয়েলসের এক কলেজে, পরে বেলিয়ল ঘুরে হলেন ট্রিনিটি কলেজের ফেলো। চতুর্দশ পর্বে বিভক্ত বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত রাশিয়ার ইতিহাস, মহাভারতের বিস্তার ও গভীরতা নিয়ে তাঁকে বিশ্বজোড়া খ্যাতি এনে দিয়েছিল। তাঁর পূর্বে রুশ বিপ্লব প্রকৃত ঐতিহাসিক খুঁজে পায়নি। দানিকিন, মিল্যুকভ, কেরেনস্কি ও চারনভের আত্মপক্ষ সমর্থন বা ড্যানের আত্মসমালোচনা কোনটাই ইতিহাসপদ-বাচ্য ছিল না। ট্রটস্কির অতি সুলিখিত ও স্তালিন সম্পাদিত দুটি ইতিহাসই ছিল একদেশদর্শী। স্তালিনের দীর্ঘ ছায়া যেমন রুশী ঐতিহাসিকদের ওপর পড়েছিল, তেমনি ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূত্রপাত পশ্চিমী দেশগুলিতে রুশ বিপ্লবের নিরপেক্ষ ভাষ্যরচনার পরিপন্থী ছিল। অধ্যাপক কার রাশিয়ায় সংগৃহীত উপাদান দেখার সুযোগ পাননি, তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে বৃটেনে, বিশেষ করে মার্কিন মুলুকে, সংগৃহীত অমূল্য তথ্যরাজির ওপর। এত বাধা সত্ত্বেও ১৯৫১ সাল থেকে বেরোতে সুরু করল তাঁর সুকঠিন সাধনালব্ধ গবেষণার ফল। প্রথমে তিনখণ্ডে *The Bolshevik Revolution 1917-23* বেরোয়; পরে ১৯২৩-২৪ সালের কাহিনী—*The Interregnum*; আরও পরে ১৯২৪-২৬ সালের ওপর তিনখণ্ডে (চার অংশে) *Socialism in one Country*, শেষে তিনখণ্ডে (ছয় অংশে) *Foundation of a Planned Economy*. শুধু বৃহদায়তনে নয়—অগণিত তথ্যের পক্ষপাতহীন মূল্যবিচারে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে, সাবলীলতায় এমন কৃতিত্ব অতুলনীয় বললেও চলে। প্রখ্যাত রুশবিশেষজ্ঞ ও ট্রটস্কির জীবনীকার আইজ্যাক

ডয়সারের মতে হার্ভার্ডের ট্রটস্কি সংগ্রহ দেখার পরও তাঁর মনে হয়েছে কারের চেয়ে বেশী কিছু বলার নেই। টেইলরের মত সাম্যবাদবিরোধী ঐতিহাসিকও স্বীকার করেছেন, "প্রত্যেক ঐতিহাসিক, প্রত্যেক অর্থনীতিবিদ, এমনকি প্রত্যেক বলশেভিকও কারের কাছে এমন ঋণী যার পরিমাপ করা যায় না।"

(দুই)

যখন "বলশেভিক বিপ্লব"-এর প্রথম খণ্ড বেরোল, কার ভূমিকায় লিখেছিলেন, "আমি বিপ্লবের ইতিহাস লিখতে বসিনি, বিপ্লব থেকে যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্ম হ'ল তারই ইতিহাস লিখতে চাই।" এই অর্থে প্রথম চার খণ্ড ***Socislism in One Country***'র প্রস্তাবনা মাত্র। আরও বললেন, এ ধরনের জটিল বিষয়ের মূলে পৌঁছতে গেলে, বিভিন্ন ঐতিহাসিক চরিত্রের বিভিন্ন, এমনকি বিপরীত, উদ্দেশ্য বুঝতে হলে, চাই **imaginative understanding** বা কল্পনাশ্রয়ী অন্তর্দৃষ্টি এবং তাদের নীতি ও কৃতির সার্বিক তাৎপর্য অনুধাবন করার ক্ষমতা।

অন্তর্দৃষ্টি দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আসতে পারে কিন্তু সার্বিক তাৎপর্য অনুধাবন বলতে কার কি বুঝেছিলেন ? এজন্য পড়তে হবে তাঁর ইতিহাস দর্শন —***What is History?*** নামক ট্রেভেলিয়ান বক্তৃতাবলী। তথ্য কি ; ঐতিহাসিক কিভাবে তথ্য ব্যবহার করেন ; ব্যক্তি ও সমাজ ; ইতিহাস, বিজ্ঞান ও নীতি ; ইতিহাসে কার্যকারণ সম্পর্ক ; ইতিহাস ও প্রগতি এবং বিস্তারমান-দিগন্ত এই কটি অধ্যায়ে বিভক্ত, সুলিখিত অথচ বিতর্কসঙ্কুল, গ্রন্থটির সঙ্গে ইতিহাসের ছাত্ররা সুপরিচিত। কার দেখিয়েছেন কিভাবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী দেশ কাল সমাজ শ্রেণীভেদে বারংবার বদলে যায়। কখনও প্রকৃতির আদলে তাকে চক্রাকারে আবর্তিত মনে হয়েছে, কখনও বা পূর্বনির্ধারিত এক লক্ষ্যের দিকে অনিবার্য গতিতে অগ্রসর। ইহুদীদের কাছে এবং মধ্যযুগে সে লক্ষ্য ছিল ধর্মীয়, বিজ্ঞানের প্রভাবে তা ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতির রূপ নিল। শুধু কারের সময়কার সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক লর্ড অ্যাক্টন নন, কারের টিউটর ডাম্পিয়রও তাঁর মধ্যে প্রগতিতে বিশ্বাস সঞ্চার করেছিলেন। কিন্তু বিউরি যখন ১৯২০ সালে ***The Idea of Progress*** লিখলেন তখনই প্রথম মহাযুদ্ধ ও রুশ বিপ্লবের ফলে তাতে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ইয়েটসের **The Second Coming** ও এলিয়টের **The Waste Land** তাকে দিয়েছিল বাণীমূর্তি। তবু কার প্রগতিতে বিশ্বাস হারাননি, শুধু

বুঝেছিলেন সর্বকালে সর্বশ্রেণীর পক্ষে তা সরল রেখায় বয় না। শিল্পবিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লবের ফলে বিজয়ী বুর্জোয়া শ্রেণী যে অলীক স্বপ্ন দেখেছিল, তার পরিণতি যুদ্ধোত্তর স্বপ্নভঙ্গ। কিন্তু এক দেশ বা গোষ্ঠীর পক্ষে সত্য না হলেও অন্য দেশ বা গোষ্ঠীর পক্ষে প্রগতির ধারণা সত্য হতে পারে। প্রগতির সর্ত একটাই—বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থে মানুষকে আপন পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের অভিশাপে পশ্চিমী জগতে তার গতি রুদ্ধ হয়েছিল। রুশ বিপ্লব নতুন এক পরিবেশে তার সম্ভাবনা পরীক্ষা করতে চাইল। নতুন এক দর্শনের সাহায্যে, যার নাম মার্কসবাদ। কার এই কারণে রুশ বিপ্লবকে বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। কার আরও বললেন, তথ্য সম্বন্ধে নৈর্ব্যক্তিকতা বলে কিছু নেই। কোন ব্যাখ্যা পুরো সত্য বা পুরো মিথ্যা বলা চলে না। বলা যেতে পারে তা একপেশে, অসম্পূর্ণ, নতুন সাক্ষ্য প্রমাণের আলোকে অপ্রাসঙ্গিক বা বাতিল। শুধু জার নিকোলাসের নির্বুদ্ধিতার জন্য অথবা শুধু লেনিনের ক্রান্তদর্শী প্রতিভার জন্য বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল উভয় সিদ্ধান্তই অসম্পূর্ণ। ইতিহাসের কারবার আপেক্ষিক জগৎ নিয়ে। **Ultimate history** বলে কিছু নেই, আছে শুধু অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে অন্তহীন বিতর্ক। খাঁটি ঐতিহাসিককে জানতে হবে আপন বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে তিনি কতটা বিজড়িত। তাছাড়া অতীতকে বুঝতে হলে তাঁকে ভবিষ্যতের দিকেও দৃষ্টি প্রসারিত করতে হবে। না করলে অতীতের কোন ঘটনা কতটা মূল্যবান, সম্ভাবনাময়, তা তিনি বুঝতে পারবেন না। ফলে তিনি অগণিত তথ্যের বৃক্ষরাজির মধ্যে বনের সামগ্রিক রূপটি হারাবেন। আবার সম্ভাবনারও রূপ বদল হয়। একদা ঐতিহাসিকদের কাছে ব্যক্তি স্বাধীনতা বা শাসনতান্ত্রিক স্বাধীনতাই সবচেয়ে বড়ো সম্ভাবনা মনে হয়েছিল। তখন ফ্রিম্যান, স্টাব্‌স, মেইটল্যাণ্ড হলেন অগ্রণী ঐতিহাসিক। যখন অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতাকে বড়ো মনে হ'ল, ঘটল পালাবদল। নতুন যুগের পুরোধা হলেন টনি, লেফেভ্‌র, ব্লখ। পুরোনো ব্যাখ্যা বাতিল হ'ল না—নতুন ব্যাখ্যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ও অতিক্রান্ত হল। এভাবে ইতিহাসের ব্যাখ্যা এগিয়ে চলেছে দিগন্ত থেকে নবতর দিগন্তের পানে। রুশ বিপ্লবের ইতিহাস তেমনি এক দিগন্তের উন্মোচন।

তাহলে কি ইতিহাস শুধু সাফল্যের কাহিনী? ঐতিহাসিক কি বিজয়ীর চারণকবি? কার বলতে চান—সফল হোক বা বিফল হোক, প্রগতির মানদণ্ড কোন সর্বত্র প্রযোজ্য অমূর্ত নীতি নয়, বাস্তব জগতের কৃতি—**what works best.**

এখানেও ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতণ্ডা হবে, কারণ **what works best** ঠিক করতে গেলে কোন না কোন মূল্যবোধ প্রয়োগ করতে হবে। সে কথা স্বীকার করেই কার বলছেন—প্রকৃত ঐতিহাসিক তিনি, যিনি তথ্য ও মূল্যবোধের মধ্যে সমন্বয় আনতে পারেন। তিনি পেরেছেন—এই অন্তত তাঁর আশা।

(তিন)

বলশেভিক বিপ্লবের প্রথম খণ্ডে কার সোভিয়েত রাষ্ট্র গঠন ও শাসকগোষ্ঠীর ওপর জোর দিয়েছেন, উনিশ শতকের বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ এবং বিপ্লবকালীন গণ অভ্যুত্থান নিয়ে মাথা ঘামাননি তিনি। উনিশ শতক নিয়ে তাঁর দুটি ভালো বই অবশ্য আছে। একটি বাকুনিনের জীবনী, অন্যটি *The Romantic Exiles*. তবু এই খণ্ডে তার সংক্ষিপ্তসার দেওয়া উচিত ছিল। ভূমিদাসপ্রথা অবলোপ থেকে ধনতন্ত্রের বিকাশ পর্যন্ত রুশ অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধেও লেখা উচিত ছিল। কিন্তু তাঁর কাছে মনে হয়েছে—নতুন এক ধরনের রাষ্ট্র রচিত হচ্ছে, সেটাই সবচেয়ে বড়ো সম্ভাবনা। এই রাষ্ট্রের প্রধান হোতা ও উদ্‌গাতা লেনিন। বস্তুত কোথাও বীর ভজনার সচেতন প্রশ্রয় না দিলেও তাঁর ইতিহাসের প্রাণপুরুষ হলেন লেনিন, যেমন মমসেনের রোমক সাধারণতন্ত্রের ইতিহাসের প্রাণপুরুষ ছিলেন সীজার। কিন্তু লেনিন তো শুধু রাষ্ট্রসংগঠক ছিলেন না, তিনি ছিলেন অন্যতম মার্কসীয় চিন্তাবিদ, সর্বাগ্রগণ্য মার্কসীয় বিপ্লবী নেতা। কার বেছে নিয়েছেন তাঁর **political strategist** ও **political tactician** রূপকে। তাঁর মতে মার্কস্ ছিলেন **man of theory**, লেনিন **man of action.** তদুপরি লেনিনের প্রতিভা ছিল সৃষ্টিধর্মী, বিনাশধর্মী নয়। এমন মন্তব্য কতদূর সত্য ? প্রথম যুগের মার্কস কি শুধুই দার্শনিক ছিলেন ? *Philosophical Notebooks* এর লেখক লেনিন কি শুধু কর্মবীর ? তাছাড়া লেনিন কি অংশত চেরনিসেভস্কির মত **Utopian dreamer**ও ছিলেন না, ছিলেন না আপন সন্ত্রাসবাদী অগ্রজ দ্বারা অনুপ্রাণিত ? মনে রাখতে হবে লেনিন একবার বলেছিলেন, তাঁর মতবাদ সমসাময়িক বিপ্লবী গোষ্ঠী—নারদনিক, লিগ্যাল মার্কসিস্ট, ইকনমিস্ট প্রভৃতির সঙ্গে তর্ক বিতর্কের পরিবেশে গড়ে ওঠে। কিন্তু তাঁর আসল কৃতিত্ব হ'ল মার্কস্‌বাদের দেশকালোচিত সম্প্রসারণ। মার্কস্ লক্ষ করেছিলেন সর্বহারাদের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা প্রথমে, কারণ উৎপাদন ব্যবস্থার অগ্রগতির ফলে কৃষক পিছিয়ে পড়েছে। ১৮৪৮ সালের জার্মান বিপ্লবের বিফলতার পর তিনিই আন্দাজ করেছিলেন সর্বহারা

শ্রেণীকেই বুর্জোয়া বিপ্লবের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে যেতে হবে। কিন্তু বুর্জোয়া বিপ্লবকে চিরদিনই তিনি পূর্ব সর্ত বলে মেনে নিয়েছিলেন। লেনিন প্রথমে তাই ভেবেছিলেন। শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর রাশিয়ার অনগ্রসর বুর্জোয়া শ্রেণী যে বিপ্লব আনবে এবং তারপর যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আসবে এদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কতখানি হবে তা বুঝতে পারছিলেন না। আবার রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীও অনগ্রসর বলে তাদের মধ্যে থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন বিপ্লবী আন্দোলন জন্ম নেবে এমন আশাও তিনি করেননি। এঙ্গেলস্ যখন মার্কসের **structure** ও **superstructure** এর দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে দেখালেন তারা পরস্পরনির্ভর, তখনই লেনিন আশার আলো দেখলেন। তাহলে ত' মার্কস্‌কথিত অর্থনীতির প্রাধান্য মেনে চুপ করে বসে থাকার দরকার নেই, রাজনীতির প্রাধান্য কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটানো যায়। এর জন্য স্বতঃস্ফূর্তির চেয়ে তিনি জোর দিলেন সচেতনতার ওপর। শ্রমিক শ্রেণীতে তা সুপ্তভাবে আছে, তাকে জাগ্রত করতে হবে। সে কাজ করবে কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ, শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিভূ এবং প্রথম সারির যোদ্ধা—কম্যুনিষ্ট পার্টি।

থিয়োরীর ক্ষেত্রে যেমন পার্টির গুরুত্ব উপলব্ধি লেনিনের অন্যতম অবদান, তেমনই সেই পার্টি সংগঠন তাঁর কর্মের ক্ষেত্রে। মেনশেভিক ও ট্রটস্কির সঙ্গে দীর্ঘ বিতণ্ডা করে, বারে বারে পার্টি ভেঙে, ১৯১৭ সালে প্রায় মনোমত পার্টি তিনি গড়েছিলেন। তবু জিনোভিভ, কামেনেভ, এমনকি স্তালিনের দ্বিধা, সংশয়, বিরুদ্ধতা ভুললে চলবে না। ১৯১৭ মার্চ-এপ্রিলের পরিবেশে তিনি বুঝতে পারলেন সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয়ের ফলে বুর্জোয়া ও সমাজতন্ত্রী বিপ্লবকে সংযুক্ত করার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে।

বিপ্লব-তত্ত্বের ক্ষেত্রে একে **quantum leap**এর সঙ্গে তুলনা করা চলে। এপ্রিল থিসিসে বলীয়ান পার্টি সোভিয়েত অস্ত্রের মাধ্যমে প্রায় বিনা রক্তপাতে বিপ্লব ঘটালো; কৃষককে জমি দিয়ে, যুদ্ধ বন্ধ করে, তাকে স্থায়ী করল। কিন্তু নতুন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটলো না, সমাজই রাষ্ট্রের মধ্যে মিলিয়ে গেল। শুধু মার্কসের চিন্তাধারায় নয়, লেনিনের ***State and Revolution*** গ্রন্থেও রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিরাগ সুস্পষ্ট। তবু রাষ্ট্র থাকলো—তার নতুন নাম হল **dictatorship of the proletariat**. সর্বহারার পক্ষ থেকে রাষ্ট্রযন্ত্র পড়লো সুসংহত, উৎসর্গীকৃত একটি **elitist** দলের হাতে, যারা বিপ্লবী জীবনদর্শন বাঁচিয়ে রাখবে, জনগণের মধ্যে তা উদ্দীপ্ত করবে। প্রথম দিকে লেনিন মনে করতেন যুক্তির

দ্বারা এটা করা যায়। স্তালিনের আমলে প্রযুক্ত হ'ল শক্তি। যোগীর স্থান নিল কমিশার। কেন এমন ঘটল? এর মূলে রয়েছে বুর্জোয়া ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে যুক্ত করার মধ্যে। মার্কসীয় নীতি অনুসারে শ্রেণীবিশেষের পূর্ণ কর্তৃত্বের স্বরূপই হ'ল বিরোধী শ্রেণীর ওপর নিপীড়ন। সেক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা বা মুক্ত জীবনাদর্শ ক্ষুণ্ণ হবেই। শ্রমিক শ্রেণীর পূর্ণ কর্তৃত্ব এর ব্যতিক্রম নয়। দ্বিতীয়তঃ ধনতান্ত্রিক উদারনীতির আমলে পশ্চিমী জগতে যে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ঐতিহ্য বহুদিন ধরে রচিত হয়েছিল, জারের রাশিয়ায় তার শিকড় গাড়েনি। তদুপরি বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে তার অনুকূল পরিবেশ তৈরী হ'ল না। তৃতীয়তঃ ধনতন্ত্রের আওতায় কর্মক্ষমতার বিকাশ, আর্থিক সংগঠনী শক্তি, কারিগরি কৌশল, উৎপাদনের উপায় বৃদ্ধি প্রভৃতি কতকগুলি গুণের বিকাশ ঘটে। রাশিয়ার ধনতন্ত্র বালখিল্য, কতিপয় অঞ্চলে ও শিল্পে সীমাবদ্ধ ছিল বলে সে সব গুণ বিকাশ লাভ করেনি। অবরোধের পটভূমিকায় এবং সমাজতন্ত্রের তাগিদে যখন উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ল, অনভ্যস্ত 'শ্রমিক শ্রেণী' তাতে সাড়া দিতে পারল না। তাই দমননীতির প্রয়োজন ঘটল। চতুর্থতঃ, ইউক্রেন, জর্জিয়া প্রভৃতি যে সব অঞ্চল গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল বা অতিমাত্রায় স্বাতন্ত্র্যকামী হয়েছিল, তাদের রুশ সরকারের অধীনে আনতেও লাগল দমননীতি। তাছাড়াও কার দেখিয়েছেন, জাকব্যাঁ ও মার্কসীয় ঐতিহ্যে মানুষ বলে লেনিনের সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসে আপত্তি ছিল না। মেনশেভিক, সোস্যালিস্ট রেভল্যুশনারী এবং দলের মধ্যে অতিবামপন্থীর ত্রিমুখী তীব্র বিরোধিতার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দেখা দিল Cheka. নয়া অর্থনীতি NEP চালু করতে গিয়েও GPU-র ডাক পড়ল। নানাভাবে সোভিয়েতের কংগ্রেস থেকে কর্তৃত্ব চলে এল কেন্দ্রীয় সোভিয়েতের হাতে। সেখান থেকে কর্মসমিতি ঘুরে মন্ত্রিসভার হাতে। অনুরূপভাবে পার্টি কংগ্রেস থেকে কেন্দ্রীয় সমিতি, তার থেকে পলিটব্যুরো। লেনিনের জীবিত কালেই দশম পার্টি কংগ্রেসের দলীয় ঐক্যের ওপর প্রস্তাব ডিক্টেটরের পথ প্রস্তুত করে দেয়। জনগণের শক্তি বাড়বে বলে যে আশা তুলে ধরা হয়েছিল, ইতিহাসের পরিহাসে, অবস্থা বৈগুণ্যে, তা ব্যর্থ হল। তেমনি রাশিয়ার বিভিন্ন জাতির ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণের বাস্তব প্রয়োগ করতে গিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ রুশ জাতির কর্তৃত্ব থেকেই গেল। সোভিয়েত য়ুনিয়ান হল "the RSFSR writ large".

সুসংহত রাজনৈতিক পন্থায় অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা

করাই ছিল লেনিনবাদের আরেক মূল কথা। শিল্পে অনগ্রসর রাশিয়াকে মার্কস্ বিপ্লবের আদর্শক্ষেত্র মনে করতে পারেননি। উইটের আমলে শিল্পোদ্যম কিছুটা এগোলেও বিদেশী মূলধনের নাগপাশে রুশ অগ্রগতির পথ নানাভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে মূলধন আমদানি একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। এবং তার ফলে রুশ শিল্পায়ন ঘটাতে গিয়ে প্রচণ্ড মানবিক মূল্য দিতে হল সোভিয়েতকে। ***1917 : Before and After, Socialism in One Country*** এবং ***Foundation of a Planned Economy*** গ্রন্থাবলীতে কার নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির উচ্চাবচ ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেছেন। যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের বলি হ'ল শ্রমিক নিয়ন্ত্রিত শিল্পনীতি, যার প্রতিবাদ করেছিলেন বুখারিন ও র‍্যাডেক। ট্রেড ইউনিয়ানদের বলা হ'ল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অঙ্গ হিসাবে কাজ করতে এবং বস্তুত ট্রেড ইউনিয়ন ও নারকমট্রুডের মধ্যে কোন পার্থক্য রইল না। ট্রটস্কি চাইলেন শ্রমিকদের সৈন্যীকরণ—গৃহযুদ্ধের পরবর্তী পুনর্গঠনের কাজে। লেনিনের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক চলে ১৯২১ পর্যন্ত। কৃষক বিদ্রোহের ফলে জন্ম নিল নয়া অর্থনীতি বা N.E.P. ব্যক্তিগত ব্যবসা চালাতে কোঅপারেটিভকে কাজে লগাতে হ'ল। কৃষকদের নানা সুবিধা দিতে হ'ল। তাতেও বহু অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ঠেকানো গেল না। জন্ম হ'ল বর্দ্ধিষ্ণু চাষী বা কুলাকের। লেলিন বললেন, পশ্চিমে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব না ঘটা পর্যন্ত কৃষকের সঙ্গে সমঝোতা আবশ্যক। কিন্তু পরপর কতকগুলি সঙ্কট দেখা দিল অর্থনীতিতে—মূল্য সংকট, পারিশ্রমিক সংকট ও শ্রমিক বিতাড়ন, মূলধন সংকট ইত্যাদি। ১৯২৩ সালে শিল্প ও কৃষি পণ্যের মূল্যমানের তারতম্য—যা Scissors Crisis বলে খ্যাত—নিয়ে আলোচনা সুরু হল এবং ট্রটস্কি বিরোধীর ভূমিকা নিলেন। শ্রমিকরা কিছু সুবিধা পেলেও ভারী শিল্পের কোন উন্নতি হল না। এই পটভূমিকায় জিনোভিভ-কামেনেভ-স্তালিনের অভ্যুত্থান বর্ণিত হয়েছে ***The Interregnum*** গ্রন্থে। কি অবস্থায় এই দ্বন্দ্বের অবসান, স্তালিনের একাধিপত্য এবং তাঁরই অনুপ্রেরণায় নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির গোড়াপত্তন ও বিকাশ হলো ***Socialism in One Country*** ও ***Foundation of a Planned Economy*** তে কার তার অতি বিস্তৃত আলেখ্য এঁকেছেন। Alec Nove তাকে সম্পূর্ণতা দিয়েছেন।

বিপ্লবী বৈদেশিক নীতির বর্ণনা রয়েছে প্রধানতঃ তৃতীয় খণ্ডে। মনে হয় ট্রটস্কির প্রতি তিনি পুরো সুবিচার করেননি। তবে গোঁড়া বামপন্থীদের সঙ্গে লড়াই করে লেনিন কিভাবে ব্রেস্টলিটভস্কের সন্ধিতে তাদের রাজী করালেন সে

ইতিহাস বিস্ময়কর। কম্যুনিষ্ট ইন্টারন্যাশানালের প্রথম দশকের ইতিহাস সুলিখিত। পুরোনো মার্কসিস্টরা ইউরোপে প্রলেতারিয়ান বিপ্লবের ওপর নির্ভর করেছিলেন। ১৯১৮ সালের পর যখন তাঁরা বুঝলেন, আপনি বিপ্লব আসবে না বা সফল হবে না, তখন যাতে আসে তার জন্য তৃতীয় আন্তর্জাতিক সংস্থার আশ্রয় নিলেন। ১৯২৩ সালে ট্রটস্কি ও জিনোভিভ জার্মেনীতে বিপ্লবের মদৎ দেন। এতে ধনতান্ত্রিক দেশ রাশিয়াকে একঘরে করল। জার্মেনীর সঙ্গে র‍্যাপালো চুক্তি তার মধ্যে অনেকটা ফাটল ধরায়। স্তালিন আভ্যন্তরীণ সমস্যার ওপর বেশী জোর দিতেন এবং ১৯২৭ সালে বামপন্থীদের পরাজয়ের পর তৃতীয় আন্তর্জাতিককে কাজে লাগান রুশ রাষ্ট্রের স্বার্থে।

এই বিপুলাকার বিস্ফোরণে যে সব নাটকীয় চরিত্র উৎক্ষিপ্ত হয়েছে তার সুন্দর সব ছবি পাই ***Socialism in Country***'র প্রথম অংশে। ট্রটস্কির পতনের কারণ, কারের মতে, ট্রটস্কির ব্যক্তিত্বের মধ্যেই নিহিত। তাঁর পূর্বভূমিকা, পশ্চিমমুখী দৃষ্টিভঙ্গী, উদ্ধত আত্মবিশ্বাস, জোটবিমুখতা তাঁর বিরুদ্ধে গেছে। তিনি ও লেনিন ছিলেন এই কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণার্জুন। বিপ্লবের পটভূমিকায় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠে বিপ্লবান্তে তিনি অস্তোন্মুখে ঢলে পড়েন। স্তালিন সম্বন্ধে কারের মন্তব্য : "ঐতিহাসিক পরিস্থিতিই মানুষকে তৈরী করে, মানুষ পরিস্থিতিকে নয়—এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্তালিন।" তাঁর আসল ব্যক্তিত্ব কি ছিল, কি বা মতবাদ, বলা কঠিন। শুধু দুটো গুণ তাঁকে অসামান্য সাফল্য এনে দেয়। প্রথমতঃ বিপ্লবের ইউরোপীয় আদলের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার তিনিই ছিলেন প্রতীক। তিনি ফিরে গেছেন রুশ জাতীয় ঐতিহ্যের উৎসে। দ্বিতীয়তঃ অতিবুদ্ধিবাদী, থিয়োরী-নির্ভর নীতি থেকে তিনি জোর দেন প্রশাসনের বাস্তব দিকটার ওপর। তাঁর গুরুত্ব সংগঠক ও শাসকরূপে। যখন তিনি এক দেশে সমাজতন্ত্রের পত্তন করলেন, তখন এক কথায় উড়িয়ে দিলেন এঙ্গেলসের মতবাদ—**"Devil take the old formulae. Long live the victorious revolution of the USSR."** স্তালিন সম্বন্ধে ট্রটস্কি উপহাস করেছেন—**"a stubborn empiricist, devoid of creative imagination."** কিন্তু ১৯২৪ সালে, লেনিনের মৃত্যুর সঙ্গেই, সৃষ্টিশীল কল্পনার যুগ শেষ হয়ে গিয়েছিল বলেই হয়তো স্তালিনের উত্থান সম্ভব হ'ল। সম্ভব হ'ল বলেই তিনি বিপ্লবী রাশিয়াকে শিল্পে আমেরিকার প্রায় সমকক্ষ করে তুললেন। আবার ইউরোপীয় ঐতিহ্য প্রত্যাখ্যান করলেন বলেই শিল্পায়নের মূল্য দিতে রাশিয়া হ'ল "গুলাগ দ্বীপপুঞ্জ।" জে, এল, কিপ,

এল. হেইমসন ও লিওনার্ড সাপিরো পার্টি সম্বন্ধে; এম. লেউইন লেনিনের শেষ সংঘর্ষ; টি. স্যানিন যৌথকৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে কৃষকের অবস্থা; রবার্ট কন্‌কোয়েষ্ট স্তালিনের রাজনীতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আরও বিশদ করেছেন। তবু কারের মহাগ্রন্থ সকলের আদর্শ হয়ে থাকল।

গণতান্ত্রিক পররাষ্ট্রনীতি

১৯৩৫-১৯৩৯

সাবধানী ঐতিহাসিক সমকালীন ইতিহাস আলোচনা সম্বন্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করে থাকেন তাদের সংখ্যা অনেক এবং মূল্য অবিসংবাদিত। তাঁর পক্ষে সমকালীন ইতিহাসের সমস্ত উপাদান জানা সম্ভব নয়, আরো সম্ভব নয় প্রাপ্ত উপাদানের বৈজ্ঞানিক ও নিরপেক্ষ বিচার। উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতের অভাবে তিনি বহুল ও বিচিত্র ঘটনাবলীকে আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে যথাযথ বিন্যস্ত করতে পারেন না। তাঁর দৃষ্টি তাদের প্রবল ঘাতপ্রতিঘাতের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন, তাঁর চেতনা আবিষ্ট নিতান্ত ব্যক্তিগত সংস্কার ও সংশয়, নিতান্ত সাময়িক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মোহে। দেশ কাল শ্রেণী ও স্বার্থের খণ্ড এবং ক্ষণিক আবেদনের সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে সত্যের শাশ্বত লোকে উঠতে হলে যে সাধনার প্রয়োজন তা দুশ্চর এবং তাতে সিদ্ধি দুর্লভ। বিশেষতঃ রাষ্ট্রনীতির অপরিহার্য অস্ত্ররূপে আধুনিক প্রচার মাধ্যম যতই গৃহীত হচ্ছে—সমকালীন ইতিহাসের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা ততই জটিলতর হচ্ছে। যেখানে, ঘটনার গহন অরণ্যের মধ্যে, সহস্র ফ্যাক্টের স্বর্ণ-মারীচ নিত্য মরীচিকা দেখিয়ে অনুসন্ধিৎসু মনকে বিভ্রান্ত করছে, সেখানে বিউরি স্মরণ করে বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের শক্ত নিরাপদ আশ্রয় আঁকড়ে ধরে থাকাই শ্রেয়ঃ। সমকালীন ইতিহাস আলোচনা বিবেকবান্ ঐতিহাসিকের কাছে পরধর্ম, অতএব ভয়াবহ।

কিন্তু চান আর না-ই চান, ঐতিহাসিকরা উদাসীন থাকতে পারেন না। সামাজিক জীব হিসাবে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে সমকালীন ইতিহাসের ঢেউ লাগে। মাঝে মাঝে তাঁদের শাশ্বত সত্যের মিনার থেকে নেমে আসতে হয়। অধ্যাপক গুচ্, উড্ওয়ার্ড, নেমিয়ার ও টেইলর তার কটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রয়্যাল ইন্স্টিটিউট অব্ ইনটারন্যাশানাল অ্যাফেয়ার্সের ঐতিহাসিকবৃন্দ টয়েনবির নেতৃত্বে অনেক কাজ করেছেন যা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। তথাপি অধিকাংশ ঐতিহাসিকের আপত্তি সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রথমতঃ ছয় হাজার বছরের মানবসভ্যতার ইতিহাসে যে যুগবিভাগ করা হয়ে থাকে তা নিছক বোধসৌকর্যার্থ,

কোনো পরীক্ষিত সত্য নয়। আধুনিক ইতিহাস অভিহিত পর্বটিকে আরো কত দীর্ঘ করা হবে ? দ্বিতীয়তঃ সমস্ত ফ্যাক্টের অভাব কি একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ? কি প্রাচীন কি অর্বাচীন ইতিহাসে কোনকালেই ত সমস্ত ফ্যাক্ট জানা যায়নি। সিদ্ধান্ত সব সময়ই নির্বাচন-নির্ভর এবং নির্বাচন ঐতিহাসিকের বুদ্ধি ও বিবেচনা-নির্ভর। তাছাড়া প্রত্যেক যুগের ইতিহাসে যে সকল বিতর্কসঙ্কুল সমস্যা রয়েছে তার অনেকগুলির কারণ ফ্যাক্টের অভাব নয়, ঐতিহাসিকদের মন্তব্যভেদ। মিশরে হিকসস-অভিযান বা আর্যদের বাসস্থান, বার্বারোসায় ইতালীয় নীতি বা বোনাপার্টের জার্মাননীতি সম্বন্ধে বিতর্কই কেবল নৈর্ব্যক্তিক, বস্তুগত ও নিরাসক্ত হতে পারবে, পঠনশালার আবহাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে—আর ফ্রান্সের দালাদিয়ের সরকার বা জার্মেনীর হিটলারী আমল বা স্পেনের গৃহযুদ্ধ নিয়ে বিতর্ক অপাঙ্‌ক্তেয় পরিগণিত হবে—এর মধ্যে যুক্তি কোথায় ? নৈর্ব্যক্তিকত্ব বিষয়-বস্তুর ওপর যতটা না নির্ভর করে তার চেয়ে ঢের বেশী নির্ভর করে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। সমকালীন ইতিহাসের ক্ষেত্রে বরং বেশী একটা উপাদান পাওয়া যাচ্ছে—ঐতিহাসিকের নিজস্ব প্রতিক্রিয়া। **Zeitgeist** বা যুগধর্মের সঙ্গে সাযুজ্য লাভ না করলে শ্রেষ্ঠ ইতিহাস সৃষ্টি করা যায় না—একথা কলিংউড প্রমুখ ভাববাদীরা বলে থাকেন। বিংশশতাব্দীর মানুষ যদি খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর আথেন্সের **Zeitgeist**-এর সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করতে পারে তবে সমকালের ধর্মের সাথে ওতপ্রোতভাবে আপন সত্তাকে বিজড়িত করতে পারে না কেন ? বর্তমানের সঙ্গে তবু আমাদের আধিভৌতিক যোগ রয়েছে। অতীতের সঙ্গে যোগ সাধন সম্পূর্ণরূপে আত্মিক যোগ সাধন। শুধু বিশুদ্ধ মনন ও সৃজন-ধর্মী কল্পনা দ্বারাই আধিভৌতিক যোগের অভাব অতিক্রম করতে হয় সে ক্ষেত্রে। এখানে **bias** বা আসক্তির প্রশ্ন উঠবে। কিন্তু তার সম্ভাবনা কি প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় নেই ? ফরাসী ঐতিহাসিক ব্লখের কাহিনী স্মরণীয়। তাঁকে আধুনিক ইতিহাস-পাঠনে চিন্তিত দেখে বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সান্ত্বনা দেন—'তবু ত ষোড়শ শতাব্দীর ধর্মবিপ্লবের ইতিহাস পড়াতে দেওয়া হয়নি !' বস্তুতঃ পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে নিরপেক্ষতার কোন কারণকার্য সম্বন্ধ নেই। হয়তো বা বনে, রেনো, দালাদিয়ের সম্বন্ধে ফরাসী ঐতিহাসিকদের মতভেদ ঘটবে না, নিশ্চিত মত-ভেদ ঘটবে ড্রেফুস সম্বন্ধে, নেপোলিয়ন সম্বন্ধে তাঁদের বিতর্ক হবে তীব্রতর, ফরাসী বিপ্লব সম্বন্ধে তীব্রতম। ধর্মবিপ্লব সম্বন্ধে অ্যাক্টন কি নিরপেক্ষ ? গিবন প্রথম তিনশতকের খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে ? প্রাচীন ইতিহাসের আধারে প্রত্যেক খ্যাত-

নামা ঐতিহাসিক আপন যুগের, এমন কি আপন সত্তার ইতিহাস রচনা করে থাকেন। মেকলে লিখেছেন ভিক্টোরীয় যুগের হুইগদের কথা, তোক্‌বিল উদার-তন্ত্রের ইতিহাস, ট্রিটস্কে বিসমার্কের জার্মেনির কাহিনী। ট্রেভেলিয়ানের ভাষায়—আসক্তি থাকবেই, তবে যেন তা **right kind of bias** হয়, অর্থাৎ ইতিহাসের মূল আদর্শ সম্বন্ধে অবহিত থাকে। ঐতিহাসিক সাধু হবেন, তিনি তথ্য পরীক্ষা ও উপাদান বিশ্লেষণের জন্য বৈজ্ঞানিক নীতি অনুসরণ করবেন, এই আমরা তাঁর কাছ থেকে দাবী করতে পারি, তার বেশী নয়। তৃতীয়তঃ প্রচার আধুনিক যুগে সত্য উপলব্ধির সম্মুখে দুস্তর বাধা সৃষ্টি করেছে সন্দেহ নাই। বিকৃত সত্য, অর্ধসত্য, এমন কি নির্লজ্জ মিথ্যা পরিবেশনে পররাষ্ট্র-দপ্তর মাকিয়াভেল্লিকেও হার মানায়। কিন্তু ঠিক সেই জন্যই কি সত্য উদ্‌ঘাটনের ভার আদর্শ ও মূল্যবোধহীন রাজনীতিবিদের উপর না দিয়ে ঐতিহাসিকদের স্বহস্তে নেওয়া উচিত নয়? এ ভার দুরূহ ভার, কিন্তু জ্ঞান-তপস্বীর যোগ্য। আজি হতে ত্রিশবর্ষ পরে যখন বিজ্ঞানসম্মত নীতি অনুসারে এই সব দপ্তরের দলিল-দস্তাবেজ পঠনযোগ্য হবে, তথ্য বিচারের সত্য পরিপ্রেক্ষিত পাওয়া যাবে—তখন ভাবী ঐতিহাসিক কি করবে এই প্রগল্‌ভ মিথ্যার অভ্রংলিহ স্তূপ নিয়ে? কি করবে রাজনৈতিক নায়কদের আত্মপক্ষ-সমর্থক স্মৃতিকথা নিয়ে যদি তাদের প্রকৃত চরিত্র সম্বন্ধে টাটকা জ্ঞান না থাকে? বর্তমান ঐতিহাসিকরাই তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে কষে সমসাময়িক নেতাদের বক্তব্যের বা কাজের মূল্য যাচাই করতে পারেন এবং ভবিষ্যৎ মানব-সমাজকে বর্তমানের ভুল ত্রুটি অন্যায় ও নির্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে সাবধান করে দিতে পারেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ঐতি-হাসিকেরা এ কর্তব্য সম্যক পালন করেননি। আধুনিক ঐতিহাসিকরাও যদি শঙ্কায়, সংশয়ে, শ্রেয়োমন্যতায় বা আপন কর্তব্য সম্বন্ধে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে এই ভার গ্রহণ না করেন, তবে মানব-সভ্যতার মহতী বিনষ্টির জন্য তাঁরাও আংশিকভাবে দায়ী হবেন। পেলোপনেসীয় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেও থুকিডিডিস তার ইতিহাস লিখেছিলেন—সূক্ষ্ম বিবেকের অজুহাতে বা পরিপ্রেক্ষিতের অভাবের অজুহাতে নিশ্চেষ্ট থাকেননি। অথচ বৈজ্ঞানিক ইতিহাস-রচনার সেই প্রথম সফল চেষ্টা।

অবশ্য সমকালীন ইতিহাসের একটা সীমা স্বীকার করতে হবে। এক্ষেত্রে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সম্ভাবনা কম। অতীতের ঘটনাগুলির অখণ্ড অখণ্ড রূপ আমরা জানি, তার পরিণামের পূর্ণ চিত্রও পাই। সমকালীন ইতিহাসের

সমগ্রতা উপলব্ধির অতীত, পরিণাম ভবিষ্যতের গর্ভে। তাই সে বিষয়ে ইঙ্গিত দেওয়া সম্ভব, শেষ কথা বলা চলে না। ঐতিহাসিক যদি খোলামনে বিচার করতে পারেন ভাল, পূর্ব-পোষিত কোন সংস্কার বা বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে অগ্রসর হতে গেলে বিপদ আছে। ঘটনাচক্রের পূর্ণাবৃত্তির জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই, কিন্তু পরিণাম সম্বন্ধে সাময়িক মন্তব্যের অতিরিক্ত কিছু বলতে যাওয়া অনৈতিহাসিক। সাময়িক হলেও তার মূল্য যথেষ্ট, কারণ তা প্রচারমাধ্যমের চেয়ে নিরাসক্ত, অন্ততঃ অপেক্ষাকৃত নিরাসক্ত।

(২)

বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ১৯৩৫ ও ১৯৩৯এর অন্তর্বর্তীকালে গণতান্ত্রিক পররাষ্ট্রনীতির পরাজয়। প্রসঙ্গক্রমে নাৎসী জার্মেনী, ফাসিস্ত ইতালী ও সোভিয়েত রাশিয়ার নীতি আলোচিত হয়েছে। কারণ, প্রথম দুই রাষ্ট্রের কাছে গণতান্ত্রিক পশ্চিম ইউরোপ পরাজয় স্বীকার করেছিল এবং তার ফলে ভয়াবহ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত; আর তৃতীয় রাষ্ট্রটির সঙ্গে সৎভাবে সহযোগিতা করলে সে মহাযুদ্ধ এড়ানো যেত, না হয় সহজে জেতা যেত তথা স্বল্প অপচয়ে একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটতো। এ কাহিনী শুধু ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের বৈদেশিকনীতির দুর্বলতা ও অপটুতার কাহিনী নয়, ইউরোপের দুটি শ্রেষ্ঠ সভ্যতার শোচনীয় আত্মিক অধঃপতনের কাহিনী। উপাদান স্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে—এ যুগের বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়কদের স্মৃতিকথা বা রোজনামচা, চার্চিলের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস, ন্যুরেমবার্গ বিচারের নথিপত্র, ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় প্রকাশিত এবং ঐখৃষ্টাব্দে মস্কোতে প্রকাশিত জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের দলিলপত্র—ও অন্যান্য দ্বিতীয় শ্রেণীর সাক্ষ্য প্রমাণ, যথা অধ্যাপক নেমিয়ারের ***Diplomatic Prelude 1938—39***, অধ্যাপক টেইলরের ***From Napoleon to Stalin*** ও ***The Causes of the Second World War***, অ্যালান বুলকের ***Hitler***, আর্নষ্ট নোল্টের ***Three Faces of Fascism***, ম্যাক্স বেলফের ***The Foreign Policy of Soviet Russia***, রয়্যাল ইনষ্টিটিউটের বিভিন্ন প্রকাশনা, রথষ্টিনের সোভিয়েট রাশিয়ার ইতিহাস, ইত্যাদি।

ভের্সাই সন্ধি এই বিষাদান্ত নাটকের বীজসন্ধি। পশ্চিমী গণতন্ত্র পরাজিত জার্মেনির ওপর যুদ্ধাপরাধের কলঙ্ক এবং ক্ষতিপূরণের বিপুলভার চাপিয়ে তার শিশু সমাজতন্ত্রকে দুর্বল করে রেখেছিল। জাতিসংঘের মহান্ কল্পনাকে রূপ দিতে

গেলে যে দুটি রাষ্ট্রের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন, সেই আমেরিকা ও রাশিয়া, একটি স্বেচ্ছায় ও অন্যটি বাধ্য হয়ে, জাতি সংঘের বাইরে ছিল। জার্মেনির মত শ্রেয়োমন্য ও সামরিক জাতি গোপনে, এবং সুবিধা পেলে, প্রকাশ্যে ভের্সাই সন্ধির সর্তাবলী অবহেলা করবে তথা সামগ্রিক নিরাপত্তা বিপন্ন করবে এ বিষয়ে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের অবহিত হওয়া উচিত ছিল এবং রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে, তাকে জাতিসংঘে আহ্বান করে, সেই অবশ্যম্ভাবী বিরোধসম্ভাবনাকে দ্বিতীয় ফ্রন্টের ভয় দেখিয়ে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা উচিত ছিল। কিন্তু সাম্যবাদের আতঙ্ক তখন ধনতান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি পঙ্গু করেছে। তারা রাশিয়ার চারদিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বাস্থ্যবেষ্টনী স্থাপন করে সংক্রামক বিপ্লববীজ প্রতিরোধ করার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। বাল্টিক ও বাল্কানের এই রাষ্ট্রগুলি পূর্ণ বা আংশিক রূপে ভের্সাইয়ের সৃষ্টি এবং ভের্সাইয়ের সন্ধি তথা ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাদের রাশিয়ার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় অথচ ইংল্যাণ্ড তাদের নিরাপত্তার জন্য কোন দিনই প্রতিশ্রুত বা প্রস্তুত ছিল না। ফলে তারা ফ্রান্সের ওপর একান্তরূপে ভরসা স্থাপন করে। ফ্রান্স আবার ভের্সাই সন্ধির নিরস্ত্রীকরণ ধারার ওপর আস্থা স্থাপন করে নিশ্চিন্ত ছিল। ১৯২৩ সালে মুসোলিনির অভ্যুদয় ফ্রান্সের দক্ষিণ সীমান্ত ও ভূমধ্যসাগরীয় নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করে। কিন্তু সহসা বৈষ্ণবীভূত ইংল্যাণ্ড তার কানে শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের মন্ত্র পড়ে পড়ে তাকে ইতালীর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে বাধ্য করল। এর পিছনে অবশ্য ইঙ্গ-ফরাসী দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিকদল ও সাম্যবাদভীত ধনিকশ্রেণী ছিল যাদের চোখে মাত্তিউত্তির ঘাতক ও শ্রমিকসংঘের যম মুসোলিনি নোয়ার আর্কের মত একমাত্র ধ্রুব আশ্রয় স্থল বলে পরিগণিত। তাছাড়া একচক্ষু হরিণের মত রাইন সীমান্তের প্রতি বদ্ধদৃষ্টি ফ্রান্স দক্ষিণে একনায়কবাদের আবির্ভাবকে অনেকটা উপেক্ষাই করল।

শীঘ্রই ভের্সাইয়ের অর্থনৈতিক ফলাফল সম্বন্ধে কেইনসের ভবিষ্যদ্বাণী ফললো। ক্ষতিপূরণের পাপচক্রে জার্মেনিতে মার্কের পতন ঘটল, আমেরিকা দুর্লঙ্ঘ্য শুল্কপ্রাচীর বসাল এবং ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সংঘর্ষ দেখা দিল। লাভ হল জার্মেনির, কারণ একহাতে ক্ষতিপূরণ আদায় করার জন্য অন্যহাতে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা জার্মেনিকে প্রচুর ধার দিতে লাগল। এই উন্মাদ অর্থনৈতিক ভোজবাজি বেশীদিন টিকল না। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় ও পরে সারা পৃথিবীতে নেমে এল প্রচণ্ড অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ঝঞ্ঝা। ফলে প্রায়

দেউলিয়াগ্রস্ত ও আপনাকে নিয়ে ব্যস্ত ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স লক্ষ্য করল না গণতন্ত্রে বিশ্বাসী জার্মেনির মধ্যবিত্তশ্রেণী ধ্বংস হয়েছে এবং সাম্যবাদভীত, থাইসেন-ক্রাপ চালিত ধনিকশ্রেণী ও সিকট্-স্লেচার চালিত সামরিকশ্রেণী মিলে সকল মুস্কিল আসানের উপায় স্বরূপ নূতন এক শাক্ত ধর্মের প্রবর্তনে প্রশ্রয় দিচ্ছে। সে শক্তি প্রাসীয় সামরিক সত্তার গভীরতম অন্ধকার কন্দর থেকে আদিম টিউটন বর্বরতা নিয়ে জেগে উঠেছে—মনুষ্যত্বের ছয় সহস্র বৎসরের সাধনালব্ধ মূল্য ও মহিমার শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য নাশ করতে। ১৯৩৪ সালের ৩০শে জুন সমাজতন্ত্রের মেকী মুখোস ত্যাগ করে উলঙ্গ নাৎসীবাদ আত্মপ্রকাশ করলো। হিটলার জার্মান রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা হলেন। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স প্রাচীর গাত্রের এই ভয়াবহ লিখন পড়তে পারলো না।

১৯৩৫ সালের ৯ই মার্চ সরকারীভাবে জার্মান বিমানবাহিনীর প্রতিষ্ঠা করে এবং ১৬ই মার্চ বাধ্যতামূলক সমর-শিক্ষা প্রবর্তন করে হিটলার ভের্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জেহাদ ঘোষণা করলেন এবং ঐ মাসে ইতালীর বিভিন্ন দাবীর বিরুদ্ধে জাতিসংঘে অভিযোগ উপস্থাপিত করলো আবিসিনিয়া। ইডেন ও সাইমন বার্লিন গেলেন অনুসন্ধানের জন্য। শুনলেন জার্মেনি এবং ইংল্যাণ্ডের বিমানশক্তির সাম্যও বিনষ্ট হয়েছে। ইডেন তখনি মস্কো গেলেন রাশিয়ার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য এবং স্তালিনের সঙ্গে মূল্যবান্ যোগসূত্র স্থাপন করে এলেন। বলড়ুইন পার্লামেণ্টে যখন স্বীকার করলেন বিমান শক্তির সমতা নষ্ট হয়েছে তখন কেউ তার গুরুত্ব উপলব্ধি করল না এবং চার্চিল ছাড়া অ্যাটলি, আর্চিবল্ড সিনক্লেয়ার প্রভৃতি সকলেই নিরস্ত্রীকরণের উপর ও লীগ কভেনাণ্টের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত রইলেন। বৈদেশিক দপ্তর কিছু তৎপর হল। হিটলারের প্রতিষেধক হিসাবে মুসোলিনিকে মনে পড়ল ইংল্যাণ্ডের। সুতরাং এপ্রিলে ষ্ট্রেসা সম্মিলনীর ব্যবস্থা হল। সে বিষয়ে ফ্লাঁদ্যাঁর *Politique Francaise 1919—40* গ্রন্থে আমরা অনেক তথ্য জানতে পারি। ম্যাকডোনাল্ড ও সাইমন, লাভাল ও ফ্লাঁদ্যাঁ, মুসোলিনি ও সুভিস জার্মানির সমরসজ্জা নিয়ে আলোচনা করলেন। প্রথম দিন (১১ই এপ্রিল) হিটলারের উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হল এবং সে প্রস্তাব জাতি সংঘের কার্যকরী সমিতিকে পেশ করা হবে স্থির হল। দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে মুসোলিনি এমন নিরঙ্কুশ এবং একতরফা সর্তভঙ্গের নীতির নিন্দা করলেন—কারণ এমন কার্যে ইউরোপের শান্তি ক্ষুণ্ণ হতে পারে। ‘ইউরোপের শান্তি’ কথাটি

উচ্চারণ করে তিনি কিছুক্ষণ থেমে থাকেন এবং তৎক্ষণাৎ ইংরেজ কর্মচারীরা তার গূঢ় ব্যঞ্জনা বুঝতে পারে। মুসোলিনি জানাতে চান যে তিনি জার্মেনির বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সকে সাহায্য করতে রাজী আছেন যদি ইউরোপের বাইরে, অর্থাৎ আবিসিনিয়ায়, মুসোলিনির পরিকল্পনায় ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্স ব্যাঘাত না জন্মায়। সেইরাত্রে মুসোলিনির মনোভাব স্পষ্ট করে জানা উচিত হবে কিনা এ বিষয়ে বৈদেশিক দপ্তরের কর্মচারীদের মধ্যে বিতর্ক হয়। মুসোলিনির বিরাগ ভাজন হবার ভয়ে এবং জার্মেনির সমস্যা গুরুতর বিধায় এ প্রশ্ন তোলা হয়নি। লিটভিনফ্ ব্যাপকতর প্রস্তাব আনবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে চান কিন্তু সাইমন তাঁকে নানা উপায়ে নিরস্ত করেন। অতএব মুসোলিনি বোঝেন মৌন সম্মতির লক্ষণ, আবিসিনিয়া জয়ে ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্সের আপত্তি নেই। অবশ্য এই সময় মুসোলিনির নীতি বাস্তবিকই জার্মানবিরোধী ছিল। ১৯৩৪-এ অষ্ট্রিয়ায় জার্মান প্রভাব বিস্তারের অপচেষ্টা মুসোলিনির দৃঢ়তার ফলেই ব্যাহত হয় এবং মুসোলিনির সাহায্য পাবার ভরসায় হিম্‌ওয়ের নাৎসী ষড়যন্ত্র কঠোরভাবে দমন করে। ১৯৩৫এর জানুয়ারীতে ফ্রান্স ইতালীর সঙ্গে সামরিক চুক্তি সম্পাদন করেছিল। জার্মান ফ্রণ্টে নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় এবং ইংরেজদের নিরস্ত্রীকরণের ঠেলা সামলাতে গিয়ে দুর্বল হওয়ায় ফ্রান্স ইতালীর সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য হয়। ষ্ট্রেসার পর সে বন্ধুত্ব দৃঢ়তর হ'ল। কিন্তু শুধু তার 'ওপর নির্ভর করে না থেকে ফ্রান্স রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে অগ্রসর হল। বার্থু রাশিয়া, বাল্টিক ও বাল্কান অঞ্চল নিয়ে লোকার্ণো চুক্তির মত একটা চুক্তি করতে চেয়েছিলেন। তখন কতিপয় কারণে রুশ পররাষ্ট্র নীতি বার্থুর পরিকল্পনার প্রতি অনুকূল হয়েছিল। ট্রটস্কির সঙ্গে স্তালিনের কলহ ও স্তালিনের জয়, সুদূরপ্রাচ্যে জাপ সাম্রাজ্যবাদের অগ্রগতি এবং জার্মেনিতে হিটলারের অভ্যুদয় তার মধ্যে প্রধানতম। ২রা মে ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েত চুক্তি এবং ১৬ই মে সোভিয়েত-চেক চুক্তি সম্পন্ন হ'ল। দ্বিতীয়টির মর্ম—চেক স্বাধীনতা বিপন্ন হলে ফ্রান্স যদি চেকদের সাহায্য করে তবে রাশিয়াও তার সাহায্যার্থ অগ্রসর হবে। যাই হোক, এই চুক্তিদ্বয়ের গুরুত্ব বিশেষ কিছু অনুভূত হ'ল না। এ:ক কার্যকরী করবার জন্য রাশিয়া যে সামরিক চুক্তি দাবী করেছিল তা কোনদিনই সম্পন্ন হয়নি। ১৯৩৯-এর পূর্বে ফ্রান্স সে বিষয়ে উচ্চবাচ্য করেনি। স্তালিনের সঙ্গে দেখা করে এবং ১৫ই মে তাঁর ঘোষণা আদায় করে ফিরবার পথে পোল্যাণ্ডে গোরিং-এর সঙ্গে লাভালের দেখা হয়। গোরিংকে লাভাল গোপনে আশ্বস্ত

করেন যে উপর্যুক্ত চুক্তি ফ্রাঙ্কো-জার্মান বোঝাপড়ার পথে প্রতিবন্ধক হবে না।

তবু হিটলার ২১শে মের বক্তৃতায় কিঞ্চিৎ সাবধান হলেন। ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েত চুক্তি লোকার্ণো চুক্তির হন্তারক বলে তিনি তার তীব্র নিন্দা করলেন বটে তবু এমন নিরীহ শান্তিপ্রিয় বক্তৃতা আপোষকামী ইংল্যাণ্ডের কানে মধু বর্ষণ করল। ২১শে জুন সকলের, বিশেষতঃ ফ্রান্সের, অজ্ঞাতে ইংল্যাণ্ড জার্মেনির সঙ্গে নৌ-চুক্তি সম্পাদন করল। স্থির হল জার্মেনি ইংল্যাণ্ডের নৌ-শক্তির এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত নৌ-নির্মাণ করতে পারবে এবং আপাততঃ শতকরা ষাট ভাগ এবং দরকার হলে সমান সংখ্যক ডুবো-জাহাজ তৈরী করতে পারবে। এর চেয়ে নিরাপত্তা-হানিকর ব্যবস্থা কল্পনার অতীত। বল্‌ডুইন পার্লামেণ্টে বলেন—আক্রমণাত্মক কার্যে ডুবোজাহাজ ব্যবহার করবে না প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জার্মেনি। চার্চিল এই আত্মপ্রতারণার প্রতিবাদ করলেন। যাই হোক্, ষ্ট্রেসার ত্রিশক্তি সম্মেলনের ভিত্তি নষ্ট হ'ল। গণতান্ত্রিক ইংল্যাণ্ডের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা সম্বন্ধে মুসোলিনির বিশ্বাস দৃঢ়তর হলো। তিনি ষ্ট্রেসার কথা স্মরণ করে ও জাতি-সঙ্ঘের দীর্ঘসূত্রিতা দেখে আবিসিনিয়া গ্রাসে প্রস্তুত হলেন। বাল্টিক সমুদ্রে জার্মান প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক নাৎসী সূর্যের উপাসনা শুরু করল। ২১শে আগষ্ট মার্শাল দে বোনো মুসোলিনির চিঠি পেলেন —ত্রিশক্তি-সম্মেলনে কোন কাজ হয়নি, জেনেভাতেও হবে না—সুতরাং মার্শাল যেন (যুদ্ধ করে) সমস্যার সমাধান করেন।

আবিসিনিয়া নিয়ে ইংল্যাণ্ডের কূটনৈতিক জগতে আলোড়ন উপস্থিত হ'ল। একদিকে স্যামুয়েল হোরের মত তোষণনীতির সমর্থক দল, অন্যদিকে অ্যাণ্টনি ইডেনের মত জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমে ইতালীর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগে বিশ্বাসী, অসম্মানজনক আপোষ-বিরোধী দল, মধ্যপন্থী অষ্টেন চেম্বারলেন, চার্চিল প্রমুখ সাবধানী রাজনৈতিক মহল, যাঁরা জার্মেনিকে প্রধান শত্রু বলে মনে করেন, ইতালীর মৈত্রী হারাতে প্রস্তুত নন, ইতালী-বিরোধী আন্দোলনে ইংল্যাণ্ডের নেতৃত্ব যাঁদের পছন্দ নয়, তবে ফ্রান্স স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করলে জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমে প্রতীকার চেষ্টায় যাঁদের আপত্তি নেই। শেষোক্ত দলের ইচ্ছা বিরোধ এড়ানোর চেষ্টা করাই কর্তব্য, তবে বিরোধ আরম্ভ হলে তার চরম সমাধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। এমন সমাধান হওয়া উচিত নয় যাতে আবিসিনিয়ার লাভ হয় না, মুসোলিনি হিটলারের সঙ্গে যোগ দেন এবং জাতিসঙ্ঘের মর্যাদা বিনষ্ট হয়। লর্ড সেসিল

প্রমুখ অনেকে এই সঙ্কটে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অবিসংবাদিত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর ছিলেন। যাই হোক, জেনেভার সভায় ইডেন প্রথম থেকেই অর্থনৈতিক স্যাংসনের কথা উত্থাপন করেন। ১০ই সেপ্টেম্বর এই মতের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও স্যামুয়েল হোর তা ১১ই সেপ্টেম্বর সমর্থন করেন। ইংল্যাণ্ডের ভূমধ্যসাগরীয় নৌ-বাহিনী সহজেই ইতালীয় সৈন্য যাতায়াত বন্ধ করে দিতে পারত, সুতরাং অনেকেই ইংল্যাণ্ডের নেতৃত্বে ইতালীর আক্রমণাত্মক মনোভাবের প্রতিবাদে প্রস্তুত হয়। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে আবিসিনিয়া-অভিযান শুরু হয়। ১০ই অক্টোবর পঞ্চাশটি সার্বভৌম রাষ্ট্র মিলিতভাবে তার প্রতিকার গ্রহণে কৃতসংকল্প হয়। চারদিকে আদর্শবাদের বন্যা বয়ে যায়। বেভিন-পরিচালিত ইংল্যাণ্ডের বৃহত্তম শ্রমিক-সংঘ তথা শ্রমিকদলের বড়ো একটি অংশ—ল্যান্সবেরির শান্তিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু বল্‌ডুইনকে চিনতে সকলেরই বাকী ছিল। স্বাধীন ভাবে যুদ্ধবিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হলেও তিনি ১৯৩৪-এর শেষাশেষি গৃহীত এবং ১৯৩৫-এর ২৭শে জুন প্রকাশিত শান্তি ভোটের ফলাফলের সুযোগ নিলেন। তার পঞ্চম ধারার এমন অর্থ করা যায় যে ইংল্যাণ্ডের জনগণ অর্থনৈতিক অস্ত্রের প্রয়োগে সম্মত হলেও তাকে কার্যকরী করবার জন্য বাস্তব যুদ্ধে নামতে প্রস্তুত নয়। ১৯৩৫-এর সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে জয় লাভ ক'রে বল্‌ডুইন এই ব্যাখ্যা অনুসরণ করলেন, যদিও তা জাতিসংঘের কভেনাণ্টের দশম ও ষোড়শ ধারা-বিরোধী। ইতিমধ্যে জাতিসংঘের স্যাংসন কমিটি কতকগুলি হাস্যকর স্যাংসনের অনুমোদন করলো যা আক্রমণাত্মক কার্যক্রম প্রতিরোধে সম্পূর্ণ অক্ষম। সর্বপ্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক সম্বন্ধ বন্ধ করা হ'ল না। পেট্রোলিয়াম, যা আধুনিক যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা বড়ো অস্ত্র, তার থেকে ইতালী বঞ্চিত হল না। যুদ্ধ ত বন্ধ হলই না অথচ গণতান্ত্রিক শিবির পরিত্যাগ করে ইতালী জার্মেনির দিকে হাত বাড়াল। ব্রিটিশ সরকার রাজকীয় নৌ-বহর আদৌ ব্যবহার করলেন না, যদিও তা সুয়েজ খাল বন্ধ করে দিতে পারতো, সম্মুখ যুদ্ধে ইতালীর নৌ-শক্তিকে পর্যুদস্ত করতে পারতো এবং ইতালীর বন্দরগুলি অবরোধ করে ইতালীয় বাহিনীকে খাদ্যাভাবে ফেলতে পারতো।

বস্তুতঃ আবিসিনিয়া-সঙ্কটে ইংল্যাণ্ড জাতিসংঘকে আপন চিরাচরিত বৈদেশিক নীতি রক্ষণের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করতে চেয়েছিল। সে নীতি হ'ল—ইউরোপে যে কোন অতি শক্তিশালী রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে বিরোধিতা। ইংল্যাণ্ড নির্বান্ধব অবস্থায় থাকবে না, অথচ কোন স্থায়ী মৈত্রীর ওপর তার বিশ্বাস নেই, সে

চায় একাধিক এবং স্থিতিস্থাপক শক্তি সাম্যের ব্যবস্থা। ফ্রান্সের নীতি ঠিক এর বিপরীত। সে চায় স্থায়ী মৈত্রীর মাধ্যমে ইউরোপীয় নিরাপত্তা। জার্মান সমরসজ্জা নিরাপত্তা-হানিকর, তাই সে ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া ও লিটল আঁতাঁতের সঙ্গে চুক্তি করেছে। ইতালীর মনোভাব ভূমধ্যসাগরীয় নিরাপত্তা-বিরোধী, তাই ফ্রান্স তার সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে চায়। ইংল্যাণ্ডই তাকে বার বার এই কার্যে প্রণোদিত করেছে। সুতরাং ইংল্যাণ্ডের এই আকস্মিক স্যাংসন সমর্থনে বিচলিত হবেন লাভাল এতে আশ্চর্য কি! উল্লেখ করা প্রয়োজন, ঠিক এই সময় জাতিসংঘ পেট্রোলিয়াম সম্বন্ধে স্যাংসন জারী করতে প্রস্তুত হচ্ছিল এবং আমেরিকাও তাতে রাজী হয়েছিল।

৯ই ডিসেম্বর হোর-লাভাল চুক্তি সম্পাদিত হয়। হোর আলোচনা চালিয়ে পেট্রোলের বিষয় ধামাচাপা দিতে রাজী হন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের উপর আরো চাপ দেবার জন্য লাভাল ফরাসী পত্রিকায় এই গোপন চুক্তির মর্ম ফাঁস করে দিলেন। ফলে ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক জগতে ও জনমতে এমন প্রচণ্ড আলোড়ন হ'ল যে তা প্রশমনার্থ ১৮ই ডিসেম্বর বল্‌ডুইন চুক্তি অস্বীকার করতে বাধ্য হলেন। স্যামুয়েল হোরের স্থান নিলেন ইডেন। এই কুখ্যাত চুক্তি কার্যকরী হল না বটে, তবে জাতিসংঘের ওপর প্রায় সকলে বিশ্বাস হারাল। যৌথ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হ'ল।

মাঝখান থেকে হিটলার লাভবান হলেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এবং জাতিসংঘ যে কতখানি দুর্বল ও দ্বিধাগ্রস্ত তিনি বুঝতে পারলেন, আরও বুঝলেন ইতালী তাঁর দলে আসবে। মুসোলিনি বলেছেন এখানেই রোম-বার্লিন অক্ষের সূচনা। হিটলার তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে প্রস্তুত হলেন। ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েত চুক্তির অজুহাতে, ১৯৩৬এর ৭ই মার্চ ভের্সাই সন্ধি অবমাননা করে জার্মান সৈন্য রাইনভূমিতে প্রবেশ করল। ফ্ল্যাঁদ্যার স্মৃতিকথায় এই সঙ্কটের বর্ণনা নাই। ভের্সাই সন্ধিতে স্থিরীকৃত সময়ের বহু পূর্বে, ইংল্যাণ্ডের প্রেরণায়, ফ্রান্স রাইনভূমি ত্যাগ করেছিল এবং লোকার্ণো চুক্তির দ্বিতীয় ধারার ওপর ভরসা করে নিশ্চিন্ত ছিল। বস্তুতঃ কেবল ফ্রান্সের পূর্ব সীমান্ত নয়, লিটল আঁতাঁতের নিরাপত্তাও নির্ভর করছিল বেসামরিক রাইনভূমির ওপর। নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় জাতিসংঘের কাছে ভের্সাই সন্ধির ৪২-৪৪ ধারা মতে ফ্রান্স আবেদন জানালো। ফ্ল্যাঁদ্যা ব্যক্তিগত আবেদন জানালেন ইংল্যাণ্ডের কাছে। ইংল্যাণ্ডের ও ফ্রান্সের মনোভাব জানতেন হিটলার। তাই ঐদিনই উভয়ের মধ্যে

বিরোধ উপস্থিত করবার জন্য নিউরাথ ২৫ বছরের অনাক্রমণ-চুক্তির প্রস্তাব আনলেন। (ফ্রাঁসোয়া-পঁসেতের *The Fateful Years* গ্রন্থে এই ঘটনার বিবরণ আছে)। যুদ্ধে অনিচ্ছুক ইংল্যাণ্ড সাগ্রহে এই সুযোগ আঁকড়ে ধরল। লয়েড জর্জ, স্নোডেনের মত রাজনীতিবিদ্ বললেন, হিটলারের বারংবার উপস্থাপিত শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ না করার ফলেই সঙ্কটের উদ্ভব হয়েছে। লর্ড লোথিয়ান বললেন—জার্মানরা তাদের নিজেদের খিড়কীর বাগানে ঢুকছে। ধনিক শ্রেণী বলল, ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েত চুক্তি সঙ্কটের জন্য দায়ী। ১১ই মার্চ থেকে শুধু কূটনৈতিক সাহায্যের জন্য বারংবার প্রার্থনা করেও ফ্ল্যাঁদ্যা বলডুউইন বা চেম্বারলেনকে টলাতে পারেন নি। এমন কি ফরাসী সেনাপতিরা রাইন রক্ষায় অরাজী হলেন। অথচ সবাই জানতো যে, প্রত্যাক্রমণ শুরু হলেই পশ্চাদপসরণ করার আদেশ জার্মান সৈন্য-বাহিনী পেয়েছে। পল স্মিডের আত্মকথায়, *Hitlers Table Talk* (২৭ জানুয়ারী, ১৯৪২) ও ন্যুরেমবার্গ বিচার কালে জেনারেল জোড্‌লের সাক্ষ্যে জানা যায় হিটলার কেমনভাবে ধোঁকা দিয়েছিলেন ও জার্মান বাহিনী-প্রধানরা কতখানি দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। ফ্ল্যাঁদ্যার ভাষায়, বলডুইন সব জেনেও বললেন—যুদ্ধের সম্ভাবনা শতকরা এক ভাগ থাকলেও তিনি ইংল্যাণ্ডকে যুদ্ধে নামাতে পারেন না—কারণ ইংল্যাণ্ড প্রস্তুত নয়। অবশ্য ফ্ল্যাঁদ্যা কারো ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চেয়েছিলেন। তিনি নিজেই প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তাই ইংল্যাণ্ডের মতিগতি দেখে স্বস্তি বোধ করেছিলেন। লিটভিনফ্ লণ্ডন-সম্মিলনীতে ফ্ল্যাঁদ্যার পক্ষ সমর্থন করে তাঁর বিপদ আরো বাড়িয়ে দেন। যাই হোক, ইংল্যাণ্ডের যত দোষই থাক, ফ্রান্সকে নির্দোষ বলা সম্ভব নয়। ফ্ল্যাঁদ্যার নীতি অসমর্থনীয়। তাঁর উচিত ছিল রাইনভূমিতে বাধা দেওয়া। তাতে, যুদ্ধ হলেও, ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দিতে বাধ্য হতো। ক্লেমাঁসো বা পোয়াঁকারে তাই করতেন, কারো স্কন্ধে দোষ চাপিয়ে নিশ্চিত হতেন না। রাইন অধিকারের ফল হ'ল মারাত্মক। ফরাসী-জার্মান সীমান্ত একশ মাইলেরও বেশী এগিয়ে এল। তথাকথিত দুর্ধর্ষ ম্যাজিনো রেখা সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ যুদ্ধের পক্ষে এই ক্ষতি ভয়াবহ। দ্বিতীয়তঃ লিটল আঁতাঁতের ভরসা শিথিল হ'ল এবং বেলজিয়াম লোকার্ণো-চুক্তির দায়িত্ব পালনে অরাজী হ'ল। লীগ কাউন্সিলের ১৯ মার্চের প্রস্তাবের উত্তরে হিটলার যে প্রস্তাব পাঠালেন তাতে রাইনভূমি সুরক্ষিত করার বিষয়ে উল্লেখ ছিল না। ফ্রান্স জানতো যে জার্মানরা দুর্গাদি নির্মাণ করে রাইন সুরক্ষিত করছে, সিগ্‌ফ্রিড রেখা নিরঙ্কুশভাবে গড়ে চলছে।

ইতিমধ্যে মঁত্রো সম্মেলনের সময় ইঙ্গ-জার্মান নৌ-চুক্তির খাতিরে জার্মান-দাবী আরেকবার মেনে নেয় ইংল্যাণ্ড। তথাপি ইতালী বা জার্মানি খুসী হয়নি। অষ্ট্রিয়া নিয়ে উভয়ে এক মিটমাট হয়ে যায় এবং রোম-বার্লিন অক্ষশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৩৬এর ১৭ই জুলাই স্পেনের গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং স্পেনের অসহায় নর-নারীর ওপর বর্বর বোমাবর্ষণের মধ্যে অক্ষশক্তির প্রথম মৈত্রী পরীক্ষা আরম্ভ হয়। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স গোড়ার থেকে ব্যাপারটাকে স্পেনের ঘরোয়া ব্যাপার বলে গ্রহণ করে এবং কোন পক্ষই হস্তক্ষেপ করবে না স্থির হয়। সোভিয়েত রাশিয়া, পোল্যাণ্ড ইত্যাদি রাষ্ট্র এতে সাগ্রহে রাজী হয়, এমন কি জার্মেনি ও ইতালী এর নীতি স্বীকার করে। কিন্তু তারা ফ্রাঙ্কো-বিদ্রোহের পরিকল্পনা আগে থেকে জানতো এবং আশা করেছিল তা সহজেই সাফল্য লাভ করবে। স্পেন সরকার যখন বহু স্থানে আক্রমণ ঠেকাল তখন ফ্রাঙ্কোর মিত্রবর্গ স্থির করল যে কিছুতেই তাকে রসদ বা অস্ত্র পেতে দেওয়া হবে না। ভিতরে ভিতরে তারা নিজেরা অবশ্য অস্ত্রশস্ত্র, বিশেষতঃ বোমারু দিয়ে, বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে থাকে। রাশিয়া লণ্ডন কমিটিতে বারবার এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং কোন ফল না পেয়ে অক্টোবরের শেষে এমন একতরফা চুক্তি মানতে অস্বীকার করে এবং মাদ্রিদ সরকারকে সাহায্য পাঠাতে আরম্ভ করে। স্তালিনের হাতে রুশ বৈদেশিক নীতি পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। মাদ্রিদ সরকার নির্জলা মার্ক্সবাদী ছিল না, তার ওপর বাকুনিনের প্রভাব বেশ প্রবল ছিল। রাশিয়া চেয়েছিল ফাসিবাদের প্রসার ও শক্তিসঞ্চয় বন্ধ করতে। হয়ত খানিকটা স্তালিনবাদী দলকে মদৎ দিতে। অপর পক্ষে ফ্রাঙ্কোর পশ্চাতে ছিল বিরাট ধনী জুয়ান মার্চ ও নানা প্রতিক্রিয়াশীল দল। হিটলার চেয়েছিলেন, স্পেন সীমান্ত সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে ফ্রান্স যেন দ্বিধাগ্রস্ত ও দুর্বল হয়ে থাকে এবং জার্মেনির অনুকূল নীতি নিতে বাধ্য হয়। মুসোলিনি চেয়েছিলেন পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে বেলেরিক ও ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে ফ্রান্সের শক্তি খর্ব করতে, জিব্রাল্টার দুর্বল করতে ও উত্তর আফ্রিকা থেকে সৈন্য আমদানী বন্ধ করতে। সুতরাং স্পেনের গৃহযুদ্ধ প্রথম দিকে দুই আদর্শের সংঘর্ষ ছিল না। হিটলার ও মুসোলিনি তারস্বরে সাম্যবাদের বাপান্ত করে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি আবিষ্ট করে রেখেছিলেন মাত্র। ১৮ই নভেম্বর থেকে জার্মেনি ও ইতালী স্বেচ্ছাসেবীর ছদ্মবেশে সৈন্য পাঠাতে শুরু করে। ১৯৩৭ এর ২০শে ফেব্রুয়ারী যখন ফ্রাঙ্কোর প্রয়োজন মিটল, তখন স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী

পাঠানো বন্ধ হয়। ইতিমধ্যে চেম্বারলেন ও ইডেনের মতবিরোধ দেখা দিল। ১৯৩৭এর জুলাই মাসে কাউণ্ট গ্রাণ্ডিকে ডেকে চেম্বারলেন মুসোলিনির নিকট ব্যক্তিগত আবেদন পেশ করলেন। চিয়ানোর রোজনামচায় (*Ciano's Diary*) ও কূটনৈতিক দলিলপত্রে (*Ciano's Diplomatic Papers*) এই সময়কার ঘটনাগুলির বিবরণ মেলে। চেম্বারলেন আবিসিনিয়া দিয়ে ইতালীকে জার্মেনির পক্ষ থেকে এবং উপনিবেশ দিয়ে হিটলারকে ইতালীর পক্ষ থেকে সরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হননি। ইডেন ভাবেননি তা সম্ভব। তাঁর মতে ভূমধ্যসাগরের ব্যাপারে ফ্রান্সের সঙ্গে একযোগে কাজ করা উচিত এবং সমস্ত সমস্যাগুলি একসঙ্গে আলোচনা করা বিধেয়; তাছাড়া দরাদরির সুবিধার জন্য আবিসিনিয়ার ব্যাপারটা হাতে রাখা উচিত। এত দুর্বল সমরসজ্জা নিয়ে একনায়কদের সঙ্গে বোঝাপড়া করা বিপজ্জনক হলেও স্পেনের গৃহযুদ্ধে অক্ষশক্তির যোগদানের তীব্র বিরোধিতা করা কর্তব্য। যখন ইতালীর ডুবোজাহাজ গোলযোগের সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ বাণিজ্য-জাহাজের উপর হানা দিতে শুরু করল তখন ইডেনের মনোভাব কঠোরতর হ'ল। ১৯৩৭এর ১০ই সেপ্টেম্বর নিওন সম্মিলনীতে এই মনোভাবের ফল ফলল। ইতালীর ডুবোজাহাজ জলদস্যুতার অপরাধে ডুবিয়ে দেওয়া হবে এবং ভূমধ্যসাগরের স্পেনসন্নিহিত অংশ সম্মিলিত ইঙ্গ-ফরাসী নৌবহর পাহারা দেবে স্থির হওয়ায় ইতালী ডুবোজাহাজ সরিয়ে নেয়।

ইডেনের নীতির প্রধান ভিত্তি ছিল ইঙ্গ-ফরাসী সৌহার্দ্য। এবারও তিনি রাইন-সঙ্কটের মত ইঙ্গ-ফরাসী সামরিক আলোচনা চাইলেন এবং ব্যাপকতর ক্ষেত্রে রুশ মৈত্রী স্থাপনে ব্যগ্র হলেন। চেম্বারলেনের তা ভাল লাগেনি। নিউরাথ ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন, জার্মেনি ও জাপান কমিণ্টার্ণ-বিরোধী দল গঠন করেছে। ১৯৩৫এর ২১শে মে বক্তৃতার মত এ ঘোষণাও ইঙ্গ-ফরাসী তোষণনীতিবাদীদের মনে শান্তি ও সান্ত্বনা এনে দিল। ৬ই নভেম্বর ইতালীও যখন তাতে যোগ দিলে, চেম্বারলেন মুসোলিনির দোষ ক্ষমা করতে প্রস্তুত হলেন। স্পেনের যুদ্ধক্ষেত্রে চল্লিশ সহস্র ইতালীয় সৈন্যের উপস্থিতি তিনি ভুলে গেলেন। হ্যালিফ্যাক্স গোরিং কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে জার্মেনি গেলেন। নানা উপায়ে পররাষ্ট্র-সচিব ইডেনকে একঘরে করে ফেলা গেল। নৌ-বিমান-স্থলবাহিনীর কর্তারাও তাঁর পরিকল্পনার বিরোধিতা করলেন। তাঁদের মতে রুশ সৈন্যবাহিনীর অবস্থা ভাল নয়, সুতরাং তাদের সঙ্গে সামরিক আলোচনার অর্থ নেই। এদিকে জার্মেনির ব্যাপক সমর-সজ্জায় তাঁদের স্নায়ু বিকল হয়ে গিয়েছিল। এক অবশ্যম্ভাবী

পরাজয়ের আশঙ্কা চেম্বারলেনের মিউনিখ নীতিকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছিল।

১৯৩৮এর ১১ই জানুয়ারী রুজভেল্ট গোপনে চেম্বারলেনকে জানালেন—আন্তর্জাতিক অবস্থার দৈনন্দিন অবনতিতে তিনি চিন্তিত এবং ওয়াশিংটনে সর্বশক্তির বৈঠক আহ্বান করে বিশ্বশান্তির প্রতিবন্ধক সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনার ব্যবস্থা করতে চান। ইংল্যাণ্ডের আপত্তি না থাকলে তিনি ফ্রান্স, ইতালী ও জার্মেনিকে আহ্বান করতেন এবং আমেরিকার দৃঢ় হস্তক্ষেপে ইউরোপীয় পরিস্থিতি কি আকার ধারণ করত বলা যায় না। আমেরিকার ব্রিটিশ দূত রোনাল্ড লিণ্ডসে ইঙ্গ-মার্কিন মৈত্রীর খাতিরে প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন। ইডেন সে সময় ইংল্যাণ্ডে ছিলেন না। তাঁকে না জানিয়ে চেম্বারলেন নিজেই উত্তর দিলেন—যেহেতু তিনি স্বয়ং জার্মেনি ও ইতালীর সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা করছেন সেহেতু আমেরিকার হস্তক্ষেপ অনাবশ্যক। ভবিষ্যৎ সম্প্রীতির প্রতিশ্রুতি পেলে আবিসিনিয়া অধিকার স্বীকার করে নিতে ইংল্যাণ্ড রাজী আছে। ইতিমধ্যে ইডেন ফিরে এসে চেম্বারলেনের রূঢ় প্রত্যাখ্যানে খানিকটা ভদ্রতা ও শোভনতার প্রলেপ লাগাবার চেষ্টা করলেন। প্রত্যুত্তরে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জানালেন, আবিসিনিয়া-বিজয় স্বীকার করে নেওয়া অনুচিত হবে। সুদূরপ্রাচ্যে জাপানী পররাষ্ট্র-নীতির ওপর তার ফল ভাল হবে না। কর্ডেল হালের স্মৃতিকথায় সমস্ত ঘটনাটির বিশদ বর্ণনা রয়েছে। তিনি নিজেও জানিয়েছিলেন আমেরিকার জনমত কখনও এই নতি স্বীকার সুনজরে দেখবে না। সবাই ভাববে, ইংল্যাণ্ড আগুনের মধ্যে যত ইচ্ছা বাদাম ফেলুক, আমেরিকার কি দায় পড়েছে তা বের করবার? আশ্চর্যের বিষয়, ১৯৩৯ সালের ১০ই মার্চের বক্তৃতায় স্তালিন ঠিক একই মন্তব্য করেছিলেন! চেম্বারলেন ভয় পেলেন আমেরিকার হস্তক্ষেপে ডিক্টেটররা বিরক্ত হবেন, শান্তির কোন আশাই থাকবে না; ইডেন ভাবলেন আমেরিকার সহযোগিতা বহুমূল্যবান, কোন ঝুঁকিই তার জন্য যথেষ্ট নয়। কিথ ফিলিং তাঁর সম্প্রতি-প্রকাশিত চেম্বারলেন-জীবনীতে উভয় পক্ষের বিরোধ চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন। এর একমাত্র উপসংহার—ইডেনের পদত্যাগ। তার বেশী দেরী ছিল না। অষ্ট্রিয়ার সঙ্কট উপস্থিত হলে ১৯৩৮এর ১৮ই ফেব্রুয়ারী কাউন্ট গ্রাণ্ডিকে ইতালীর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে বলা হল। মুসোলিনি এই সুযোগে ক্রমবর্ধমান জার্মানপ্রভাব এড়াবার চেষ্টা পেলেন। কিন্তু ইডেন বললেন, ইতালী তার সদিচ্ছা প্রমাণ করুক, আগে তার কাজ দেখে তবে তার সঙ্গে আলোচনা

করবার কথা ভাবা উচিত। স্পেনে ইতালীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সম্বন্ধে গ্রাণ্ডিকে প্রশ্ন করা হল। তিনি সে বিষয়ে নিরুত্তর রইলেন। রোমে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থায় চেম্বারলেন সাগ্রহে সম্মতি দেওয়ায় ইডেন পদত্যাগ করলেন। এ ঘটনায় ইতালীয় নীতির জয় ঘোষিত হ'ল। আপোষকামীর রাজা হ্যালিফ্যাক্স পররাষ্ট্র-সচিব হলেন।

অষ্ট্রিয়া হিটলারের জন্মভূমি, বৃহত্তর জার্মেনির স্বপ্নকেন্দ্র, মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্যের পাদপীঠ। ১৯৩৬এর জুলাই থেকে হিটলার অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা-হরণের দ্বিতীয় পরিকল্পনা তৈরী করছিলেন, ১৯৩৭এর ৫ই নভেম্বর সেনাপতিমণ্ডলীর সম্মুখে তা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করলেন। কিন্তু ব্লমবার্গ ও ফ্রিৎস একে উন্মত্ততা মনে করে দৃঢ় প্রতিবাদ জানালে হিটলার উভয়কে পদচ্যুত করেন এবং নিজেই জার্মান সৈন্য-বাহিনীর সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর চোখে অষ্ট্রিয়ার ভাবগত মূল্যই কেবল প্রকট হয়নি, তিনি বুঝেছিলেন অষ্ট্রিয়া চেকোশ্লোভাকিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের প্রবেশ ঘাঁটি। ডলফাস হত্যার পর পাপেনের চক্রান্তে অষ্ট্রিয়ার শাসক-শ্রেণী প্রতিরোধের আত্মিক বল হারিয়েছিল। সিগফ্রিড রেখা ফ্রান্সের আক্রমণ ঠেকাতে যথেষ্ট, মুসোলিনি জার্মান শক্তিব্যূহের অন্তর্ভুক্ত, ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রপক্ষ দুর্বল ও দ্বিধাগ্রস্ত—সুতরাং ১২ই ফেব্রুয়ারী নির্ভয়ে হিটলার অষ্ট্রিয়ার চান্সলার সুসনিগকে আহ্বান করলেন। তাঁকে ভয় দেখিয়ে অষ্ট্রো-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করা হ'ল। সুসনিগের আত্মকথায় (Ein Requiem in Rot-weiss Rot) এই সংবাদের দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে। ন্যুরেমবার্গ বিচারের দলিলপত্রের অন্তর্ভুক্ত জোড্‌লের রোজনামচায় তার সমর্থন মেলে। অষ্ট্রিয়ার নাৎসী নেতাকে দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্ব দেওয়া হ'ল, নাৎসী দলকে আইনসঙ্গত বলে ঘোষণা করা হ'ল। ২০শে ফেব্রুয়ারী রাইখষ্ট্যাগের বক্তৃতায় হিটলার এজন্য সুসনিগকে ধন্যবাদ দিলেন এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রে ১ কোটী জার্মান অধিবাসীরা কি অবর্ণনীয় কষ্ট পাচ্ছে তার চিত্র অঙ্কন করে জার্মেনির জন্য 'যথেষ্ট থাকবার জায়গা' চাইলেন। পরের দিন ইডেনের পদত্যাগসংক্রান্ত বিতর্কে পার্লামেণ্টের বিভিন্ন দল তোষণনীতির প্রতিবাদ জানালো। চার্চিল ভবিষ্যদ্বাণী করলেন—এবার চেকোশ্লো-ভাকিয়ার পালা আসছে। এদিকে অষ্ট্রো-জার্মান চুক্তির সমর্থন কামনায় সুসনিগ গণভোট গ্রহণ করতে চাইলেন। মুসোলিনির সাবধানবাণী উপেক্ষা করে ১৩ই মার্চ গণভোটের দিন স্থির হ'ল। ১১ই মার্চ সুসনিগ খবর পেলেন জার্মানবাহিনী

অষ্ট্রিয়া অভিযানের জন্য তৈরী হচ্ছে। টেলিফোনে গোরিং এক ঘণ্টার মধ্যে গণ-ভোট প্রত্যাহারের আদেশ দিলেন। হতভাগ্য সুসনিগ তাতে রাজী হলেন। তা সত্ত্বেও গোরিং-এর আদেশ এল তাঁকে পদত্যাগ করে সেইস-ইনকার্টকে চান্সলার ঘোষণা করতে হবে। আক্রমণের অনিবার্য সম্ভাবনা সত্ত্বেও অষ্ট্রিয়ার রাষ্ট্রপতি এতে রাজি হলেন না। ফলে জার্মান বাহিনী অষ্ট্রিয়া প্রবেশ করল। ন্যুরেম-বার্গের নথিপত্রে দেখা গেছে মুসোলিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে হিটলারের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন।

অষ্ট্রিয়ার পর চেকোশ্লোভাকিয়া—টিউটন বন্যা আবার ইউরোপ প্লাবিত করতে লাগল। ভের্সাই সন্ধির শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই ক্ষুদ্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ১২ই মার্চের পর নিরাপত্তা হারাল। ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকলে চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবেন না এমন প্রতিশ্রুতি হিটলার ১৯৩৫ সালে দিয়ে-ছিলেন। ফ্রাঙ্কো-চেক চুক্তি ভঙ্গ করতে রাজী হয়নি চেকরা। ১৯৩৬ সালে চেকদের বলা হয় এ বিষয়ে সাবধান হতে, কারণ এমন কতকগুলি ঘটনা আসন্ন যাতে ভবিষ্যতে রাজী হওয়া না হওয়ার কোন মূল্য থাকবে না। এই সময় বেনেস খবর পান রাশিয়ার ট্রটস্কিপন্থী ওল্ডগার্ড কম্যুনিষ্টদল ও তুকাচেভ্স্কি-প্রমুখ সেনাপতি স্তালিন শাসনের বিরুদ্ধে জার্মেনির সঙ্গে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে, প্রাগ তার অন্যতম কেন্দ্র। তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্তালিনকে জানান—এবং অনুসন্ধানের ফলে ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটিত হয়। তার ভিত্তিতে ১৯৩৭ ও ১৯৩৮এ মস্কোবিচার অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত ঘটনার ফলে রাশিয়ার নাৎসী বিরোধী মনোভাব তীব্রতর হয় এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি স্তালিন ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ হন। অষ্ট্রিয়া অধিকারের পর চেকদের বিপদ আসন্ন বুঝে রুশ বৈদেশিক নীতি চেক-পক্ষ অবলম্বন করে এবং লিটভিনফ্ ফরাসী দূতের সঙ্গে দেখা করে ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েত চুক্তি সূত্রে সামরিক আলোচনার আশু প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। ১৪ই মার্চ ফরাসী প্রধানমন্ত্রী ব্লাম চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি ফ্রান্সের কর্তব্য সম্বন্ধে এক ঘোষণা করেন।

ইংল্যাণ্ডে অবশ্য রুশ-উৎসাহের ঢেউ লাগেনি। চার্চিল রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের প্রস্তাব করেন, কিন্তু বনের কাছে লেখা এক চিঠিতে (২০শে মার্চ) চেম্বারলেন তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেন। তাঁর মতে চেকোশ্লো-ভাকিয়ার ভৌগোলিক অবস্থা এমন যে ফ্রান্স বা ইংল্যাণ্ড কিছুতেই তার নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব নিতে পারে না। তাছাড়া ইংল্যাণ্ডের সমর-নায়কদের মতে মস্কো-বিচারের পর রুশ সেনাপতিমণ্ডলী বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, জার্মেনির সঙ্গে যুদ্ধ করার

সামর্থ্য রাশিয়া হারিয়েছে। পরবর্তী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জানি, এই সময় রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করলে হিটলার পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হতেন। ঠিক এক বৎসর পরে পোল্যাণ্ড সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিতে চেম্বারলেনের বাধেনি অথচ পোল্যাণ্ডের ভৌগোলিক সংস্থান বেশী অনুকূল ছিল না। এই এক বৎসর সময় নষ্ট হয়েছে, চেকোশ্লোভাকিয়ার ৩৬ ডিভিসন সুশিক্ষিত সৈন্য ও অজস্র সমর-সম্ভার নষ্ট হয়েছে, বোহেমিয়ার দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গ-মালা ও স্কোডার বিখ্যাত অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা শত্রুহস্তগত হয়েছে। চেক-বিমানবাহিনীও যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। ফলে ফ্রান্স অধিকতর বিপন্ন হয়েছে, লিটল আঁতাতের রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক জীবন প্রায় সম্পূর্ণরূপে জার্মেনির কবলে পড়েছে, হাঙ্গেরীর শতকরা ৪৩ ভাগ, যুগোশ্লাভিয়ার শতকরা ৪৪ ভাগ এবং রুমানিয়ার শতকরা ৩৩ ভাগ বৈদেশিক বাণিজ্য জার্মেনির হস্তগত হয়েছে। তবু ২৪শে মার্চের বক্তৃতায় চেম্বারলেন বললেন, ইউরোপীয় শক্তির খাতিরে কিছুতেই তিনি ইঙ্গ-সোভিয়েত মৈত্রী স্থাপন করতে পারেন না, কারণ **"that would be to aggravate the tendency towards the establishment of exclusive groups of nations."** একের পর এক শত্রু-কবলিত হওয়াই কি তা হলে শান্তির অদ্বৈত পন্থা? আসলে চেম্বারলেনের কার্যক্রম ঠিক হয়ে গিয়েছিল। তিনি বার্লিন ও প্রাগের ওপর যুগপৎ চাপ দেবেন, ইতালীকে তুষ্ট রাখবেন এবং ফ্রান্সের সহযোগিতার সীমা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করবেন।

মুসোলিনির সঙ্গে বোঝাপড়ার বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছিল। চেম্বারলেন এবং তাঁর দলীয় লোকরা ফ্রাঙ্কোর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। অথচ ইতালীর সাহায্যে ফ্রাঙ্কো জয়লাভ করুক এও ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতির অভিপ্রেত নয়। সুতরাং ১৬ই এপ্রিল ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তি সম্পাদন করে ইতালীকে ঠাণ্ডা করা হল। স্পেনের গৃহযুদ্ধশেষে ইতালী স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী সরিয়ে আনবে এবং এখন থেকে আর সাহায্য পাঠাবে না এই চুক্তিতে ইংল্যাণ্ড আবিসিনিয়া অধিকার মেনে নিতে সম্মত হল। রক্ষণশীল দলের জাতীয় সম্মিলনীতে চেম্বারলেন জানালেন, হিটলারের সঙ্গেও তিনি অনুরূপ চুক্তি করতে চান। দুর্ভাগ্যের বিষয়, মাদ্রিদ সরকারের এবং বার্সিলোনার বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের ফলে ফ্রাঙ্কো-অভিযানের গতি রুদ্ধ হল এবং মুসোলিনি সদ্যসম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে আবার সৈন্য ও রসদ পাঠালেন। ইংল্যাণ্ড স্পেন-সম্বন্ধীয় সর্তের ওপর জোর দিতে লাগল। কিন্তু ইতালী ও জার্মেনির মধ্যে বিরোধ বাধাবার আশা শীঘ্রই ব্যর্থ হল। মে'তে

হিটলার ইতালীতে আহূত ও সম্বর্ধিত হলেন। ফ্রান্সের পপুলার ফ্রন্ট সরকার কম্যুনিষ্ট নেতা থোরেন্ন অনুপ্রেরণায় মাদ্রিদ সরকারের সাহায্যার্থে পিরিনিজ গিরিবর্ত্ম খুলে দিয়েছিল। ইতালী ও জার্মেনির যৌথ আপত্তিতে ইংল্যাণ্ড আবার বিচলিত হ'ল এবং ফ্রান্সের ওপর চাপ দিয়ে ১৩ই জুন মাদ্রিদের সঙ্গে বহির্জগতের যোগাযোগ একেবারে বন্ধ করে দিল।

১০ই এপ্রিল ব্লামের পতন হ'ল এবং দালাদিয়ের ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ও বনে পররাষ্ট্র সচিব হলেন। মিউনিখ সঙ্কটের বিস্তৃত বিবরণ বনের *De Washington au Quai d'Orsay* নামক গ্রন্থে মেলে। তাতে দেখি ১৯৩৭এর জুন থেকে চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণের জন্য হিটলার তৈরী হচ্ছিলেন। ১৯৩৮এর ১২ই মার্চ গোরিং আশ্বাস দেবার ঠিক পরে ২৪শে এপ্রিল কার্লসবাড বক্তৃতায় সুদেতেন নেতা হেনলিন্ সুদেতেন দাবী উত্থাপন করলেন। ১০ই মে হেনলিন্ লণ্ডনে এলেন এবং চেম্বারলেনের সহানুভূতি লাভ করলেন। ১৭ই মে ইঙ্গ-ফরাসী সরকারের অনুরোধে চেক সরকার ও হেনলিনের আলোচনা শুরু হয়। সুদেতেনদের অভিযোগ যে গৌণ এবং চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকারই যে মুখ্য তার প্রমাণ—২৮ মে জার্মান সেনাপতিমণ্ডলীকে চেক-অভিযান পরিকল্পনা তৈরী করার আদেশ দেওয়া হ'ল। তাঁরা চেকশক্তি স্মরণ করে আপত্তি জানালেন। ১২ই জুন দালাদিয়ের চেক সরকারকে ফরাসী প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে আশ্বস্ত করলেন বটে, ইংল্যাণ্ডের মতিগতি দেখে নিজে আশ্বস্ত হলেন না। ১৮ই জুলাই ইংল্যাণ্ডের নীতি দ্বিধাগ্রস্ত করবার অভিপ্রায়ে হিটলারের অনুচর ক্যাপ্টেন হ্বিড্‌ম্যান্ হালিফ্যাক্সের সঙ্গে দেখা করলেন এবং সেই সূত্রে চেম্বারলেন মধ্যস্থতার প্রস্তাব আনলেন। লর্ড রান্সিম্যানকে এই দৌত্যের ভার দিয়ে ৩রা আগষ্ট প্রাগ পাঠানো হ'ল। চেক সরকার সংখ্যালঘুদের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও আলোচনায় বিশেষ লাভ হ'ল না। চার্চিল হালিফ্যাক্সকে লিখলেন, আলোচনা ব্যর্থ হ'লে রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতায় এক ঘোষণা প্রচার করতে, যাতে আক্রমণকারী বুঝবে চেক স্বাধীনতা রক্ষায় ত্রিশক্তি বদ্ধপরিকর। ২রা সেপ্টেম্বর রুশ রাজদূত মেইস্কি চার্চিলের সঙ্গে দেখা করেন। সেই আলোচনার মূলে হালিফ্যাক্সকে পত্র লেখা হয়। তা থেকে জানা যায় লিটভিনফ্ ফরাসী দূতকে স্পষ্টই জানিয়েছেন যে ফরাসীরা চেক-চুক্তি পালন করলে রাশিয়া নিশ্চয়ই আপন কর্তব্য পালন করবে। যদি রুমানিয়া রুশ সৈন্য গমনাগমনের পথে বাধা দেয় তবে জাতিসংঘের মাধ্যমে জার্মেনিকে আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করা হবে। তখন লীগ কভেনাণ্ট মতে

সভ্যরাষ্ট্রের কর্তব্য পালন করতে বাধ্য হবে রুমানিয়া। এই জন্য অবিলম্বে লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন ডাকা হোক এবং সঙ্গে সঙ্গে রুশ-ফরাসী সামরিক আলোচনা আরম্ভ হোক। ত্রিশক্তি-ঘোষণার মূল্য অবিসংবাদিত, তাতে আমেরিকার নৈতিক সমর্থন পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য, হ্যালিফ্যাক্স এতে সম্মত হলেন না। বরং টাইমস পত্রিকায় চেক-সীমান্তবর্তী সমস্ত সংখ্যালঘু-অধ্যুষিত ভূভাগ ছেড়ে দিতে উপদেশ দেওয়া হল। ১০ই সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের বনে ইংরেজ দূতের কাছে চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণে ব্রিটেনের প্রতিক্রিয়া কি হবে জানতে চাইলেন। ১২ই তিনি উত্তর পেলেন—ইংল্যাণ্ড কখনই ফ্রান্সের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হতে দেবে না, তবে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম বা তা অবলম্বনের সময় সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া চলে না, কারণ ভবিষ্যৎ দুর্জ্ঞেয়। ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের সাহায্যার্থ কি দিতে পারে এই প্রশ্নের উত্তরে হ্যালিফ্যাক্স জানালেন, যুদ্ধের প্রথম ছ মাসে দু ডিভিশন সৈন্য ও ১৫০টি যুদ্ধবিমান। বনে ঠিক এই উত্তর আশা করছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন এই সঙ্কটে চেকোশ্লোভাকিয়ার পক্ষ ত্যাগ করতে। ইংল্যাণ্ডের উত্তর তাঁকে আত্মদোষ-স্খালনে সাহায্য করল। ১২ই সেপ্টেম্বর ন্যুরেমবার্গ নাৎসী সম্মেলনে হিটলার চেকদের ভীষণভাবে আক্রমণ করলেন এবং ১৪ই হেনলিন-বেনেস আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। ১৫ই হেনলিন জার্মেনি পালালেন। ১৬ই দালাদিয়ের চেম্বারলেনকে জানালেন, হিটলারের নিকট ব্যক্তিগত আবেদন জানানো উচিত। চেম্বারলেন নিজেও উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। সুতরাং হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য তিনি মিউনিখ যাত্রা করলেন। চেক-ভাগ্যে এর চেয়ে সর্বনাশা ঘটনা কিছু হতে পারে না। নেতৃহীন সুদেতেনরা বেনেসের উদার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-পরিকল্পনা মেনে নিতে বাধ্য হত শেষ পর্যন্ত। এখন চেম্বারলেনের অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা দাবী ব্যাপকতর করল মাত্র। রান্সিম্যানও বুঝেছিলেন, জার্মানরা সুদেতেন সমস্যার সমাধান চায় না। নির্বোধ চেম্বারলেন একেবারে তাদের ফাঁদে ধরা পড়লেন। হেনলিন জার্মান-সুদেতেন মিলন দাবী করলেন। ১৭ই সেপ্টেম্বর লণ্ডন ফিরে রান্সিম্যানের কাছে চেম্বারলেন শুনলেন, সুদেতেন এলাকা দিয়ে দেওয়া ছাড়া যুদ্ধ এড়াবার উপায় নাই। মিউনিখ আলোচনায় প্রধানমন্ত্রীরও সেই ধারণা হয়েছিল। অন্যান্য মন্ত্রীরা ফ্রান্স যুদ্ধার্থ প্রস্তুত নয় এই অজুহাতে এমন ঘৃণ্য প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। অনেকে আবার সুদেতেনদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দেওয়া উচিত, জার্মান সংখ্যালঘুদের বাঁচানো উচিত, এবংবিধ মন্তব্য করলেন। ১৮ই দালাদিয়ের

ও বনে লণ্ডন এলেন—একেবারে চেক ভূমিভাগের খসড়া নিয়ে। গণভোটের প্রশ্ন তুলে তাঁরা রুখেন, শ্লোভাক প্রভৃতি সংখ্যালঘুদের খোঁচাতে চাইলেন না বটে, তবে সুদেতেন এলাকা সমস্তটাই জার্মেনিকে দেওয়া হোক এমন প্রস্তাব আনলেন। এই অঙ্গহীন চেক-রাষ্ট্রের নূতন সীমান্ত রক্ষার্থ ইঙ্গ-ফরাসী-রুশ প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। অথচ এই অমানুষিক আলোচনার আদ্যোপান্ত রুশ প্রতিনিধিকে একবারও ডাকা হয়নি এবং রাশিয়ার মত জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

বনে তাঁর ***Fin d'une Europe***—এ সমস্ত দোষটাই ইংল্যাণ্ডের ওপর চাপিয়ে দেন বটে তবে তাঁর যুক্তির মধ্যে বহু পরস্পরবিরোধী উক্তি রয়েছে। যথা (১) একবার তিনি বলছেন যুদ্ধে নামবার শক্তি নেই ফ্রান্সের, আবার, ফ্রান্স মিত্রপক্ষ কর্তৃক প্রতারিত হয়েছে, তারাই ফ্রান্সকে যুদ্ধে নামতে দেয়নি। (২) মিউনিখ-চুক্তির ফলে হিটলারের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হবার সময় পাওয়া গেল, পরে, মিউনিখ-চুক্তি ভের্সাই-সন্ধির প্রয়োজনীয় ও ন্যায়সঙ্গত সংশোধন। (৩) ভৌগোলিক কারণে ফ্রান্স চেকদের সাহায্য করতে অসমর্থ, পরে, মিউনিখ-চুক্তি চেকদের বাঁচালো। তাছাড়া যুদ্ধবিরোধী আদর্শবাদের বড়ো বড়ো বুলি এবং মানব-সভ্যতার ঐতিহ্য সম্বন্ধে বড়ো বড়ো বক্তৃতা। ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ—ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সকে সাহায্য করতে রাজী (যদিও তার পরিমাণ হাস্যকর) অথচ পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রযূথের নিরাপত্তা, যার সঙ্গে ফ্রান্সের নিরাপত্তা জড়িত, রক্ষা করতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু ফ্রান্সের উচিত ছিল ইংল্যাণ্ডের জন্য অপেক্ষা না করে, আপন চুক্তির সম্মানরক্ষার্থ, চেকদের জন্য যুদ্ধ করা। তাহলে ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়া নিশ্চয়ই যুদ্ধে নামতে বাধ্য হত। তাছাড়া ফ্রান্সের উচিত ছিল লিটল আঁতাঁতের ওপর চাপ দিয়ে রুশ সৈন্য চলাচলের ব্যবস্থা আদায় করা। উল্টে ফ্রান্স তাদের ধৃষ্টতায় ইন্ধন জুগিয়েছে। আসলে বনের মনোগত অভিপ্রায় ছিল, যে কোন মূল্যে শান্তিক্রয়। এমন শোচনীয়ভাবেই ফ্রান্স তার মহান্ আদর্শ এবং গণতন্ত্র তার মূল্যবান্ নীতি বিসর্জন দিয়েছিল। বেনেসের আনুগত্যের এই কি সম্মানজনক প্রতিদান?

১৯শে সেপ্টেম্বর চেক-সরকারকে যুক্ত প্রস্তাব দেওয়া হল এবং ২০শে গভীর রাত্রে বেনেসকে বিছানা থেকে তুলে জানানো হল, প্রস্তাব গ্রহণ না করলে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স ভবিষ্যতের কোন দায়িত্ব নেবে না। উপর্যুক্ত অবস্থায় মিত্র-পরিত্যক্ত চেক রাষ্ট্র নিরুপায় হয়ে ২১শে সেপ্টেম্বর প্রস্তাব গ্রহণ করল। বনের নির্লজ্জ মন্তব্য স্মরণীয়। বেনেস যদি চরমপত্র দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করতেন এবং যুদ্ধের ঝুঁকি নিতেন তবে নাকি ফ্রান্স চুক্তির মর্যাদারক্ষার্থ সাহায্য করত।

কিন্তু বেনেস স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলে ফ্রান্স নাচার। একেই কি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা বলে? বনের আত্মপ্রতারণা আকাশচুম্বী।

২১শে জাতিসংঘের সভায় লিটভিনফ এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। অষ্ট্রিয়া অধিকারের পর যৌথ নিরাপত্তা রক্ষার্থ রাশিয়া কি করেছে তার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন—ফ্রান্স রাশিয়ার অভিপ্রায় জানতে চাইলে তিনি বলেন, রুশ সমর-বিভাগ আলোচনার জন্য প্রস্তুত, চেক সরকারকেও তিনি রুশ-প্রতিশ্রুতি পুনর্জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু রুশ সৈন্য চলাচলে রুমানিয়া ও হাঙ্গেরীর আপত্তির অজুহাতে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স রুশ অঙ্গীকার অগ্রাহ্য করেছে। অথচ বুখারেষ্ট ও বুদাপেষ্টের অনেক দূর দিয়ে রুশ সৈন্য চেক সাহায্যার্থ আসতে পারত।

চেক সম্মতি নিয়ে ২২শে সেপ্টেম্বর চেম্বারলেন গোডেসবার্গ গেলেন এবং দেখলেন জার্মান ক্ষুধা অত সহজে মেটে না। ২৩শে জার্মেনি এক নূতন প্রস্তাব দাখিল করল যা অনেক বেশী ব্যাপক এবং তার সঙ্গে জুড়ে দিল এক চরম পত্র। চেম্বারলেনের আপত্তির উত্তরে হিটলার আবদার করলেন এই তাঁর রাজ্যলিপ্সার শেষ পরিচয়। সুদেতেন-সমস্যা মিটে গেলে ধীরে সুস্থে বাকী ইঙ্গ-জার্মেনি সমস্যা (যথা উপনিবেশ) নিয়ে আলোচনা করা যাবে। চেম্বারলেন ফিরে আসার পর ইঙ্গ-ফরাসী মনোভাব কঠোরতর হ'ল। ফ্রান্স আংশিক সমরসজ্জার আদেশ দিল এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও বনে আসন্ন দায়িত্ব প্রতিপালনে প্রস্তুত হলেন। ২৬শে চেম্বারলেন স্যার হোরেস উইলসনকে হিটলারের শেষ কথা জানবার জন্য পাঠালেন। তিনি জেনে এলেন, ২৮শে রাত্রি ২টার মধ্যে উত্তর না পেলে ১লা অক্টোবর অভিযান শুরু হবে। ঐদিন অপরাহ্নে চার্চিল, চেম্বারলেন ও হ্যালিফ্যাক্সের সম্মেলনে স্থির হলো ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া হিটলারের বিরুদ্ধে এক যৌথ ঘোষণা প্রচার করবে। সেই মর্মে সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হল। দক্ষিণ-পন্থী ফরাসী সংবাদপত্র তা জাল বলে উড়িয়ে দিল বনের ইঙ্গিতে। অবশেষে ২৮শে সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ নৌবহর সমর-সজ্জার আদেশ পেল।

জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী এই ব্যাপারটি সুনজরে দেখেনি। তখনো তাদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়নি এবং দুই ফ্রণ্টে যুদ্ধের ভয় প্রবল। গোপনে ষড়যন্ত্র চলল হিটলারকে বন্দী করে জার্মেনিতে সামরিক ডিক্টেটারসিপ প্রবর্তন করা হবে। যেদিন এই ষড়যন্ত্র কার্যকর হওয়ার কথা—সেই দিন চেম্বারলেন ম্যুনিখ এলেন এবং হিটলারের ধাপ্পা চতুর্থবারের মতো টিকে গেল। তথাপি, ২৬শে কয়েকজন জার্মান সেনাপতি যুদ্ধদপ্তরে এক প্রতিবাদমূলক স্মারকলিপি রেখে এলেন। অ্যাডমিরাল রেডার বৃটিশ

নৌবাহিনী সজ্জার আদেশে বিচলিত হলেন। এমনকি হিটলারও হলেন দ্বিধাগ্রস্ত। ফলে জার্মান বেতারে ২৯ তারিখের প্রস্তাবিত সমর-সজ্জা অস্বীকার করা হল। কিন্তু হিটলারকে আবার নিশ্চিন্ত করলেন চেম্বারলেন। ২৭ সেপ্টেম্বর এক বক্তৃতায় তিনি বললেন—বহুদূরবর্তী দেশের অপরিচিত অধিবাসীদের গৃহযুদ্ধের জন্ত ইংল্যাণ্ডের সমর-সজ্জা অর্থহীন। তখনি তিনি উত্তর পেলেন, বিখণ্ডিত চেক রাষ্ট্রের নূতন সীমান্ত সম্বন্ধে জার্মেনি প্রতিশ্রুতি দিতে প্রস্তুত। চেম্বারলেন জানালেন চেক, ইতালী, জার্মেনি ও ফ্রান্সের এক বৈঠকে এই হস্তান্তরের সমস্যা সমাধানে তিনি আগ্রহান্বিত। মুসোলিনিকে অনুরোধ করলেন যেন তিনি হিটলারকে এই প্রস্তাবে রাজী করান। ফ্রান্স অবশ্য একই দুষ্কর্মে লিপ্ত ছিল। ফরাসী দূত ২৭শে রাত্রে হিটলারকে জানিয়েছিল যে সুদেতেন অঞ্চলের চেয়ে কিছু বেশী জায়গা চাইলেও ফ্রান্সের আপত্তি নেই। ২৮শে বিকালে চেম্বারলেন ও দালাদিয়ের ম্যুনিখে নিমন্ত্রিত হলেন।

৩০শে চতুঃশক্তি বৈঠকে চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাগ্য নির্ধারিত হল। পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরী ইতিমধ্যে চেকরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশ দাবী করছিল এবং হিটলার গোডেসবার্গে তাদের পক্ষ নিয়েছিলেন। এবার চেম্বারলেনের অনুরোধে তিনি এত দাবী করলেন না। তবু যে আন্তর্জাতিক কমিশন চেক-ভূমি ভাগ করতে বসল তার রোয়দাদ হিটলারের সমস্ত দাবীই প্রায় মেনে নিল।

সুদেতেন অঞ্চলহীন চেকোশ্লোভাকিয়া একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হল। বহু প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও জার্মেনি তার অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলিকে আলাদা হয়ে যাবার জন্য উত্তেজিত করতে থাকে। ১৯৩৯এর ৯ই মার্চ শ্লোভাক প্রধানমন্ত্রী ফাদার টিসো বিদ্রোহী হলেন, কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে অপসারিত করল। হাচা যখন হিটলারের সঙ্গে টিসো-সম্বন্ধে আলোচনা করতে এলেন তখন তাঁর কাছ থেকে জোর করে চুক্তি আদায় করে নিল জার্মেনি—তার মর্ম চেক রাষ্ট্র জার্মেনির আশ্রিত হতে চায়। সুযোগ বুঝে পোল্যাণ্ড দাবী করলো টেস্‌চেন, হাঙ্গেরী—কার্পেথিয়ান অঞ্চল। অবশেষে ১৪ই মার্চ জার্মান সৈন্য প্রাগ অধিকার করল। বহুবিধ প্রশ্নের উত্তরে চেম্বারলেন পার্লামেণ্টকে জানালেন - ভের্সাই সন্ধির প্রয়োজনীয় সংশোধন হচ্ছে। তাছাড়া শ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা-ঘোষণায় চেকরাষ্ট্রের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়েছে, সুতরাং তার সীমান্তরক্ষার প্রশ্ন ওঠে না। আসল ব্যাপার ন্যুরেমবার্গের নথিপত্রে পাওয়া গেছে। ১৯৩৯এর এপ্রিলে গোরিং, মুসোলিনি ও চিয়ানো সাক্ষাৎকার হয়। গোরিং বলেন, ম্যুনিখ-চুক্তির পরও চেকশক্তি খর্ব হয়নি। তার প্রতিরোধ-শক্তি

নষ্ট করতে, বিপুল ঐশ্বর্য শোষণ করতে এবং পোল্যাণ্ডের শিল্পাঞ্চল আক্রমণের জন্য সুবিধাজনক ঘাঁটির লোভে মোরাভিয়া ও বোহেমিয়া দখল করতে চেয়েছিলেন হিটলার। জোড্‌লও তাঁর ডায়েরীতে ভাবী পোল অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে এই নির্লজ্জ রাজ্যগ্রাসের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে গেছেন। অথচ প্রয়াত ঐতিহাসিক এ. জে. পি. টেইলর তাঁর ***The Origins of the Second World War*** গ্রন্থে দাবী করেছেন যে হিটলার শুধু ইউরোপে জার্মেনির 'স্বাভাবিক' অবস্থা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, হয়তো বাল্কান, অঞ্চলকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপগ্রহে পরিণত করতে চেয়েছিলেন—এর বেশী কিছু নয়। জার্মান অস্ত্রসজ্জার দৈন্য উল্লেখ করে তিনি বলতে চেয়েছেন হিটলার সমগ্র ইউরোপব্যাপী যুদ্ধ চাননি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ **"far from being premeditated, was a mistake, the result on both sides of diplomatic blunders."** প্রথম মহাযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল "ইউরোপ কিভাবে পুনর্গঠিত হবে তা স্থির করা," আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের লক্ষ্য—"সেই পুনর্গঠিত ইউরোপ রক্ষা করা হবে কিনা স্থির করা।" এ দিক দিয়ে দেখলে ম্যুনিখে ইংল্যাণ্ডের সর্বনাশ ঘটেনি বরং এই চুক্তি **" a triumph for those who had courageously denounced the harshness and shortsightedness of Versailles. "** অর্থাৎ সব দোষ ভের্সাই সন্ধির—চেম্বারলেনের নয়, দালাদিয়েরের নয়, হিটলারের ত নয়ই। বড় জোর, হিটলারের **"nature and habits"** খানিকটা দায়ী। **'War Origins Again'** নামক প্রবন্ধে টেইলর বলেছেন, বড় জোর হিটলারকে বৈদেশিক সম্পর্কের ব্যাপারে 'জুয়াড়ি' বলা যায়, ক্রমাগত সাফল্যের ফলে তিনি সতর্কতা হারিয়ে উচ্চ হতে উচ্চতর ঝুঁকি নিতে থাকেন। **"But essentially his stake···lay in the logic of the German problem. "** অনেক সময় লাভের পরিমাণ দেখে নিজেই তিনি বিস্মিত হতেন। তাঁর এক সমালোচক (কোল) লিখেছেন, পথ দুর্ঘটনার জন্য যেমন গাড়ী বা রাস্তা দায়ী নয়, মানুষের ভুল দায়ী, তেমনি, টেইলারের মতে, যুদ্ধের জন্য দায়ী মানুষের ভুল। তাকে এজন্য দোষী বা দায়ী করলে তাকে ইতিহাসের নিয়ামক বলে স্বীকার করতে হয়। আর একজন সমালোচক (ডি. সি. ওয়াট) এর পেছনে হবসীয় ধারণার প্রভাব লক্ষ্য করেছেন।

আসলে ম্যুনিখ রাশিয়াকে বাদ দিয়ে ভিয়েনা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা। চেম্বারলেনের তোষণনীতির পশ্চাতে একটিমাত্র অভিপ্রায় সুপ্রকট—যা কিছু

হিটলার পান যেন ইউরোপের প্রধান শক্তিসমূহের সম্মতি অনুসারে, শক্তির যুক্তিতে নয়। কিন্তু রাশিয়া যে ইউরোপের বৃহৎ শক্তি এবং তাকে বাদ দিয়ে পূর্ব ইউরোপের, বিশেষতঃ জার্মেনির, সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়—এই সত্য চেম্বারলেন এড়াতে চেয়েছেন। রাশিয়ার অপ্রীতিকর বাস্তব অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করতে চেয়েছেন রাশিয়াকে আলাপ-আলোচনার বাইরে রেখে। ন্যুরেমবার্গ বিচারকালে মার্শাল কাইটেলকে চেক প্রতিনিধি প্রশ্ন করেন—পশ্চিমী শক্তিবর্গ চেকরাষ্ট্রকে সাহায্য করলে জার্মেনি কি চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করত? উত্তরে কাইটেল বলেন, "নিশ্চয়ই না, আমাদের সামরিক প্রস্তুতি ছিল না।" মিউনিখের উদ্দেশ্য হ'ল— **"to get Russia out of Europe, to gain time, and to complete the German armaments." "To get Russia out of Europe"** – এই ছিল মিউনিখ-রহস্যের চাবিকাঠি। তাছাড়া চেম্বারলেন ডিক্টেটরদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে পারেননি। ভেবেছিলেন তাদের দাবী ন্যায়সঙ্গত এবং সীমাবদ্ধ। তাঁর উভয় ধারণাই ভ্রান্ত। সুতরাং সিদ্ধান্তও ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হ'ল।

ব্রিটিশ জাতিকেও কতকটা দায়ী করতে হয়। তারা সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে ম্যুনিখকে 'সম্মানজনক শান্তি' বলে গ্রহণ করেছিল। ইবসেনের **Master Builder**এর মত বীর্যহীন বিবেক ব্রিটেনকে আড়ষ্ট করে রেখেছিল। অথচ একে কি শান্তি বলে? টয়নবির ভাষায়, **"So far all the bars of our Peace medal have been cast out of other peoples' coin."** দুটি রাজনৈতিক দল এমন মনোভাবের জন্য দায়ী। একটি লন্সবেরীর সমাজতন্ত্রী দল—যারা অনুতপ্তচিত্তে ভের্সাই সন্ধির অন্যায় সর্তগুলির ওপর জোর দিচ্ছিল এবং পরাভূত জার্মেনির প্রতি সমবেদনায় বিগলিত হয়ে হিটলারের প্রত্যেক অপকর্মকে ক্ষমার চক্ষে দেখছিল। দ্বিতীয় দল—চরম দক্ষিণপন্থী, তারা ফাসিবাদের মধ্যে সাম্যবাদের প্রতিষেধক খুঁজে পেয়েছিল এবং হিটলারের রুশবিরোধী বক্তৃতার মধ্যে নূতন মেসায়া'র এবং নূতন ক্রুসেডের উদাত্ত আহ্বান শুনতে পাচ্ছিল। তাদের চোখে চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার রুশ-সীমান্তের দিকে জার্মান বাহিনীর অগ্রগতির একটি পদক্ষেপ, সুতরাং অভিনন্দন-যোগ্য। এমন নীতিকে অমার্জিত ভাষায় বলা চলে—**Let the Nazi dog eat the Bolshie dog.** ফ্রান্সের রাজনীতিক্ষেত্রে অনুরূপ দ্বন্দ্ব দেখি। একদিকে র‍্যাডিক্যালিজমের সঙ্গে সাম্যবাদের বিরোধ, অন্যদিকে র‍্যাডিক্যালিজমের সঙ্গে জ্যাকোবিনিজমের বিরোধ। থোরে ও দ্য গল উভয়ের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে দালাদিয়ের ও বনে স্নাইডার ক্রসোর কমিতে দে ফোর্জের (**Comite des Forges**)

পূর্ণ সমর্থনে জার্মেনির দিকে হাত বাড়ালেন ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সর্বনাশ মেনে নিলেন। আর বেনেস হলেন উদারনীতির ট্র্যাজেডির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পদত্যাগ না করে তাঁর উচিত ছিল প্রতিরোধ করা এবং সেই অসম সংঘর্ষের মধ্যে আত্মসম্মান বজায় রেখে আত্মাহুতি দেওয়া। কে জানে হয় তো তার ফলে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হত।

(২)

ম্যুনিখের ***Disgrace Abounding***-এর পরেও হিটলারের হৃদয়ের পরিবর্তন হয়নি। বরং রিবেনট্রপের চেষ্টা হ'ল ইংল্যাণ্ড-ফ্রান্সের মধ্যে বিরোধ সৃজন করা। সাক্‌টের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, চেম্বারলেন যেমন ম্যুনিখে ইঙ্গ-জার্মান মৈত্রী বিষয়ে প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলেন তেমনি দালাদিয়েরও চান ফ্রান্সের জন্য। ফলে সাক্‌ট ও রিবেনট্রপ প্যারিসে আসেন। ১৯৩৮, ৬ই ডিসেম্বর, ফ্রাঙ্কো-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তবে এর আনুষঙ্গিক কোন অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করতে ফ্রান্স রাজী হয়নি। চেম্বারলেনও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। জার্মেনির পক্ষ থেকে মুসোলিনিকে সরিয়ে নেবার উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে ১৯৩৯-এর ১১ই জানুয়ারী দেখা করলেন তিনি। চিয়ানোর ডায়েরীতে এর বিবরণ পাই, যা পড়ে প্রত্যেক ভদ্র ইংরেজ অধোবদন হবেন। এর পনের দিন পরে, কমন্সে বক্তৃতা দেবার পূর্বে, চেম্বারলেন বক্তৃতার পাণ্ডুলিপি পাঠালেন মুসোলিনির অনুমোদনের জন্য! কিন্তু এত করেও অদৃষ্টকে ঠেকানো গেল না। মুসোলিনি কর্তৃত্ব হারিয়েছিলেন এবং জার্মেনির ক্রীড়াপুত্তলিতে পরিণত হয়েছিলেন। ২৫ জানুয়ারী জানা গেল রিবেনট্রপ ওয়ারশ গেছেন। পোল-সঙ্কট শুরু হয়েছে।

পোল-সঙ্কটে রুশনীতি বারবার আক্রান্ত হয়েছে, এমন কি আমাদের দেশেও। রেনোর ***La France a sauvé l' Europe*** নামক পুস্তকে দালাদিয়েরের ১৯৪৬ সালের এক উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে, যার অর্থ—১৯৩৯ সালের মে থেকে রাশিয়া পোল্যাণ্ডের ব্যাপার নিয়ে জার্মেনি ও মিত্রপক্ষের সঙ্গে যুগপৎ আলোচনা চালায়। পোল্যাণ্ড রক্ষা করার চেয়েও পোল্যাণ্ড বিভাগই তার মুখ্যতর উদ্দেশ্য ছিল এবং এই প্রবঞ্চনামূলক নীতিই মহাযুদ্ধের প্রধান কারণ। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে জার্মান পররাষ্ট্র-দপ্তরের কতকগুলি কাগজপত্র ***Nazi-Soviet Relations*** নাম দিয়ে আমেরিকা প্রকাশ করে। তাতেও সোভিয়েতের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনা হয়। অধ্যাপক নেমিয়ার ***Diplomatic***

Prelude নামক গ্রন্থে সে অভিযোগ নির্বিচারে মেনে নেন এবং স্তালিনের যুদ্ধাপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ম্যাক্স বেলফের ***Foreign Policy of Soviet Russia***-র দ্বিতীয় ভাগের বক্তব্য প্রায় একই। রাশিয়া এই প্রচারের বিরুদ্ধে অনুরূপ্ পন্থা অবলম্বন করে। ১৯৪৮-৪৯এ মস্কো থেকে জার্মান দপ্তরের কাগজ-পত্রের এক সংকলন বেরিয়েছে, তার নাম ***Documents and Materials relating to the Eve of the Second World War*** এবং লণ্ডনের সোভিয়েত নিউজ পত্রিকা **'Falsifiers of History'** নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে। এই উপাদানগুলি, চার্চিলের মহাযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতিকথা-সমূহের মধ্যে সমন্বয় করে আমরা ১৯৩৯-এর কূটনৈতিক ইতিহাস অনুধাবন করবার চেষ্টা করব।

ম্যুনিখ চুক্তির পর রাশিয়া আপন বিপদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হয় এবং রুশ কূটনীতির পরিবর্তন সূচিত হয় স্তালিনের ১০ই মার্চ-এর এক বক্তৃতায়। চীন, স্পেন, অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় অনুসৃত নিরপেক্ষতার নীতির নিন্দা করে তিনি বলেন,—এ ধরনের রাজনৈতিক খেলা বিপজ্জনক, তার পরিণাম ভয়াবহ। রাশিয়া শান্তিকামী, যে-সকল রাষ্ট্র আপন স্বাধীনতা রক্ষার্থ প্রতিরোধে প্রস্তুত তাদের সাহায্য করতে রাশিয়া সম্মত। বিশেষতঃ সোভিয়েতের প্রতিবেশী ও সীমান্তস্থিত রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে শান্তির নীতি অনুসরণ করতে হবে সাবধানে। যে-সব দেশ চায় সোভিয়েত রাশিয়া "তাদের বাদাম তাদের হয়ে আগুন থেকে বের করে দেবে" সে-সব দেশের ভাঁওতায় ভুলবে না রাশিয়া। ইংল্যাণ্ডের প্রেস এই বক্তৃতা থেকে কোন ইঙ্গিত নিল না, বরং চেম্বারলেন-হোরের শান্তি ও স্বর্ণ-যুগ সম্বন্ধে কতকগুলি উচ্ছ্বাসময় প্রলাপোক্তি প্রকাশ করল। ১৫ই মার্চে প্রাগের পতন ইংল্যাণ্ডের নির্বেদ নিশ্চিন্ততা বিচলিত করল। এর পর রুমানিয়া যখন জার্মেনির চরম পত্রের কথা জানাল তখন চেম্বারলেন উদাসীন থাকতে পারলেন না, বহু রক্ষণশীল নেতার হুমকিতে সুর বদলাতে বাধ্য হলেন। ১৭ই মার্চের তাঁর বার্মিংহাম বক্তৃতায় প্রথম হিটলার-বিরোধী সুর লাগল। ব্রিটিশ জাতির পক্ষে থেকে বিস্ময়, হতাশা ও উষ্মা প্রকাশ করে তিনি প্রশ্ন করলেন—ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ওপর হিটলারের এই কি শেষ হস্তক্ষেপ, না ভবিষ্যতের গর্ভে আরো নিহিত আছে? উত্তর পেতে দেরী হ'ল না। ২১ মার্চ লিপস্কি-রিবেনট্রপ সংবাদে জানলেন জার্মেনি লিথুয়ানিয়ার সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে। ২৩শে জার্মান সৈন্য মেমেল অধিকার করল।

বিপদে পড়ে রাশিয়াকে স্মরণ হলো। ১৮ই মার্চ ব্রিটিশ দূত লিটভিনফকে

রুমানিয়ার বিপদের কথা জানালেন। ১৯শে ম্যুনিখের অপমান ভুলে গিয়ে রাশিয়া ছয়শক্তির এক সম্মেলনের প্রস্তাব করল। ফিলিং-রচিত চেম্বারলেন-জীবনীতে পাই, এক পত্রে চেম্বারলেন রুশ প্রস্তাব সম্বন্ধে এবং রুশ অভিসন্ধি সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। রাশিয়া আক্রমণাত্মক সংগ্রামে অক্ষম, তার শাসন-তন্ত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতা-বিরোধী, পোল্যাণ্ড ফিনল্যাণ্ড রুমানিয়া সকলে তাকে ভয় ও ঘৃণার চোখে দেখে, ইত্যাদি বহুবিধ মন্তব্য তিনি করেন। ২০ মার্চ হ্যালিফ্যাক্স সোভিয়েত দূতকে জানালেন, রুশ প্রস্তাব গ্রহণ করার সময় আসেনি। তবে ২১শে মার্চ তিনি ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডের এক যুক্ত ঘোষণার কথা পাড়লেন, যার মর্ম—যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলে এই চার রাষ্ট্র পরামর্শ শুরু করবে। এতে পারস্পরিক সাহায্য দানের কোন কথাই ছিল না। অথচ যখন সেই মর্মে ইংল্যাণ্ডের সংবাদপত্রে খবর বেরুল তখন সোভিয়েত সরকারী মহল আসল ঘটনা ব্যক্ত করলেন। এ ঘটনার দু'দিন পরে মেমেল অধিকৃত হল। রুমানিয়া জার্মেনির সঙ্গে অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য হল। ২১ মার্চ রিবেনট্রপ বার্লিনস্থ পোল দূতের কাছে ড্যানজিগ ও পোলিশ করিডোর দাবী করলেন এবং ২৬ মার্চের পোল-প্রত্যুত্তরে জার্মেনি খুসী হলো না। ৩১ মার্চ সহসা ব্রিটিশ সরকার পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসল। পার্লামেণ্টে চেম্বারলেন ইঙ্গিত করলেন এ বিষয়ে রাশিয়ার পূর্ণ সহানুভূতি বিদ্যমান, অথচ ২৩ মার্চের পর আর কোন ইঙ্গ-রুশ আলোচনাই হয়নি। ফিলিং-এর চেম্বারলেন জীবনীতে পাই ২৬ মার্চ তিনি লিখছেন, **"I must confess to the most profound distrust of Russia."** হ্যালিফ্যাক্স স্বীকার করেছেন, **"It was desirable not to estrange Russia but always to keep her in play"** (***British Foreign Policy***, **third Series, V**). হিটলার বুঝতে পারলেন, পোল্যাণ্ডকে আপন দাবী (বিশেষতঃ ড্যানজিগের ওপর) শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বীকার করিয়ে নিতে পারলে ব্রিটেন খুসীই হবে। ইতালীও তাই বুঝল এবং ১৯৩৭-৩৮এর ইঙ্গ-ইতালী চুক্তি ভঙ্গ করে ৭ই এপ্রিল আলবেনিয়া আক্রমণ করল। গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে বাস্তব বা কূটনৈতিক যুদ্ধ চালাবার এমন ঘাঁটি বিরল। ১৩ই এপ্রিল চেম্বারলেন গ্রীস ও রুমানিয়াকে সাহায্য দেবার অঙ্গীকার করলেন। বক্তৃতায় রাশিয়ার উল্লেখ না থাকায় কয়েকজন সভ্য আপত্তি করেন।

১৫ই এপ্রিল মস্কো আলোচনা শুরু করা হয় আবার। ইউরোপের কোন

রাষ্ট্র আক্রান্ত হলে রাশিয়া তাকে সাহায্য করবে এবম্বিধ ঘোষণা দাবী করেন ব্রিটিশ দূত। লিটভিনফ্ অসম্মতি জানান, কারণ যদি পোল্যাণ্ড বা রুমানিয়া হিটলারের সঙ্গে আপোষ করে ফেলে, এমন কি জার্মান বাহিনীকে পথ ছেড়ে দেয়, তবে রাশিয়ার সেই সঙ্কটে ইংল্যাণ্ড নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করবে। ১৯২০ সাল থেকে পোল্যাণ্ড চিরকাল সাম্যবাদবিরোধী চক্রান্তের কেন্দ্র ছিল। তার সঙ্গে রাশিয়ার শত্রুতাও পুরাতন। সুতরাং তার পক্ষে এমন কার্য অসম্ভব নয়। তাছাড়া ম্যুনিখের পর টেসচেন দখল করে সে নিজের ঘৃণ্য লোভের পরিচয় দিয়েছিল, হিটলারের ভয়ে বা প্রলোভনে পড়া তার পক্ষে আশ্চর্য নয়। তাছাড়া যে-সব দেশ ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতি পায়নি, যেমন বাল্টিক রাষ্ট্র, হিটলার যদি তাদের ভিতর দিয়ে রাশিয়া আক্রমণ করে তখনও ব্রিটেন নিরাসক্ত থাকবে। সুতরাং প্রথমতঃ ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ সঙ্গে সঙ্গে সামরিক আলোচনা শুরু হওয়া উচিত। তৃতীয়তঃ মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের প্রত্যেক দেশকেই গ্যারাণ্টি দেওয়া উচিত। চতুর্থতঃ রাজনৈতিক ও সামরিক চুক্তি যুগপৎ সম্পাদন করতে হবে। শেষতঃ অন্যদের না জানিয়ে কোন পক্ষই সন্ধি করতে পারবে না। ***Nazi-Soviet Relations***এর বক্তব্য, এই সময় থেকে জার্মেনির সঙ্গে রাশিয়ার গোপন আলোচনা শুরু হয়। জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্তা ভিজ্‌সেকারের কাছে রুশ দূত জানান, যে ভাবগত বিরোধ সোভিয়েত-ইতালী মৈত্রীর প্রতিবন্ধকতা করেনি, সোভিয়েত-জার্মান মৈত্রীর পথেও দাঁড়াবে না। তবু মনে হয় হিটলারের ব্যক্তিগত মতামতের অনুকূল করে জার্মান পররাষ্ট্র-দপ্তরের কাগজপত্র রাখা হত। তা না হলে পরবর্তী ইঙ্গ-সোভিয়েত আলোচনায় সোভিয়েত বিশ্বস্ততার প্রমাণ মিলত না। যাই হোক, ১৭ই এপ্রিল থেকে ৮ই মে রাশিয়া আপন জবাবের কোন উত্তর পায়নি। অথচ ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে ইঙ্গ-রুশ মৈত্রীর গুজব ছড়াতে থাকে। ২৬ এপ্রিল পোল দূতের সঙ্গে ক্যাডোগানের দেখা হয় এবং তিনি বলেন রাশিয়ার যোগদান ইংল্যাণ্ড চায় বটে তবে কোন নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন করতে চায় না। রুশ প্রস্তাব ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের পছন্দ নয়। অর্থাৎ ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স রাশিয়ার সঙ্গে আসলে মৈত্রী চায় না, চায় মৈত্রীর ভাণ করতে, যাতে হিটলার-মুসোলিনি যুদ্ধ না বাধান, আবার অতিরিক্ত ভয় পেয়ে পূর্ব ইউরোপে রাজ্যবিস্তার কল্পনা ত্যাগ না করেন। ইতিমধ্যে চেক-রাষ্ট্রের প্রাপ্য ব্রেন্‌গান রয়্যালটি ও ৬০ লক্ষ পাউণ্ডের মজুত স্বর্ণ অছি জার্মান সরকারকে দেওয়া হয়। ২৪ এপ্রিল প্রত্যাহৃত ব্রিটিশ দূত পুনরায় বার্লিন যান। ২৬ এপ্রিল ব্রিটিশ

সরকার জার্মেনির সঙ্গে পোল-সমস্যার আলোচনায় প্রস্তুত এমন উক্তি করা হয়। হিটলার উত্তরে ইঙ্গ-জার্মান নৌচুক্তি অগ্রাহ্য করেন ও ড্যানজিগ দাবী করেন। এইসব ঘটনার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাতে রুশ পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। লিটভিনফের নীতির ব্যর্থতা স্বীকৃত হয়। ২রা মে তিনি অপসৃত হন এবং মলোটভ তাঁর স্থান গ্রহণ করেন।

মলোটভ যে নূতন নীতি প্রবর্তন করলেন তা আসলে স্তালিনের ১০ই মার্চের বক্তৃতায় ঘোষিত নীতি। পশ্চিমী-গণতন্ত্রের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের জন্য যতদূর যাওয়া সম্ভব যাওয়া হবে কিন্তু নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করে ও নিঃসঙ্গতার ঝুঁকি নিয়ে পশ্চিমী গণতন্ত্রকে রাশিয়ার মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে দেওয়া হবে না। ৫ই ও ৭ই মে জার্মান সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে ভরোশিলভ এবং রুশ সেনাপতিমণ্ডলী একক অবস্থায় পোল্যাণ্ড রক্ষায় রুশ সৈন্যবাহিনীর অক্ষমতা জানিয়ে লিটভিনফের গণতন্ত্র-পক্ষপাতী কার্যক্রমের নিন্দা করেন।

৮ই মে পোল্যাণ্ডের অসম্মতির অজুহাতে ইংল্যাণ্ড সোভিয়েত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। উপরন্তু রাশিয়ার কাছে একতরফা অঙ্গীকার চাইল যে পোল্যাণ্ড, গ্রীস, রুমানিয়া, তুর্কী ও বেলজিয়াম আক্রান্ত হলে রাশিয়া তাদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হবে। এই অঙ্গীকার কার্যকরী হবে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের অঙ্গীকার কার্যকরী হবার পর। অর্থাৎ হিটলার যদি উক্ত রাষ্ট্রগুলিকে দলে নিয়ে আসতে পারেন তবে রাশিয়া দলছাড়া হয়ে পড়বে। যদি নাও পারেন তবু প্রথম আক্রমণ ঠেকাতে হবে রাশিয়াকেই। অথচ ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স তার সময় স্থির করে দেবে। তাছাড়া কেবলমাত্র ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের নির্বাচিত রাষ্ট্রগুলির সম্বন্ধে উপর্যুক্ত অঙ্গীকার প্রযুজ্য। এদিকে ইংল্যাণ্ড বা পোল্যাণ্ড সোভিয়েত রাশিয়াকে কোন সাহায্য-প্রতিশ্রুতি দেবে না—যদি সে অন্যরাষ্ট্রের প্রতি অঙ্গীকার-সূত্রে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু পোল্যাণ্ড বা রুমানিয়াই ত রাশিয়ার সমগ্র পশ্চিম সীমান্ত নয়। লিথুয়ানিয়া প্রভৃতি বাল্টিক রাষ্ট্র সম্বন্ধে ফ্রান্স বা ইংল্যাণ্ড সম্পূর্ণ নীরব। তাস-এ ও ইজ্‌ভেস্তিয়ায় এই অদ্ভুত প্রস্তাবের কঠোর সমালোচনা হবার পর ১৪ই মে রাশিয়া তা প্রত্যাখ্যান করে এবং আপন পুরাতন প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করে।

১৯শে মের বিতর্কে রাশিয়ার সমর-সজ্জার দুর্বলতা নিয়ে চেম্বারলেন ব্যঙ্গ করলেও চার্চিল রুশ দাবী সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেন। তিনি জানতে চান, যুদ্ধ শুরু হ'লে যদি পোল্যাণ্ড রক্ষা করবার জন্য রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা করতেই হয় তবে এখনই তা না করার অর্থ কি? রাশিয়াকে অবশ্যই সমকক্ষের মর্যাদা দিতে হবে

এবং তার ওপর আস্থা স্থাপন করতে হবে। এই অবস্থায় দ্বৈপায়ন শ্রেয়োমন্যতার বিলাস সাজে না, সাজে না বালসুলভ লোহিতাতঙ্ক। যে নেতৃত্ব দ্বিধাগ্রস্ত এবং অনিশ্চিত—তার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে রাশিয়ার দ্বিধা হবে এ ত স্বাভাবিক। রাশিয়াকে বাদ দিয়ে পূর্ব-ইউরোপে অঙ্গীকার রক্ষা করার কথা ভাবা বাতুলতা। গত যুদ্ধের ইতিহাস এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, আর রাশিয়ার প্রস্তাব ইংল্যাণ্ডের প্রস্তাবের চেয়ে **"a more simple, a more direct and a more effective offer."** তা প্রত্যাখ্যান করা বা তা নিয়ে অযথা বিলম্ব করা অপরাধ।

চেম্বারলেনের কূটনীতিতে ছাই দিয়ে ২২শে মে জার্মেনি ও ইতালীর মধ্যে "ইস্পাতের চুক্তি" হ'ল। ২৩শে মে সেনাপতিমণ্ডলীর সঙ্গে আলোচনায় পোল্যাণ্ড আক্রমণ স্থির হ'ল এবং ৩০শে মে মস্কোর জার্মান রাষ্ট্রদূত রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী-সংগঠনের আদেশ পেলেন। ইতিমধ্যে ২৭শে মে, প্রস্তাব উত্থাপনের ছয় সপ্তাহ পরে, ইঙ্গ-ফরাসী দূতদ্বয় ত্রিশক্তি চুক্তি নীতি স্বীকার করে এবং জাতিসংঘের পদ্ধতিতে তাকে কার্যকরী করা হবে বলে আশ্বাস দেয়। সোভিয়েত আপাততঃ পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়াকে সাহায্য করবে, অন্যান্য রাষ্ট্র আক্রান্ত হ'লে পরে সে বিষয়ে আলোচনা করা যাবে। বাল্টিক রাষ্ট্র সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নয় এবং সামরিক চুক্তি রাজনৈতিক চুক্তির পর সম্পাদিত হবে। মলোটভ বললেন—এ ত কেবল বৃত্তাকার ঘোরাই হচ্ছে, ফিরে ফিরে একই সমে আসছে ইংল্যাণ্ড। এ ত চুক্তি করবার আগ্রহ নয়, চুক্তি সম্বন্ধে কথাবার্তা চালানোর আগ্রহ। সুপ্রীম সোভিয়েতে ৩১শে মের বক্তৃতায় তিনি এই মনোভাবের নিন্দা করলেন। বাল্টিক ও ফিনল্যাণ্ড সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ডের ঔদাসীন্য তাঁকে উত্তেজিত করেছিল। ২রা জুনের প্রস্তাবে তাদের নাম ঢোকাবার জন্য আবার আবেদন করা হ'ল কিন্তু ১লা জুলাই-এর আগে তার কোন সন্তোষজনক উত্তর মিলল না।

এই বিলম্ব অনেকটা ইচ্ছাকৃত এবং সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েত আশঙ্কা ফলল। এস্তোনিয়া ও ল্যাটভিয়া জার্মেনির সঙ্গে আক্রমণ চুক্তি করল। চেম্বারলেন আত্মপক্ষ সমর্থনে বললেন, তিনি ত আর বাল্টিকের ওপর জোর করে সোভিয়েত মৈত্রী চাপাতে পারেন না। চার্চিল প্রতিবাদে বললেন, রুশ দাবী অনস্বীকার্য। এর পর ৮ই জুন লর্ডস্ সভায় হ্যালিফ্যাক্স বললেন—জার্মেনি যদি যুদ্ধ পরিহার ক'রে শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বন করে তবে তিনি জার্মেনির জনসম্প্রসারণ সমস্যা আলোচনা করতে রাজী। ইউরোপ দুটি পরস্পর-বিরোধী শত্রু-শিবিরে পরিণত হবে এ পরিস্থিতি বেদনাদায়ক। ১২ই জুন রুশ দূত হ্যালিফ্যাক্সকে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা

চালানোর জন্য মস্কোতে নিমন্ত্রণ করলেন। হ্যালিফ্যাক্স নিজে না গিয়ে পাঠালেন পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক সাধারণ কর্মচারী মিঃ ষ্ট্র্যাং'কে। তাঁর কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা ছিল না। জুনের দ্বিতীয়ার্ধ কেটে গেল। বাল্টিকে জার্মেনির পরোক্ষ আক্রমণের ব্যাপারটা ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্স আমল দিল না, অথচ স্পেন, অষ্ট্রিয়া, সুদেতেন, ড্যানজিগ ইত্যাদি সর্বত্র পরোক্ষ আক্রমণ—প্রত্যক্ষ অভিযানের অগ্রদূত হয়েছে। ষ্ট্র্যাং বললেন, সেক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিবর্গ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে। উত্তরে সোভিয়েত সরকার জানালেন—তবে কি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রদের কোন গ্যারান্টি দিতে চায় না ইংল্যাণ্ড? এর চেয়ে ভালো কেবল ত্রিশক্তি চুক্তি ও সে ভিত্তিতে সামরিক আলোচনা?

২৯শে জুন, যেদিন জার্মান সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ হ্যালডার ফিনল্যাণ্ডে এলেন, সেদিন প্রাভদা এক প্রবন্ধে লিখলেন—"পঁচাত্তর দিনব্যাপী আলোচনা চলেছে। তার মধ্যে সোভিয়েত সরকার নিয়েছে মাত্র ষোল দিন, বাকী ঊনষাট দিন মিত্রপক্ষ, এর কারণ কি?" মিত্রপক্ষ আদৌ চুক্তি সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত নয়। তারা চায় চুক্তির কথায় ভয় দেখিয়ে আক্রমণকারীদের বাগে আনবে। হ্যালিফ্যাক্স ঐদিনকার চ্যাথাম হাউস বক্তৃতায় যেন তাঁর সমর্থন করলেন। তিনি বললেন, জার্মেনির চতুর্দিকে লৌহ-বেষ্টনী রচনা ব্রিটেনের উদ্দেশ্য নয়, ইঙ্গিতে জানালেন লীগ কভেনাণ্টের ১০ ও ১৬ ধারার কিছু পরিবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়। মনে রাখতে হবে উক্ত দুই ধারা ছিল যৌথ নিরাপত্তার ভিত্তি।

অবশেষে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রদ্বয় ১লা জুলাই বাল্টিক রাষ্ট্রগুলিকে গ্যারান্টি দিতে স্বীকৃত হ'ল। অবশ্য মূল্যস্বরূপ হল্যাণ্ড ও সুইটজ্যারল্যাণ্ড সম্বন্ধে অনুরূপ গ্যারান্টি চাইল রাশিয়ার কাছে। ৩রা জুলাই সোভিয়েত সরকার পাল্টা দাবী জানালো—পোল্যাণ্ড ও তুর্কীকে রাশিয়ার সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি করতে হবে। দার্দানেল্‌স ও বস্‌ফোরাস জার্মেনির হাতে এলে রাশিয়ার সমূহ বিপদ। ১৭ই জুলাই ইংল্যাণ্ড এই দাবী পূরণ করা অসম্ভব ব'লে জানায় এবং নিজেদের দাবী প্রত্যাহার করে। এবার গোলযোগ বাধে রাজনৈতিক ও সামরিক চুক্তির যুগপৎ সম্পাদন নিয়ে। ২৩শে জুলাই ষ্ট্র্যাং তাতে রাজী হন।

চেম্বারলেন কিন্তু শান্তির আশা করেননি। ২০শে জুলাই হিটলারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ওলটাট্‌ ইংল্যাণ্ডের বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগের সচিব হাড্‌সনের সঙ্গে দেখা করেন। জার্মেনিকে ব্যাপকভাবে ঋণ দেওয়া ও ঔপনিবেশিক বাজারগুলি একত্র শোষণ করার কথা আলোচিত হয়। জার্মেনি যখন দিনরাত্র

পোল্যাণ্ডকে ভয় দেখাচ্ছে, পোল সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করছে, তখন তাকে অর্থ-নৈতিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মানে জার্মেনিকে জানানো—মস্কো আলোচনা প্রহসন মাত্র।

২৪শে জুলাই, উপর্যুক্ত ঘটনা সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। অথচ জার্মান দলিলে পাওয়া যাচ্ছে হাডসনের সঙ্গে দেখা করার পূর্বে ওলটাট্ চেম্বারলেনের পরম বন্ধু, ম্যুনিখ-সঙ্কটের উদ্ধব, স্যার হোরেস উইলসনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। উইল্‌সন ইঙ্গ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির এক খসড়াও তৈরী করেছিলেন—তাতে ছিল আফ্রিকা, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপে জার্মান অর্থনৈতিক শোষণ ব্যবস্থার পরিকল্পনা। যদিও এসব দলিলের অধিকাংশ হিটলারকে খুশী রাখবার জন্য তৈরী হ'ত তথাপি কর্ডেল হালের স্মৃতি-কথায় উল্লিখিত চোরা আলোচনার কিছু সমর্থন মেলে। কারণ যাই হোক, জুলাই মাসের শেষভাগে মস্কো আলোচনা আবার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে জার্মেনির সঙ্গে রাশিয়ার বোঝাপড়া কতটা এগিয়েছে দেখা যাক। ২০শে মে মস্কোয় জার্মান দূত ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাইলে মলোটভ বলেন—তার জন্য প্রথম তৈরী করতে হবে অনুকূল রাজনৈতিক পরি-প্রেক্ষিত। ৩১শে মে, সুপ্রীম সোভিয়েতের বক্তৃতায় তিনি বললেন—ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে ব'লে জার্মেনি ও ইতালীর সঙ্গে রুশ বাণিজ্য বিসর্জন দেবার প্রয়োজন নাই। ২৮শে জুন, জার্মান দূত রুশ-জার্মান সম্বন্ধ স্বাভাবিক করতে চাইলে মলোটভ বলেন—ভাল কথা, তবে এতদিন পর্যন্ত রাশিয়ার দোষে সম্বন্ধের অবনতি ঘটেনি। ২৬শে জুলাই জার্মান কর্মচারীরা সোভিয়েত দূত ও বার্লিনস্থ সহকারী সোভিয়েত বাণিজ্য প্রতিনিধিকে এক গোপন সান্ধ্যভোজে জার্মেনির সঙ্গে আপোষের প্রয়োজনীয়তা বোঝাবার চেষ্টা করে। উত্তরে মলোটভের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়।

গণতন্ত্রের সঙ্গে মৈত্রীর শেষ চেষ্টা চলে। ২৩শে জুলাই সোভিয়েত সরকার সামরিক আলোচনার দাবী করে। ২৫শে জুলাই ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স তাতে রাজী হয় কিন্তু ৫ই আগষ্টের পূর্বে প্রতিনিধি দল পাঠানো হয় না। অবশেষে তারা যাত্রা করে মালবাহী জাহাজে—দ্রুতগামী বিমানে নয়। এই অযথা বিলম্বের কথা মনে রাখতে হবে। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয়, যেখানে সোভিয়েত প্রতিনিধি ছিলেন ভরোশিলভ প্রভৃতি বিভাগীয় প্রধান অধ্যক্ষের দল সেখানে ফরাসী ও ইংরেজদের প্রতিনিধিত্ব করছিল কতিপয় অসমপদস্থ, অনেক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর

কর্মচারী। তাদের খুব ধীরগতিতে আলোচনা চালাবার নি:র্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কোন চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এদের দেওয়া হয়নি (*British Fore·gn Policy*, VI, App.)। এই ব্যাপার লণ্ডনস্থ জার্মান দূতের দৃষ্টি এড়ায়নি। ১লা আগষ্ট সে পররাষ্ট্র-দপ্তরকে জানায়—প্রতিনিধি দল চলেছে সোভিয়েত সৈন্য-বাহিনীর শক্তি বুঝবার জন্য, যৌথ যুদ্ধ পরিকল্পনা তৈরী করার জন্য নয়। পোল্যাণ্ডের ঘোর অসম্মতি জেনেই এরা পোল্যাণ্ড সম্বন্ধে আলোচনার জন্য গিয়েছিল। তাছাড়া পটভূমিকায় দেখি ৩১শে জুলাই বাটলার পার্লামেণ্টে বলেছিলেন—"রাশিয়া চাইছে বাল্টিক স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করতে। আলোচনা এইজন্য ব্যর্থ হচ্ছে।" ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়ার গ্যারাণ্টি হ'ল হস্তক্ষেপ আর অবশ্যম্ভাবী জার্মান আক্রমণের সম্মুখে গ্যারাণ্টি প্রত্যাখ্যান করা হ'ল স্বাধীনতা! এইসব ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ধৃষ্টতার শাস্তি হিটলার যথেষ্টই দিয়েছিলেন, কিন্তু ধৃষ্টতার প্রেরণা দিয়েছিল ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স।

১২ই আগষ্ট সামরিক আলোচনা শুরু হয়। বোঝা গেল ইংল্যাণ্ড পাঁচ ডিভিসন পদাতিক ও এক ডিভিসন যান্ত্রিক বাহিনী পাঠাতে পারবে, তার বেশী নয়। অথচ ১৯৪২-এর এক কথোপকথনে স্তালিন উক্ত আলোচনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—রাশিয়া জানতো তাকে দিতে হবে অন্ততঃ তিনশ ডিভিসন সৈন্য। তবু রাশিয়া বলল—পোল্যাণ্ডের ভিতর দিয়ে যাতায়াতের পথ দিতে হবে। চার্চিল পরে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন এ দাবী ন্যায়সঙ্গত এবং এ অবস্থায় রাশিয়াকে সন্দেহ করা বাতুলতা। অথচ ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিনিধি-দল আপন আপন সরকারের মত জিজ্ঞাসা করার সময় নিল। ১৭ই জানা গেল পোল্যাণ্ডের বেক সম্পূর্ণরূপে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর এ-ব্যাপারে ইংল্যাণ্ড-ফ্রান্স নিরুপায়। ১৯৩৮ সালে বেনেসের ওপর যা সম্ভব ছিল বেকের ওপর তা সম্ভব হ'ল না। বস্তুতঃ ১৮ই মে বেক ধাপ্পা দিয়ে গামেলাঁর কাছে এক সামরিক চুক্তি আদায় করেছিলেন, রাজনৈতিক চুক্তি হবার আগেই। তদুপরি ছিল ইংল্যাণ্ডের গ্যারাণ্টি। সুতরাং তার ধৃষ্টতা ইঙ্গ-ফরাসী পক্ষের সৃষ্টি। পোলদের রাজী করতে না পারার অর্থ সামরিক চুক্তি সম্পাদনে অনিচ্ছা—এবং সামরিক চুক্তি ব্যতীত কোন রাজনৈতিক চুক্তি অসম্ভব। সুতরাং ইংল্যাণ্ডের মনোভাব সম্বন্ধে আর কোন অনিশ্চয়তা রইল না। দ্বিতীয় প্রমাণ শীঘ্রই মিলল। রাশিয়া প্রস্তাব করলে বাল্টিক উপকূলের নৌ-ঘাঁটিগুলি ইঙ্গ-ফরাসী নৌবহর এখুনি দখল করুক, পরে রুশ নৌ-বহরও সেগুলি ব্যবহার করবে। ইঙ্গ-জার্মান নৌ-চুক্তির কুফল দূর করবার এবং

বাল্টিক ও স্ক্যাণ্ডিনেভীয় রাষ্ট্রদের জার্মান প্রভাব থেকে মুক্ত করার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। শুধু রুশ অভিসন্ধি সম্বন্ধে নানা বিরূপ মন্তব্য উঠল। রাশিয়া শেষবারের মতো বুঝতে পারলে বাল্টিক নিয়ে ইংল্যাণ্ড মাথা ঘামাচ্ছে না। অর্থাৎ জার্মান-সৈন্য বিনা বাধায় বাল্টিক জয় করতে পারবে—আর যেহেতু ফিন্ সীমান্ত থেকে লেনিনগ্রাড্ মাত্র পনের মাইল, পান্জার বাহিনীর পরের লক্ষ্য হবে রুশ হৃৎপিণ্ড।

কেন এই দ্বিধা? এর অন্যতম উত্তর হল—ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স ভেবেছিল পোল-যুদ্ধ অচিরে সোভিয়েত-জার্মান যুদ্ধে পরিণত হতে বাধ্য। যেহেতু ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও সোভিয়েতের মধ্যে কোন পারস্পরিক সাহায্য-চুক্তি নেই, সেহেতু হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করতে অধিকতর উৎসাহিত হবেন—দ্বিতীয় ফ্রন্টের ভয় না রেখে। তাছাড়া পররাষ্ট্র দপ্তর নিশ্চিত জানতো পোল-স্বাধীনতা রাশিয়ার জীবনমরণ-সমস্যা—অতএব ত্রিশক্তি-চুক্তি হোক আর নাই হোক রাশিয়া সমর-সজ্জা করতে বাধ্য এবং হয়তো পোল্যাণ্ড রক্ষার্থে অগ্রসর হবে। ইঙ্গ-পোল চুক্তি সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ডকে যুদ্ধ করতে হবে না। অথচ রুশ-জার্মান যুদ্ধের সম্ভাবনা খুব বেশী, রাশিয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক বা সামরিক চুক্তি করলে ইংল্যাণ্ড তাতে জড়িয়ে পড়বে। অতএব ও পথ নয়। চেম্বারলেনের দ্বিতীয় ভরসা ছিলেন মুসোলিনি। যুদ্ধ-সম্ভাবনায় তিনি ভারী বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। চিয়ানোর ডায়েরীতে দেখা যায় তিনি দ্বিতীয় ম্যুনিখের কথা ভাবছিলেন। ১১ই আগষ্ট চিয়ানো-রিবেনট্রপ সাক্ষাৎকালে চিয়ানো-মারফৎ মুসোলিনি তাঁর সতর্ক-বাণী পাঠান যে পোলযুদ্ধ মহাসমরে পরিণত হবে এবং তার ফল ভাল হবে না। এর অর্থ মুসোলিনি নির্বিঘ্নে আফ্রিকা, স্পেন ও সদ্যভক্ষিত অ্যালবেনিয়াকে হজম করে উঠতে পারবেন না এবং তাঁর ভূমধ্যসাগরীয় পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। রিবেনট্রপ অবশ্য কোন কথা শুনতে রাজী হননি। এই হলো মুসোলিনির শৃগালনীতির ফল। ম্যুনিখ চুক্তি এবং কার্পেথিয়ান অঞ্চল 'গ্রাসে হাঙ্গেরীকে সাহায্য করাই মুসোলিনির শেষ স্বাধীন বৈদেশিক নীতি।

আগষ্টে রুশ-জার্মান সম্বন্ধ ভাল করেই পাকল। তবু ***Nazi-Soviet Relations***-এ দেখি ৪ঠা আগষ্ট জার্মান দূত স্থলেনবার্গ লিখেছেন—ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স এখনও যদি রাজী হয়, সোভিয়েত রাশিয়া চুক্তি-সম্পাদনে বদ্ধপরিকর।

২১ আগষ্টের মধ্যে যখন বৃটিশ মিলিটারি মিশনের কেরামতি জানা গেল তখন সোভিয়েত দূত জার্মান-রাষ্ট্রদপ্তরকে জানালেন—রাজনৈতিক আলোচনা করতে

রাশিয়া প্রস্তুত। ১৫ই ও ১৬ই আগষ্ট রিবেনট্রপ 'বারংবার বিনীতভাবে জানতে চাইলেন, কথাবার্তার জন্য তিনি মস্কো আসতে পারেন কিনা। ১৮ই আগষ্ট মলোটভ বললেন, জার্মান-সরকার যদি সত্যি সত্যি রাশিয়া নীতি পরিবর্তন করে তবে প্রথমে বাণিজ্য-চুক্তি ও পরে অনাক্রমণচুক্তি করে জার্মান-রুশ মৈত্রীর উন্নতি সাধন সম্ভব। ১৯শে স্তালিন পোলিটব্যুরোকে জানান তিনি জার্মেনির সঙ্গে চুক্তি করতে ইচ্ছুক। ২১শে হিটলার স্তালিনের নিকট রিবেনট্রপের মস্কো যাত্রার অনুমতি চাইলেন। এবং তা দেওয়া হলো। এটা অবশ্য ফরাসী দূতের শেষ উত্তর শুনবার আগেই দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে পোল্যাণ্ড তা জানতে পারে এবং ফরাসী প্রস্তাব কার্যকরী হবে না ভাল করে জেনেই কর্ণেল বেক তাতে রাজী হয়ে যান। ফরাসী দূত এই জুয়াচুরি ধরতে পারেননি। তিনি যখন পোল-সম্মতি নিয়ে এলেন তখন বড় দেরী হয়ে গেছে।

২২শে ভরোশিলভ সমস্ত দিন ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিনিধিদলের সঙ্গে দেখা করলেন না। সন্ধ্যার অধিবেশনে বললেন, ইঙ্গ-ফরাসী পক্ষের চুক্তি করার আগ্রহ যখন নেই তখন রাশিয়া আপন সমস্যা আপনি সমাধান করবে। ২৩শে রিবেনট্রপ মস্কো এলেন এবং ঐদিন রাত্রে নাৎসী-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

বিধাতার এমনি পরিহাস—২৩শে আগষ্ট নেভিল হেণ্ডার্সন হিটলারকে জানালেন, ইংল্যাণ্ড ইঙ্গ-সোভিয়েত চুক্তি চায় না; এমন কি ২৮শে আগষ্ট বলেন, শান্তিপূর্ণ উপায় গ্রহণ করলে জার্মেনির সঙ্গে এখনও মৈত্রী সম্ভব। ফ্রান্সের বনে ম্যুনিখের মত অঙ্গীকার প্রত্যাহারের চেষ্টায় ছিলেন, কেবল গামেলাঁর দৃঢ়তায় তা সম্ভব হয়নি, এ তথ্য গামেলাঁর স্মৃতিকথা ***Servir*** থেকে জানা গেছে। মুসোলিনির অনুরূপ চেষ্টাও হিটলার ব্যর্থ করে দেন। তবে ২৪শে পোল্যাণ্ড আক্রমণের দিন স্থির হয়েছিল। ইঙ্গ-পোল চুক্তি সরকারীভাবে ঘোষিত হওয়ায় হিটলার ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দিন পিছিয়ে দিলেন। গোরিং-এর প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন তিনি ইংল্যাণ্ডকে অঙ্গীকার হতে রেহাই পাবার শেষ সুযোগ দিচ্ছেন। ন্যুরেমবার্গ বিচারের নথিপত্রে গোরিং-এর এই উক্তি পাওয়া গেছে। ইংল্যাণ্ড শেষমুহূর্ত পর্যন্ত পোল-জার্মান বিরোধ মেটাবার চেষ্টা করেছিল এবং মুসোলিনির আশ্বাসে ৩রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। এমেরির জীবনী ও হোর-বেলিশার ব্যক্তিগত কাগজপত্র থেকে দেখা যায়, বহু মন্ত্রী ও পার্লামেণ্টের চাপে পড়ে চেম্বারলেন ও হ্যালিফ্যাক্স জার্মেনিকে চরম পত্র দেন।

নাৎসী-সোভিয়েত চুক্তি গণতান্ত্রিক পররাষ্ট্র-নীতির চরম ব্যর্থতা সূচনা করল। কিন্তু উল্লিখিত পরিস্থিতিতে অন্যবিধ পরিণাম অচিন্তনীয়। সোভিয়েত রাশিয়ার কার্যক্রম পরবর্তী হিটলারী আক্রমণের ভীষণতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে চার্চিলের ভাষায় বলতে হয়—**"If their policy was cold-blooded, it was also at the moment realistic in a high degree."** সোভিয়েত রাশিয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের জন্য কি পরিমাণ চেষ্টা করেছিল এবং কিরূপে বারংবার তা ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের নির্বুদ্ধিতা, না হয় সঙ্কীর্ণ জাতীয় স্বার্থের জন্য ব্যর্থ হয়েছে তার বিশদ বিবরণ দেওয়া হল। এর থেকে একটি সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স যদি প্রথমাবধি রুশ মৈত্রীর জন্য সৎভাবে চেষ্টা করত তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হত কিনা সন্দেহ—এবং সংঘটিত হলেও জার্মেনির পক্ষে উভয় ফ্রণ্টের যুদ্ধ বেশী দিন চালানো সম্ভব হত না। জাতিসংঘের মর্যাদা, যৌথ-নিরাপত্তার ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক আদর্শ সবই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ত্রুটিতে ও অপরিণামদর্শিতায় একে একে বিনষ্ট হয়েছে। রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনই গণতন্ত্রের সম্মুখে একমাত্র বাঁচবার পথ ছিল। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের চিরাচরিত বৈদেশিক নীতি জার্মেনি ও রাশিয়ার মধ্যে কোন আদর্শগত পার্থক্য খুঁজে পায়নি—কণ্টকের দ্বারা কণ্টক নিপাত করতে চেয়েছে। এই ভ্রান্ত মূল্যবোধ দীর্ঘ ছয় বৎসরের জন্য সারা পৃথিবীকে অকল্পনীয় অপচয়ের গহ্বরে টেনে নিয়েছে। এখন চিন্তা করার বিষয়—যুদ্ধাপরাধ বাস্তবিক কারা করেছিল এবং গণতন্ত্রের সুমহান্ ঐতিহ্যকে কারা লাঞ্ছিত করেছে! *